

মাসুদ রানা

বিদায় রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

তিন খণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা

বিদায় রানা

[তিনখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে রানা।
ছুটি দেয়ার ছলে কি আসলে
বরখাস্ত করা হচ্ছে ওকে?
কিংবদন্তীর নায়ক সেই মাসুদ রানার
এখানেই পরিসমাপ্তি ?
বাজছে বিদায়ের ঘণ্টা।
চলে যাচ্ছে রানা বাংলাদেশ কাউন্টার
ইন্টেলিজেন্স ছেড়ে অনেক···অনেক দূরে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

বিদায় রানা

[তিনখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7056-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৭
পঞ্চম মুদ্রণ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.n
Web Site: www.ancbooks.co

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
BIDAY, RANA
(Part I, II &III)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

পঞ্চাশ টাকা

মাসুদ রানার ভলিউম

১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৫০/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫	আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৯১-১৯২	দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫৩/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৪৬/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪১/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৪৭/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৩৮/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪০/-

বিদায়, রানা-১

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৮

এক

ধমক খেয়ে চুপসে গেলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান।

'দিস ইজ ক্রাইম! ক্লিন মার্ডার!' কালো লোমের নক্সা কাটা ফর্সা হাতে ধরা ব্রায়ার টোবাকো পাইপটা পিস্তলের মত তাক করলেন প্রবীণ ভদ্রলোক রাহাত খানের কাঁচাপাকা ভুরুর মাঝ বরাবর। 'তুমি! তুমিই খুন করছ ছেলেটাকে! বহুবার বলেছি তোমাকে, সহ্যের একটা সীমা আছে··· দেয়ার ইজ এ লিমিট! তোমার বিচার হওয়া উচিত, খান।'

কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। স্টীলের তৈরি চকচকে রুপোলী ফ্রেমের চশমা। শালপ্রাংশু দেহের নিখুঁত মাপ নিয়ে কাটা নীলচে ট্রপিক্যাল স্যুট। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ রাহাত খানের মুখোমুখি, ডেস্কের এধারে চোখমুখ গরম করে বসে আছেন ডাক্তার মাহফুজ রেযা।

ঘন ঘন টান মারলেন রাহাত খান চুরুটে। ধোঁয়া বেরুচ্ছে না দেখে ডান হাত বাড়িয়ে ডেস্কে লাইটারটা খুঁজলেন। পেলেন না। লাইটারটা লুকিয়ে রেখেছেন বাঁ হাতের মুঠোর ভিতর, নিজের অজান্তেই গুঁজে দিচ্ছেন তিনি অ্যাশট্রেতে চুরুটটা। থমথম করছে মুখটা। 'কিন্তু মাহফুজ, আমি···মানে।'

'ফের তর্ক করে!' চাপা কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লেন ডাক্তার মাহফুজ। 'আমার চেয়ে বেশি বোঝো তুমি? কী মনে করছ তুমি নিজেকে, অ্যাঁ? দেড়শো রোগীকে বসিয়ে রেখে মূল্যবান তিনটে মিনিট খরচ করতে এসেছি আমি আর একটা মুমূর্ষু রোগীর স্বার্থে···।'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রাহাত খানের বুক। 'রানা মুমূর্ষু?' ছাইয়ের মত হয়ে গেল মুখের চেহারা। বাঁ হাতের মুঠো খুলে গেল আপনাআপনি। গড়িয়ে পড়ল লাইটারটা ডেস্কের উপর খট্ করে। ডাক্তার মাহফুজ শুধু অসংখ্য বিদেশী ডিগ্রীধারী মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনারই নন, সাইকিয়াট্রির একজন ডাকসেঁটে এম, ডি এবং স্বনামধন্য স্কলার—জানা আছে তাঁর। অনেক সাধ্য সাধনা করে তাঁকে এনেছেন তিনি বি.সি.আই-এর মেডিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে। অকারণে খেপে ওঠার মানুষ ইনি নন, জানেন বলেই এই হঠাৎ আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়েছেন মেজর জেনারেল।

তর্জনী ভাঁজ করে উল্টো পিঠের গাঁট দিয়ে রাহাত খানের সামনে রাখা ফাইলে ঠক্ ঠক্ করে দু'বার টোকা মারলেন ডাক্তার মাহফুজ। 'এইমাত্র না পড়লে রিপোর্টটা? কি বলেছি এতে, বোঝোনি? না বুঝে থাকলে একটা মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে তার ওপর ছেড়ে দাও ওর চিকিৎসার ভার,' বন্ধুর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে

চেয়ে রইলেন ক'সেকেন্ড, তারপর প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন তীক্ষ্ণ শরের মত, 'বলতে পারো কতবার নবজন্ম লাভ করেছে মাসুদ রানা?'

বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলেন রাহাত খান।

'প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টে যদি গড়পড়তা দু'বার করেও অবধারিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটা,' বললেন আবার ডাক্তার মাহফুজ, 'মোট কমপক্ষে পাঁচশোবার দাঁড়াতে হয়েছে ওকে?'—সম্মতির জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন তিনি। রাহাত খান মৃদু মাথা ঝাঁকাতেই আবার বললেন, 'পাঁ-চ-শো বা-র! একটা মানুষ পাঁচশোবার ফিরে এসেছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে! তুমি জানো, প্রতিবার কি পরিমাণ মানসিক এবং স্নায়বিক শক্তি ক্ষয় হয়েছে ওর মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে?'

'কিন্তু ও ছুটি পায় না এ কিন্তু, রেযা তোমার ভুল ধারণা···।'

মুখের কাছে হাত তুলে বাতাসে বাড়ি মারলেন ডাক্তার মাহফুজ। 'থামো! তোমার দেয়া ছুটি ছুটি নয়—জানে ছেলেটা। যেখানে ইচ্ছা যাবার স্বাধীনতা রয়েছে ওর? যা খুশি করার অধিকার কি আছে? ছুটির সময়টা আরও ক্ষয় করছে ওকে টেনশনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায়।' পাল্টে গিয়ে হুমকির মত শোনাল তাঁর গলার স্বর, 'কারও জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করার অধিকার···।'

'কিন্তু আমি ওর মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ দেখছি না যাতে···।'

'ক্লান্তি, ক্লান্তি!' বললেন ডাক্তার। 'জমতে জমতে এমন এক পর্যায়ে গেছে, যে কোন মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটে যেতে পারে। এতদিন পর্যন্ত কি করে যে টিকে রয়েছে সেটাই আশ্চর্য!' পাইপে আগুন ধরালেন তিনি। 'তবে আমি শিওর, হঠাৎ কোলাপস করার সময় ওর এসে গেছে। হয়তো ঠিক আগামী অ্যাসাইনমেন্টেই সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যাবে ওর মেন্টাল, ফিজিক্যাল অ্যান্ড নার্ভাস সিস্টেম। কোন আগাম নোটিশ না দিয়েই হঠাৎ করে হাল ছেড়ে দেবে ও, আঙুল নাড়াবারও শক্তি পাবে না বিপদের মুহূর্তে। ফলাফল কি ঘটতে পারে বলে মনে হয় তোমার? খুন হয়ে যাবে না অসহায়ভাবে? এবং সেজন্যে দায়ী করব আমি একমাত্র তোমাকে।'

'না আমি বলছিলাম··· ।'

'লক্ষণের কথা বলছিলে তুমি!' উত্তেজিত হয়ে ওঠেন আবার ডাক্তার মাহফুজ রেযা। ডান হাতের বুড়ো আঙুলের মাথা দিয়ে কড়ে আঙুলের গিঁট স্পর্শ করেন। 'কাউন্ট করো। সর্বক্ষণ সজাগ সতর্ক থাকতে হয় ওকে। আসলে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে ও, সব সময় বিশেষ করে তোমার সামনে। ও নিজেও জানে না, কিন্তু ওর অবচেতন মনে তোমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ, বিরাগ, এমন কি হয়তো প্রচণ্ড একটা ঘৃণাও জমে উঠেছে।'

'অ্যাঁ?' কপালে উঠে গেল রাহাত খানের চোখ।

'ছুটি দিলেও ও নিতে চায় না, কারণটা আগেই উল্লেখ করেছি। আর একটা লক্ষণ হলো ওভারস্মার্টনেস,' বন্ধুর বিস্ময়কে গ্রাহ্য না করে বলে চললেন ডাক্তার। 'বিপদের মুখে কারেক্ট ডিসিশন নিতে ব্যর্থ হচ্ছে ও। তাছাড়া ঘন ঘন ঢোক গেলা, হাতের তালু ঘেমে ওঠা, হাত কোথায় রাখবে তা নিয়ে দ্বিধায় পড়া, সামান্য কারণেই চমকে ওঠা, সহজ সরল কথার উল্টো অর্থ করা—এইরকম ডজন ডজন

লক্ষণ আছে, যা তুমি দেখেও দেখো না।'

'হুঁ,' ডান হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত ডেস্কের উপর সেঁটে রয়েছে রাহাত খানের। আঙুলগুলো ঠিক যেন ফণা তোলা সাপের মাথা একটা। বাঁ দিকে কাত হয়ে যাওয়া মাথাটাকে অপর হাত দিয়ে ঠেক্ দিয়ে রাখলেন।

'হুঁ নয়,' রিস্টওয়াচে চোখ রাখলেন ডাক্তার মাহফুজ। 'পরিপূর্ণ, সত্যিকার অর্থে, রিল্যাকসেশন বলতে যা বোঝায় তাই দরকার এখন ওর। লম্বা সময়ের জন্যে। কিংবা, সবচেয়ে ভাল হয় যদি ওকে বিদায় করে দিতে পারো—হ্যাঁ, আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে, বিদায় করে দাও, লিভ হিম অ্যালোন।'

'কি বলতে চাও?' গমগম করে উঠল রাহাত খানের সেই পুরানো জলদগম্ভীর গলা। 'চাকরি থেকে একেবারে বিদায় করে দিতে বলছ রানাকে?'

'হ্যাঁ,' বললেন ডাক্তার। 'ওকে যদি সত্যিই ভালবাসো। কেননা, চাকরি করলেই ওকে তুমি টেনশনের মধ্যে রাখবে, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তোমাদের কাজের ধারাই এইরকম।'

হেসে ফেললেন রাহাত খান। বললেন, 'কি জানো, রানা ছাড়া যে ভরসা পাই না কাউকে কোন কাজ দিয়ে। কিন্তু তুমি যে ভয় ঢুকিয়ে দিলে মনে···আচ্ছা, তোমার কথা শেষ করো।'

'আমার একটাই কথা, বেটার লেইট দ্যান নেভার। ওকে যদি চিরতরে হারাতে না চাও···'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ রানা একটা মেন্টাল কেস এখন?'

'কমপ্লিটলি!' ব্রীফকেস হাতে নিয়ে চেয়ার ছাড়লেন ডাক্তার মাহফুজ রেযা। 'আবার বলছি, হয় বিদায় করে দিয়ে ওকে জানে বাঁচতে দাও, তা না হলে আমার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করো ইমিডিয়েটলি।'

বন্ধু মাহফুজ রেযা বিদায় নিয়ে চলে যেতে চুরুট ধরাতে গিয়ে মেজর জেনারেল লক্ষ করলেন, লাইটার ধরা হাতটা মৃদু মৃদু কাঁপছে তাঁর। স্বস্তিসূচক ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে উঠল রিভলভিং চেয়ারটা ভারমুক্ত হবার সময়। পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। কপালের পাশের একটা রগ তড়াক তড়াক করে লাফাচ্ছে। একসময় থামলেন জানালার সামনে। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। বিড় বিড় করে বললেন, 'ব্লাডি ফুল!' গালাগালটা কাকে দিলেন বোঝা গেল না।

এক হাতে স্টিয়ারিঙ, অপর হাতটা ঝকঝকে টয়োটা করোনার কাঁচ নামানো জানালার উপর। পাশের সীটের পিঠে ঝুলছে কোটটা। পরনে ব্লু ট্রাউজার, সাদা শার্ট, লাল টাই। চোখে পিরিচের মত বড় সানগ্লাস। আঙুলের ফাঁকে ফিল্টার টিপড্ বিদেশী সিগারেট। ঠোঁটে শিস। উৎফুল্ল চোখমুখ। নতুন রোমাঞ্চের স্বাদ পাবার আশায় উন্মুখ মন। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার নেশাটা ধীরে ধীরে মাথা তুলছে সেই টেলিফোন পাবার পর থেকেই। অফিসে যাচ্ছে রানা। অনেকদিন পর। বুড়ো খোকার ডাক এসেছে।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অফিসে আজকাল আর আসেই না রানা। চীফের নির্দেশ, ক্যামোফ্লেজটা বজায় থাক তোমার। সেইজন্যেই প্রাইভেট

ডিটেকটিভ ফার্ম 'রানা এজেন্সীজ' টিকে গেছে। সবাই জানে রানা এখন ব্যক্তিগত গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে তুলতে ব্যস্ত। কোনদিকে নজর দেবার সময় নেই। কিন্তু গোপনে ঠিকই একের পর এক কাজ করে চলেছে সে বি.সি. আই-এর হয়ে।।

সর্বশেষ অ্যাসাইনমেন্টের পর দীর্ঘ একুশ দিন ছুটি ভোগ করেছে ও। ছুটির সময়টা ঢাকাতেই ছিল সে বসের নির্দেশে। সন্দেহ ছিল, ছুটিটা ক্যান্সেল করা হতে পারে। তাই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে মুহূর্তের জন্যেও অসতর্ক হতে দেয়নি ও। কিন্তু না, ডাক আসেনি। একে একে কেটে গেছে আরও চব্বিশটি দিন। তারপর, পঁয়তাল্লিশ দিনের মাথায়, আজ…।

আচ্ছা, গত ক'দিনের খবরের কাগজে এমন কিছু ছিল নাকি যার সাথে ওকে আজ অফিসে ডেকে পাঠাবার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?…হাজার দশেক গরুকে হত্যা করা হয়েছে চামড়া চুরির লোভে…সাদত গেছেন তেলআবিবে (!) টোকিওতে তিমি প্রেমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, তিমি কমিশন প্রশান্ত মহাসাগরের ৭০০-র জায়গায় ১০০০ তিমি শিকারের অনুমতি দেয়ায়…বারমুডায় দু'জনকে ফাঁসী দেবার পর কারফিউ জারি করা হয়েছে… বি-১ বোমারু বিমান উৎপাদন বন্ধ করার যে সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট কার্টার নিয়েছিলেন কংগ্রেস তা নাকচ করে দিয়েছে…ভারত মহাসাগরে সৈন্য মোতায়েনের প্রশ্নে দুই পরাশক্তি সুইজারল্যান্ডের রাজধানীতে বৈঠকে মিলিত হয়েছে…আর্জেন্টিনা একটা সাবমেরিন পেয়েছে, পশ্চিম জার্মানীর এই রহস্যময় বদান্যতায় কূটনৈতিক মহল বিস্মিত… গ্রানাডা উড়ন্ত সসার সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাবার জন্যে কূর্ট ওয়াল্ডহেইমের কাছে একটা খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছে…নাহ্! প্রকাশিত খবরের সাথে কোন যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। হঠাৎ নজরে পড়ল, গাড়ির পাশেই অফিস বিল্ডিং।

রাস্তার সাথে চাকা ঘর্ষণের বিকট শব্দে চমকে উঠে একঝাঁক উড়ন্ত পায়রা ঝট্ করে দিক বদলে সাততলা বিল্ডিংটার আড়ালে চলে গেল। গাড়ির ঝাঁকুনি থামতে হাত বাড়িয়ে কোটটা নিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে চশমার ফ্রেমটা ধরে চোখ থেকে নামাল সেটাকে। চারদিক দেখে নিল একবার অন্যমনস্কতার ভান করে। সানগ্লাসের ডাঁটি ধরে বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে পা বাড়াল তারপর। কোটটা ঝুলছে বাঁ হাতে। সিঁড়ির ধাপের সামনে দাঁড়াল হঠাৎ। ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে সেটাকে ফেলল একটা ধাপের উপর। জুতো দিয়ে মাড়িয়ে সেটাকে চ্যাপ্টা করে উঠে গেল বাকি তিনটে ধাপ। দারোয়ানের লম্বা, সসম্ভ্রম সালামের উত্তরে মাথা একটু কাত্ করে সুইংডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। ঢোকার সময়, কেন যেন সোহানার কথাটা মনে পড়ে গেল। কেমন যেন বদলে গেছে মেয়েটা।

বড় হলরুমের একধারে সিঁড়ি, আরেকধারে এলিভেটরটা। ফার্স্ট-আওয়ারের ব্যস্ততা দু'দিকেই। এরা সবাই একতলা থেকে পাঁচতলার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লোকজন। আন্ডার-গ্রাউন্ড এবং ছয় ও সাততলার দুটো ফ্লোর নিয়ে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। কোন দিকে না তাকিয়ে গট গট করে একটা কোণার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঁক নিল রানা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মাথায় প্রাইভেট লেখা নিয়ে

একটা এলিভেটর এবং শুভ্রকেশ নিয়ে এক্স মিলিটারি ম্যান হাসান।

দেখেই বুটের সাথে বুট ঠুকে খটাস করে একটা ধারাল আওয়াজ করল হাসান। পুরো নয়, দ্রুত ভঙ্গিতে হাফস্যালুট করে শ্রদ্ধা এবং সম্মান দেখিয়ে থাকে হাসান রানাকে, এজেন্টদের মধ্যে একমাত্র ওকেই। রানা জানে, এই বয়সেও প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে ওর শরীরে। খালি হাত, কিন্তু পোশাকের ভিতর লুকানো আছে ফায়ার আর্মস। ক্লিনশেভ। চকচকে পিতলের বোতাম লাগানো কড়া ভাঁজের খাকী ইউনিফর্ম। এই হাসল, এই হাসল! কিন্তু না! হাসছে না তো হাসান। ব্যাপার কি? এমন হয়নি তো কখনও।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে ইতস্তত করছে হাসান। সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়াল রানা। হাত রাখল ওর কাঁধে। 'কিছু হয়েছে, হাসান?'

ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে দমন করার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। টপটপ কয়েক ফোঁটা পানি বেরিয়ে এল ওর চোখ থেকে। 'দেশ থেকে খারাপ খবর এসেছে · ।'

'খারাপ খবর?

চোখ মুছে নিয়ে আড়চোখে দেখে নিল হাসান রানাকে, মিথ্যে কথাগুলো গুছিয়ে নিল দ্রুত। 'ভাতিজাটার টিবি হয়েছে, বোধহয় বাঁচবে না···।'

'দূর বোকা!' মৃদু হেসে বলল রানা। 'টিবিতে আজকাল কেউ মরে নাকি? ঠিকমত চিকিৎসা আর সেবা-যত্ন পেলে তিন মাসেই সেরে যাবে পুরোপুরি। ছুটি নিয়ে চলে যাও. ছেলেটাকে বোঝাও ভয়ের কিছু নেই। ছুটি চেয়েছ?'

'না,' চোখ মুছল হাসান ।

'বসকে বলে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি,' রানা জানে ভাইয়ের ছেলেকে অনেক যত্নে মানুষ করছে নিঃসন্তান হাসান । পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে খুলল সেটা। একশো টাকার তিনটে নোট বের করে হাসানের ব্রেস্টপকেটে ঢুকিয়ে দিল। 'আমার চাঁদা। আরও লাগলে বোলো। তোমার গ্রামের ঠিকানাটা রেখে যেয়ো, কেমন?'

বোকার মত চেয়ে রইল হাসান । প্যান্টের পকেট থেকে ওর হাতটা বেরুল খানিক। কিন্তু ইতোমধ্যে রানা ঢুকে পড়েছে এলিভেটরের ভিতর।

ছয়তলায় নামল রানা এলিভেটর থেকে। সামনেই প্রশস্ত রিসেপশন হল। ঢুকতেই চোখাচোখি হলো ইলোরার ছোট বোন শ্রীমতি অজন্তার সাথে। লাল টিপ আঁকা কপাল থেকে আধ হাত উঁচু ফাঁপানো চুল। কানে ঝলমলে ঝুমকো। ঠোঁটে লিপস্টিক-রাঙা হাসি। 'কি সৌভাগ্য! অ্যাদ্দিন পর·· ডাডা ভাল টো?' গলা ছেড়ে খিলখিল করে হেসে উঠল অজন্তা। রানাকে দেখলে হয়, এই ব্যারামটা আক্রমণ করে ওকে। 'মনে আছে টো, ইগলু খাওয়ানোর কথা?'

'খুব ঠাণ্ডা!' কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে বলল রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলে দিল তখুনি। 'ঠিক আছে, ঠাণ্ডা দিয়েই শুরু করা যাক খুব শীঘ্রি কোন একদিন, তারপর দেখা যাবে, কি বলো?'

'বরফের প্রতিক্রিয়া কিন্তু সব সময় শীতল নয়,' বলল অজন্তা সপ্রতিভ ভাবে।

'তাও জানো?' হাসল রানা। 'এই বয়সে···আচ্ছা, খুকী···।'

'কি! কক্ষনো না! কে বলল আমি···আমাকে খুকী বললে কিন্তু···।'

'ভাল হবে না, তাই না? কিন্তু প্রমাণ আছে কোন? খুকী যে নও তার প্রমাণ কি? প্রেম বোঝো?'

প্রশ্নটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেল অজন্তা। এই সুযোগে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল রানা। দরজার কাছে পৌঁছে থামল, পিছন ফিরতেই দেখল চেয়ে আছে অজন্তা, ওকে থামতে দেখে বলল, 'পরীক্ষা প্রার্থনীয়!'

হাসতে হাসতে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। দু'পাশে সারি সারি অফিসরুম। পর্দার ফাঁক দিয়ে কর্মব্যস্ততার টুকরো ছবি দেখতে দেখতে এগোল রানা। কানে হেডফোন এঁটে বসে আছে দশ-বারোজন অপারেটার। টেবিলের উপর টেলিপ্রিন্টার, অয়্যারলেস সেট, টিভি স্ক্রীন, ইন্টারকম, টেলিফোন, টাইপরাইটার, মিনি কমপিউটর ইত্যাদি। দেয়ালে নানান ধরনের চার্ট আর ম্যাপ। শেষের ছয়টা রুম ছয়জন এজেন্টের। এপাশে তিনটে। ওপাশে তিনটে। বাঁ হাতের সর্বশেষ রুমটা রানার।

ডানপাশের প্রথমটাই সলীল সেনের। ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা পর্দা সরিয়ে। ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। সলীলের প্রাইভেট সেক্রেটারি পপির ঠোঁট দুটো টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকা সলীলের মুখের দিকে এগোচ্ছিল বিপজ্জনক ভঙ্গিতে—চট করে সরে গেল।

'তবে রে···'

ডাকাতের মত হুঙ্কার ছাড়ল সলীল। এক ধাক্কায় পপিকে সরিয়ে দিয়ে ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে পড়ল সে রানার সামনে। এগিয়ে আসছিল রানা, কাঁধের ধাক্কায় পিছিয়ে নিয়ে গেল ওকে সলীল ক'পা, আসলে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিল পপিকে। দমকা বাতাসের মত আঁচল উড়িয়ে বেরিয়ে গেল পপি দরজা দিয়ে।

'শালা পিপিং টম! খাছলত গেল না তোমার এখনও। বি.সি.আই অফিসে এসেছ শখের গোয়েন্দাগিরি ফলাতে!' চেঁচিয়ে অফিস মাথায় তুলল সলীল। পিছিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রানার হাত দুটোর দিকে শ্যেন দৃষ্টি রেখেছে ও। 'তুমি শালা আপদ, লম্বা সময়ের জন্যে দূর হবে শুনে আনন্দে বগল বাজাচ্ছি, আর ঠিক সেই সময়···।'

পিছু হটতে গিয়ে কিসে যেন বেধে গেল পা পরমুহূর্তে আছাড় খেয়ে পড়ল সলীল কার্পেটের উপর। রানাকে বাড়ানো পাটা টেনে নিতে দেখে বুঝল, ল্যাঙ খেয়েছে আসলে রানার। এগিয়ে গেল রানা। সলীলকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বসল রিভলভিং চেয়ারটায়। 'ওঠ,' মৃদু কণ্ঠে কথাটা বলে টোকা দিয়ে কলিংবেল বাজাল। 'আজ তোদের বিয়ে। এমন জঘন্য অসামাজিক কাজ দেখে তো আর চুপ থাকা যায় না···!'

কোমর ধরে চোখমুখ বিকৃত করে উঠে দাঁড়াচ্ছে সলীল। 'তুই শালা রাস্তাঘাটে খুচরো প্রেম করে দেশটাকে নোংরা বানিয়ে ফেলেছিস—ভেবেছিস খবর রাখি না?'

পপি ঢুকল রুমে।

'দু'কাপ চা,' বলল সলীল দ্রুত। 'জলদি!'

পপি বেরিয়ে যেতেই দু'হাত জোড় করে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে টেবিলের

সামনে দাঁড়াল সলীল। 'দোস্তো, আর যাই করিস, তোর পায়ে পড়ি, পপির কানে বিয়ের কথাটা তুলিস না। ঘাড়ে চেপে বসবে একেবারে। মাস কয়েক ধরে তাল তুলেছে বিয়ে করো, বিয়ে করো···।'

'খুবই স্বাভাবিক। গার্জেন হিসেবে পপির ভালটা তো আমাকে দেখতেই হবে,' মুরুব্বিয়ানার চালে ভুরু কুঁচকে বলল রানা।

দু'হাতে নিজের কান ধরে ওঠ-বস করতে আরম্ভ করল সলীল। 'এক, দুই, তিন···।'

'কাজ হবে না,' গম্ভীর হয়ে বলল রানা। 'আজই বিয়ে।'

পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল একটা বিরক্ত মুখ। 'কিসের এত হৈ-চৈ? আরে বাপস! স্বয়ং বি. সি.আই!' লম্বা এক কুর্নিশ করে ভিতরে ঢুকল জাহেদ। টেবিলের এক কোণায় বসল পা ঝুলিয়ে। ছোঁ মেরে তুলে নিল সিগারেটের প্যাকেটটা। 'অপরাধটা কি ওর?' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন দিকে দেখাল সলীলকে। কোনদিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করছে না সে। দ্রুত ওঠ-বস করে চলেছে। চোখ বুজে।

'এক ভদ্র মহিলার সাথে অসামাজিক একটা কাজ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে,' বলল রানা। 'মৌলভী ডেকে বিয়েটা এক্ষুণি পড়িয়ে দিতে চাই। তুই কি বলিস?'

'মৌলভী ডাকতে হবে না,' বলল জাহেদ। 'আলিফ বে তে সে জানা আছে আমার। কাছে টুপি নেই বটে, কিন্তু রুমাল দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব···পালাল! ধর, ধর···।' টেবিল থেকে লাফ দিয়ে ছুটল জাহেদ, কিন্তু তার আগেই ডাইভ দিয়ে সলীল বেরিয়ে গেছে করিডরে।

দু'জনের পদশব্দ অস্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই গরগর করে উঠল ইন্টারকমটা। 'রানা!

টক-মিষ্টি-ঝাল, ইলোরার গলাটা—ভাবল রানা। 'অ্যাট ইওর সার্ভিস, মাদামোয়াজেল।'

'সলীলের রুমে কি করছ তুমি?' চড়া গলা।

'সত্যি কথাটা বলব?'

'তার মানে? আমার সাথে ঠাট্টা করছ নাকি?' গলায় মিষ্টি বলতে কিছু নেই, শুধু টক আর ঝাল।

'হেঃ হেঃ, কি যে বলেন,' গলাটা বিনয়ে বিকৃত করল রানা। 'আপনি হলেন গিয়ে স্পাইচূড়ামণির প্রাইভেট সেক্রেটারি, সে স্পর্ধা কোথায় যে ঠাট্টা করব?' গলাটা বদলে গম্ভীর করল রানা। 'ভাবছিলাম, এবার কি রকম অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে কোথায় পাঠাবেন বস্···।'

'ছুটিতে,' বলল ইলোরা। 'চীফ অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে।' বোতাম টিপে নিজের সেটটা অফ করে দিল ইলোরা।

ইন্টারকমটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে পাঁচ সেকেন্ড নিঃশব্দে বসে রইল রানা। ছুটি? কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? পঁয়তাল্লিশ দিন পর ডাক পড়েছে। আবার ছুটি দেবে বলে? নাহ্, ইলোরা ঠাট্টা করেছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠল ও। শিস দিতে দিতে বেরুল করিডরে। দু'দিকই ফাঁকা। সলীল সম্ভবত পপিকে নিয়ে কাফেটেরিয়ায় ঢুকেছে, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠা সুযোগটা নিয়ে বিয়ের জন্যে চাপ দিলে ভবিষ্যৎ সুখের হবে না···ইত্যাদি। সিঁড়ি বেয়ে সাততলায় উঠল রানা। কাঁচ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা চারকোনা জায়গা। ভিতরে ঢুকল ও। মুখোমুখি আরও একটা দরজা। দরজার ওপারেই করিডর। দরজাটার দু'পাশে গ্রীক ভাস্কর্যের মত দুটো সৈনিক মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কি এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ দু'জনের মুখের চেহারায়। চোখের দৃষ্টিতে ইস্পাতের কাঠিন্য। মূর্তি দুটোর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দু'জোড়া হাত রানার মাথা থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত সার্চ করল অত্যন্ত দ্রুত এবং নিপুণভাবে।

একযোগে আবার সিধে হয়ে দাঁড়াল দু'জন। 'ও-কে!'

একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকাল রানা। শব্দটা কার মুখ থেকে যে বেরোয়, নাকি দু'জন একই সাথে উচ্চারণ করে, এতদিন হয়ে গেল অথচ আজও রহস্যটা পরিষ্কার হলো না ওর কাছে।

দরজা টপকে করিডর ধরে এগোল রানা। দু'পাশের দরজাগুলোয় ভারী পর্দা ঝুলছে। ডানদিকের সর্বশেষটার সামনে দাঁড়াল, পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। চুম্বকের মত দৃষ্টি টেনে নিল বিপরীত দিকের মস্ত সাউন্ড-প্রুফ দরজাটা। বন্ধ। চকচকে রুপোলী হাতল থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে বৈদ্যুতিক আলোর প্রতিচ্ছটা, মেজর জেনারেলের চোখের দৃষ্টির মতই ধারাল। তিন সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর সংবিৎ ফিরল রানার। ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি। প্রকাণ্ড রাজ্য নিয়ে বসে আছে ইলোরা একধারে। টকটকে লাল শিফন আর ব্লাউজ, আগুনের মত জড়িয়ে রেখেছে ওকে। ডেস্কের উপর গোটা ছয়েক লাল সাদা এবং কালো রঙের টেলিফোন। মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে একটায়। কিন্তু ভুরু কোঁচকানো দৃষ্টি রানার দিকে। সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

সশব্দে নামিয়ে রাখল ইলোরা রিসিভারটা। ফর্সা গোল হাতে ছোট্ট কালো স্ট্র্যাপের রিস্টওয়াচ, হাতটা লম্বা করে দিল সে মেজর জেনারেলের চেম্বারের দিকে।

ওদিকে।'

'ইলোরা,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ফোনে তুমি বললে ছুটি···।'

'বলেছিলাম নাকি?' একটা ফোনের রিসিভার তুলতে গিয়ে হাতটা শূন্যে রেখেই রানার দিকে তাকাল ইলোরা। 'কই, মনে পড়ছে না।'

'কিছুটা প্রস্তুত হয়ে যেতে চাই, বলল রানা শান্ত ভাবে, কিন্তু কৌতূহলে ছটফট করছে বুকটা। শুধু যদি বলতে অ্যাসাইনমেন্টটা কি ধরনের···'

গালে আশ্চর্য সুন্দর টোল ফেলে ইলোরা বলল, 'বিলিভ মি, আগে থেকে বলে তোমার আনন্দটা মাটি করতে চাই না। তবে, বি শিওর, এমন আরামের অ্যাসাইনমেন্ট এর আগে তুমি পাওনি ।'

'তোমার যেন জোড়া বাচ্চা হয়, আগামী বছরই যেন তোমার সব চুল পাক ধরে, চাঁদিতে টাক পড়ে, সামনের দুটো দাঁত যেন খসে যায় ঘুমের মধ্যে খাট থেকে পড়ে গিয়ে···।' অভিশাপ দিতে দিতে এগোল রানা রুপোলী হাতলওয়ালা দরজার

দিকে। যে অ্যাসাইনমেন্টে অ্যাকশন নেই, দৌড় ঝাঁপ নেই, ঝুকি নেই, সে-অ্যাসাইনমেন্ট মোটেই পছন্দ নয় ওর—কথাটা জানে ইলোরা।

'মে আই কাম ইন, স্যার?' দরজাটা সামান্য ফাঁক করল রানা। .

জলদগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল, 'কাম ইন।'

কবাট উন্মুক্ত করে ভিতরে ঢুকে রানা দেখল, ঘনঘন চুরুটে টান মেরে মুখের সামনে সাদা ধোঁয়ার দেয়াল তুলে রেখেছেন চীফ। ধোঁয়ার ভিতর জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখের মণি। সরাসরি কাঁচা-পাকা ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন বৃদ্ধ রানার দিকে। এ ধরনের অস্বস্তিকর আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না রানা। 'এসো' শব্দটা উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত পা বাড়াবার শক্তি পেল না ও।

দরজার কাছ থেকে গুনে গুনে ছয় পা ফেলে ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। চোখের দৃষ্টি অবনত। কিন্তু শরীরের প্রতিটি রোমকূপ অনুভব করছে চীফের শ্যেন দৃষ্টির স্পর্শ।

'বসো,' চীফের গলা অদ্ভুত মোলায়েম লাগল কানে, চমকে উঠল ও।

সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতেই চেয়ে আছেন বৃদ্ধ। রানার চমকে ওঠাটা দেখে ভাবছেন, মাহফুজই তাহলে রাইট—'ভয়ে সিটিয়ে থাকে সব সময় ও, বিশেষ করে তোমার সামনে···' কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়।

আড়চোখে দেখছিল রানা। অ্যাশট্রেতে চুরুট গুঁজে দিতে গিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই ছড়াচ্ছেন বৃদ্ধ ডেস্কের উপর। ব্যাপার কি! চোখ ফেরাতে পারছেন না কেন ওর দিক থেকে? অস্বস্তিতে আড়ষ্ট কাঠের পুতুলের মত বসে ভাবছে রানা। দেখল, অ্যাশট্রের কাছ থেকে চীফের হাতটা চলে গেল ইন্টারকমের বোতামে। ঠিক তখনি চোখে পড়ল তিনটে আস্ত থান ইঁটের সমান রেকর্ড বুকটা। ঢোক গিলল রানা। ওর রেকর্ড বুক সামনে নিয়ে বসে আছে কেন বুড়ো? পেন্সিল গোঁজা রয়েছে বুকটার একজায়গায়। তার মানে, পড়ছিল খানিক আগে···।

'ইলোরা, দু'কাপ চা,' বললেন মেজর জেনারেল। 'কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলে বলে দেবে টপ সিক্রেট মীটিঙে আছি, দেখা হবে না।'

চা! চা? নিজের পায়ে চিমটি কাটার ব্যথাটা নিঃশব্দে হজম করল রানা। ঢুকছে না কিছু মাথায়। টপ সিক্রেট মীটিং···তারই বা কি মানে? আরে, ওটা কি! বেরসিক বুড়োর টেবিলে ফ্লাওয়ার ভাস, তাতে ফুল··· কি ফুল ওগুলো?

'নেবে একটা?' জানতে চাইলেন চীফ। পাতাসহ ছিঁড়লেন একটা ফুল। বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'নীল গোলাপ। বাটন হোলে লাগাতে পারো!'

মাত্র এক সেকেন্ডে তিনটে চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। পাগলের কামড় নাকি বিষাক্ত, আমার কি ছুটে পালিয়ে যাওয়া উচিত এই মুহূর্তে? পাগল যে হননি তা বোঝার জন্যে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করে দেখব? রাহাত খানের ছদ্মবেশ নিয়ে এ অন্য কোন লোক নয় তো?

ফুলটা নেবার জন্যে হাত বাড়াল রানা। রাহাত খান লক্ষ করলেন, হাতটা কাঁপছে ওর। গম্ভীর হলেন তিনি। রোগটা রানাকে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, ভাবলেন। রানা অমন মুখ বিকৃত করে কি ব্যথা চাপবার চেষ্টা করছে বুঝতে পারলেন না। চিমটি কাটছে নাকি নিজেকে ও? হুঁ, ঠিক তাই! খুবই অশুভ লক্ষণ!

রেকর্ড বুকটা খুললেন তিনি। 'তোমার হবিগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছিলাম,' বললেন হালকা সুরে, গল্প শুরু করার ভঙ্গিতে। 'দেখলাম, দুটো শখ ছিল তোমার ছোটবেলায়। একটা পাহাড়ে জঙ্গলে ঘোরা, আরেকটা সমুদ্র ভ্রমণ।' মুখ তুলে তাকালেন রানার দিকে।

চোখে প্রশ্ন দেখে রানা ঢোক গিলল। 'জ্বী, স্যার।'

'এখনও কি তোমার কাছে আগের সেই আবেদন আছে হবি দুটোর?'

'আছে, স্যার,' নির্ভেজাল সত্য প্রকাশ করল রানা।

'কিন্তু দুটোর মধ্যে প্রিয় কোন্‌টা? দুটোই সমান প্রিয় হতে পারে না। দুটোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললে কোন্‌টিকে বেছে নেবে তুমি?'

সমুদ্রের প্রতি চীফের দুর্বলতার কথা জানা আছে রানার। কিন্তু সে-কথা ভেবে যে উত্তরটা দিল তা নয়, 'সমুদ্র, স্যার। সমুদ্রকে বেছে নেব আমি।'

'ছোটবেলায় এই দুটো শখ আমারও ছিল,' বললেন মেজর জেনারেল। 'কিন্তু দুটোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হলে আমিও বেছে নিতাম সমুদ্রকে। সমুদ্র-রহস্যের তুলনা হয় না, কি বলো? সমুদ্র ভ্রমণে হঠাৎ করে অনেক কিছু আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে, কখনও ভেবে দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অনেক দ্বীপ আছে, স্যার,' বলল ও, 'এখনও আবিষ্কার হয়নি।'

'সমুদ্র সংক্রান্ত বিষয়ে লেখাপড়া ছিল কিছু তোমার?'

'সামান্য, স্যার,' বলল রানা, 'সময় পেলে এখনও কিছু কিছু পড়ি।'

দুর্বোধ্য, প্রায় অবিশ্বাস্য লাগছে চীফের আচরণ। সমুদ্রের ব্যাপারে বৃদ্ধকে ম্যানিয়াক বলা যায়, এমনই উৎসাহী তিনি—একথা ঠিক। তাঁর ইস্পাত কঠিন আর ঘন মেঘের মত পুরু ব্যক্তিত্বের আচ্ছাদনটা এর আগেও দু'একবার কিঞ্চিৎ ঢিলেঢালা হতে দেখেছে রানা, সে-ও এই সমুদ্র প্রসঙ্গে—কিন্তু তাই বলে চুটিয়ে গল্প করার এই ভঙ্গিতে কখনও তো তিনি আলাপ করেননি। টপ সিক্রেট মীটিং নিশ্চয়ই বলে না একে?

'শুধু দ্বীপ নয়,' বললেন রাহাত খান রানার চোখে চোখ রেখে। 'আবিষ্কার করার মত আরও অনেক কিছু আছে সাগরে। স্রোতের কথাই ধরো না…।'

'ইয়েস, স্যার,' প্রায় সব ভুলে উৎসাহিত হয়ে উঠছে ক্রমশ রানা। 'যেমন, আলব্যাট্রস ফুট…।'

'তুমি জানো?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধের চোখমুখ। আগ্রহের আতিশয্যে আধ ইঞ্চি ঝুঁকে এলেন তিনি রানার দিকে। 'আলব্যাট্রস ফুটের কথাও জানো তুমি?'

সলজ্জভাবে একটু হাসল রানা। 'সাউথ আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে আমি বিশেষভাবে উৎসাহী, স্যার। অনেকগুলো সী-মিস্ট্রিজ রয়েছে ওদিকে। বভেট আইল্যান্ড। থম্পসন আইল্যান্ড। আলব্যাট্রস ফুট। সাউথ শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, ড্রেক্স প্যাসেজ, সাউথ জর্জিয়া, ট্রিসটান ডা চানহা…'

মেজর জেনারেল ডেস্কের সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে ঝাপটা মারলেন। রানার বাঁ দিকের গোটা দেয়ালটা আলোকিত হয়ে উঠল, ঘাড় ফেরাতেই দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরকে দেখতে পেল ও।

চেয়ারের পিছন থেকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা অ্যালুমিনিয়ামের একটা ভাঁজ করা চ্যাপ্টা স্টিক তুলে নিলেন বৃদ্ধ। বোতাম টিপতেই সড়াৎ করে পাঁচ হাত লম্বা হয়ে গেল সেটা। ছুঁচাল মাথাটা দিয়ে ম্যাপের নির্দিষ্ট একটা জায়গা চিহ্নিত করলেন তিনি। 'এই হলো সাউথ আফ্রিকা, স্টিকটা সরালেন ম্যাপের বিপরীত দিকে। 'আর এই হলো সাউথ আমেরিকা। দুই মহাদেশের মাঝখানে এই হলো ট্রিসটান ডা চানহা। আলব্যাট্রস ফুটের একটা প্রঙ এদিকেই।' শেষের কথাটা এত জোর দিয়ে কেন বললেন চীফ বুঝল না রানা। আলব্যাট্রস ফুট আজও কিংবদন্তী হয়েই আছে, কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি স্রোতটা।

ম্যাপের নিচের দিকে, অ্যান্টার্কটিকার খানিক উপরে স্টিকটা নামিয়ে আনলেন রাহাত খান। 'এই হলো বভেট আইল্যান্ড। এর আশপাশেই কোথাও আছে থম্পসন আইল্যান্ড। দু'তিনজন মাত্র চাক্ষুষ করেছে এই দ্বীপটাকে, কিন্তু আবার সেটা হারিয়ে গেছে। আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় ভেইন সম্ভবত ওদিকেই। কি জানো তুমি থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে?'

'জানি, মানে…,' ঢোক গিলল রানা। 'থম্পসন'স পজিশন ইজ ওয়ান অভ দি গ্রেট মিস্ট্রিজ অভ দা সী, স্যার।'

'আর আলব্যাট্রস ফুট?'

ওয়ান অভ দি গ্রেটেস্ট মিস্ট্রিজ অভ দা সী।

নক করে চায়ের ট্রে নিয়ে চেম্বারে ঢুকল ইলোরা গনগনে আগুনের মত। যতক্ষণ রইল ইলোরা, সামনে ধোঁয়ার দেয়াল তুলে দিয়ে তার আড়ালে রহস্য হয়ে রইলেন মেজর জেনারেল।

দরজা আবার বন্ধ হতেই রানার পিলে চমকে দিলেন তিনি। 'তোমাকে আমি ঈর্ষা করি,' কথাটা বলেই সংশোধন করলেন নিজেকে। 'তোমার মত বয়স যাদের, মানে…ঈর্ষা করি আমি তারুণ্যকে।

চোখ বুজে বাঁচাও বাঁচাও, মেরে ফেলল ইত্যাদি বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে কিনা দ্রুত ভাবতে লাগল আবার রানা।

'ইচ্ছা হয়, আলব্যাট্রস ফুট রি-ডিসকভার করি,' বললেন রাহাত খান। 'রি-ডিসকভার করি থম্পসন আইল্যান্ড। কিন্তু সে-বয়স আর আমার নেই। অথচ, মেজর জেনারেলের হঠাৎ কি হলো বুঝতে না পেরে বোকার মত চেয়ে রইল রানা। ঠোঁট দুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে তাঁর। চোখের দৃষ্টি একটু যেন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে, পরিষ্কার ধরতে পারছে না রানা। কণ্ঠস্বরটা সামান্য কাঁপা কাঁপা, আবেগে ভারী। 'অথচ গলহার্ডিকে কথা দিয়েছিলাম, আমি আবার যাব…আমি না পারলে পাঠাব আমার ছেলেকে…রানা!' বৃদ্ধ সাগ্রহে ঝুঁকে পড়লেন ওর দিকে। 'আমি পারিনি, আর যেতে পারবও না—তুমি যাবে? রি-ডিসকভার করবে আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় প্রঙ আর ওই থম্পসন আইল্যান্ড?

যেতে যদি পারি, যাওয়া যদি সম্ভব হয়—সে তো আমার চোদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য, ভাবল রানা। কিন্তু এতই কি সহজ? শত শত অভিযান যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, আমি সেখানে…। খচ্ করে বিঁধল প্রশ্নটা—রি-ডিসকভার বলছেন কেন চীফ?

'স্যার,' ঢোক গিলল রানা। 'রি-ডিসকভার করার কথা বলছিলেন·· কিন্তু আমি যতদূর জানি···।'

সেই পুরাতন অর্থাৎ স্বমূর্তি ধারণ করলেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান। কাঁচা পাকা ভুরুর কুঞ্চন, গম্ভীর থমথমে মুখাবয়ব, সেই জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর—দেখে শুনে বিশ্বাস করা কঠিন এই ব্যক্তিই খানিক আগে আবেগে কাঁপছিলেন। 'ট্রিসটান ডা চানহার কাছে আলব্যাট্রস ফুটের একটা প্রঙ আবিষ্কার করেছিলাম আমি। থম্পসন আইল্যান্ড যে দু'তিনজন মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে তাদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু—সে অন্য গল্প।' যেন এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলার নেই। নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন। আবার সেই ধোঁয়ার দেয়াল তুলে দিলেন দু'জনের মাঝখানে। কিন্তু ঘন ভুরুর শেডের নিচে অক্ষিগোলকে ওত পেতে বসে আছে ত্রিকালদর্শী দুই মণি, রানার প্রতি পলের ছবি তুলে নিচ্ছে। সিগারটা তাক করলেন তিনি রানার কপাল বরাবর। 'যাবে তুমি?'

চীফ আলব্যাট্রস ফুট আবিষ্কার করেছেন! থম্পসন আইল্যান্ড দেখেছেন! হজম করতে পারেনি তখনও তথ্যগুলো রানা। প্রশ্ন করে সবটা যে জানার চেষ্টা করবে, অতটা সাহস হলো না ওর। প্রসঙ্গটার ইতি ঘটিয়েছেন চতুর বুড়ো নেহাতই স্পষ্ট আনুষ্ঠানিক ভাষায়। আপাদমস্তক আস্ত একটা রহস্য এই বুড়ো। ছিটেফোঁটা জানার একটা সুযোগ কাছাকাছি এসেও হাতছাড়া হয়ে গেল বুঝতে পেরে নিরাশ হলো ও একটু। কিন্তু সেই মুহূর্তে, যাবার কথায় নেচে উঠল মনটা। চারতলা উঁচু ঢেউয়ের মাথায় চড়ে আটলান্টিকের দূর প্রান্ত, যেখানে আকাশ ঝুঁকে পড়েছে সাগরের গায়ে, মোহমুগ্ধ চোখে দেখে নিল রানা তিন সেকেন্ড ধরে। কি এক অদম্য উত্তেজনায় কাঁপতে থাকল বুকটা। ওখানে আসলে কোন্ কাজে পাঠাচ্ছে ওকে বুড়ো? উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল ও। 'ইয়েস, স্যার।'

রীতি মোতাবেক এইবার বিদায় হতে বলবে, ভাবল রানা। আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো ওকে হয়তো জেনে নিতে হবে সোহেল বা ঊর্ধ্বতন আর কোন অফিসারের কাছ থেকে। আরও খানিক সময় বুড়োর সান্নিধ্যে কিভাবে থাকা যায় দ্রুত ভাবতে শুরু করল ও। 'স্যার, আমি কি পারব আলব্যাট্রস ফুট আর থম্পসন আইল্যান্ড আবিষ্কার করতে? যতদূর জানি, অসংখ্য অভিযান একের পর এক ব্যর্থ হয়েছে···।'

'ব্যর্থ হয়েছে বলেই তো সাফল্যের জন্যে নতুন করে একজনের যাওয়া দরকার,' অসন্তুষ্ট বাঘের মত গর্ গর্ করে উঠলেন মেজর জেনারেল। 'থম্পসনকে আঠারোশো পঁচিশ সালে জর্জ নোরিশ আবিষ্কার করতে পেরেছিল, ওর আটষট্টি বছর পর ফুলার দ্বীপটাকে চাক্ষুষ করে, তার তিপান্ন বছর পর আমি বাইচান্স দেখতে পাই—তুমি কেন পারবে না?'

'পারব, স্যার,' ভয়ে ভয়ে অর্থাৎ বুড়োর মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্যে নয়, নিজের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে উঠে বলল রানা। 'মনে হচ্ছে পারব আমি।'

'পারতে হবে একা,' বললেন রাহাত খান শর্ত আরোপ করে। 'থম্পসন আইল্যান্ডে কাউকে সাথে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি।'

'একা!' এ কেমন উদ্ভট আবদার। ভাবছে রানা। থম্পসন আইল্যান্ড সেন্ট মার্টিন না আন্দামান যে সেখানে একা যেতে চেষ্টা করলে যাওয়া সম্ভব? 'কিন্তু কেন, স্যার?'

'কেন তা তুমি জানতে পারবে নিজেই,' বললেন মেজর জেনারেল অ্যাশট্রেতে চুরুট গুঁজে দিতে দিতে। 'যদি কখনও থম্পসন আইল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছুতে পারো।

'কিন্তু, স্যার...।' প্রতিবাদ করে কিছু বলতে চাইছে রানা।

বাধা দিলেন মেজর জেনারেল। 'এক বছরের ছুটি দেয়া হচ্ছে তোমাকে দরখাস্তটা আজই টাইপ করে পাঠিয়ে দিয়ো...,' আর পাঁচটা সাধারণ কথার সুরে শুরু করলেন তিনি।

কোনরকম পূর্বাভাস না দিয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। 'এক বছরের ছুটি, স্যার?' চোখ কপালে উঠল রানার।

'ডাক্তার মাহফুজ তোমাকে পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন,' মেজর জেনারেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভারী গলায়, গাম্ভীর্যের সাথে বলে চললেন রানার বিস্ময় বোধকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে। 'নার্ভাস ফ্যাটিগে ভুগছ তুমি। তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, হাওয়া বদল দরকার। তাই এক বছরের ছুটি দেয়া হচ্ছে তোমাকে। তোমার পছন্দ মত যে-কোন একটা হবিকে বেছে নিয়ে যে কোন জায়গায় যেতে পারো তুমি।' রানার মনে হলো, আসল কথাটা গোপন করার জন্যে চীফ ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আছেন। 'আর কোন প্রশ্ন?'

'এক বছরের ছুটি...,' ঢোক গিলল রানা। দু'দিকের জুলফি বেয়ে ঘামের ধারা নামতে শুরু করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দিস? দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করছে ও। ডাক্তার মাহফুজের সাতদিন ব্যাপী পরীক্ষা, রিপোর্ট, প্রেসক্রিপশন, অস্বাভাবিক লম্বা ছুটি—তবে কি...মুহূর্তের জন্যে মাথাটা ঘুরে গেল রানার। তবে কি বের করে দেয়া হচ্ছে ওকে বি.সি. আই থেকে? 'ডাক্তার কি আমাকে চাকরি করার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন, স্যার?'

চেহারা বদলে গিয়ে উদ্বেগের ছায়া পড়ল রাহাত খানের মুখে। ডাক্তারের আর একটা কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে, ভাবলেন তিনি। 'সরল কথার উল্টো অর্থ করা' নার্ভাস ফ্যাটিগের এটাও একটা লক্ষণ। উদ্বেগের ছায়া মুছে ফেললেন তিনি মুখ থেকে। বিরক্তদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ক'সেকেন্ড রানার দিকে। 'ভুল বুঝছ তুমি,' রেগে উঠতে চাইছেন বৃদ্ধ, কিন্তু রানার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে নিজেকে সামলে রাখছেন অতি কষ্টে। 'তুমি ক্লান্ত। তোমার পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার। ডাক্তার মাহফুজের ধারণা, ঘরের কোণে শুয়ে বসে থাকার চেয়ে পছন্দসই কোন হবি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করলে দ্রুত সেরে উঠবে তুমি। বছরখানেকের মধ্যেই।'

'কিন্তু স্যার, আমি নিজেকে অসুস্থ বা ক্লান্ত মনে করছি না!' চেষ্টা সত্ত্বেও স্বরের কম্পনটা রোধ করতে পারল না রানা। ঘামে ভিজে ওঠা হাত দুটো দিয়ে ডেস্কের কিনার চেপে ধরেছে ও।

আঁৎকে উঠলেন বৃদ্ধ মনে মনে। সভয়ে ভাবলেন, রোগটা সারবে তো? 'ডাক্তার মাহফুজ ফিজিক্যালি ঠিক অসুস্থ বলেননি তোমাকে...'

'নিজেকে আমি মেন্টাল কেস বলেও মনে করি না, স্যার।'

'নো, নট দ্যাট…'
'তাহলে হাওয়া বদল, পুরো এক বছর ছুটি—এসব কি? কেন?'
'বেয়াদব হয়ে উঠবে রানা ধীরে ধীরে, তর্ক করার প্রবৃত্তি দেখা দেবে ওর মধ্যে'—ডাক্তার মাহফুজ বলেছিলেন দ্বিতীয়বার ফোনে আলাপ করার সময়, মনে ল রাহাত খানের। থমকে গেছেন তিনি রানার আচরণে। এত তাড়াতাড়ি এমন সাংঘাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে-স্বপ্নেও ভাবেননি। নিঃশব্দে চেয়ে ন তিনি রানার দিকে।
'ছুটি নিয়ে আটলান্টিকে যাব—এটা কি একটা অ্যাসাইনমেন্ট, স্যার?'
'না,' বললেন রাহাত খান অস্বাভাবিক শান্ত অথচ গম্ভীর গলায়। 'ছুটি ছুটিই, এর সাথে কাজের কোন সম্পর্ক নেই। তুমি এখন যেতে পারো।'
নির্দেশটা অমান্য করে সে-সাহস সম্ভবত খোদ আজরাইলেরও নেই, কথাটা উপলব্ধি করে আর বসে থাকতে পারল না রানা।

দুই

'বাহ্ কী সুন্দর! বস্ প্রেজেন্টেশন দিলেন বুঝি?' রানার হাতের নীল গোলাপটার দিকে চোখ রেখে বলল ইলোরা, তারপর তাকাল রানার মুখের দিকে। 'আমার জেন্টেশন কিন্তু মোটেই দুর্লভ নয়।' ঢাকার প্রখ্যাত এক টেইলারিং শপের লেবেল সাঁটা বড় একটা বাক্স বাড়িয়ে দিল সে রানার দিকে।
ইলোরা বলতে গোলাপটা সম্পর্কে সচেতন হলো রানা। আসলে কিভাবে চেয়ার ত্যাগ করেছে, ঘুরে দাঁড়িয়েছে, পা ফেলে ফেলে দরজা পর্যন্ত এসেছে, নব ধরে কবাট উন্মুক্ত করেছে, তারপর বেরিয়ে এসেছে চেম্বার থেকে—কিছুই এখন আর মনে করতে পারছে না ও।
চেম্বারের বাইরে পা দিতেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে ওকে একটা হাহাকার ধ্বনি।
নিঃস্ব শূন্য লাগছে নিজেকে রানার। বারবার প্রশ্ন করছে নিজেকে, এতটা নির্মম হতে পারল চীফ…রাহাত খান? অবাঞ্ছিত কুকুরের মত লাথি মেরে বের করে দিল ওকে? বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সাথে এতদিনের পুরানো সম্পর্ক এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল ডাক্তারের এক কলমের খোঁচায়? শুনেছিল ও, শারীরিক কোন ত্রুটি ধরা পড়লে ডেস্ক ওয়ার্ক দিয়ে বসিয়ে দেয়া হয় এজেন্টদেরকে—ওর জন্যে সেরকম কোন ব্যবস্থাও করা গেল না? সরাসরি কিক আউট করল? দু'চোখে জল এসে গেল ওর, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে ভেঙে পড়া থেকে। রাহাত খান তাহলে ফুলটা অকারণে দেননি। এটা তাঁর তরফ থেকে বিদায় উপলক্ষে উপহার। পাছার উপর কষে একটা লাথি। তার সাথে একটা নীল গোলাপ। ঠোঁট বাঁকা করে হাসতে গিয়ে পারল না রানা। কান্নার নামান্তর হয়ে দাঁড়াল চেষ্টাটা।
'কি আছে এতে?' স্যুট আছে জেনেও প্রশ্নটা করে হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিল

রানা।

'খুলেই দেখতে পাবে।' হাসল ইলোরা। 'রঙটা পছন্দ হলো কিনা জানিয়ো কিন্তু।'

নিজেকে কন্ট্রোলে আনার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে রানা। সেই সাথে ভাবছে দ্রুত। ছুটিটা আসলে প্রলেপ। কাল থেকে অফিসে এসো না, তোমার চাকরি নেই,—কথাটা বলতে পারেননি লজ্জার মাথা খেয়ে। হাজার হোক অতি পুরাতন ভৃত্য।

ইলোরাকে···না, কাউকে জিজ্ঞেস করার কিছু মানে হয় না। পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন রাহাত খান, তুমি এ চাকরি করার জন্যে আনফিট। এক বছরের ছুটি দিয়ে দেয়া হলো, ফিরে এলে আবার মেডিক্যাল এগজামিনেশন, তারপর হয় বসিয়ে দেয়া হবে ওকে ডেস্কে, নয়তো জানিয়ে দেবে, ইওর সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার রিকোয়্যার্ড···। এ রকম হতে দেখেছে রানা আগে। ওর ভাগ্যে যে আকাশ ভেঙে নেমে আসবে এই সিদ্ধান্ত কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি সে। এভাবে বিদায়ের কথা স্বপ্নেও ভাবেনি কোনদিন। নাহ্ কিছু জিজ্ঞেস করে কাউকে অস্বস্তিতে ফেলার কোন মানে হয় না। জিজ্ঞেস করলেও করুণাবশত সবাই বোঝাবার চেষ্টা করবে, সান্ত্বনা দেবে। বলবে, ভুল বুঝছ তুমি, আসলেই এটা ছুটি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সোহেলের কাছে যাবে ও। ছুটির ব্যাখ্যা চাইতে নয়, জানতে যাবে কেন সে আগে খবরটা জানায়নি ওকে। এইটুকু উপকার কি সে করতে পারত না? এরই নাম কি বন্ধুত্ব?

'যাচ্ছ?' ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোতে দেখে রানাকে বলল ইলোরা। 'উইশ ইউ গুড লাক, রানা। সুস্থ হয়ে ফিরে এসো আবার এই কামনা করি।'

পিঠের উপর চাবুকের বাড়ির মত লাগল কথাটা। সব সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল। সবাই জানে, ও একটা অচল আধুলি। এসপিয়োনাজে যার কোন স্থান নেই।

লাথি খাওয়া নেড়ী কুকুরের মত করিডরে বেরিয়ে এল রানা। আশপাশেই ওত্ পেতে ছিল গোলাম সারোয়ার, আন্তরিক হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ নিয়ে মেদবহুল দেহটা দোলাতে দোলাতে সামনাসামনি এসে দাঁড়াল। 'কবে রওনা হচ্ছেন? আমাদের কথা মনে থাকবে তো শেষ পর্যন্ত? ভুলে যাবেন, সেটি কিন্তু হতে দিচ্ছি না! সামান্য এই স্মৃতি চিহ্নটা থাক আপনার কাছে, স্যার, যাতে লেখার সময় মনে পড়ে আমাদের কথা,' বলতে বলতে রানার শার্টের পকেটে একটা পার্কার-৬১ আটকে দিল সে।

'না, ভুলব কেন,' দাঁত বের করে হাসতে গিয়ে দাঁত বেরুল, কিন্তু হাসি ফুটল না রানার মুখে। 'তোমাদের সবাইকে মনে রাখব আমি।' শুধু একজনকে ছাড়া, মনে মনে প্রতিজ্ঞার মত করে বলল রানা, রাহাত খানের মত স্বার্থপর লোককে যত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। 'ধন্যবাদ।' পা বাড়াল রানা দ্রুত। কাউকে অস্বস্তিতে ফেলতে চায় না ও।

ভারী পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা—ঝড় ঢুকল যেন। অত্যন্ত ব্যস্ত সোহেল। তিন চারটে খোলা ফাইল সামনে। আটটা ফোনের চারটেই ক্রাডল থেকে নামিয়ে রেখেছে, মাত্রাতিরিক্ত ডিসটার্ব্যান্স থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। দুটো ফোনে কথা

বলছে সে একসাথে। রানাকে দেখে দুটোই নামিয়ে রাখল বিরক্তির সাথে। 'হুমুন্দির পো, আইছো ঘণ্টা তিনেক অয়া গেল, খবর লও না ক্যা?' সহাস্যে বলল সোহেল। 'ফোন করে ডাকব ভাবছিলাম এখুনি। চীফের কাছ থেকে হয়ে এসেছিস? কি দিল রে তোকে? ওহ-হো! ভুলেই গেছি,' ডেস্ক থেকে একটা চকচকে কালো অ্যাটাচি কেস তুলে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'তুই তো জানিস, তোকে ছাড়া কেনাকাটা করতে গিয়ে বোকার মত খালি হাতে ফিরে আসি আমি, একা পছন্দ করে কিছুই কিনতে পারি না। কিন্তু এবার তোকে নিয়ে যাই কিভাবে, জিনিসটা যখন তোকেই প্রেজেন্ট করব? তাছাড়া তোকে পাবই বা কোথায়? তাই একে ওকে দিয়ে ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস কিনেছি—খুলে দেখ্।'

যন্ত্রচালিতের মত অ্যাটাচি কেসটা খুলল রানা। সারি সারি সাজানো রয়েছে অনেকগুলো জিনিস। প্রত্যেকটি দামী এবং অত্যন্ত সৌখিন। ফিলিপস্ ইলেকট্রিক রেজার, যেইস আইকন বিনকিউলার, পোলারয়েড সানগ্লাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, ইলেকট্রনিক গ্যাস লাইটার, এক জোড়া ব্রাইলন টোবাকো পাইপ, দু' টিন তামাক—আরও অনেক কিছু। চোখ বুলিয়ে দেখে বন্ধ করল রানা ডালাটা। 'সোহেল, তোকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি।'

'রানা!' গলার স্বর শুনে চমকে উঠেছে সোহেল। 'কি প্রশ্ন? তোর শরীর ভাল তো রে?'

প্রশ্নের উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। 'তুই তো অন্তত খবরটা দিতে পারতিস আমাকে আগে? হঠাৎ ডেকে পাঠিয়ে এইরকম কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবে জানলে…!'

'রানা!' বিস্ময়ে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না সোহেলের গলা থেকে। 'এসব কি বলছিস তুই? কে তোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে? ওহ্ মাই গড! সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তুই ভুল বুঝছিস…'

'থাম, সোহেল!' চাপা স্বরে গর্জে উঠল রানা। 'আমাকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করিস না! ছুটিটা যে আসলে চাকরি থেকে বহিষ্কারের প্রাথমিক পদক্ষেপ, এ আমাদের বুড়ো দারোয়ান হাসানও ঝুঝবে,' হঠাৎ হাসানের কথা মনে পড়ে যেতে একটু থমকাল রানা। 'যাক, চাকরি না থাকায় আমার দুঃখ নেই। শুধু তুই যদি বন্ধুর প্রতি কর্তব্য মনে করে আগে থেকে একটু আভাসও দিয়ে রাখতিস, এতটা আহত বোধ করতাম না। যাক, বাদ দে এ প্রসঙ্গ। শোন, হাসানের ভাতিজার টিবি হয়েছে, ওর ছুটি দরকার, কিছু করতে পারিস কিনা দেখিস।'

'টিবি হয়েছে হাসানের ভাতিজার? ছুটি দরকার?' আকাশ থেকে পড়ল সোহেল। 'বলছিস কি তুই? এই তো গতকাল এসেছিল চাকরির দরখাস্ত নিয়ে। ভুল খবর শুনেছিস। এই দশ মিনিট আগে হাসান এসে আমাকে দিয়ে গেল এটা তোকে দেবার জন্যে, ডেস্ক থেকে একটা ছোট বাক্স তুলে বাড়িয়ে দিল সোহেল।

হাত বাড়িয়ে নিল রানা বাক্সটা। খুলতে হলো না, লেবেল পড়েই জানা গেল ভিতরে রুমাল আছে আধডজন। তার মানে, বিদায় উপলক্ষে উপহার। কিন্তু তখন মিথ্যে কথা বলল কেন হাসান? একটু ভাবতেই, জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। রানা মনে আঘাত পাবে ভেবে নিজের হাতে প্রেজেন্টেশনটা দিতে

গিয়েও পারেনি হাসান। ওকে দেখেই দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছিল তার, তাই হাসতে পারেনি। প্রশ্ন করতে মাথায় যা এসেছে তাই বলে উত্তর দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা করেছে নিজেকে।

'কি ভাবছিস এত?' বলল সোহেল। 'তোকে ভুল বোঝাব এমন স্পর্ধা আমাদের কারও হবে একথা তুই ভাবলি কিভাবে…!'

'তোর কথা বিশ্বাস করছি আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু তুই সবটা জানিস না। আমি জানি। রাহাত খান আমাকে চাকরি থেকে…।'

'সেক্ষেত্রে…আমি রিজাইন করব!' বলল সোহেল। 'তুই অন্তত জানিস কেন আমি আজও এই অফিস কামড়ে পড়ে আছি। শুধু তোর জন্যে। তুই আছিস, তাই আছি। তুই না থাকলে কানা হয়ে যাবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। কে থাকবে বল? কে চাকরি করবে তুই না থাকলে? আমি তো অন্তত থাকব না। চীফ যদি আমাকে না জানিয়ে তেমন কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তোর ব্যাপারে—আজই রিজাইন দেব আমি।'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'সেটা আমি সমর্থন করব না। ভুলে যাসনে সোহেল, আমরা সবাই মিলে বহু কষ্টে তিলে তিলে গড়ে তুলেছি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে। একজনের জন্যে গোটা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা অন্যায় হবে। বি.সি. আইতে আমি হয়তো থাকব না, কিন্তু এর প্রতি আমার যে ভালবাসা তা এতদিন পর প্রত্যাহার করব কিভাবে বল!' মুখ ফিরিয়ে নিল রানা।

ঠিক এইসময় ইন্টারকম ঘড়ঘড় করে উঠল। সেটটা অন করল সোহেল। মেজর জেনারেলের গলাটা কর্কশ লাগল রানার কানে, 'আমার চেম্বারে চলে এসো, সোহেল।'

'তুই বস শান্ত হয়ে,' সেট অফ করে দিয়ে চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে বলল সোহেল। 'প্লীজ, রানা, আমি না ফেরা পর্যন্ত যাবি না কোথাও!'

দ্রুত বেরিয়ে গেল সোহেল। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা। দু'হাত দিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরে রেখেছে ও প্রেজেন্টেশনগুলো। পা বাড়াল দরজার দিকে। পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে সলীল। শিস দিয়ে উঠল রানাকে দেখে। ওর পিছু পিছু ঢুকল পপি।

এতক্ষণ রিহার্সেল দিয়েছে, বুঝতে পারল রানা একযোগে কথা বলার সময় একজন আরেকজনকে ফেলে এগিয়ে গেল না বা পিছিয়ে পড়ল না লক্ষ করে। 'আমোরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তুমি সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিবার পরপরই আমাদের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইবে। আমাদের যৌথ শুভেচ্ছা স্বরূপ তোমাকে এই সামান্য উপহার দিতেছি, ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদেরকে ধন্য করো হে সর্বজনপ্রিয়, বিশ্বপ্রেমিক, ঘটকশ্রেষ্ঠ শ্রীমান মাসুদ রানা…।'

ইঙ্গিতে সবগুলো প্রেজেন্টেশনের উপর ওদের প্যাকেটটা তুলে দিতে বলল রানা। পপি হাতের প্যাকেটটা রাখল রানার দু'হাতের উপর চাপানো উপঢৌকনগুলোর উপর। 'ধন্যবাদ,' মৃদু কণ্ঠে বলে পা বাড়াল রানা। ওদেরকে কিছু বুঝতে বা বলতে না দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সোহেলের রূম থেকে। ছোট্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ বুকটা। ছয়তলায় নামতে করিডরে দেখা হয়ে গেল জাহেদের সাথে। তার

হাতের বাক্সটার দিকে চোখ পড়তেই রানার বয়স যেন বেড়ে গেল দশ বছর।

'সবাই দিয়ে ফেলেছে?' না বলতেই বাক্সটা রাখল জাহেদ পপির প্যাকেটের পাশে। 'তোর কামরায় যাচ্ছিস বুঝি? যা, বাথরুম সেরে আসছি এক্ষুণি আমি।' প্রায় ছুটে চলে গেল জাহেদ। পালিয়ে গেল, ভাবল রানা। এদের কারও উপর রাগ করার কোন মানে হয় না—নিজেকে বোঝাল ও। এদের প্রতি বরং কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত ওর। সবাই মিলে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার নামে একটা অনুষ্ঠান করে ওকে অপমান করার চেষ্টা করেনি, এই-ই তো যথেষ্ট…!

নিজের কামরায় ঢুকল রানা। সেই টেবিল, সুইভেল চেয়ার, জানালার পুরু কার্টেন, মেঝেতে বিছানো জুট কার্পেট। কতদিনের চেনা। চারদিকে অপেক্ষা করছিল যেন বাকি সবাই, একে একে ভিতরে ঢুকে একটা করে উপহার দিয়ে দ্রুত কেটে পড়তে লাগল। মিনিট বিশেক পর শেষ হলো গ্রহণের পালা। গিফটগুলো টেবিলের উপর সুন্দরভাবে সাজাল রানা। তারপর একটা সিগারেট ধরাল।

অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে ভাবছে রানা। সত্যিই কি আমি একটা মেন্টাল কেস? মানে, পাগল হয়ে গেছি? পাগলদের লক্ষণ…আঁৎকে উঠল ও। নিজেকে পাগল না মনে করাও পাগলামির একটা লক্ষণ। আর এক অস্থিরতাটা… পায়চারি থামিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে বসল ও সুইভেল চেয়ারে। মাথা নিচু করে ভাবতে শুরু করল ভবিষ্যতের কথা…।

ক্লিক করে শব্দ হলো একটা। চমকে মুখ তুলতেই সদ্য ফোটা ফুলের মত সামনে দেখতে পেল রানা সোহানাকে। চোখের কাছ থেকে ক্যামেরাটা নামিয়ে আনতে আনতে চঞ্চল পায়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল সে। তার পাশে এসে দাঁড়াল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের নবনিযুক্ত প্রতিভাবান এজেন্ট রাশেদ। সবার ধারণা, মাসুদ রানাকে কেউ যদি কখনও রিপ্লেস করে তবে সে গোলাম পাশা নয়—এই রাশেদ।

'কিছু মনে কোরো না,' ববড্ চুল নেড়ে দ্রুত বলল সোহানা। 'ভাল জিনিস বেছে কিনতে গিয়ে দেরি করে ফেললাম।' ক্যামেরাটা বাড়িয়ে দিল সে রানার দিকে।

হাত বাড়িয়ে নিল রানা ক্যামেরাটা। দামী জিনিস। লেটেস্ট আশাহি পেন্ট্যাক্স। ওয়ান পয়েন্ট টু, সিঙ্গল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা।

'ধন্যবাদ।'

'আর এইটা ওর তরফ থেকে,' ওর শব্দটা অদ্ভুত সুরেলা ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল সোহানা। কেড়ে নিল ছোঁ মেরে রাশেদের হাত থেকে ছোট্ট একটা বাক্স, বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। নেবার সময় দেখল রানা, রিস্টওয়াচের বাক্স। ওমেগা।

রাশেদের দিকে তাকাল রানা। জোর করে হাসল। 'ধন্যবাদ,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

'কোথায় যাবে ঠিক করেছ কিছু?' জানতে চাইল সোহানা। 'নাকি ঢাকাতেই আপাতত থাকবে?'

'ঠিক করিনি,' কড়া একটা উত্তর দিতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে সামলে নিতে পারল

রানা নিজেকে, সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করল ও নিজের প্রতি।

'চলো, রাশেদ,' তাগাদা দিল সোহানা রানার দিকে পিছন ফিরে। 'দেরি হয়ে যাবে আবার আমাদের···।'

'না, দেরি হবে কেন,' বলল রাশেদ রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে। 'লাঞ্চ তো দুটোয়, এখন মাত্র সোয়া একটা বাজে···।'

'তোমার ঘড়ি বড্ড সেকেলে, ধীরেসুস্থে চলে—লেটস গো!' জেদ ধরল সোহানা। 'লাঞ্চের আগেই শেষ করতে হবে আমাদের কাজটা।'

'আরে, দাঁড়াও,' বলল রাশেদ। 'এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। রানা ভাইয়ের সাথে বরং ক'মিনিট···।'

খপ্ করে একটা হাত ধরে ফেলল সোহানা রাশেদের, তারপর টানতে টানতে নিয়ে চলল তাকে দরজার দিকে, 'ভালোয় ভালোয় যদি না যাও,' হাত ছেড়ে দিয়ে রাশেদের কোটের কলার ধরল সোহানা, সশব্দে খিলখিল করে হাসতে শুরু করল সে। 'কলার ধরে টেনে নিয়ে যাব!'

দু'জন হাসাহাসি, ঝাপটাঝাপটি করতে করতে বেরিয়ে গেল রানার অফিসরুম থেকে। লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা ধীরে ধীরে, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। ভাবল, ভুল বুঝে নিজেকে নিজেই শাস্তি দিচ্ছে সোহানা। নাকি সত্যিই মন উঠে গেছে ওর? যাই হোক, এতটা বদলাবে তা কোনদিন ভাবেনি ও।

ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল, পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করল, অফিসের গাড়ি—চাবির গোছাটা রাখল সাজানো প্রেজেন্টেশনগুলোর উপর। সবার উপর আলতো করে রেখে দিল নীল গোলাপটা। কান পেতে কিছু যেন শোনার চেষ্টা করল ও, কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, তারপর এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে তাকাল বাইরে।

কেউ নেই করিডরে। থাকবে না, জানত যেন ও, পালিয়ে যাবার একটা সুযোগ যে সবাই ওকে দেবে এতে আর সন্দেহ কি! এতদিন ধরে সকলের সাথে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তার বদলে এটুকু তো ও পেতেই পারে।

নিঃশব্দে করিডরে বেরুল রানা। এলিভেটরের দিকে ইচ্ছা করেই এগোল না। হাসান কেঁদে ফেলবে, হয়তো কোন সীন ক্রিয়েট করবে—তা ও চায় না।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল রানা। পরিচিত কাউকে দেখল না কোথাও। সুইংডোর ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ল লাল গাড়িটা। পাশ ঘেঁষে যাবার সময় একবার তাকাল রানা গাড়ির ভিতর। কেঁপে উঠল ঠোঁট দুটো। কিন্তু জোর করে তাও বন্ধ করল ও। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। শাসাল নিজেকে, খবরদার, খুন করে ফেলব সেন্টিমেন্টাল হলে!

অফিসের গাড়ি, অফিসের সামনেই থাক। নিঃস্ব হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ও। কোন দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই, পিছু টান নেই··· নেই, কিছু নেই। চারদিক খাঁ খাঁ করছে যেন, এতটুকু বুকের ভিতর এমন বিশাল দিক্‌চিহ্নহীন অসীম শূন্যতা কিভাবে জায়গা করে নিয়েছে বুঝল না ও। নেই, নেই···শুধু এই হাহাকারটা ছাড়া আর কিচ্ছু অনুভব করছে না।

হাঁটছে রানা। একসময় পিছন ফিরল। কিন্তু তখন আর দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রাসাদোপম বিশাল অট্টালিকা।

'এই রিকশা—যাবে?'

রিকশা নিল রানা।

বাড়িতে ফিরে ড্রয়িংরুমে একেকটা পাঁচ সের ওজনের গোটা সাতেক হার্ড কাভারে বাঁধাই করা বই দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর।

পাঠিয়েছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে ভুলে যাবার চেষ্টা করল রানা ওগুলোর কথা। কিছুই মনে রাখতে চায় না ও আজ।

কিন্তু দুপুরের পর অন্যরকম ঘটনা ঘটল। মনটা দুমড়ে মুচড়ে আছে, কিছু একটা নিয়ে মগ্ন হতে পারলে উপকার পাওয়া যেতে পারে ভেবে লাঞ্চ সেরে বিছানায় গড়াগড়ি দেবার সময় বইগুলো বেডরুমে আনিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল ও। বইগুলো ওশেনোগ্রাফি সম্পর্কে। বিশেষ করে আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে লেখা। দেখতে দেখতে সত্যিই মগ্ন হয়ে পড়ল ও। ডুবে গেল ওর সকল অস্তিত্ব সহ, পুরোপুরি। সময় জ্ঞান আর রইল না ওর।

বিকেল হলো, সন্ধ্যা হলো, রাত হলো, তারপর রাত গভীর হলো। কিন্তু রানার হুঁশ ফিরল না। বইগুলোর মধ্যে কি যে মজা পেয়েছে, একমাত্র ওই জানে।

তিন

'ড্রেকস প্যাসেজের টানা বাতাস।' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল বৃদ্ধ গলহার্ডি। আবহাওয়া অফিসের মুখপাত্রের বিবৃতির মত শোনাল কথাগুলো। 'রানা, একটু সাবধান থাকা উচিত আমাদের।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা। দূর, দূর! বুড়োর মাথা খারাপ। ভাবখানা যেন, তিন সোয়া তিন হাজার মাইল দূরের ড্রেকস প্যাসেজকে চোখ তুলেই দেখতে পাচ্ছে। ঢেউগুলোর পিঠে খাঁজ ভাঁজ কিছুই নেই, একেবারে সমতল। ছুরির ফলার মত ধারাল বাতাস লাগছে গায়ে। উপভোগ করছে রানা বাতাসের তীক্ষ্ণ স্পর্শ। বাতাসের ধার দেখে বোঝা যায় একা বা অসহায় নয় সে, পিছনে ব্যাকিং আছে। কিন্তু এ বাতাস ইচ্ছা করলেই যে এক-আধটা নিম্নচাপকে ডেকে আনতে পারবে, অতটা বিশ্বাস করা কঠিন।

ঢিলেঢালা করে বাঁধা মেন সেইলের দড়িদড়া খুলে ফেলতেই মাস্তুলের মাথার কাছে পাল আটকে নড়বড়ে ফ্রেমটা খটখট আওয়াজ করতে শুরু করল। এক হাত কোমরে, আরেক হাত মাস্তুলের গায়ে রেখে দূরে তাকাল গরিলার মত বুকের ছাতিওয়ালা আইল্যান্ডার। পাটের দড়ির মত পাকানো হাতের আঙুল। কঠিন পেশীর বাহার দেখে আঁচ করা মুশকিল বয়স পঁয়ত্রিশ না পঁয়তাল্লিশ, ষাট উত্তীর্ণ মনে করার উপায়ই নেই। আইল্যান্ডার গলহার্ডি।

লম্বায় ফুট ত্রিশেক বোটটা, তিন কিস্তিতে নেমে গেছে প্রশস্ত সিঁড়ির ধাপের মত। হাল ধরে বসার জায়গাটা মোগল সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনের কথা মনে

করিয়ে দেয়। সামনের দিকটা পানি থেকে জেগে আছে মোটে হাতখানেক। বিশ সেকেন্ড পর পর একের পর এক ঢেউ এগিয়ে এসে মাথায় তুলে নিচ্ছে বোটটাকে। দেখতে দেখতে রানার মনে হলো, বিশাল জলধির প্রতিনিধিত্ব করছে ঢেউগুলো; শ্রদ্ধা জানাচ্ছে তারা মানুষের বুদ্ধিকে।

'সাউথ শেটল্যান্ড থেকে আসছে না বুঝলে কিভাবে?' হালকা সুরে বলল রানা।

স্টার বোর্ডের সামনের রো-লকের উপর হাঁটু ভাঁজ করে একটা পা রাখল গলহার্ডি। চেয়ে আছে সেই দূরে, দিগন্তে। কুয়াশার ভিতর কি দেখতে চেষ্টা করছে সেই জানে। পশমের জ্যাকেটে মোড়া শরীরটা টান টান। শুনতে পায়নি যেন রানার কথা।

খুশি খুশি মনটা হেসে উঠতে চাইছে রানার। লম্বা বৈঠা আটকাবার লোহার বারের ফ্রেমের উপর বসে বৈঠাগুলোর মাঝখান থেকে ওর স্পেশাল নাইলন নেটের জন্যে আর একটা লিড সিঙ্কার তুলে নিল রানা। নেটটা বটম বোর্ডে নিখুঁত ভাবে গুটানো আছে। হানড্রেড ফ্যাদম লাইনে লিড সিঙ্কারটা বেঁধে গিঁট লাগাল সে ধীরে সুস্থে। গলহার্ডির সাবধানের মার নেই ভঙ্গিটাকে আমল দেবার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছে না ও।

আর যদি হুট করে বিপদ এসেও পড়ে, গ্রাহ্য করবে না ও। কর্মজীবন থেকে আচমকা ধাক্কা মেরে বের করে দেয়া হয়েছে ওকে, ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে শূন্যে—যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে ও ইতোমধ্যে। কায়মনোবাক্যে চাইছে সাংঘাতিক, অকল্পনীয় কিছু একটা ঘটুকই বরং।

রঙচটা উইন্ডব্রেকারের নিচে দাঁড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকাল গলহার্ডি। দেখে মুচকি হাসল রানা। যদি জেলে হয়ে সারাটা জীবন সমুদ্রে কাটিয়ে দিতে পারতাম—ভাবছে ও।

মাছ শিকার করছে না রানা। তবে জেলেদের মাছ ধরার মতই জাল ফেলে প্ল্যাঙ্কটন আবিষ্কারের নেশাটা পেয়ে বসেছে ওকে।

'হুঁ,' গলহার্ডি বাতাসের সাথে, নাকি ড্রেকস প্যাসেজের সাথে আলাপ করছে ঠিক বুঝতে পারল না রানা। জন্মগত সতর্কতা রয়েছে লোকটার মধ্যে। জাতশত্রু সাগরে বেঁচে থাকতে হলে এটাই দরকার। অ্যান্টার্কটিকার এই পানি পৃথিবীর অন্য যে কোন পানির চেয়ে অনেক বেশি হিংস্র এবং নির্মম।

'আমি জানি, রানা। ড্রেকস প্যাসেজের স্বভাব চরিত্র আমার চেয়ে আর কে ভাল জানে?'

ভারী লিড সিঙ্কারটা বোটের গা ঘেঁষে পানিতে ফেলে দিল রানা। জানে ও, গলহার্ডির কথায় যৌক্তিকতা আছে। সমুদ্রই ওর জীবন। হয়তো মরণও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এইচ.এম.এস স্কটের লিডিং টর্পেডো-ম্যান ছিল লোকটা। ওদের বেস ছিল ডিসেপশন আইল্যান্ড, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম প্রান্ত থেকে পাঁচশো মাইল দক্ষিণে। হিজ ম্যাজেস্টিজ সাউথ শেটল্যান্ড ন্যাভাল ফোর্সের ডেস্ট্রয়ার এইচ.এম.এস স্কটের দায়িত্ব ছিল প্যাসিফিক ওশেন এবং আটলান্টিক ওশেনের মধ্যবর্তী সী প্যাসেজ (ড্রেকস প্যাসেজ) পাহারা দেয়া। জার্মান আর্মড মার্চেন্ট শিপ,

রেইডার, U-বোট এবং জাপানী সাবমেরিনগুলোর অত্যন্ত প্রিয় রুট ছিল ড্রেকস প্যাসেজ। প্রিয় হবার কারণ, ড্রেকস প্যাসেজ কখনও শান্ত হয় না। সমস্ত রুটটাই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কুয়াশায় মোড়া, মাত্র পাঁচ মাইল কাছের জাহাজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করাও অসম্ভব। ঠাট্টা করে গলহার্ডি বলে, ড্রেকস প্যাসেজ থেকে পোয়াটেক পানি তুলে নিয়ে এসে দাও আমাকে, চিনতে না পারলে ওই পানিতেই ডুবে মরব।

মুখ তুলে রানা দেখল কাঠের মূর্তির মতই সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ফের মুচকি হাসল ও। 'এমনভাবে তাকিয়ে আছ, মনে হচ্ছে সেই সাউথ পোল পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করছ।'

'দেখতে পেলে তো আর কথা ছিল না,' বলল গলহার্ডি। 'জানতে পারতাম কি ধরনের বাতাস আসছে ছোবল মারতে।'

চারদিকের প্রায় শান্ত পরিস্থিতিটা দেখে নিয়ে ঘাড় ফেরাল রানা পিছন দিকে। বোটের পিছনে, কয়েক মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে বড় দ্বীপটাকে। দেশ, বাড়ি, আবাসভূমি, যাই বলা হোক, গলহার্ডির ওটাই সব।

'কিছুই ছোবল মারতে আসছে না,' বলল রানা দৃঢ় গলায়। 'খামোকা ভয় পাচ্ছ তুমি।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল গলহার্ডি। রানার দিকে নয়, দ্বীপটার দিকে। বলল, 'ট্রিসটান ডা চানহার টাওয়ার থেকে ওয়াচম্যান নামে না কখনও। সেজন্যেই আমরা আইল্যান্ডাররা আজও বেঁচে আছি। রানা, সামান্য এই বাতাসের পিছনেই রয়েছে প্রচণ্ড একটা ঝড়।'

রানা তখন কোথায়! গলহার্ডির কথা কানে যায়নি ওর। তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্বীপটার চোখ জুড়ানো সৌন্দর্যে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে ও।

আকাশ ছুঁই ছুঁই দ্বীপটার কালো গায়ে প্রকাণ্ড একটা সাদা ধবধবে আলোর বৃত্তের মত দেখাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক পায়রাগুলোকে। তার সাথে মিল রেখে সাত হাজার ফুট উঁচু আগ্নেয়গিরির মাথায় মুকুটের মত চারদিক জুড়ে বসে আছে তুষার। ট্রিসটান ডা চানহা, অ্যান্টার্কটিক আইস কন্টিনেন্টের কাছ থেকে প্রায় দু'হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরিবিলি বাসোপযোগী দ্বীপপুঞ্জ। পুঞ্জ এই কারণে যে দ্বীপটার ছোট্ট দুটো পড়শী আছে। ম্যাপে চোখ রেখে, মনে মনে দক্ষিণ অফ্রিকার কেপটাউন থেকে দক্ষিণ আমেরিকার মন্টিভিডিও পর্যন্ত একটা রেখা টেনে দেখেছে রানা, রেখাটা ছুঁয়ে যায় দ্বীপটাকে। এই দ্বীপ থেকে কেপটাউনে ফিরতে চাইলে সতেরোশো ত্রিশ মাইল পাড়ি দিতে হবে ওকে।

লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ট্রাভেলিং স্টুডেন্টশিপ ইন ওশেনোগ্রাফী অ্যান্ড লিমনোলজির পঁয়তাল্লিশ দিনের শর্টকোর্স শেষ করার সময় ট্রিসটান ডা চানহার নাড়ি নক্ষত্র সব জেনে নিয়েছে বাংলাদেশের ছাত্রটি। নেপোলিয়নের যুগ আরম্ভ হবারও আগে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সিলিং শিপগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি ছিল দ্বীপটা, ওখান থেকে অভিযান পরিচালনা করা হত জমাট দক্ষিণ সাগরে মাছ শিকার করার জন্যে। সিভিল ওয়ারেরও পঞ্চাশ বছর আগে তিনজন আমেরিকান সেইলর এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে আসে। নেপোলিয়ন যখন সেন্ট হেলেনায়

প্রবাসী, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একটা গ্যারিসন বসায় এই দ্বীপে। গ্যারিসনের লোকজন এবং ওই তিন সেইলরই হলো বর্তমান ট্রিসটান ডা চানহার পূর্বপুরুষ। একটানা দেড় দু'শো বছর আইল্যান্ডারদের সাথে সভ্যতার কোন সম্পর্ক বলতে গেলে ছিলই না, ডুমুরের ফুলের মত কদাচ বা ভুলক্রমে দু'একটা জাহাজ এসেছে কি না এসেছে তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

দ্বীপে পা দেবার সাথে সাথেই যে সব ঘটনা ঘটে তা কোনদিন হয়তো ভুলতে পারবে না রানা। রাহাত খানের চিঠিটা সম্পূর্ণ তখনও বুঝি পড়া হয়নি গলহার্ডির, স্বাক্ষরটা দেখে চিনতে পেরেই থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে সেই যে বুকের মাঝখানে চেপে ধরল, তিন মিনিটের আগে ছাড়ানোই গেল না তাকে। সে কি হাপুস নয়নে কান্না তার! কঠোরদর্শন বিশাল দেহটার ভিতর এত আবেগ আছে, ভাবা যায় না। প্রথম কথাটাই ছিল তার, 'মেজর জেনারেল কথা দিয়েছিলেন তিনি আসতে না পারলে তাঁর ছেলেকে পাঠাবেন।' রানাকে ছেড়ে দিয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়েছিল গলহার্ডি, প্রশংসার দৃষ্টি দিয়ে রানার আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বলেছিল, 'ত্রিশ বছর আগে ঠিক এই চেহারা ছিল স্যারের। সেই চোখ, সেই চিতানো বুক, সেই ব্যাকব্রাশ করা চুল—হুবহু বাপের মত দেখতে হয়েছ তুমি।'

ভুলটা তখুনি ভেঙে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু মনে আঘাত পাবে বা নিরাশ হবে ভেবে ক্ষান্ত ছিল রানা। পরে কাজটা আরও কঠিন মনে হওয়ায় চেষ্টাই করেনি ও আর ভুল ভাঙাতে। গলহার্ডি যা জানে তা জেনে যদি সুখী হয় হোক না, ক্ষতি কি, এই ভেবে মনে মনে মিটিয়ে ফেলেছে সে সমস্যাটা।

প্রথম রাতটা ঘুমুতে পারেনি রানা ঘণ্টাখানেকের বেশি। গলহার্ডি মেজর জেনারেলের গল্প শুনিয়েছে ওকে রাত ভর জাগিয়ে রেখে। কৌতূহল রানারও কম ছিল না। চীফের রহস্যময় অতীত সম্পর্কে জানার সুযোগ ঘটেনি ওর কখনও। সুযোগটাকে সুবর্ণ বলেই মনে হয়েছিল।

গলহার্ডির মুখ থেকে ঝড়ের বেগে যে সব উচ্ছ্বাস বেরুল সেরাতে তা থেকে শুধু এইটুকু তথ্য উদ্ধার করল রানা : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জন ওয়েদারবাইয়ের অধীনে রয়্যাল নেভী এবং সাউথ আফ্রিকান এয়ারফোর্সের সম্মিলিত একটা দল ট্রিসটান ডা চানহায় আসে একটা রেডিও স্টেশন ফিট করার জন্যে। দ্বীপে ওরা যখন কাজ করছিল তখন রাহাত খান যুদ্ধ করছিলেন জার্মানীর বিরুদ্ধে আফ্রিকায়। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি বন্দী হন। গ্রেফতার করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কেপটাউনে। তাঁকে পরাজিত এবং বন্দী করতে পেরে জার্মান সৈন্যরা আনন্দে এমনই মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল যে তারা তাদের নিয়ম বিরুদ্ধ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সিদ্ধান্তটা ছিল, অফিসারকে সোজা পাঠানো হবে হিটলারের কাছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল পাঠাবার উপায় নিয়ে।

আফ্রিকায় তখন জার্মানদের সৈন্য সংখ্যা খুবই কম। যাতায়াত ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তাড়াহুড়ো করে যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে মিত্রবাহিনী ছিনিয়ে নিতে পারে রাহাত খানকে। সেই সময় মিটিওর, জার্মান রেইডার, কেপটাউনে নোঙর ফেলে। ঠিক হলো, মিত্রবাহিনীর বন্দীকে তুলে দেয়া

হবে রেইডারের ক্যাপ্টেন কোহলারের হাতে। কোহলার সুযোগ মত জার্মানীগামী কোন জাহাজে স্থানান্তর করবে তাঁকে।

রাহাত খানকে নিয়ে মিটিওর সমুদ্র যাত্রায় রওনা হয়। কিন্তু পাঁচদিনের দিন, রাহাত খান রাতের অন্ধকারে একটা বোট চুরি করে পালিয়ে যান। একুশ দিন দক্ষিণ আটলান্টিক সাগরের সাথে লড়াই করেন তিনি এবং অবশেষে পৌছান ট্রিসটান ডা চানহাতে। ওখানে তাঁর বন্ধু জন ওয়েদারবাই এবং ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার এইচ.এম.এস. স্কট আগে থেকেই ছিল। রাহাত খানের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে এইচ.এম.এস. স্কট মিটিওরকে খুঁজতে বেরোয়। জন ওয়েদারবাইয়ের অনুরোধে ডেস্ট্রয়ারে তাঁর সঙ্গী হন রাহাত খান। আর নব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টর্পেডোম্যান হিসেবে ডেস্ট্রয়ারে স্থান পায় গলহার্ডি।

মিটিওর ফল্‌স্ রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে মিত্রবাহিনীর জাহাজগুলোকে সমুদ্রের বিপজ্জনক এলাকায় যেতে বাধ্য করত এবং নিজের নিরাপদ পজিশন থেকে কামান ছুঁড়ে ডুবিয়ে দিত সবগুলো জাহাজকে। মিটিওরকে ঘায়েল করাই ছিল জন ওয়েদারবাইয়ের টাস্ক ফোর্সের অন্যতম দায়িত্ব।

তুষারের মুকুট থেকে নেমে এল রানার দৃষ্টি। অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে ও দ্বীপটার পাশে নাইটিঙ্গেল এবং ইনঅ্যাকসেসিবলকে। শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাতে দেখল, মাস্টের ফোরসেইল ফরওয়ার্ডের ত্রিভুজটার হুক খুলছে গলহার্ডি। এবার আর হাসতে পারল না রানা। লোকটা যে সত্যিই কিছু একটা আশঙ্কা করে সাবধান হতে চাইছে তাতে কোন ভুল নেই। দুশ্চিন্তা থেকে ওকে টেনে তোলার জন্যে অপ্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন করল ও, যাতে খেপে ওঠে লোকটা।

'এর চেয়ে ভাল একটা বোট যোগাড় করা গেল না, গলহার্ডি?'

ঘাড় ফিরিয়ে করুণার চোখে তাকাল আইল্যান্ডার রানার দিকে।

'যুদ্ধের দু'বছর পর মেজর জেনারেল ফিরে আসেন আমাদের দ্বীপে,' বলল গলহার্ডি। 'কার্গোশিপ থেকে নেমে তিনি আমাকে প্রথম কি কথাটা বলেছিলেন, জানো তুমি? বলেছিলেন, গলহার্ডি, তোমার এই বোটটা আমাকে দিতে হবে, এটা ছাড়া গ্রেটেস্ট সী মিস্ট্রি সমাধান করা অসম্ভব!' মেইনসেইল গুটাতে গুটাতে সস্নেহে দৃষ্টি বুলাচ্ছে গলহার্ডি তার হোয়েল বোটের গায়ে। 'একজন আইল্যান্ডারের কাছে তার বোট চাওয়া মানে তার হৃৎপিণ্ড চাওয়া! এই বোটটাই আমাকে ট্রিসটান ডা চানহার সবচেয়ে ধনী করেছে।' একটু থেমে বলল আবার সে। 'তুমি তো জানো না, কাঠ আমাদের কাছে সোনার চেয়েও দামী।' কাঠ নয়, লোহার ফ্রেমের সাথে ছয়টা লম্বা বৈঠা বাঁধা রয়েছে। ট্রিসটানে কাঠ নেই বললেই চলে, তাই আইল্যান্ডাররা বোট তৈরি করে ক্যানভাস দিয়ে। সার্বক্ষণিক ঝঞ্ঝা সইতে হয় বলে আপেল গাছগুলো জন্মায় শক্ত হয়ে, এই আপেল গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি গলহার্ডির হোয়েল বোটের পাঁজরগুলো। রানা আগেই লক্ষ করেছে, বোটের ফরওয়ার্ড পোর্ট সাইডটা জায়গায় জায়গায় ভেঙে ফেটে এবড়োখেবড়ো, কোথাও ছুঁচাল হয়ে আছে। মেরামত কবে হবে, আদৌ হবে কিনা বলতে পারে না গলহার্ডি। কাঠ পেলে তবে তো! বোটটাকে জবরদস্তভাবে রঙ করা হয়েছে বলাটা ঠিক হবে না, ভাবল রানা। গাঢ় লাল, হলুদ এবং নীল রঙ যেখানে যত বেশি সম্ভব অকৃপণ হাতে

ঢালা হয়েছে। রঙের এই ব্যবহার আইল্যান্ডারের রুচি বিকৃতির চিহ্ন নয়, ক্যানভাসকে ওয়াটারপ্রুফ করার জন্যে রঙের উপর রঙ চড়ানো হয়েছে, যখন যে রঙ পাওয়া গেছে, বাছবিচার না করেই।

রানা জানে, সমুদ্রগামী জলযান হিসেবে এই বোটের জুড়ি নেই। দশজন ট্রিসটান বোটম্যান আর একটা ট্রিসটান বোট নিয়ে মহাসমুদ্রের যে কোন এলাকায় যেতে দ্বিধা করবে না কোন নাবিক।

তিনহাত তফাতে চোখ পড়তে পানির ঠিক নিচেই লম্বা একটা মানুষের লাশ দেখে লাফিয়ে উঠছিল রানা, পরমুহূর্তে ভুলটা বুঝতে পেরে সামলে নিল নিজেকে। কেল্প-এর জমাট একটা স্তর ভেসে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে আবার পিছন দিকে তাকাল রানা। পাঁচ মাইল চলে এসেছে ওরা দ্বীপটা থেকে। নিচু প্রাচীরের মত ঘেরাও দিয়ে রেখেছে দ্বীপটাকে কেল্প-এর একটা বিশাল ব্যারিয়ার। ব্যারিয়ারের ভিতর সাগরের পানির রূপই আলাদা, প্রশান্ত গাম্ভীর্যে টইটুম্বুর।

'এনি লাক?'

মাথা নাড়ল রানা। সী-মিস্ট্রি! ভাবছে ও। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আলব্যাট্রস ফুটের কথা জানা ছিল না পৃথিবীর কারও। বেশ কয়েক বছর থেকে কানাঘুষা চলছে বটে কিন্তু আলব্যাট্রস ফুটের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। অথচ ট্রিসটান ডা চানহার অধিবাসীদের কাছে আলব্যাট্রস ফুট জলজ্যান্ত সত্য। হুট করে কখন যে আসবে তা অবশ্য হলপ করে বলার যো নেই, কিন্তু আসে। রাহাত খানের ব্রিফিং স্মরণ করল রানা।

আলব্যাট্রস ফুট একটা উষ্ণ জায়গান্টিক স্রোত। আফ্রিকা এবং সাউথ আমেরিকার মাঝখানে, সাউথ আটলান্টিক মহাসাগরে অনিয়মিত ভাবে দেখা দেয়। স্রোতটায় থাকে অণু আকৃতির অসংখ্য বিলিয়ন সী-ক্রিয়েচার, প্ল্যাঙ্কটন। দক্ষিণ সমুদ্রে কতরকম প্রাণী আছে তাদের সবার প্রধান খাদ্য এই প্ল্যাঙ্কটন। স্রোতটা উত্তপ্ত বলে অ্যান্টার্কটিকার আশেপাশে বিশাল জায়গা জুড়ে জমে থাকা শক্ত কঠিন বরফের পাথর ভাঙে। আলব্যাট্রস ফুট নামটা ট্রিসটানবাসীদের দেয়া। কারণ হলো প্রকাণ্ড আলব্যাট্রস পাখির পায়ে দুটো উষ্ণ শিরা থাকে। পাখির বাসার সাব-জিরো টেমপারেচারে একমাত্র জীবন রক্ষাকারী উষ্ণতা আনে এই ডাবল ভেইন। শিরা দুটোর উপর ডিম রেখে বাচ্চা ফোটায় আলব্যাট্রস। উষ্ণ স্রোত, আইল্যান্ডারদের মতে একটা নয়, দুটো। এবং সে-দুটো দেখতে নাকি আলব্যাট্রস পাখির ওই ডাবল ভেইনের মত—তাই এই নাম, আলব্যাট্রস ফুট। কিন্তু আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় শাখার কথা আজও কিংবদন্তি হয়েই আছে।

মেজর জেনারেল অবশ্য দেখেছেন সেটাও, কিন্তু সে-দেখা নাকি যথেষ্ট দেখা হয়নি। গলহার্ডি গল্পটা পুরো এখনও শোনায়নি রানাকে।

'গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারি কোত্থেকে আসছে বাতাসটা,' স্বগতোক্তির ঢঙে খুব নিচু গলায় বলছে গলহার্ডি। বিপদ সম্পর্কে কথা বলার তার এই শান্ত ভঙ্গিটা জন্মগত। 'সাউথ শেটল্যান্ড থেকে আসছে না, হলপ করে বলতে পারি।'

'না হয় তোমার ধারণাই ঠিক,' বলল রানা। 'কিছু এসে যায়? ঝড় আসুক বা না আসুক, আমার দরকার অষ্টাশি মিলিয়ন প্ল্যাঙ্কটন।'

নীল ক্যাপটা কপাল থেকে খানিকটা উপর দিকে তুলে বিস্মিতভাবে তাকাল গলহার্ডি। 'এইট্টি এইট মিলিয়ন?'

'আলব্যাট্রস ফুটের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে না?' বলল রানা। 'আমার এই স্পেশাল নেটে ঠিক এক কোয়ার্ট সী-ওয়াটার ধরবে। তাতে থাকতে হবে অষ্টাশি মিলিয়ন প্ল্যাঙ্কটন। তবেই প্রমাণিত হবে আলব্যাট্রস ফুটের অস্তিত্ব।'

'এতই ছোট—তাহলে দেখতে না জানি কেমন!'

'মাইক্রোসকোপের নিচে অক্টাগোনাল, আটকোনা। মধ্যিখানটা গোল, ছয়টা নক্ষত্র বসানো। একটা ফাঁপা প্রাণী, গায়ে রূপোলী দাগকাটা।'

এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল গলহার্ডি। 'নেটটা চট করে তুলে ফেলো, বুঝলে?' হাত বাড়িয়ে রানার জ্যাকেটের শক্ত কলার মুঠো করে চেপে ধরল আইল্যান্ডার। রানার গলার সাথে কলারটা ঘষল জোরের সাথে। জ্বালা করে উঠল চামড়া। 'শুনলে?' বলল গলহার্ডি, 'শুনলে তো? কোন আওয়াজ হলো না। কাপড় শুকনো থাকলে খড় খড় করে আওয়াজ উঠত। তার মানে শেটল্যান্ড থেকে আসছে না এ বাতাস। ড্রেকস প্যাসেজের বাতাস, ভেজা তাই।'

আইল্যান্ডারের চোখে চোখ রেখে রানা দেখতে পেল, কায়মনোবাক্যে একটা ঝড় চাইছে লোকটা। রানার চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজের ডান অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তাকাল সে। পরমুহূর্তে ঝট করে ফিরল নিজের আবাসভূমির দিকে। আগ্নেয়গিরির মাথাটা ঢাকা পড়ে গেছে হালকা মেঘে। 'মাস্তুলের মাথা,' বিড়বিড় করে বলল গলহার্ডি। 'আমাদের ট্রিসটান সারা পৃথিবীর মাস্তুলের মাথা!'

'অত উঁচু থেকে সব দেখে জ্ঞানের ভাণ্ডার হয়ে বসে আছ বলেই তো তোমার কাছে পাঠিয়েছে বুড়ো আমাকে,' বলল রানা।

তুষার ধবল দাঁত বেরিয়ে পড়ল গলহার্ডির। 'মেজর জেনারেলের কথা বলছ? তুমি জানো, তিনি না জেদ ধরলে ক্যাপ্টেন ওয়েদারবাই ডেস্ট্রয়ারে আমাকে স্থান দিতেন না? কেন জানি না, মেজর জেনারেল আমাকে বড্ড ভালবাসতেন। তবে তাঁর মর্যাদা আমি রাখতে পেরেছিলাম, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' গলহার্ডি ঝড়-তুফানের কথা বেমালুম ভুলে গেছে রোমন্থনের সুযোগ পেয়ে। 'ডিসেপশন হারবারে প্রথমবার ঢুকেই বিপদে পড়ে গেলাম আমরা। সেদিন বিকেলেই মেজর জেনারেলকে আমি আলব্যাট্রস ফুটের কথা প্রথম বলি।'

একটু যেন বেড়েছে বলে মনে হলো বাতাসের ধার। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাল রানা।

'এটা নয়,' গলহার্ডি বুঝতে পেরে মন্তব্য করল। 'আমি যে বাতাসটার আশঙ্কা করছি সেটা থেমে থেমে আসবে দেখো।'

হেসে ফেলল রানা। লোকটাকে আঘাত দিতে চায় না ও। কিন্তু আবহাওয়া চেনার ব্যাপারে বড় বেশি কৃতিত্ব দাবি করছে সে, মনে হলো ওর।

'যা বলছিলাম,' ওই আবার গল্প শুরু হলো, গলহার্ডির দিকে তাকিয়ে ভাবল রানা। 'নেপচুনস্ বেলোজ ঠিক ডানদিকে ছিল আমাদের। ফাঁকটার ভিতর দিয়ে লক্ষকোটি তীর ছুটে আসছিল...।'

'তীর?'

ওই হলো আর কি,' বলল গলহার্ডি। 'বাতাসের সেই প্রচণ্ড ধাক্কাটাকে ওই অতগুলো তীরের সমষ্টি বলেই মনে হয়েছিল। এইচ.এম.এস. স্কটের নাকটা ওই আক্রমণের মুখে পড়ে যায়।' চোখ বন্ধ করে শিউরে উঠল গলহার্ডি। 'পেছন দিকটা দেবে গিয়েছিল ডেস্ট্রয়ারের, নাক উঁচু করে পাথরগুলোর দিকে লাফ দিয়ে পড়তে চাইছিল প্রতি মুহূর্তে!'

'তারপর?'

'সেই সরু ফাঁকের মধ্যে আগুপিছু করতে করতে এগোচ্ছিলাম আমরা,' বলল গলহার্ডি। 'ধ্বংসের কিনার ছুঁই ছুঁই করছিল আমাদের সকলের ভাগ্য। দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে সঙ্কীর্ণ পথটা ডিপার অ্যাঙ্কোরেজের দিকে, সেটা আবার একটা আগ্নেয়গিরির ছাদ। মেজর জেনারেল আমাকে নিচে থেকে ডেকে তোলেন ব্রিজে। সেদিনই বিকেলে তাঁকে আমি প্রথম আলব্যাট্রস ফুটের কথা বলি।

চুরুটের বাক্স খুলে দুটো চুরুট বের করে একটা ছুঁড়ে দিল রানা, ছোঁ মেরে মাঝপথেই সেটা লুফে নিল গলহার্ডি।

'ডিসেপশন হারবার সেদিন আইসবার্গের ভগ্নাংশে ভর্তি ছিল। টুকরো টুকরো হয়ে নেপচুনস বেলোজ দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল ওরা। কিন্তু ইনার অ্যাঙ্কোরেজে দলে দলে একত্রিত হয়ে জমাট বাঁধতে শুরু করে। ক্যাপ্টেন ওয়েদারবাই আতঙ্কে সবুজ হয়ে গিয়েছিলেন। কারও মনে সন্দেহ ছিল না কি ঘটতে যাচ্ছে। আগামী ছয় মাস জমাট বরফের মাঝখানে আটকে থাকতে হবে ডেস্ট্রয়ারকে, যার অনিবার্য পরিণতি সকলের মৃত্যু। খাবার, পানি ইত্যাদির অভাব না হয় বাদ দেয়া গেল, কিন্তু জমাট বরফের ধাক্কা সামলাবে কিভাবে জাহাজ? ডেস্ট্রয়ার তো আর গোঁয়ার ছোট্ট হোয়েল ক্যাচার নয় যে সামান্য ফাঁকফোকর পেলেই পথ করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে! আর একবার যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডেস্ট্রয়ার, মেরামত করার কোন উপায়ই নেই, হাজার মাইলের মধ্যে।'

চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল গলহার্ডি, মাস্তুলের গায়ে হেলান দিয়ে দাড়াল। 'আমি ভয় নেই বলতে ক্যাপ্টেন মহা খাপ্পা হয়ে উঠলেন আমার ওপর,' শুরু করল সে আবার। 'মেজর জেনারেলকে ইঙ্গিতে নেমে আসতে বলে আমি একটা বোট নামিয়ে তাতে চড়ে বসলাম। খানিক পরই নেমে এলেন তিনি। প্রবেশ মুখের কাছ থেকে পাহাড়ে চড়লাম তাঁকে নিয়ে। চূড়া থেকে কি দেখলাম, জানো?'

চুরুটে টান দিচ্ছে না গলহার্ডি, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে শুধু। কথা বলার সাথে সাথে ওঠানামা করছে সেটা। 'জমাট বরফের বিশাল বাহিনী হারবার এবং মেইনল্যান্ডের মাঝখানের স্ট্রেইট দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। হতবাক হয়ে সে-দৃশ্য গিলতে লাগলেন মেজর জেনারেল। বরফের ছোটখাট টিলা ধীরে-সুস্থে ঢুকছিল হারবারে। বললেন, হার্ডি, ওই বরফের জাহাজে চড়ে যে কোন দিকে যেতে পারলেও কিন্তু মন্দ হত না! তিনি মৃত্যুর দিকে যাবার কথা বলছিলেন, বুঝতে পেরেছিলাম। ইতিমধ্যেই চিনেছিলাম তাঁকে। বিপদের আভাস পেলেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতেন। তাঁকে নিরাশ করে বললাম, স্যার, বিপদ কিন্তু সত্যি নেই। ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন, তার মানে? বললাম, স্যার, আলব্যাট্রস ফুট।'

গলহার্ডি মুচকি মুচকি হাসছে।

'গম্ভীর!' মুখ ফুলিয়ে গাম্ভীর্যটা দেখাবার চেষ্টা করল গলহার্ডি। 'কথাই বললেন না। ভাবলাম, শব্দটার অর্থই জানা নেই মেজর জেনারেলের। এরপর দিলাম ব্যাখ্যা, বললাম, যে উষ্ণ স্রোতটা ট্রিসটানে দেখে এসেছি গত পরশু সেটা এদিকে দু'একদিনের মধ্যেই আসবে। গরম ছুরির ফলা যেমন মাখন কাটে তেমনি এই স্রোত জমাটবরফ কাটবে।' গলহার্ডির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ঘটলও তাই! পরদিন বরফের টিলা, পাহাড় সব গলে পানি হয়ে গেল। মেইনল্যান্ডের বরফ পর্যন্ত নদী হয়ে নেমে গেল সাগরে। সে এক দেখার মত দৃশ্য বটে! ক্যাপ্টেন ওয়েদারবাই পারলে আমাকে বুকে চেপে ধরে পিষে মেরে ফেলেন। কিন্তু মেজর জেনারেলের তখন অন্য চেহারা। আরে, আরে, ভাবি আমি, উনি কেন হাসেন না? মেজর জেনারেল কেন অমন বিরসবদনে ডেকে পায়চারি করেন? ভয়ে ভয়ে কাছে গেলাম। কিছু বলার আগেই হুঙ্কার ছাড়লেন, আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় শাখাটা কোথায়? চমকে উঠলাম। কিংবদন্তির গল্প ওটা, আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় শাখা সত্যি আছে কিনা জানব কিভাবে? যুগ যুগ ধরে লোকে বলে, তাই জানি। কিন্তু মেজর জেনারেল যে অমন আচমকা ঠিকানা চেয়ে বসবেন তা কে জানত! বললাম, নেই স্যার। শুনে এই মারেন তো সেই মারেন। বললেন, আলবৎ আছে। এরপর শুরু হলো তাঁর ব্যাখ্যা। কিছুই বুঝলাম না আগাগোড়া, শুধু মাথা নেড়ে তাঁকে সায় দিয়ে গেলাম। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে তাঁর মাথার ভিতর আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় শাখা সেঁধিয়ে গেছে এবং তাঁর ধারণা সেটাকে তিনি আবিষ্কার করতে পারবেন বভেট আইল্যান্ডের কাছাকাছি। কী ভাগ্যবান পুরুষ, চিন্তা করো, রানা, তাঁর মুখের কথাই বাস্তব হয়ে উঠল। সত্যিই তিনি আবিষ্কার করলেন বভেটের কাছে আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় শাখা।'

বভেট আইল্যান্ড। 'চিন্তা করো রানা,' গলহার্ডির এই কথাটাই যেন সম্মোহিত করল রানাকে। ডুবে গেল ও আড়াই মাস পিছনের অতীতে।

বি.সি.আই অফিস, মেজর জেনারেলের চেম্বার। নিজের জীবনের অত্যুজ্জ্বল কিন্তু রহস্যের মোড়কে মোড়া একটা অধ্যায় খুলছেন রাহাত খান। পিন দিয়ে চোখের পাতা আটকে দিয়েছে কেউ যেন রানার, নিষ্পলক চেয়ে আছে ও, গিলছে কথাগুলো।

'...বভেট আইল্যান্ডের কাছাকাছি, টর্পেডোম্যান গলহার্ডি মিটিওরকে ডুবিয়ে দেয়।'

সাউথ পোলের দিকে যেতে, কেপটাউনের তেরোশো বিশ মাইল দক্ষিণে, গ্রীনউইচ মেরিডিয়ানের সামান্য একটু পুবে একটা রহস্যময় দ্বীপ আছে—বভেট আইল্যান্ড। লম্বায় খুব বড় নয়, টেনেটুনে মাইল পাঁচেকের বেশি হবে না। প্রস্থে চার মাইলের কিছু বেশি। কেপটাউন আর আইস কন্টিনেন্টের বিশাল জলধির মধ্যিখানে বভেটই একমাত্র ল্যান্ড। ট্রিসটান ডা চানহার সাথে বভেটের পার্থক্য হলো, বভেটে লোকবসতি নেই। বসতি গড়ে ওঠেনি, ভবিষ্যতে কোনদিন গড়ে উঠবে বলে মনে করারও কোন কারণ নেই। অসংখ্য ব্যয়বহুল অভিযান চালানো হয়েছে গত কয়েক শতাব্দী ধরে বভেটে পৌছুবার জন্যে, কিন্তু অধিকাংশ অভিযান

ব্যর্থ হয়েছে। বভেটের কাছাকাছি গিয়ে ডুবে গেছে জাহাজ কিংবা দিগভ্রান্ত হয়েছে ক্যাপ্টেন অথবা তুষার ঝড়ের প্রচণ্ড প্রকোপ দেখে জাহাজ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। সভ্যতা থেকে বহুদূরে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আটলান্টিকের দুর্গমতম নিরিবিলি এলাকায় জেগে আছে বভেট, একা। বভেটের অবস্থান রোরিং ফোরটিজের Roaring Forties : the stormy tract from 40. to 50.s [obs, N] latitude)—অর্থাৎ গর্জনশীলা চল্লিশার ঠিক মধ্যিখানটায় সাধারণ জাহাজ যেখানে যাবার কথা ভাবতেই লেজ গুটিয়ে নেয় দু'পায়ের ফাঁকে। আগেকার দিনে পাল তোলা জাহাজের দুঃসাহসী নাবিকরাও ওদিকে যাবার কথা ভাবতে পারত না। নেপোলিয়ন সেন্ট হেলেনায় মারা যাবার কিছু আগে একটা ওয়েদারবাই জাহাজ বভেটে পৌঁছেছিল। এরপর আর মাত্র দু'তিনবার পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে বভেটে।

মূর্তির মত বসে ছিল রানা। অবাক চোখে দেখছিল আত্মস্থ বুড়োকে। ধীরে ধীরে ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল তাঁর, চোখ মেলে তাকালেন তিনি। 'এইচ.এম.এস. স্কট অ্যাকশনের জন্যে তৈরি ছিল। আমি জনের সাথে ছিলাম ব্রিজে। মিটিওর আমাদের রেঞ্জের মধ্যে এগিয়ে আসছিল—দ্রুত। আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ গতি ছিল ওই জার্মান রেইডার মিটিওরের। কোহলার নিজে যেমন, তার গানারী অফিসাররাও ছিল তেমনি একনম্বর, যার যার কাজে পাকা ওস্তাদ। মিটিওরের পিছনেই ছিল বভেট। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ব্রিজ থেকে দেখতে না পাবার কোন কারণ না থাকলেও সবাই মিটিওরকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, কারও চোখেই ধরা পড়েনি বভেট। ফায়ার ওপেন করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি চারদিক দেখে নিচ্ছিলাম। দক্ষিণ দিকের বড়সড় একটা আইসফিল্ডের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ছিল আমাদের ডেস্ট্রয়ার। আমরা সবাই শুনতে পাই মিটিওরের কামান গর্জে ওঠার শব্দ। কিন্তু রানা, শব্দগুলো আসলে কামানের ছিল না।'

'তার মানে, স্যার?'

'শব্দগুলো ছিল একসাথে কয়েকশো বজ্রপাতের মত,' বললেন মেজর জেনারেল। 'ইট ওয়াজ দ্য থান্ডার অভ আইস ব্রেকিং আপ। বরফ ফাটছিল, ভাঙছিল, তার শব্দ—কামানের নয়। এইচ.এম.এস স্কটের প্রত্যেকটি প্রাণী রেইডারের প্রতি এত বেশি মনোযোগ রেখেছিল যে তাদের মধ্যে একজনও, ওই টাইম ল্যাগ অভ দি সাউন্ড লক্ষ করেনি। শুধু তাই নয়, দেখেওছিলাম আমি।'

'কি দেখেছিলেন, স্যার?'

'বাষ্প।' বিশালত্ব বোঝাবার জন্যে দু'হাত শূন্যে মেলে নাড়তে লাগলেন মেজর জেনারেল। 'দূর দূর, বহু দূর পর্যন্ত বরফের কণা নিয়ে কুয়াশার মত বাষ্প উঠছিল সমুদ্রের গা থেকে। এই একই দৃশ্য দেখেছিলাম আমি ডিসেপশন হারবারে—যেদিন গলহার্ডি আমাকে প্রথম বলে আলব্যাট্রস ফুটের কথা।'

'আর থম্পসন আইল্যান্ড?'

'দেখেছি বৈকি!' মৃদু কণ্ঠে বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। তোমাকে আমি গলহার্ডির কথাটা বলে নিই আগে⋯।'

অতীত থেকে উঠে এসে শুনতে পেল রানা, বক বক করছে গলহার্ডি।

'যুদ্ধের পর ফিরলেন মেজর জেনারেল,' গলহার্ডি বলে চলেছে। 'আমাকে

বললেন, আলব্যাট্রস ফুট আর থম্পসন আইল্যান্ড রি-ডিসকভার করব। কিন্তু দীর্ঘদিন চেষ্টা করার পরও সুযোগ ঘটল না ওদিকে যাবার। আলব্যাট্রস ফুটের প্রথম শাখাটাও সেবার এল না। কিন্তু হাল ছাড়বার বান্দা নন মেজর জেনারেল, দেশে ফেরার সময় বলে গেলেন, আবার আমি আসব, গলহার্ডি, আর যদি অবস্থার ফেরে আসতে না পারি, আমার ছেলেকে পাঠাব।'

ঢাকা থেকে লন্ডনে পা দেবার পর থেকে যা যা ঘটেছে, মনে পড়ে গেল রানার। রয়্যাল সোসাইটির শর্টকোর্সে ভর্তি হবার পর মেজর জেনারেল রাহাত খানের বন্ধু জন ওয়েদারবাইয়ের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল ও। জাহাজ তৈরি, অভিযান পরিচালনা এবং নাবিকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে দুশো বছরের ঐতিহ্যের অধিকারী ওয়েদারবাই পরিবার। কিন্তু সে-ঐতিহ্যে ঘুণ ধরেছে। জাহাজ তৈরির ব্যবসা লাটে উঠেছে বেশ ক'বছর আগেই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও বিক্রি হয়ে গেছে নিলামে। পরিবারের সর্বশেষ প্রতিনিধি জন ওয়েদারবাই, ৯৩, রোগে শোকে জরায় আক্রান্ত। শহরতলির ছোট একটা বাড়িতে একজন নার্সের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে প্রহর গুণছেন মৃত্যুর। মেজর জেনারেলের চিঠি পড়ে উঠে বসেছিলেন তিনি। হৈ-হৈ-রৈ-রৈ করে ছুটে এল নার্স। গত আট মাসে নাকি এই প্রথম উঠে বসলেন জন ওয়েদারবাই।

'রাহাত তোমাকে বিশ্বাস করেছে যখন, বৃদ্ধ উত্তেজনায় কাঁপছিলেন, 'আমার আর বলার কিছু নেই। কিন্তু, রানা, আমার অবস্থা আজকাল যা হয়ে আছে, কখন যে নিভে যাবে প্রদীপ জানি না—তুমি আমাকে কথা দাও! কথা দাও, থম্পসন আইল্যান্ডে কাউকে নিয়ে যাবে না।'

রাহাত খানকে যে প্রশ্ন করেছিল রানা সেই একই প্রশ্ন করল বৃদ্ধ জন ওয়েদারবাইকে। 'কিন্তু কেন? কি আছে থম্পসন আইল্যান্ডে?'

'সে তুমি নিজেই দেখতে পাবে,' রাহাত খানের মতই উত্তর দিলেন জন ওয়েদারবাই। 'যদি কখনও পৌঁছুতে পারো ওখানে। কথা দাও, রানা, কাউকে সাথে নিয়ে যাবে না, আর থম্পসন আইল্যান্ডে যা দেখবে তার কথা সভ্য দুনিয়ায় ফিরে ... কাউকে বলবে না।'

রহস্যটা কি জানার কোন উপায় নেই। তর্ক করেও লাভ নেই কিছু। রাহাত খানকে যেমন বোঝানো সম্ভব হয়নি তেমনি জন ওয়েদারবাইকেও বোঝানো সম্ভব হলো না যে থম্পসন আইল্যান্ডে যাওয়াই প্রায় অসম্ভব, একা যাওয়ার চেষ্টা করা তো চূড়ান্ত পাগলামি। অগত্যা, কথা দিতে হলো রানাকে। কথা দেবার আগে মনে মনে থম্পসন আইল্যান্ড রি-ডিসকভার করার আশাটা ত্যাগ করতে হলো ওকে। একা অসম্ভব। সুতরাং বাদ।

নানান প্রসঙ্গে আরও ঘণ্টাখানেক আলাপ করল ওরা। জন ওয়েদারবাই তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু মূল্যবান জিনিস উপহার দিলেন রানাকে। কথাবার্তা মূলত রাহাত খানকে ঘিরেই আবর্তিত হলো। বন্ধুর প্রশংসায় বৃদ্ধ পঞ্চমুখ।

তিনদিন পর আবার দেখা করতে গেল রানা। কিন্তু তার আগের দিনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

শর্টকোর্স শেষ করার পর রয়্যাল সোসাইটির কর্মকর্তাদের কিছুতেই বোঝাতে

পারেনি রানা যে আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় শাখাটা শুধু নয়, থম্পসন আইল্যান্ডও আবিষ্কার করা সম্ভব। রয়্যাল সোসাইটির বক্তব্য ছিল চাঁচাছোলা। কোন জাহাজ ওদিকে যায় না। রানাকে পাঠাতে হলে সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিযান পরিকল্পনা করতে হবে। নানান কারণে তা সম্ভব নয়।

রানার যুক্তিটা ছিল সহজবোধ্য : দুটো উষ্ণ স্রোত বভেটের দিকে এগোয়। একটা আটলান্টিকের দিক থেকে, আরেকটা আফ্রিকার কাছে ভারত মহাসাগরের দিক থেকে। দুটো স্রোত পরস্পরের সাথে মিলিত হয় বভেট আইল্যান্ডের কাছাকাছি। একত্রিত উষ্ণ স্রোতটা শীতকালে বভেট আইল্যান্ড এবং অ্যান্টার্কটিকা মেইনল্যান্ডের মাঝখানে জমে ওঠা জমাট বরফের মাঠ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। শুধু তাই নয়, সাড়ে চারশো মাইল বরফকে গলিয়ে জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে তোলে এই স্রোত। এর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউনাইটেড স্টেটস-এর জন্যে গালফ্ স্ট্রীম যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ সেই একই কারণে আলব্যাট্রস ফুট সাউথ আমেরিকা, সাউথ আফ্রিকা, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার জন্যে গুরুত্ব বহন করছে।

নেটের লাইন ধরে টানতে শুরু করল রানা। 'আমার এই ছোট নেটটার ওপর নির্ভর করছে সব। প্ল্যাঙ্কটন যদি না পাই, রহস্যের সমাধান হবে না।'

জাল তুলতেই স্প্রিঙের মত কি একটা প্রতিমুহূর্তে লাফাতে শুরু করল ভিতরে। পানির তলায় ধরা পড়েছে, মাছ ছাড়া আর কি! অদ্ভুত চ্যাপ্টা মাথা আর ছুঁচাল ঠোঁট প্রাণীটার। আলো আর বাতাসের অভাবে লেজটা বিবর্ণ, যেন গরম ইস্ত্রি বসিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পেটের রঙটা সীসার মত, কিন্তু পিঠের কাছটা জ্বলজ্বলে, চোখ ধাঁধানো লালচে। চোখ দুটো…।

রানার বিস্ময় টের পেয়ে কাছে চলে এল গলহার্ডি। শির শির করে উঠল রানার গা। দৃশ্যটা ভীতিকর। মাছটা চেয়ে আছে শুধু উপর দিকে। চোখ দুটোয় করুণ মিনতি ভরা দৃষ্টি। লেজ ঠোঁট নিয়ে আঠারো ইঞ্চির মত লম্বা। হাতখানেক দূরে মাঝখানটা ধরে রেখেছে রানা বাঁ হাত দিয়ে মুঠো করে। প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল, ভাবছে রানা। যাতে শুধু উপর দিকে তাকাতে পারে সেইভাবে তৈরি করা রয়েছে স্থায়ী, স্থির চোখ দুটোকে। সহ্য করতে পারল না রানা, ফেলে দেবার জন্যে হাত তুলল ও।

বাধা দিল গলহার্ডি, 'ফেলো না!' হাত বাড়িয়ে মাছটাকে নিজের হাতে নিল সে আদর করে।

'ঘটনা ঘটছে, রানা,' শান্ত গলায় বলল গলহার্ডি কথাটা। 'একেবারে তলার দেশের মাছ এটা,' বলল গলহার্ডি। 'ওপর দিকে ছাড়া অন্য দিকে তাকাবার দরকার নেই এদের, তাই চোখ দুটো ওই রকম। ওপর দিকে তাকিয়ে কি দেখার আছে এদের? একটাই জিনিস, প্ল্যাঙ্কটন। শুধু প্ল্যাঙ্কটন খেয়েই বেঁচে থাকে এরা।'

'কিন্তু প্ল্যাঙ্কটন তুমি দেখছ কোথায়?'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল গলহার্ডি। পড়িমরি করে ক'পা এগিয়ে গেল। পিঠ বাঁকা করে দ্বীপটার কেল্লা প্রাচীরের দিকে চেয়ে রইল সে। 'লংফিন!' কি এক আনন্দে উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। 'লংফিন! আর ব্লুফিন।'

আবছাভাবে ট্রিসটানকে দেখা যাচ্ছে শুধু। আগ্নেয়গিরির মাথাটাকে গ্রাস করে ফেলেছে কুয়াশা, ধীরে ধীরে নিচের দিকটাও গিলে নিচ্ছে। কেল্প প্রাচীরের কাছেপিঠে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। 'কি ব্যাপার, গলহার্ডি?'

'টানি,' বিড় বিড় করে উত্তর দিল আইল্যান্ডার।

কেল্প দ্বীপের গা ঘেঁষে সাগরের পানি ছলকে উঠল, মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল রানা।

'দেখলে?' চেঁচিয়ে উঠল গলহার্ডি। 'টানি মাছের ফরওয়ার্ড ফিন ওটা। পিছনের পাখনাটা অনড় থাকলেও সামনেরটার ভাঁজ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে ওরা। চট্ করে বাঁক নেবার সময় ভাঁজ খোলে, বুঝলে? এখন যা করছে ওখানে। কেন? তার মানে, গোগ্রাসে গিলছে ওরা! তার মানে···!'

'আলব্যাট্রস ফুট,' বলল রানা। 'মাই গড, গলহার্ডি···!'

'ওই দেখো তামাশা!' গলহার্ডি লাফিয়ে উঠে হাত বাড়াল দ্বীপের দিকে। 'দেখো, দেখো, সীলগুলোর কাণ্ড দেখো! টানিগুলোকে নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে কেমন! এই শুরু হলো, চলবে এখন···!'

দ্বীপের দক্ষিণ ভাগটা টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। উষ্ণ স্রোতের স্পর্শ পাওয়া মাত্র নিচে থেকে উঠে এসেছে লঙফিনের দল প্ল্যাঙ্কটন খাবে বলে। সীলগুলো এই সুযোগের অপেক্ষাতেই যেন ছিল। দু'দলের মধ্যে লড়াই বেধে যাওয়ায় আলোড়িত হচ্ছে সাগরের পানি। চকচকে একটা ভাব অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে তোলপাড়ের মধ্যে। সীল মাছের পিঠ ওগুলো।

সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে গলহার্ডি। 'জাপানী লঙলাইন থাকলে ওদেরকে সত্তর ফ্যাদম নিচে থেকে তোলা যায়···।'

ঠাট্টা করে বলল রানা, 'গলহার্ডি, মনে আছে তো, আমার নেটে এইট্রি এইট মিলিয়ন প্ল্যাঙ্কটন চাই আমি?'

'বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে,' উত্তরে বলল গলহার্ডি। 'বড়জোর আর আধঘণ্টা। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, বাছা। কয়েক হপ্তা এইরকম চলবে।'

'কয়েক হপ্তা?'

'আমার তখন বারো বছর বয়স,' বলল গলহার্ডি। 'ট্রিসটানে আমরা সবাই সেবার খাবারের অভাবে মারা যেতে বসেছিলাম। বোঝোই তো, মাছ ছাড়া বেঁচে থাকার আর কোন উপায় নেই আমাদের। কেল্পদের কোন রোগ ধরছিল আর ক্রে-ফিশগুলো সব একসাথে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। না খেয়ে তবু একটা বছর পার করে দিই আমরা। তারপর এল আলব্যাট্রস ফুট। এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম আমি যে বৈঠা চালাতেও পারছিলাম না ভাল করে। যে ব্লু ফিনগুলো তুলেছিলাম সেবার, অত বড় ব্লুফিন আমার জীবনে আর দেখিনি। দু'শো পঞ্চাশ পাউন্ড ওজন ছিল কোন কোনটার।'

পশ্চিম দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। স্রোত এবং তার সাথে সাথে ওদের দিকে এগিয়ে আসা প্রাণীদের দেখছে। গলহার্ডির সতর্কতা এখন বিলুপ্ত। সাউদার্ন ওশেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল যেন। পাল টেনে তোলার দড়িটা

গলহার্ডি খুলে ফেলেছিল বোটের পাঁজর থেকে আগেই, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা। বাতাস এবং সমুদ্র একযোগে লাফিয়ে পড়ল ওদের উপর, একপলকে কাত হয়ে শূন্যে চড়ল বোট। সাবধান করে দেবার জন্যে মুখ খুলেছিল রানা, কিন্তু সময় পেল না। চেঁচালেও শুনতে পেত না গলহার্ডি। ঘুরে ধাক্কাটার মুখোমুখি হলো রানা। লোনাপানি আর ফেনায় ঢাকা পড়ে গেল মাথা অবধি। দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো রানার। শক্ত মত কি যেন একটা নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরল ওর মাথা আর মুখ। পাখি বা মাছ হবে। বাঁ হাত দিয়ে ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল সেটাকে ও। পানির তোড়ের প্রথম চোটটা সরে যেতে কিছুই চোখে পড়ল না। ট্রিসটান অদৃশ্য হয়েছে। গলহার্ডিকে আশপাশে দেখতে পাচ্ছে না। ওর উইন্ডব্রেকারের ভিতর বুলেটের বেগে বাতাস ঢুকছে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা নিজেকে উড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে। হাঁটু ভাঁজ করে পড়তে চাইছে, কিন্তু বাতাস তা হতে দিচ্ছে না, খাড়া করে রেখেছে ওকে ঠেলে। শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকার মত অবস্থা অনুভব করছে ও।

হাল ধরে বসে যেখানে পা রাখতে হয় সেই পাটাতনের একটা খাঁজে পা ঢুকিয়ে দিল রানা। বোটটা ওকে নিয়ে উঠে যাচ্ছে বলে মনে হলো ওর। প্রচণ্ড বাতাস টেনে নিল ওকে, খাঁজ থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়ে এল পা-টা। গোল ফাঁসের মত হয়ে রয়েছে মাথার উপর বো-লাইন আর লূপটা। তার ভিতর ঢুকে গেল রানা। বুকের সঙ্গে আটকে গেল দড়টা। রানাকে তুলে বার বার আছাড় মারতে শুরু করল বাতাস ক্যানভাসের গায়ে।

গলহার্ডিকে দেখতে না পেলেও রানা অনুমান করল বাতাস থেকে বাঁচার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে বুলওয়ার্কের কোথাও সরে গেছে সে। খপ্ করে কিনারা ধরে ফেলল ও। নিচে থেকে উঠে এল গলহার্ডির একটা হাত, শক্ত করে ধরে রাখল সেটা রানাকে। তীব্র একটা ঝাঁকুনি, সাথে সাথে লোহার বেল্টের মত বুকের সাথে কষে আটকে গেল বো লাইন। বিশ সেকেন্ড পর গ্র্যাটিঙের উপর পড়ে হাঁপাতে লাগল রানা হাপরের মত।

বেঁচে থাকার আকুতি দেখা দিয়েছে গলহার্ডির মধ্যে। উন্মত্ত মেনসেইলটাকে বাগে আনার চেষ্টা করছে সে। কপালে ঘামের ফোঁটা দেখে রানা ভাবল, লোকটার কপাল ফুটো হয়ে গেছে। হাঁটু গেড়ে দু'হাত দিয়ে সামলাবার চেষ্টা করছে গলহার্ডি, কিন্তু বাতাসের সাথে উড়ন্ত কাপড়টা তার হাতের বজ্রকঠিন বাঁধন ছিঁড়ে পুরোপুরি মুক্ত হতে চাইছে। মুখ খুলে গলগল করে লোনা পানি তুলল রানা পেট থেকে। মাথা তুলে আস্তিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে গলহার্ডির সমস্যাটা দেখতে পেল ও: মেনসেইল নামাবার জন্যে যে দড়ির ফাঁসগুলো থাকে তার একটা লাফ দিয়ে উঠে গেছে উপরে, গলহার্ডির আওতার বাইরে। মাস্তুলের গায়ে গাঁথা কোন পেরেকের সাথে আটকে গেছে দড়িটা। খেপে ওঠা পালের একটা অংশ ধরে রাখতে হচ্ছে গলহার্ডিকে, হাত বাড়িয়ে লাফ দিতে পারছে না সে তাই।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা। আওতার হাতখানেক উপরে উঠে যাওয়া দড়িটার উপর ঝুলছে ওদের জীবন-মৃত্যু। ঠিক নিচে গিয়ে দাঁড়াল রানা। লাফ দিয়ে ধরল দড়িটাকে। মাস্তুলের গা থেকে ছুটে গেল আটকে থাকা অংশটা। কিন্তু

ঝাপটা দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রান্তটা রানার মুঠো থেকে পরমুহূর্তে। রানার একটা পা বুকের সাথে চেপে দু'হাত দিয়ে ধরে আছে গলহার্ডি। দড়িটা ঝুলছে বুকের কাছে। ছোঁ মেরে মুঠোর উড়ন্ত মশাকে আটক করার ভঙ্গিতে দড়ির প্রান্তটাকে বন্দী করতে চাইছে রানা। বার বার ফাঁকি দিয়ে এদিক ওদিক সরে যাচ্ছে সেটা। বাতাসের রসিকতায় নাকানিচোবানি খাচ্ছে রানা। প্রান্তটা নয়, দড়ির উপরের অংশ ধরার জন্যে একবার লাফ দিতেই চলে এল সেটা মুঠোর মধ্যে।

দ্রুত বন্দী করে ফেলল গডহার্ডি পালের কাপড়টাকে। মাস্তুলের গায়ের সাথে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে রাখল। পোর্ট সাইডে কাত হয়ে আছে বোট। পানি উঠছে হুড়হুড় করে।

ঠ্যাং ধরে কয়েকটা রান্না করা বনমোরগ তুলে ধাবমান ঢেউয়ের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল রানা। টিনের পাত্রটা খালি করে উন্মত্তের মত পানি সেঁচতে শুরু করল ও। এই সময় হঠাৎ করে যেন দম ফুরিয়ে গেছে, নিঃসাড় হয়ে পড়ল বাতাস।

স্রোতের মুখে পড়ে কোন্‌দিক থেকে কোন্ দিকে ছুটছে বোট, কিছুই হদিস পাচ্ছে না রানা। গলহার্ডি বলল, 'ইনয়্যাকসেসিবলের পিছনে পড়েছি আমরা,' এতটুকু উত্তেজিত নয় সে। 'প্রচণ্ড একটা স্লিপস্ট্রীম তৈরি করছে দ্বীপটা। একটু পর আবার ধাক্কাটা আসবে। যতটা পারো পানি কমাও, তারপর যা আছে কপালে!'

বোটের কাছে এখনও আলো রয়েছে। কিন্তু অর্ধ মাইল দূরেই অন্ধকার। সোঁ সোঁ করে উঠে যাচ্ছে ঢেউয়ের মাথায় বোটটা ওদেরকে নিয়ে, সবেগে নেমে আসছে পরমুহূর্তে সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে। গলহার্ডি গম্ভীর। 'নাইটিঙ্গেলের দিকে যাবার চেষ্টা করব আমরা। ইন্যাকসেসিবলকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করছে ঝড়টা। আর ট্রিসটানকে আমরা ধরাছোঁয়ার বাইরে ফেলে এসেছি।'

সামনেই আবছা, খানিক দূরে ঘন অন্ধকার। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। সাদায় কালোয় ডোরাকাটা মেঘের মত দেখতে পাচ্ছে রানা সমুদ্রের পিঠকে। 'আর নাইটিঙ্গেলকে যদি মিস করি?'

'ভেসে থাকলে বাতাস হাজার মাইল দূরে নিয়ে চলে যাবে,' গলহার্ডি বলল। 'পাঁচ গ্যালন পানি, ছয়টা বনমোরগ আছে।' কাঁধ ঝাঁকাল অসমসাহসী আইল্যান্ডার। 'নাইটিঙ্গেলে যদি পৌঁছুতে না পারি, ডুবিয়ে দেব বোট। তার চেয়ে সহজভাবে মরার আর কোন উপায় নেই এদিকে।'

পানি সেঁচা বন্ধ করে দু'হাঁটুর মাঝখান থেকে মুখ তুলল রানা। গলহার্ডিকে গম্ভীর দেখল ও। ঠাট্টা করে বলেনি সে কথাটা।

'গুটিয়ে নামিয়ে আনো ফোরসেইলটাকে, রানা,' গলহার্ডি বলল। 'আরও একটা ধাক্কা হয়তো সামলাতে পারব! বলেছিলাম না, ড্রেকস প্যাসেজ থেকে দফায় দফায় আসে দমকাগুলো?'

ঢেউগুলো বড় আর উঁচু হচ্ছে ক্রমশ। বোট কাত্ হয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের মাথায় সবেগে উঠে যাবার সময়। পালের কাপড় নুয়ে পড়ছে পানির উপর। বাতাসে যেমন পতপত করে ওড়ে তেমনি ঢেউয়ের গায়ে আগুনের শিখার মত লকলক করছে কাপড়টা। বাতাস আবার আঘাত করল হঠাৎ করে। শব্দটা আগেই কানে ঢুকেছিল ওদের। বোটটাকে নিচে থেকে কেউ যেন ছুঁড়ে দিল আকাশের দিকে। পা, বুক

এবং একটা হাত দিয়ে মাস্তুলটাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে রানা। আরেক হাতে পালের দড়ি ধরে রেখেছে বজ্রমুষ্ঠিতে। এই পালটাই এখন ভাসিয়ে রেখেছে বোটটাকে। উত্তপ্ত লোহার রড যেন দড়িটা, প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে যেতে চাইছে মুঠো থেকে।

হাল ধরে বসে আছে গলহার্ডি। প্রায় নির্বিকারই বলা যায়। শুধু ঢেউগুলোর দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। প্রতিটি ঢেউয়ের সাথে বুঝেশুনে আচরণ করতে হচ্ছে তাকে। দূর থেকে দেখে জেনে নিতে হচ্ছে ঢেউটার বাঁকাচোরা গতি। একের পর এক আসছে ওরা, প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করে বিদায় করে দিচ্ছে আইল্যান্ডার। ঢেউয়ের মাথা থেকে নামার সময় আবার অন্য কাজ। বোটটা তখন গোয়ার্তুমি শুরু করে। বিদ্যুৎবেগে হাল ঘুরিয়ে যথাসম্ভব সিধে রাখছে গলহার্ডি তাকে, বেচাল চলতে দিচ্ছে না। ফুলে ওঠা বাহুর পেশী, মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাঁজ দেখে মুগ্ধ হলো রানা। ট্রিসটানের বোট আর বোটম্যান, দুটোই তুলনাহীন!

মুহূর্তের জন্যে হাল ছেড়ে একটা হাত লম্বা করে দিল গলহার্ডি। সেদিকে তাকাতেই একটা প্রকাণ্ড কালো পর্দার মত কিছু দেখতে পেল রানা। কালো পর্দার উপর দিকটা সাদাটে। স্থির পারদে চোখ রাখলে যেমন মনে হয় কাঁপছে, সেই রকম কাঁপছে সাদা অংশটা। চিনতে পারল রানা খানিকপর। আকাশের গায়ে কালো পর্দাটা নাইটিঙ্গেলের কালো গ্র্যানাইট পাথরের গা। দ্বীপটার মাথায় বরফ নেমে আসছে নিচের দিকে মন্থর বেগে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আরও কয়েকটা জিনিস আবছাভাবে চোখে পড়ল ওর। কেল্প প্রাচীরের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে বাঁশের ঝাড়। নুয়ে পড়ছে মাটির সাথে, স্প্রিঙের মত ঝট করে খাড়া হয়ে উঠছে পরক্ষণে।

গলুই থেকে হাত তুলে মুখের উপর থাবা মারল গলহার্ডি। কালো কি যেন একটা ধাক্কা মেরেছে মুখে। কন্ট্রোল হারিয়ে তির্যক হয়ে গেল বোট। ঢেউয়ের মাথা থেকে পাক খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে সবেগে। আঁতকে উঠে ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে দেখল হাল ধরে ফেলেছে গলহার্ডি। মাথা উঁচু করে পাখিটাকে দেখতে পেয়ে থামল রানা। চকচকে কালো রঙ পাখিটার। চোখ দুটো দু'টুকরো জ্বলন্ত কয়লার মত লাল। বিস্ময় ফুটে উঠল রানার চোখে। কোথায় যেন গোলমাল রয়েছে পাখিটার মধ্যে। পরমুহূর্তে ধরা পড়ল সেটা ওর চোখে। পাখিটার ডানা নেই।

বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল গলহার্ডির চিৎকার আর হাসি। ফাঁক হওয়া ঠোঁটের ভিতর একটা দাঁত নেই গলহার্ডির, দেখতে পেল রানা।

'আইল্যান্ড কক!' চেঁচাচ্ছে গলহার্ডি। 'ডানা থাকে না এদের। ডোডোর মতই প্রাচীন এই পাখি। দ্বীপ থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে বাতাস। ভাগ্যবান আমরা, কোন সন্দেহ নেই, রানা। কিছু খাবার যোগ হলো...।' অকুতোভয় আইল্যান্ডার হাসছে গলা ছেড়ে।

ভাগ্য! যেখানে যত সৌভাগ্য আছে সব এখন দরকার আমাদের। গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। পাখিটার অস্বাভাবিক বড় পা লোহার বারের ফ্রেম আঁকড়ে ধরে আছে। গলহার্ডির চিৎকার শুনে হামাগুড়ি দিয়ে মাস্তুলের কাছে ফিরে এসে পালের দড়ি ধরল রানা। আবার চেঁচিয়ে উঠল গলহার্ডি। পালের দড়ি প্রাণপণ শক্তিতে টানা

হেঁচড়া করে কাপড়টা ঘুরিয়ে ফেলল রানা। পোর্টসাইড উঁচু হয়ে গেল বোটের। গলহার্ডির হাতের মধ্যে হালটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে, পানিতে মোচড় খাচ্ছে দ্রুত নিচের অংশটা! বাতাসের মুখোমুখি বোটটাকে রাখার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সে। হুড় হুড় করে পানি উঠছে বোটে। সেঁচার কাজে হাত লাগাল রানা আবার। ক'হাত দূর থেকে রক্তচক্ষু মেলে ওর দিকে চেয়ে আছে কালো পাখিটা। পলক ফেলতে ভুলে গেছে যেন।

নাইটিঙ্গেলের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে বোটের। ক্ষিপ্র হাতে রানা পানি সেঁচছে তো সেঁচছেই। গলহার্ডি চেঁচাল, কিন্তু বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল তার কথাগুলো। দড়ি খুলে পাল তুলে দিল রানা। বোট লাফিয়ে উঠল একবার, তারপর ছুটল মরিয়া হয়ে।

পরমুহূর্তে আবার স্থির হয়ে গেল বাতাস।

সমুদ্র ডাকছে অবিরাম। ফুঁসছে। বাতাসের অনুপস্থিতিতে আরও ভরাট, আরও উচ্চকিত শোনাচ্ছে তার একটানা শ্বাস টানার শব্দ। বোটের লো লেভেল থেকে সমুদ্রকে দেখে থমকে গেল রানা। ছয় ইঞ্চি পুরো ফেনা আর বুদ্বুদ তীরবেগে বোটের নিচে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। নাইটিঙ্গেল দ্বীপটা ওঠানামা করছে দূরে। ঢেউ আসছে, তুলে নিচ্ছে বোটটাকে। দেখা যাচ্ছে নাইটিঙ্গেলকে। পরমুহূর্তে ঢেউয়ের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে সেটা। ব্যথায় অবশ হয়ে এসেছে রানার হাত দুটো। মুহূর্তের জন্যে থামছে না তবু, সেঁচেই চলেছে পানি। চারদিকে বাতাসের কোন স্পন্দন নেই। শান্ত...একেবারে শান্ত।

ঠিক সেই সময় মাথার উপর হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেল রানা।

চার

অস্পষ্ট হলেও পরিষ্কার শুনতে পেল ওরা ইঞ্জিনের শব্দ। ট্রিসটানের আকাশে এয়ারক্রাফটের আগমন একটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। হাজার মাইলের মধ্যে কোন এয়ারপোর্ট বা হেলিপোর্ট নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এইচ. এম. এস. স্কট থেকে একটা হেলিকপ্টার নেমেছিল। সেই শেষ।

'মানে, রানা?' জানতে চাইল গলহার্ডি। 'ও কিসের শব্দ?'

'হেলিকপ্টার!' বিস্ময় দমন করতে পারল না রানা। 'কোত্থেকে এল তা জিজ্ঞেস কোরো না। জানি না আমি।'

সামনের ঢেউয়ের দিকে চোখ রেখে হাল ঘোরাতে শুরু করল গলহার্ডি। বোট উঠে পড়ল ঢেউয়ের মাথায়। নিচে নেমে আসতে শুরু করতে আবার তাকাল রানার দিকে। 'ঝড়ের মাঝখানটা এখনও এদিকে আসেনি।' বলল সে। 'একবার এলে হয়, বভেটে নিয়ে গিয়ে আছাড় মারবে হেলিকপ্টারটাকে!'

মাথার উপর চলে এসেছে। কালো গা, সমতল পেটটা লাল। রঙ দেখেই অর্ধেক পরিচয় আবিষ্কার করে ফেলল রানা। বরফের উপর লাল, কালো সহজে

চেনা যায়। বরফের উপর ঘোরাঘুরি করার উদ্দেশ্য না থাকলে এভাবে রঙ করে না কেউ জল, স্থল বা আকাশ যানে।

'হোয়েল-স্পটার,' বলল রানা।

ঝট্ করে উপর দিকে মুখ তুলল গলহার্ডি। 'অত উঁচুতে বাতাসের ঝাপটা এখনও পৌঁছায়নি বলে মনে হচ্ছে। তবে পৌঁছুল বলে।'

'সাহস আছে পাইলটের,' মাথা কাত করে স্বীকার করল রানা।

'এই আবহাওয়ায় আমি রাজি হতাম না ফ্লাই করতে।' বাঁক নিচ্ছে। বোটটাকে দেখতে পায়নি পাইলট। 'কিছু খুঁজছে,' বলল রানা। কিন্তু কি?'

'তিমি?'

'এই আবহাওয়ায়? অসম্ভব!' বলল রানা। 'কোন ফ্যাক্টরিশিপের স্কিপার অনুমতি দেবে না পাইলটকে...।'

গলহার্ডি হঠাৎ করে ফের সতর্ক হয়ে উঠল। 'আবার এল বলে ঝড়টা। 'কপ্টার বা বোট, কোনটারই রেহাই নেই এবার!'

তির্যকভাবে ডানদিকে বাঁক নিয়ে দূরে সরে যেতে যেতে হঠাৎ সরল রেখা ধরে এগোল খানিকটা, তারপর বাঁ দিকে নাক ঘুরিয়ে বাঁক নিয়ে সোজা এগিয়ে আসতে শুরু করল ওয়েস্টল্যান্ড 'কপ্টার। নাকটা নিচু হয়ে আছে। হোয়েলবোটের দিকে নামছে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানা। 'পাইলট দেখতে পেয়েছে আমাদের।'

'হুঁ!' গলহার্ডি বিড় বিড় করে উঠল। 'মজার ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

'আমাদেরকে খুঁজতে এসেছে এমন মনে করার কোন কারণই নেই,' বলল রানা। 'আজ সকালে ট্রিসটান থেকে রওনা হবার সময় অ্যাঙ্কোরেজে কোন জাহাজ দেখিনি।'

হাত বাড়িয়ে আশ্চর্য পাখিটার মাথার ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল গলহার্ডি। 'যাই হোক, এই বেটি আমাদের জন্যে সৌভাগ্য বয়ে এনেছে।'

'উদ্ধার পাওনি এখনও,' বলল রানা। 'সমুদ্রের চেহারা কি রকম দেখছ? মাথার ওপর 'কপ্টার থাকলেই বা কি? এই রকম ঢেউ থেকে কাউকে ওপরে তুলে নেয়া অসম্ভব।'

ভুরু কুঁচকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল গলহার্ডি। তারপর রানাকে সমর্থন করে মাথা দোলাল উপর-নিচে। 'ঠিক। চল্লিশ ফুট উঠছি, চল্লিশ ফুট নামছি। সম্ভব নয়, ঠিক। কিন্তু উদ্ধার পেতে চাই না, রানা। বোট ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি নই আমি।'

গোঁত্তা দিয়ে একেবারে মাথার উপর চলে এল 'কপ্টারটা। রোটরের শব্দে চাপা পড়ে গেল কথাবার্তা। 'কপ্টারের পাশের একটা উইং থেকে এঁকেবেঁকে নেমে আসছে মোটা একটা দড়ি। নিখুঁত হিসাব পাইলটের। বোট থেকে তিন ফিট উপরে নেমে এল দড়িটা, একদিকের কিনারা থেকে সামান্য দূরে। হাত বাড়িয়ে মুঠোর মধ্যে দড়িটা নিতে যাবে রানা, ঝপ করে নামতে শুরু করল বোট ঢেউয়ের মাথা থেকে। এক সেকেন্ডে দড়ির প্রান্ত আর রানার হাতের ব্যবধান দু'গজে পৌঁছুল। 'কপ্টারটা অপেক্ষা করছে। পরবর্তী ঢেউ আসতেই উঠতে শুরু করল আবার

বোট। তৈরি হয়ে অপেক্ষা করেছে রানাও। কপ্টারের লাল পেটটা দ্রুত চোখের পলকে মাথার উপর নেমে আসছে। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। মাথা নিচু করে ডাইভ দেবার জন্যে তৈরি হলো ও। সংঘর্ষ অনিবার্য বুঝতে পেরে কর্তব্য স্থির করার ফাঁকে দেখল, 'কপ্টারের কন্ট্রোলে বিদ্যুৎ বেগে কলকজা ঘোরাচ্ছে পাইলট। ছুঁই ছুঁই অবস্থায় পৌঁছে গেল বোট, কিন্তু সমুদ্রকে ফাঁকি দিয়ে ঠিক আগের মুহূর্তে 'কপ্টার নিয়ে উঠে গেল পাইলট। ঢেউ উঠল বোটটাকে নিয়ে আরও খানিকটা। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল পাইলট। দড়িটা নেমে এল আবার, সশব্দে আছাড় খেলো সেটা বোটের পাটাতনে। ধরার জন্যে ছোঁ মারল রানা। কোমর বাঁকা করে চকিতে সরে গেল দড়িটা ধরা না দিয়ে। রানার সামনে দিয়ে কি যেন উঠে গেল উপর দিকে। ঝাপটাঝাপটির একটা শব্দই কানে ঢুকল শুধু। হোঃ হোঃ হাসিতে ফেটে পড়েছে গলহার্ডি। লাইফ লাইনের দিকে তাকাতে চোখ কপালে উঠল রানার। দড়িতে পায়ের আঙুল পেঁচিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি উঠে যাচ্ছে ডানাহীন পাখিটা। 'কপ্টারের জানালার কাছে পৌঁছে লাফ দিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওয়েস্টল্যান্ড 'কপ্টারটাকে তীব্র বাতাস বেশ খানিকটা সরিয়ে নিয়ে গেল ধাক্কা দিয়ে। পরবর্তী ঢেউয়ের মাথায় বোট উঠতে 'কপ্টারের সাথে দূরত্ব অনুমান করল রানা পঞ্চাশ গজের মত।

দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশের দিকে চোখ রেখে গম্ভীর হলো গলহার্ডি। মাথার উপর আবার এগিয়ে আসছে 'কপ্টারটা। 'হোপলেস।' ঘাড় ফিরিয়ে পাইলটকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ইমপসিবল!'

মন্তব্যটা টিকল না। স্বীকার করল রানা, সত্যি, পাইলট বটে একজন। এবার দড়িটা পড়ল রানার ঠিক নাকের সামনে। অনায়াসে ধরল ও। কিন্তু ছোঁ মেরে কেড়ে নিল সেটা গলহার্ডি, ছেড়ে দিল সাথে সাথে। বোট কাত হয়ে নামতে শুরু করল ঠিক তখনই। তাল সামলাবার জন্যে মাস্তুল ধরে চেঁচিয়ে জানতে চাইল রানা, 'গলহার্ডি?'

'বাতাস কমুক,' বলল গলহার্ডি। 'তা নইলে কমপক্ষে তিন টুকরো হয়ে যাবে তোমার ব্যাকবোন।'

হাসতে পারল না রানা। বলল, 'কিন্তু গলহার্ডি, শেষ সুযোগ এটা। তীরে পৌঁছুতে পারছি না আমরা।'

'পারব,' বলল গলহার্ডি। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। আর যদি সন্দেহ হয়, তুমি উঠে যাও। বোট ছেড়ে যাব না আমি।'

'কপ্টার নেমে এল আরও নিচে। দড়ি ছাড়েনি এবার ওরা। জানালা দিয়ে মেগাফোনের চোঙ বেরিয়ে এল একটা। 'উদ্ধার পেতে চাও না তোমরা?'

উত্তর দেবার দায়িত্বটা গলহার্ডির ওপর ছেড়ে দিল রানা। দু'হাত দিয়ে মুখের সামনে চোঙ বানিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'বোট হারাতে রাজি নই।'

খুব যেন রাগ হয়েছে, খাড়াভাবে উঠে গেল 'কপ্টারটা। ঢেউয়ের নাগরদোলায় চড়ে দক্ষিণ-পশ্চিমটা দ্রুত দেখে নিল আর একবার গলহার্ডি। বোটের নাক নাইটিঙ্গেলের দিকে ঘুরিয়ে নিল সে। 'আসল বিপদ আসছে এতক্ষণে। পালটা তোলো—কুইক।'

পালে বাতাস পেয়ে তীরবেগে ছুটল বোট। ধাওয়া করতে করতে আবার মাথার উপর পৌঁছে আরও নিচে নামল 'কপ্টারটা। জানালা খুলে যেতে বেরিয়ে এল আবার মেগাফোন। 'মাস্তুলটা নামাও।' চেঁচিয়ে উঠল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'কোঅপারেট। গোটা বোটটাকে তুলে নেব আমরা।'

মাস্তুলকে আটকে রাখা কাঠের ঠেক্ খুলে লোহার ফ্রেমটার নিচে ঢুকিয়ে রাখল রানা। রানার দিকে চেয়ে কাঁধ ঝাঁকাল গলহার্ডি। এবার 'কপ্টারের পিছনের কেবিনের জানালা দিয়ে নেমে এল আরও এক প্রস্থ দড়ি। কিভাবে কি ঘটবে বুঝে নিল রানা একমুহূর্তে। আকাশযান এবং জলযান নিকটতম দূরত্বে পৌঁছুলেই, মাত্র দু'সেকেন্ডের ভিতর, দুটো দড়ি বোটের দু'দিকে বেঁধে ফেলতে হবে। হেলিকপ্টারের পাইলট এবং বোটের বোটম্যানের নৈপুণ্যের পরীক্ষা এটা, তবে সমুদ্রের ভূমিকাও কম নয়।

হন্যে হয়ে খুঁজছে গলহার্ডি অপেক্ষাকৃত সমতল পিঠওয়ালা একটা ঢেউ। হাল ধরা হাত দুটো সক্রিয় হয়ে উঠল পরমুহূর্তে। তুলনামূলকভাবে কম ভাঙা একটা ঢেউয়ের মাথা দেখতে পেয়েছে গলহার্ডি।

ফুলে ওঠা সমুদ্রের পিঠ এগিয়ে আসছে আবার। ঢেউয়ের পাশে ক্ষুদ্র একটা সরলরেখার মত লম্বালম্বি উঠে যাচ্ছে বোট। সেই সাথে স্রোত টেনে নিয়ে চলেছে তাকে। তির্যকভাবে উড়ন্ত ফড়িঙের মত সাথে সাথে এগোচ্ছে কপ্টার। ঢেউয়ের একেবারে মাথায় বোট উঠে পড়তে গলহার্ডির দুটো হাতটিলার রোপ টেনে ধরল সর্বশক্তি দিয়ে। মুহূর্তে বাঁকা হয়ে গেল বোট। ঢেউয়ের মাথায় আড়াআড়ি অবস্থায় অনিশ্চিতভাবে ঝুলে রইল সে। লম্বালম্বি অবস্থায় থাকলে যা ঘটত তা ঘটল না। পরবর্তী ডাইভটা দিল না বলে উদ্ধারকারী কপ্টারটা তখনও রইল আওতার মধ্যে। পাইলটও দারুণ দ্রুততার সাথে নামিয়ে আনল 'কপ্টারটাকে বোটের পনেরো ফিটের মধ্যে। একটা দড়ি আছড়ে পড়ল বোটের পিছনের অংশে, আরেকটা মাস্তুলের খানিক সামনে। নিজেরটা ফোরসেইলের মেটাল স্কিডের সাথে জড়িয়ে গিঁট লাগিয়ে ফেলল রানা তিন সেকেন্ডের মধ্যে। গলহার্ডি কি করছে জানার সুযোগ পেল না ও। জানে, আইল্যান্ডার ব্যর্থ হলে ওর বাঁধা দড়িটায় ঝুলবে বোট ঢেউয়ের মাথা থেকে নামার সময়, গড়িয়ে পড়তে হবে দু'জনকেই সমুদ্রে।

দ্রুত ছুটে আসছে আরেকটা ঢেউ। সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে আইল্যান্ডার ঢেউটার দিকে। যে ঢেউটার গায়ে চড়ে রয়েছে বোট সেটার দিকে কোন খেয়ালই নেই গলহার্ডির। মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল রানা। চূড়ায় তুলে নিচ্ছে ঢেউটা বোটের পিছনের অংশটাকে। রানাকে নিয়ে নেমে যাচ্ছে বোটের সামনের অংশ। এই সময় বিদ্যুৎ খেলে গেল গলহার্ডির শরীরে। চোখের নিমেষে দড়িটা তুলে নিয়ে চরকির মত হাত ঘুরিয়ে হালের সাথে জড়িয়ে ফেলল সেটাকে।

মাথা থেকে বোটটাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে ঢেউটা। কিন্তু নেমে যাবার সময় প্রতিবারের মত তলপেটে শিরশিরে ভাবটা এবার আর অনুভব করল না রানা। যেখানে ছিল ঠিক যেন সেখানেই স্থির হয়ে আছে হোয়েল বোট। ঘাড় বাঁকা করে নিচে তাকাতে রানা দেখল বিশ ফুট নিচে নেমে গেছে পানি। শূন্যে ভাসছে এখন ওরা।

ধীরেসুস্থে উঠে যাচ্ছে 'কপ্টার। ঝুলন্ত হোয়েল বোটের ওজনের দরুন বাতাসের ধাক্কা খেয়েও বিশেষ দুলছে না সেটা। দুটো দড়ির দৈর্ঘ্য কমবেশি করা হচ্ছে 'কপ্টার থেকে। ক্রমশ বোটের পিছনটা সামনের অংশের সাথে সমান্তরাল হয়ে এল। দড়ি টেনে বোটটাকে তোলা শুরু হলো এরপর। লাল অ্যালুমিনিয়ামের পেট দেখতে পাচ্ছে রানা মাথার উপর। দু'ফুট থাকতে দড়ি টানা বন্ধ হলো, খুলে গেল একটা জানালা। জানালা গলে 'কপ্টারে উঠল রানা।

ঢোকবার মুখে একটা সাহায্যের হাত এগিয়ে এসে ধরল ওকে। গাঢ় মেরুন রঙ কেবিনটার। বাইরের গম্ভীর আবহাওয়ার মতই থমথম করছে ভিতরের পরিবেশ। মোটা কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঘেরা, ওপারে কন্ট্রোল কেবিন।

'ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড, হের অ্যাডভেঞ্চারার।' স্বাগত জানিয়ে বলল লোকটা। কর্কশ এবং জার্মান উচ্চারণ ভঙ্গি শুনে সাথে সাথে লোকটার পরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত ছিল রানার। ওকে সামলাবার জন্যে এক হাত দিয়ে ধরার নিপুণ কায়দাটা লক্ষ করেও রাহাত খানের একটা কথা মনে পড়ে যাওয়া উচিত ছিল ওর। এই কায়দা সবাই জানে না। এয়ারক্রাফটে নয়, সমুদ্রগামী জাহাজে কাউকে ধরার জন্যে এই কায়দাটা রপ্ত করে জাহাজের কর্মীরা।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'নিখুঁত হয়েছে উদ্ধার পর্বটা।'

লোকটা গলহার্ডিকে ভিতরে উঠতে সাহায্য করল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে কন্ট্রোল কেবিনের দরজার দিকে চিবুক তুলল সে। 'ভুল করছেন। যাবতীয় প্রশংসা ওর প্রাপ্য।'

দরজা টপকে ভিতরে ঢুকতেই পাইলটকে দেখতে পেল রানা। পিছন ফিরে বসে আছে সীটের উপর। পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। গলা পরিষ্কার করল খুক খুক কেশে। পাইলট ঘাড় ফেরাল না। কম্পাস মাউন্টিংটাকে দাঁড় মনে করে তার উপর বসে আছে আইল্যান্ড কক্‌টা। তার একটু উপরে রিয়ার ভিউ মিরর, তাতে পাইলটের চোখ দুটো দেখতে পেল রানা।

এখানে মেয়ে? অসম্ভব ঘটনা। ম্যারী ওয়ার্ডল্যান্ড, এডিথ রোনি ল্যান্ড, সাবরিনা ল্যান্ড—অ্যান্টার্কটিকায় মেয়েদের নামে ভূখণ্ডের নাম আছে, কিন্তু এরা কেউ এদিকে আসেনি কখনও ঘর-সংসার ফেলে। অথচ আয়নার চোখ দুটো পুরুষের নয়। দৃষ্টিভ্রম? পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কালো লেদার হেলমেট আর ইন্টারকমের তারের জাল ঢেকে রেখেছে মুখটাকে। শুধু চোখ দুটোই দেখা যাচ্ছে—অপূর্ব! মনে মনে প্রশংসা করল রানা। এমন সুন্দর চোখ এর আগে দেখেছে বলে মনে পড়ল না। সমুদ্রের রঙ লেগে রয়েছে চোখের সাদা অংশটায়। কালো মণি দুটো যেন দু'ফোঁটা কফি। মেয়েটা যা দেখছে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তার চোখে: সমুদ্র এবং ঝড়। কাপড়ের উপর কন্ট্রোল কেবিনের নানা বর্ণের আলো পড়ছে, সেখান থেকে ধাক্কা খেয়ে পড়ছে মেয়েটার চোখে, তাই চোখের পাতা দুটো কালচে সবুজাভ দেখাচ্ছে।

'কম্পাস থেকে পাখিটাকে সরাও দয়া করে,' বলল মেয়েটা। 'খানিকপর থেকে শুধু ইন্সট্রুমেন্টের ওপর নির্ভর করে ফ্লাই করতে হবে আমাকে।' কণ্ঠস্বরটা অদ্ভুত মিষ্টি ঠেকল রানার কানে।

হাত বাড়িয়ে দিল রানা পাখিটার দিকে। 'পাখিটা নাকি সুলক্ষণা, বিস্ময়টা পুরোপুরি তখনও হজম করতে পারেনি বলে মনে যা এল তাই বলে আলাপ শুরু করার চেষ্টা করল ও।

'সুলক্ষণ, ভাগ্য,' মিষ্টি কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল মেয়েটা, এসব আমি মানি না। আসল কথা, জাজমেন্ট।'

পাওনা পরিশোধের সুযোগটা নিল এবার রানা। 'আমাদেরকে উদ্ধার করার সময় জাজমেন্টের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ, সন্দেহ নেই। ধন্যবাদ।'

রানার চোখে চোখ রাখল মেয়েটা। ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড চেয়ে রইল পলক না ফেলে। দৃষ্টিটার অর্থ বোধগম্য হলো না রানার। ফিরিয়ে নিল মুখটা আবার। সমুদ্রের দিকে চোখ দুটো স্থির হয়ে রইল। সে দুটোর মধ্যে দিয়ে সমুদ্র ফিরে তাকাল রানার দিকে। এতটুকু উত্তাপ নেই সেখানে।

'তোমার বোটম্যানও কৃতিত্বের দাবিদার।'

'গলহার্ডি?' বলল রানা। 'সমুদ্র ওর ভাইপো। পঞ্চাশ বছর ধরে পোষ মানিয়েছে। উঠতেই চাইছিল না 'কপ্টারে।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু মেয়েটা স্মরণ করিয়ে দিল, বেশি কথা বলছে সে।

'তার মুখ থেকে শুনব।'

সাবধান হয়ে গেল রানা। কঠিন পাত্রী, স্বীকার করল মনে মনে। গলহার্ডি তাল সামলাতে সামলাতে ঢুকল ভিতরে। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল সে রানার পাশে। তাকাল মেয়েটা সরাসরি তার মুখের দিকে।

'এদিকের আবহাওয়া খুব ভাল করে চেনো তুমি?'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা রানার চেয়ে কম লাগেনি গলহার্ডিকে।

'আপনি!'

বিরক্ত হলো মেয়েটা। প্রশ্নটার সরলার্থ টের পেয়েছে সম্ভবত। হয়তো ভাবছে অনধিকার চর্চা হয়ে গেছে প্রশ্নটা। ঘুরিয়ে নিয়েছে মুখ।

'চিনি, ম্যাডাম,' সামলে নিয়ে বলল গলহার্ডি।

ফিরল আবার মেয়েটা ওদের দিকে। 'তোমার কি ধারণা? টিকতে পারব এই বিপদে?'

কাঁধ ঝাঁকাল আইল্যান্ডার। 'নির্ভর করে...আপনার ওপর, ম্যাডাম।'

'কার্ল!' তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল মেয়েটা। কন্ট্রোল কেবিনে লোকটা ঢুকল তখুনি। 'ওদিকে অ্যাঙ্কোরেজের অবস্থা কি? কি বলছে ফ্যাক্টরিশিপ?'

'রোল করতে শুরু করেছে।

'যা ভেবেছি।' ঝট করে মাথা তুলে তাকাল রানার দিকে। 'মাসুদ রানা, ফ্রম বাংলাদেশ, হোল্ডার অভ দ্য রয়াল সোসাইটি'জ ট্রাভেলিং স্টুডেন্টশিপ ইন ওশেনোগ্রাফী অ্যান্ড লিমনোলজি, অ্যাডভেঞ্চারার।' রানার দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখল কার্লের দিকে। 'কার্ল পিরো, রেডিও অপারেটর। ধুত্তোরী...ও গলহার্ডি, বোটম্যান।'

মেয়েটার মধ্যে কি যেন একটা আছে, দেখেও দেখতে পাচ্ছিল না রানা। পরিচয় করিয়ে দেবার সময় সেটা আবিষ্কার করে ফেলল ও। আশ্চর্য কোমলতা

রয়েছে ওর সব কিছুর মধ্যে, নিজেও সে পুরোপুরি সচেতন সে-ব্যাপারে, কিন্তু এটাকে চাপা দিয়ে রাখার জন্যে পুরুষালী ভাব-ভঙ্গি অনুকরণ করার চেষ্টা করছে প্রতিমুহূর্তে। চেষ্টাটা সফল। রানাই ধরতে পারেনি সাথে সাথে। 'সবাই চিনলাম আমরা সবাইকে, শুধু একজন বাদ রয়ে গেল,' বলল রানা। 'কেউ যদি ইচ্ছে করে বাদ থাকতে চায় তাতে অবশ্য আমাদের বলার কিছু নেই।'

'রেবেকা সাউল,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, যেন নামটা পছন্দ নয় তার বা নিজেকে সে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। 'হোয়েল স্পটার।' কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ঝুঁকে পড়ে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে দূরে তাকাল হঠাৎ করে। 'কি ওটা? টু হানড্রেড অ্যান্ড সেভেনটি ডিগ্রীতে? ইন্যাকসেসিবল আইল্যান্ড?'

'ঠিক চিনেছেন, ম্যাডাম।' ঝর ঝর করে প্রশংসার সুর ঝরাল গলহার্ডি মুখ থেকে।

মৃদু শব্দ করে হেসে উঠল রানা। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল রেবেকা।

'হাসছ কেন?'

'তোমার নামটা শুনে,' বলল রানা। 'দুটোই হিব্রু শব্দ।'

'তাতে কি?' স্থির চোখে দেখছে রেবেকা রানাকে।

'রেবেকা অর্থ জানো?' বলল রানা। 'নিক্ষিপ্ত ফাঁস—কার গলায় আটকাবে কে জানে!'

হাসল না রেবেকা। বলল, 'আর সাউল?'

'প্রাপ্য, কাম্য...।'

'তবেই বোঝো!' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথাটা শেষ করল রেবেকা। 'যার প্রাপ্য সেই পাবে এই ফুলের মালার ফাঁস।'

কিন্তু গলহার্ডির মনোযোগ অন্যখানে। মাথা ঘুরিয়ে একবার ডান চোখ দিয়ে, আবার বাঁ চোখ দিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে সে। হঠাৎ শিউরে উঠতে দেখল তাকে রানা। 'শিপ!' বিস্মিত ধ্বনি বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। চারদিকে কুঁচকে ওঠায় ছোট ছোট হয়ে গেল চোখ দুটো। 'তেমন বড় নয়। সম্ভবত কোন ক্যাচার।'

কথা দিয়ে পিঠ চাপড়ে প্রতিদান দিয়ে দিল রেবেকা গলহার্ডিকে। বলল, 'বোটম্যানশিপের মত তোমার চোখের দৃষ্টিও খুব প্রখর।'

'ডেকে পাঠানো হয়েছে যাদের সেগুলোরই একটা মনে হয়,' বলল পিরো।

'চেষ্টা করে দেখো, রেডিওতে কথা বলতে পারো কিনা,' বলল রেবেকা হুকুমের সুরে। 'জিজ্ঞেস করো ওকে, আর সবাই কোথায়?'

দিগন্তরেখা পর্যন্ত সব ফাঁকা। 'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি,' বলল রানা।

দস্তানা পরা একটা হাত বাড়িয়ে রানার কনুই ধরল রেবেকা, আরেক হাত উইন্ডস্ক্রীনের দিকে লম্বা করে দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করল। অস্তগামী সূর্য ঢাকা পড়ে আছে কুয়াশা আর উঠতি মেঘের আড়ালে। ঘন কুয়াশার পুরু গা ভেদ করতে না পারলেও সূর্যকিরণ উজ্জ্বল সাদা রঙ মাখিয়ে দিয়েছে চারদিকে। বহু দূরে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় কি যায় না, ধূসর রঙের ক্ষুদ্র একটা ছোপ লক্ষ করল রানা। ইন্যাকসেসিবল আইল্যান্ড। প্রায় কাছাকাছিই রয়েছে নাইটিঙ্গেল। আরও ছোট কিন্তু মিনারের মত লম্বাটে। আর ট্রিসটানকে এত দূর থেকে মনে হচ্ছে তিমি মাছের

একটা পিঠ। জাহাজ চোখেই পড়ল না ওর। শেষ মুহূর্তে ঝিলিক দিয়ে উঠল কিছু একটা। কি, ঠিক বুঝতে পারল না ও। টানি মাছের পিছনের ফিন হতে পারে—কিংবা ক্যাচার একটা।

'হতে পারে,' বলল রানা।

'এ কেমন কথা বলার ধরন?' রেবেকা বলল। 'রানা, তুমি কি তোমার আবিষ্কার সম্পর্কেও এই রকম সন্দেহ পোষণ করো?'

এবার নিয়ে তৃতীয়বার প্রশ্ন করল নিজেকে রানা, ব্যাপার কি? সবই জানে এরা আমার সম্পর্কে! কিন্তু কিভাবে?

রেবেকা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকাল ও। ওয়াটারফ্লিজ এক্সপার্ট আমি।'

ঠোঁটের বিস্তার দেখে মনে হলো ওর, হাসছে মেয়েটা।

'কি ওটা? ওশেনোগ্রাফী, না লিমনোলজি?'

চিন্তার আবর্তে পড়ে গেছে আবার রানা। এই ঝড়ো বাতাসে জানমালের ঝুঁকি নিয়ে একটা হোয়েল কপ্টার ওর মত অনুল্লেখযোগ্য একজন লোককে কি কারণে খুঁজতে বেরোয়?

'লিমনোলজি,' উত্তর দিতে দেরি হয়ে যাওয়ায় তাড়াহুড়ো করে বলল রানা। 'ওয়াটারফ্লিজ মানেই হলো পুরানো পানি। নতুন পানিতে ও জিনিস পাবে না তুমি। এর মানে, সমুদ্রগুলো সব বুড়ো।' কথা বলার ফাঁকে লক্ষ করল ও রেবেকার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'তোমার জায়গা তাহলে সাউদার্ন ওশেনই,' মন্তব্যের সুরে বলল রেবেকা, খানিকটা অন্যমনস্কতার সাথে। 'আমেরিকানরা বলে, এর বয়স নাকি হানড্রেড মিলিয়ন ইয়ারস।'

তির্যক গতিতে ছুটে এসে উইভস্ক্রীনে বাড়ি খেল বড় বড় ক'ফোঁটা বৃষ্টি, দুদ্দাড় আওয়াজ তুলে গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কন্ট্রোল প্যানেলের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছে রেবেকা দ্রুত। ভঙ্গি দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না রানার, অনেকদিনের অভিজ্ঞতা মেয়েটার। চোখ বেঁধে দিলেও 'কপ্টার অপারেট করতে অসুবিধে হবে না এ মেয়ের। 'কার্ল,' ব্যস্ততার সাথে বলল রেবেকা। 'হোয়েল বোটটা টেনে তোলার ব্যবস্থা করো, যতটা ওপরে তোলা যায়। রানা, সাহায্য করো তুমি ওদেরকে।' গলহার্ডির দিকে ফিরল সে। 'কতটা গভীর তোমার বোট? ল্যান্ড করার সময় তোমার বোটের সাথে সংঘর্ষ হোক তা আমি চাই না।'

'চার ফিটের কিছু বেশি, সম্ভবত পাঁচ।'

'অসুবিধে হয়তো হবে না,' বলল হালকা সুরে। 'তবে যদি মনে করি হবে, ফেলে দেব তোমার বোট।'

'না, ম্যাডাম!' গলহার্ডি গম্ভীর। গোঁয়ারের ভঙ্গিতে বলল, 'না।'

প্যানেলের লাইট জেলে ইন্সট্রুমেন্টগুলো তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল রেবেকা। তারপর ফিরল গলহার্ডির দিকে। 'ঠিক আছে, না হয় তোমার পাপটাকে নিয়েই ল্যান্ড করার চেষ্টা করব আমি। কিন্তু, শুনেছ তো ফ্যাক্টরিশিপ ভীষণ ভাবে দুলছে? সমতল পাব না আমরা ডেকটাকে।'

এতক্ষণ কথা বলেনি রানা। গলহার্ডির কাছে তার বোট যত প্রিয়ই হোক, বিপদের গুরুত্ব অনুযায়ী ঝুঁকিটা নেয়া উচিত নয় বলে মনে করল ও। 'ডিসিশন নেবে পাইলট,' বলল রানা। 'চারজন মানুষের প্রাণ নিয়ে জুয়া খেলার কোন মানে হয় না। বিপদ ঘটতে পারে মনে করলে খসিয়ে দাও বোট।'

রানার দিকে তাকাল রেবেকা। এতটুকু উত্তাপ নেই দৃষ্টিতে। 'আমি পাইলট বলছি, ডিসিশন নেয়া হয়ে গেছে। গলহার্ডির বোট নিয়েই ল্যান্ড করব আমি।' রানার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সামনে তাকাল সে। 'কার্ল, তাড়াতাড়ি করো! এক্সপ্লোরার সাহেব যদি সাহায্য করতে রাজি না হয়, আমরা জোর করতে পারি না। গলহার্ডিকে নিয়েই কাজটা সারো। আর শোনো, কাজটা শেষ করে আমার বাবাকে বলো যে তার প্রিয় রানাকে উদ্ধার করেছি আমি, বহাল তবিয়তে, অক্ষত অবস্থায়। এবং জিজ্ঞেস করো, অন্যান্য ক্যাচারদের খুঁজে বের করে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে হবে কিনা।'

'কে তোমার বাবা এবং সে আমার কাছ থেকে কি চায় তা আমি জানি না,' রাগে, বিরক্তিতে কঠিন হয়ে উঠল রানার গলা। 'কিন্তু আমি জানতে চাই, "তার প্রিয় রানাকে উদ্ধার করেছি" কথাটার মানে কি?'

'মানে-টানে আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না!' রেবেকাও দপ করে জ্বলে উঠে বলল। 'বাবাকেই জিজ্ঞেস কোরো। তোমাকে খুঁজে বের করার জন্যে পাঠিয়েছে আমাকে, খুঁজে বের করতে পেরেছি—ব্যস। অ্যান্টার্কটিকার ডেকে তোমাকে ডেলিভারী দিতে পারলেই আমার কাজ শেষ।'

রানার পিছন থেকে পিরো বলল, 'স্যার ফ্রেডারিক সাউল।' খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, যেন নামটা শুনেই রানা 'ওহ-হো চিনেছি' বলে উঠবে। 'হোয়েলিং বিজনেসে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম। নিশ্চয়ই শুনেছেন তাঁর কথা?'

'শুনিনি,' বলল রানা। 'পরিচয়টা পেয়েও বুঝতে পারছি না কেমন বাপ সে যে তার মেয়েকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আমার মত একজন নগণ্য প্ল্যাঙ্কটন শিকারী লোকের সন্ধানে পাঠাতে পারে।'

'পুরানো পানির বা পানির পুরানো পোকা আমার বাবা,' হাসল না রেবেকা, কিন্তু তা শুধু কৌতুকটাকে উপভোগ্য করার খাতিরেই। 'ওয়াটার ফ্রি।'

'ম্যাডাম,' গলহার্ডি বলল। 'এ ঝড় কয়েকদিন স্থায়ী হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেসে ফিরে যাওয়া উচিত আপনার।'

গলহার্ডির কথায় যেন চিন্তিত হয়ে উঠল রেবেকা। 'সবগুলো অর্থাৎ পাঁচটা ক্যাচারকেও যদি খুঁজে বের করতে পারি, লাভ হচ্ছে না কোন। অ্যাঙ্কোরেজে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই।' খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'ঠিক আছে। কার্ল, বাবাকে বলো, সোজা ফিরছি আমি। ক্যাপ্টেন দোলোভানকে নির্দেশ দিক, সে যেন ফ্যাক্টরিশিপকে যতটা সম্ভব স্থির রাখতে চেষ্টা করে অ্যাঙ্কোরেজে।'

পিরোকে সাথে নিয়ে পিছন দিকে গেল রানা। দুটো দড়ির সাথে দুলছে হোয়েল বোটটা, বাড়ি খাচ্ছে মাঝেমধ্যে 'কপ্টারের পেটের সাথে। হুইল ঘুরিয়ে দড়ি টেনে যথাসম্ভব উপরে তোলা হলো সেটাকে। রেবেকা শূন্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছে 'কপ্টার। মাথা বের করে রানা দেখল, 'কপ্টারের ল্যান্ডিং হুইলের কাছ

থেকে টেনেটুনে ছয় ইঞ্চি উপরে তোলা গেছে বোটের খোলটাকে। ফ্যাক্টরিশিপের দোদুল্যমান ডেকের কথা ভেবে শিউরে উঠল ও। রেবেকা যত পাকা পাইলটই হোক, একটু এদিক ওদিক হলে দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না। বোটের খোলের সাথে ডেকের সংঘর্ষ ঘটাতে না চাইলে স্টারবোর্ড সাইডের দিকে কাত্ করে ল্যান্ড করাতে হবে 'কপ্টারকে। সেইসাথে লেজটা তুলে রাখতে হবে উপরে।

ওখান থেকে পিরো রেডিওর সামনে গিয়ে বসল। ককপিটের অবন্ধুসুলভ পরিবেশের চেয়ে পিরোর সান্নিধ্য উত্তম জ্ঞান করল রানা। স্যার ফ্রেডারিক সাউল তার মেয়েকে আর যত ব্যাপারেই পটীয়সী করে তুলুক, সামাজিকতা শেখায়নি ভাল করে। মেরুন রঙের কেবিনে দাঁড়িয়ে চিন্তায় ডুবে গেল রানা। কোথায় যেন গোলমেলে কিছু একটা ঘটছে এই মুহূর্তে, ওর অবচেতন মন সতর্ক করার চেষ্টা করছে ওকে।

এক কান দিয়ে অন্যমনস্কভাবে শোনার চেষ্টা করল রানা। পিরো কথা বলছে ক্যাচারদের সাথে। খুঁত খুঁত করছে মন। কি যেন একটা ঘটে গেল, কি যেন একটা বলা হয়ে গেল। কি ? 'রিপিট,' অনুরোধ করছে একটা ক্যাচারের রেডিওম্যান পিরোকে। 'রিপিট।' আবার সেই অনুরোধ, 'রিপিট।' ট্র্যান্সমিট করার নিপুণ জ্ঞানের অধিকারী এই লোক, ভাবল রানা। রেবেকা, রেবেকার বাবা এবং ঝড় ইত্যাদি সম্পর্কে দুশ্চিন্তা না থাকলে ওর অবচেতন মন কি বিষয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করছে ওকে তা হয়তো ধরতে পারত এতক্ষণে ও। পিরো···কি বলছে সে ক্যাচারদের? কেন তারা বারবার অনুরোধ করছে মেসেজটা রিপিট করার জন্যে?

বারবার মুখ তুলে রানাকে দেখছে পিরো। অস্বস্তি অনুভব করছে লোকটা। ঘন ঘন তাকাবার অর্থ কৌশলে জানানো, তোমার উপস্থিতিতে অসুবিধে হচ্ছে আমার। ককপিটে ফিরে এল রানা। গল্প জমিয়ে তুলেছে গলহার্ডি রেবেকার সাথে। নিঃশব্দে রেবেকার ডান পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বুঝতে পেরেও গলহার্ডির দিক থেকে চোখ তুলল না রেবেকা। তাচ্ছিল্য? ভাবল রানা। নাকি গুরুত্ব লুকিয়ে রাখার জন্যে অবহেলার অভিনয়? কিন্তু সাউদার্ন ওশেনে আমার গুরুত্ব কতটুকু? একবিন্দুও নয়। নিজের পরিচয় দিয়েছে, হোয়েল স্পটার। মেয়ে হোয়েল স্পটার! ভাবা যায় না। হোয়েল স্পটারের জীবন এমন কি সব পুরুষের জন্যেও নয়। অত্যন্ত কঠিন একটা পেশা। যেমন দরকার উঁচু স্তরের পর্যবেক্ষণ শক্তি তেমনি দরকার নিখুঁত নৈপুণ্য। সেই সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একঘেয়ে অনুসন্ধান চালাবার অসীম ধৈর্য থাকতে হবে। আর বিপদের কথা না বলাই ভাল। প্রতিমুহূর্তেই তারা দল বেঁধে আসছে, ফিরিয়ে দিতে পারলে ভাল, না পারলে—শেষ! রাশিয়ান মেয়েদের সাহসের সুনাম আছে কিন্তু তাদের কেউ আজও সাউদার্ন ওশেনে পাইলট হিসাবে আসতে সাহস পায়নি।

কেমন মেয়ে রেবেকা! নিজের জানের কথা না ভেবে, শুধু বাবার নির্দেশে গলহার্ডি এবং ওকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কেন? একটা ফ্যাক্টরিশিপ রান করাতে প্রতিদিন হাজার হাজার পাউন্ড খরচ। হোয়েলিং গ্রাউন্ড থেকে ট্রিসটানের পানি—অ-নে-ক দূর। তার মানে, স্যার ফ্রেডারিক টাকার গোডাউনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আক্ষরিক অর্থে, শুধু ওকে খুঁজে বের করার জন্যে! কেন? বাস্তববাদী কট্টর

হোয়েলিং টাইকুন প্ল্যাক্সটন সম্পর্কে এতটা ইন্টারেস্টেড···অসম্ভব! হতে পারে না।

'রোডস্টেডে পৌঁছুবার আগে বাঁক নেবার সময় তফাৎটা খুব বেশি হয় যেন,' রেবেকাকে বলছে গলহার্ডি। 'তা না হলে দমকা বাতাস পাহাড়ের গায়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে।'

কোর্স সামান্য অলটার করল রেবেকা। বাতাসের মুখোমুখি হলো 'কপ্টার। কন্ট্রোল প্যানেলের এক কোণায় বসে আছে আইল্যান্ড কক, রক্তচক্ষু মেলে দেখছে রেবেকাকে।

ট্রিসটানের আগ্নেয়গিরির চারদিকে ঝড়ের উন্মত্ত তাণ্ডব চলেছে। গায়ে ধাক্কা লেগে বাতাসের ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছে আশপাশে। 'কপ্টারের নিচে তাকিয়ে কেল্প-এর বিশাল মাঠ দেখতে পেল রানা। ফিরতিমুখি আলোয় প্রকাণ্ডদেহী একটা অক্টোপাসের মত দেখাচ্ছে এত উঁচু থেকে। পুব দিকটায় সাগর এবং আকাশ কালো সবুজাভ টারকুইজ পাথরের মত জ্বলজ্বল করছে। পশ্চিম দিকে দেখা যাচ্ছে মেঘ, উঠে আসছে দিগন্তরেখা ডিঙিয়ে।

ট্রিসটানের মধ্যভূমি থেকে সরে গেল ওরা। আগ্নেয়গিরির খাড়া পিঠের উপর লম্বা রুপোলী একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। জলপ্রপাত।

'স্টারবোর্ড ফোরটি?' প্রশ্নটা রেবেকা গলহার্ডিকে করল।

'সিক্সটি,' বলল গলহার্ডি। 'এভরি বিট অভ সিক্সটি একটু পরই চূড়ার আড়ালে সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে সূর্য।'

ঠোঁটের একদিকের কোণ বাকা করে হাসল রেবেকা। হেরাল্ড পয়েন্টকে পাশ কাটিয়ে ফল মাউথ বে-তে অ্যাঙ্কোরেজের কাছে আসতেই অদৃশ্য হয়ে গেল সূর্য। রেবেকা হাত ঝাপটা দিয়ে সার্চ লাইটের সুইচ অন করল।

আলোয় দেখা গেল আগ্নেয়গিরির গা খাড়া উঠে এসেছে সাগরের নিচে থেকে। প্রশস্ত একটা বৃত্তাকার জায়গা জুড়ে সার্চলাইটের আলো ফেলছে রেবেকা। উত্তরে ফ্যাক্টরিশিপের ডেক থেকে ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠল। বেশ বড় জাহাজ, রানা অনুমান করল, বিশ হাজার টনের কম তো নয়ই। 'কপ্টার ল্যান্ড করবে কোথায়, অনুমান করতে গিয়ে বিপদে পড়ল ও। ডেকে ভালভ আর বোলার্ডের ছড়াছড়ি, ফাঁকা জায়গা নেই বললেই চলে। মানুষের ঊরুর মত মোটা মোটা পাইপ চারদিক থেকে চারদিকে বিছিয়ে আছে ব্রিজের ডেক ফরওয়ার্ডে। ফাঁকে ফাঁকে ওভারহেড ট্যাঙ্কের মত চারকোনা স্টীলের বাক্স সারি সারি সাজানো। কি থাকতে পারে ওগুলোয় ভেবে পেল না রানা।

'কার্ল,' ইন্টারকমে নির্দেশ দিল রেবেকা। 'ক্যাপ্টেন জার্কো দোনোভানকে বলো, অত আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে আমার। জানিয়ে দাও, স্টার্ন সাইডে ল্যান্ড করব আমি। পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতে আলো যেন নিভিয়ে দেয় সব। যে জায়গা বাছব সেখানে নামতে পারব আমি আলো না থাকলেও।'

একহাতে মাথার উপরের রড ধরে রেবেকার দিকে ঝুঁকে পড়ল গলহার্ডি। 'লী সাইডে নামুন, প্লীজ, ম্যাডাম!'

দ্রুত একবার গলহার্ডির দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করে রাজি হলো রেবেকা। জাহাজের বো-কে পাশে রেখে প্রশস্ত জায়গা জুড়ে একটা বৃত্ত রচনা করল সে।

স্টীম চালু রয়েছে অ্যান্টার্কটিকার। সারি সারি ছোট বড় একগাদা মাথা উঁচু করে থাকা চিমনি দিয়ে হু হু করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এদের সকলের চেয়ে উঁচু হলো ভেন্টিলেটর দুটো। জাহাজের লী-সাইডের দিকে এগোচ্ছে 'কপ্টার। দ্রুত নামছে নিচের দিকে। ধোঁয়ার ভিতর প্রবেশ করার সাথে সাথে কিছুই ঘটল না। কিন্তু খানিক পরই ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক সামনে নিকষ কালো অন্ধকারের পর্দা ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে।

'লুক, ম্যাডাম!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল গলহার্ডি।

অলৌকিক শোনাল রানার কানে হাসিটা। 'সেইলর!' সকৌতুকে বলল রেবেকা। 'ভুলে গেছ বুঝি, এটা আকাশ, পানি নয়। 'কপ্টারকে আমি বাতাসের দিকে ঘোরাতে পারি না।' কিন্তু কন্ট্রোল প্যানেলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার হাত দুটো। বাঁক নিয়ে নাক ঘোরাল 'কপ্টার। বেরিয়ে এল ওরা স্মোকস্ক্রীন থেকে।

ফ্যাক্টরিশিপের দিকে নতুন পথ ধরল রেবেকা। ফ্যাক্টরিশিপের সম্মুখটা দ্রুত এগিয়ে আসছে কাছে। প্রকাণ্ড একটা উঁচু মঞ্চ থেকে পানিতে নেমে গেছে সোজা লোহার পাত দিয়ে মোড়া ঢালু জায়গাটা। ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত সেটা এখন। পানি থেকে তিমিকে টেনে তোলার জন্যে শিপের এদিকটা এই রকম ঢালু করে তৈরি করা হয়েছে। জাহাজটা দুলছে, সেই সাথে ডুবে যাচ্ছে পাত দিয়ে মোড়া গোটা জায়গাটা। ওখানে ল্যান্ড করার প্রশ্নই ওঠে না।

ফ্যাক্টরিশিপ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল এক পলকে। সুইচ টিপে সার্চ লাইট অন করল রেবেকা। দড়িদড়া, হোয়েস্টিং মেশিন, পাইপ, ক্রেনের মাথা, স্টীলওয়্যার—আঁৎকে উঠল রানা অপেক্ষাকৃত নিচে থেকে এইসব বাধাবিঘ্নের জঞ্জাল দেখে। ফাঁকা সামান্য এক-আধটু জায়গা যে নেই তা নয়, কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে 'কপ্টারকে নামাতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মুহূর্তের জন্যে স্থির থাকছে না ডেক। উপর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এদিক ওদিক নড়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট ফাঁকা সীমানাটুকু, কাৎ হয়ে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে।

'নাক ঘুরিয়ে লেজটা ডান দিকে আরও একটু বাঁকা করে নিন, ম্যাডাম,' যে পথ দিয়ে অ্যাঙ্কোরেজে প্রবেশ করেছে ওরা সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল গলহার্ডি। 'বড় ধরনের একটা ঝাপটা ছুটে আসছে।'

প্রশ্ন না করে হাত দুটোকে ব্যস্ত করে তুলল রেবেকা কন্ট্রোল প্যানেলে। পরস্পরকে চিনেছে ওরা। একজন পানির রাজা, আরেকজন আকাশের রানী।

গায়ের জোর খাটিয়ে হাতল ধরে টেনে থ্রটল খুলে দিল রেবেকা। আকাশ ছুঁই ছুঁই একটা ভেন্টিলেটরের গা ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছে 'কপ্টার ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে নিতে চাইছে বাতাস যন্ত্রটাকে। বড় একটা সার্কেল নিচ্ছে আবার রেবেকা।

'জেসাস!' অস্ফুটে উচ্চারণ করল পিরো।

'কার্ল,' রেবেকা হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন দোনোভানকে বলো, শুধু ফ্লেনসিং প্ল্যাটফর্মের আলোটা জ্বেলে রাখতে। এবার ওখানে নামতে চেষ্টা করব আমি।'

পিরো দেয়াল ধরে ধরে বেরিয়ে গেল পাশের কেবিনে। সার্কেল নেয়া শেষ হয়েছে 'কপ্টারের। আবার স্টার্নসাইডের দিকে তীরবেগে ছুটছে ওরা। বাতাসের

তোড় এবার আগের চেয়েও বেশি। স্পীড কমাবার কোন উপায়ই নেই। কপ্টারের তেজ কমা মাত্র বাতাস জিতে যাবে যুদ্ধে। রানা অনুমান করল এক একটা ঝাপটার গতিবেগ কম করেও ফিফটি নটস। উঁচু মঞ্চটা প্রতিমুহূর্তে আরও সামনে চলে আসছে। নিজের অজান্তেই শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল রানার। 'কপ্টার কাত হয়ে গেল রেবেকা পোর্টসাইডটা তুলে ফেলায়। বোটসহ 'কপ্টারের অপর দিকটা উঁচু হয়ে উঠল। সমান্তরাল রইল না লেজটাও, উঠে পড়ল উপর দিকে। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে গলহার্ডির, শুনতে পেল রানা। আহত ফড়িঙের মত এঁকেবেঁকে প্রবেশ করছে 'কপ্টার ফ্যাক্টরিশিপের সীমানার ভিতর। সাঁই সাঁই ছুটে যাচ্ছে চিমনি, ভেন্টিলেটর, স্টীল ওয়্যার, ক্রেনের মাথা। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল পিরো। মাথার উপরের একটা রড ধরে ঝুলতে শুরু করল সে। অসুস্থ বোধ করছে।

এক পশলা বৃষ্টি পড়ল উইন্ডস্ক্রীনে। ঝাপসা হয়ে গেল সামনের দৃশ্যগুলো। বিদ্যুৎচালিত রোবটের মত নির্বিকার রেবেকা। সীট ছেড়ে প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছে সে, ঝুঁকে পড়ে দেখতে চেষ্টা করছে সামনেটা। হাত দুটো কন্ট্রোল প্যানেলে এদিক থেকে সেদিকে লাফ দিয়ে ছুটোছুটি করছে। ঢিল ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনার কোন উপায় নেই। 'কপ্টার নামছে সবেগে। কাছ থেকে পাইপ, বোলার্ড, স্টীল ওয়্যার—সবগুলোকে আরও বড় এবং জটিল দেখাচ্ছে। নির্দিষ্ট ফাঁকা জায়গার কোন অস্তিত্ব নেই। শূন্যে থামতে চাইছে রেবেকা। বাতাস ধাক্কা দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক ফড়িংটাকে। আরও নিচে নামল ওরা। স্টারবোর্ড সাইডের হুইল দোদুল্যমান ডেক স্পর্শ করল। অপর দিকটা রইল শূন্যেই, লেজটাও শূন্যে, নৈপুণ্যের সাথে একটা স্টীল বক্সের মাথার উপর নাগাল সেটাকে রেবেকা। ঝাঁকুনিটা প্রায় টেরই পাওয়া গেল না।

বৃষ্টি ভেজা ডেকে 'কপ্টারটা বিদঘুটে ভঙ্গিতে স্থির হয়ে গেল। মৃদু শব্দে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল রেবেকা। কন্ট্রোলে নিঃসাড় তার হাত দুটো চুপ করে আছে। ডেকের লোকজন দড়ি দিয়ে বাঁধতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে বোলার্ড-এর সাথে 'কপ্টারকে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল রানা। 'একবার শুধু মিস করলেই ঘটনাটা ঘটত,' বলল ও।

নড়ল না রেবেকা। কথা বলল না।

'আমার ধারণা, এদিক ওদিক দু'দিকেই বিশ ডিগ্রী করে দুলছিল ডেক,' বলল গলহার্ডি। 'আপনার প্রশংসা করার ভাষা জানা নেই আমার, ম্যাডাম।'

যেন শুনতে পায়নি রেবেকা। কারও উপর যেন খেপে গেছে সে, গলার কঠিন স্বর শুনে তাই মনে হলো রানার। 'কার্ল!' ডাকল রেবেকা। 'রানাকে বাবার কাছে নিয়ে যাও। জরুরী দরকার ওকে বাবার। গলহার্ডিও সাথে যাক।'

সবার শেষে নামল রানা। কেবিন থেকে বেরোবার আগে পিছন ফিরে তাকাল একবার। মুখ ফিরিয়ে বসেই আছে রেবেকা ককপিটে, নামবার কোন লক্ষণ নেই।

এদিকে, তারপর ওদিকে কাত হচ্ছে ডেকটা। 'সাবধান!' বলল পিরো। 'যত লোক হোঁচট খেয়ে মাথা ফাটায় এই ফ্যাক্টরিশিপের ডেকেই।'

ওরা এগোচ্ছে, এমন সময় অন্ধকার দূর করে দিয়ে জ্বলে উঠল ফ্লাডলাইট। ব্রিজ কম্প্যানিয়ন ওয়েতে ওঠার পর বোটে ওর জিনিস-পত্রের কথা মনে পড়ে গেল

রানার। 'বোটের কাছে ফিরে যাচ্ছি আমি চার্ট আর যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আসতে, বলল ও। 'স্যার ফ্রেডারিককে বলো গিয়ে, আসছি আমি এখুনি।' বলে আর দাঁড়াল না রানা।

ককপিটে উঠে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সীটের উপর সিলিঙের কাছে যে রডটা রয়েছে সেটা ধরে সীট থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে রেবেকা। সারা মুখে যন্ত্রণার ছাপ। থেমে থেমে নিঃশ্বাস ছাড়ছে সে। আইল্যান্ড ককটা রানার চেয়েও কম বিস্মিত নয়, রেবেকার দিকে প্রায় অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে ধরল রানা রেবেকার কোমরের দু'পাশ। 'আর একটু বসো বরং,' ধীরে ধীরে বসিয়ে দিল রেবেকাকে ও। 'ওরকম একটা ধকল যাবার পর...'

ব্যথায় তখনও কুঁচকে আছে রেবেকার মুখ। 'ফিরে এলে কেন শুনি?' কথা বলার ফাঁকে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে রেবেকা। 'কেন দেখতে এলে আমাকে?'

'ল্যান্ডিং করার সময় বুঝি...?' শেষ করতে পারল না রানা কথাটা। রেবেকা হাত নেড়ে থামতে বলল ওকে।

কথা বলতে পারল না তখুনি। নিতম্বের আরেক পাশে দেহের ভব চাপিয়ে দিয়ে বসল কাত হয়ে। 'ল্যান্ডিং করতে গিয়ে কিছু হয়নি,' নির্ভাঁজ হলো মুখের চেহারা। 'এমনিতেই এরকম হয় আমার।'

'বুঝলাম না!'

এমন নিচু গলায় কথা বলছে রেবেকা, শোনার জন্যে তার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়তে হলো রানাকে। কপালে রেবেকার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করল ও।

'খুব বেশিক্ষণ ধরে ফ্লাই করলে এরকম হয় আমার। হোয়েস্টিং মেশিনের সাহায্য ছাড়া সীট থেকে উঠতে পারি না। কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম বলে এমন ভুগতে হলো।'

'পরিষ্কার হলো না,' বলল রানা রেবেকার একটা কাঁধে হাত রেখে।

'বলবার মত নয় কথাটা,' বলল রেবেকা। 'কেউ জানে না ব্যাপারটা। বাবাও না। বাবাকেই জানতে দিতে চাই না বলে কাউকে বলিনি কখনও...।'

বাবার প্রতি অভিমান, না বিদ্বেষ? ঠিক ধরতে পারল না রানা সুরটা। মেয়েটার মনের কোথায় যেন বড় একটা দুঃখ আছে।

'কষ্ট হচ্ছে না তো আর?

রানার দিকে চোখ তুলে তাকাল রেবেকা। চোখের সৌন্দর্যটুকু নতুন করে যেন ধরা পড়ল রানার দৃষ্টিতে। সম্মোহিত হয়ে পড়ছে বলে মনে হলো ওর। নির্নিমেষে চেয়ে আছে রেবেকা। রাগ নয়, অভিমান নয়, বিরক্তি নয়—সহজ সরল দৃষ্টি। কিন্তু তবু এ দৃষ্টির অর্থ বোধগম্য হলো না রানার। এমন সরল দৃষ্টিতে কেউ তাকাতে পারে ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ও।

'কারণটা জানার জন্যে জেদ ধরলে না কেন?'

'কেন?' বলল রানা। 'বলতে যখন চাও না, জানতে চাইব কেন?'

'কিছুটা ব্যতিক্রম তাহলে তুমি,' যেন প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট বিতরণ করল রেবেকা। কিন্তু পরমুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নিল। এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা শুনতে বা বলতে চায় না সে।

মাথা থেকে ফ্লায়িং হেলমেট খুলতে কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কালো ঢেউ খেলানো চুলগুলো ছোট্ট টিকাল নাকবিশিষ্ট মুখের দুই দিকে একটা ফ্রেম রচনা করল। রাঙা আপেলের মত একটু ফোলা দু'দিকের গাল। সম্পূর্ণ মুখটার সাথে চোখ দুটো যেন তাজা ফুলের মত ফুটে উঠল। লেদার স্ট্র্যাপের চাপে কপালে দাগ বসে গেছে লম্বা। দু'হাত বাড়িয়ে দিতে রানা হাত ধরে ধীরে ধীরে দাঁড় করাল রেবেকাকে।

'দাঁড়াতেই যা একটু অসুবিধে,' বলল রেবেকা, অনেকটা নিজের দৈহিক ত্রুটি কাটাবার সুরে। 'তাও সবসময় হয় না। হাঁটতে পারি আর সবার মতই। খোঁড়াই হয়তো সামান্য, কিন্তু কই, আজও তো কারও চোখে ধরা পড়ল না।' রানার দিকে মুখ ফেরাল হঠাৎ। দুটো মুখ সামনাসামনি, দু'আড়াই ইঞ্চি ব্যবধান মাঝখানে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রেবেকা। 'ছেড়ে দাও এবার।'

শ্রাগ করল রানা। ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল এক পা। কিন্তু চোখ সরাল না। ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটল রেবেকার ঠোঁটে। রহস্যময়ী! ভাবল রানা। রেবেকার এই হাসির অর্থও বোধগম্য হয়নি ওর।

রেবেকার পিছু পিছু নামল রানা ডেকে। না, খোঁড়াচ্ছে না। ত্রুটিটা আবিষ্কার করতে না পেরে, কেন তা বুঝি নিজেও জানে না, খুশি হয়ে উঠল ও।

ব্রিজের পাশ ঘেঁষে এগোল ওরা। ঢুকল বড় একটা চার্ট-কাম-অফিসরুমে। ডেস্কের পিছনে ওদের দিকে মুখ করে বসে আছে একটা মূর্তি। তার ডান কাঁধের ঠিক উপরে একটা অত্যুজ্জ্বল শেডেড বালব ঝুলছে। মূর্তির মাথা, কাঁধ, মুখ, নাক, কপাল ভাসছে আলোয়। দরজা টপকেই থমকে দাঁড়িয়েছে রানা। ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি করা মুখ। স্যার ফ্রেডারিক সাউল চেয়ে আছে ওর দিকে। একটা চুলও নড়ছে না তার। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সবগুলোর সাহায্যে যেন জরিপ করছে সে রানাকে। হুঁশ নেই আর কোন দিকে।

পাঁচ

দৃশ্যটা আরও বিদঘুটে হয়ে দাঁড়াল স্যার ফ্রেডারিক উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে শুরু করায়। পিউটার ভাঁজ ভাঁজ হয়ে উঠল ঠোঁটের দু'পাশে। টিন আর সীসা দিয়ে পাতলা করে তৈরি করা হয়েছে মুখোশটা। ঠোঁটের কিনারা আর চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে রানা। ধূসর রঙের চুল আর কপালের মাঝখানে কোন আলাদা রঙ বা রেখা নেই, মুখোশের রঙের সাথে চুলের রঙ এক হওয়ায় মিশে গেছে নিখুঁত ভাবে। মাঝারি গড়ন লোকটার, মজবুত কাঠামো। চোখ দুটোয় কাঠিন্য, নাবিকের সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি তাতে। রানার চোখ ভেদ করে মগজ পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে যেন হাসতে হাসতে। এগিয়ে গিয়ে পায়ের আঙুলগুলোর উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো

রেবেকা, চুমু খেল বাবার কপালে। 'নাও ড্যাডি, তোমার লোককে এনেছি।'

মেয়ের দিকে তাকাল না বা মন দিয়ে শুনল না কথাগুলো স্যার ফ্রেডারিক। এগিয়ে গিয়ে তার বাড়ানো হাতটা ধরল রানা।

'প্রচুর সময় আর প্রচুর টাকা খরচ করেছি তোমার পিছনে আমি, মাসুদ রানা,' স্যার ফ্রেডারিকের গলার স্বরের সাথে সমুদ্রের একঘেয়ে ভারী সুরের মিল রয়েছে, অনুভব করল রানা। 'নিরাপদে পৌঁছেচ দেখে সত্যি খুশি আমি।'

'কৃতিত্ব সম্পূর্ণটাই আপনার মেয়ের প্রাপ্য,' বলল রানা। 'খোলা বোট থেকে আজ রাতে এই রকম আরামদায়ক কেবিনে আশ্রয় পাব কল্পনাও করিনি।'

মাথাটা পিছন দিকে একটু সরিয়ে একদিকে কাত্ করল সেটা স্যার ফ্রেডারিক। রানার হাত ছেড়ে দিল। কিন্তু স্থির হয়ে রইল রানার মুখের উপর তার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'যতদূর জানি, খোলা বোটে একটা রাত কেন, একশোটা রাত থাকার প্রশ্নেও বিচলিত হবার কথা নয় তোমার। আর রেবেকা, ও আমার কাজের মেয়ে। আমি জানতাম, ও তোমাকে খুঁজে আনবেই।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রেবেকা। কারও কথাতেই কোন প্রতিক্রিয়া নেই তার মধ্যে।

কিছু বলার জন্যে শব্দ হাতড়াতে শুরু করেছে রানা। ধাতব মুখোশটা অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে ওকে বারবার।

স্যার ফ্রেডারিক শব্দ করে হেসে উঠল। 'দেখামাত্র ঘাবড়ে গেছ বুঝতে পেরেছি,' বলল সে নাকের পাশে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে ঠক ঠক করে আওয়াজ তুলে। 'কিন্তু আমার নিজের এটার কথা মনেই থাকে না। অভ্যাস হয়ে গেছে। মুখোশ পরে থাকায় সৌন্দর্য হারিয়েছে আমার মুখ—কিন্তু, রানা, তুমি যদি হাসপাতালে আমার সাথের লোকটাকে দেখতে! সিলভারের মুখোশ ছিল সেটা। এমন চকচকে যে আলো পড়লে মনে হত রূপোলী আগুন ধরে গেছে মুখে। তার চেয়ে আমারটা কোটিগুণ সুন্দর।'

'কিভাবে…মানে…!' কথা শেষ করতে না পেরে সাহায্যের জন্যে ফিরল রানা রেবেকার দিকে। কিন্তু হাতের দস্তানা খুলতে এমনই ব্যস্ত সে, আর কারও উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন বলে মনে হলো না। বাপের সাথে মেয়ের সম্পর্কটা ঠিক আঁচ করতে পারল না রানা।

'বলছি,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'এর মেডিক্যাল টার্ম, আরজিরিয়া। মেটাল পয়জনিং। সুইডেনে থাকার সময় দুর্লভ মেটাল নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় দুর্ঘটনাটা ঘটে। পয়জনিংটা হয় কেন বলছি। এক কথায়, মেটাল আসলে তোমার শরীরের সিস্টেমের ভিতর জায়গা করে নেয়। যার কথা বলছিলাম সে-বেচারা আবার ডাক্তার, সিলভার নাইট্রেট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বারোটা বাজায় নিজের। এমন আত্মসচেতন লোক আমি দেখিনি কখনও। স্টকহোমের একই স্যানাটোরিয়ামে ছিলাম আমরা।'

কেবিনটার দিকে এই প্রথম মনোযোগ দেবার সুযোগ পেল রানা। স্যার ফ্রেডারিকের ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের সাথে কেবিনটা সাজাবার একটা সম্পর্ক আছে তা আবিষ্কার করতে হলো না ওকে, সহজেই নজরে পড়ল ব্যাপারটা। একটা

দিকের পুরোটা দেয়াল জুড়ে অ্যান্টার্কটিকার রিলিফ ম্যাপ। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তিমির হাড় কেটে ম্যাপে বসানো হয়েছে ভূমি চিহ্নিত করার জন্যে। ভূমির উচ্চতা বোঝাবার জন্যে হাড়ের গায়ে খাঁজ কাটা হয়েছে, খাঁজগুলো কোথাও এক ইঞ্চিতে দশ বারোটা, কোথাও চল্লিশ-পঞ্চাশটা। নিপুণ কারিগরী, স্বীকার করল রানা। ম্যাপের গায়ে জলভাগে জাহাজের মডেলগুলো বসানো। আঠারো শতকের ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ, পালতোলা সীলার থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের নিউ বেডফোর্ড হোয়েলার, তারপর প্রথম পালতোলা স্টীমার থেকে শুরু করে ইদানীং কালের যান্ত্রিক আইসব্রেকার—সবরকম জাহাজের নমুনাই ঠাঁই পেয়েছে ম্যাপের উপর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এইচ.এম.এস. স্কট যেখানে বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেছে, সেই গ্রাহামল্যান্ডের কাছাকাছি ভিড় করে আছে অধিকাংশ জাহাজ। ডিসেপশন হারবারের কাছাকাছি একটা দুই মাস্তুলওয়ালা জাহাজ দেখল রানা, নামটা পড়ার আগেই বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল ও, 'উইলিয়ামস'। মেজর জেনারেলের দেয়া ম্যাপটায় দেখেছে ও উইলিয়ামসকে। চোখ কুঁচকে ম্যাপের দিকে একফুট এগিয়ে যেতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। জরাগ্রস্ত ব্রিগের গায়ের অতি ক্ষুদ্র অক্ষরগুলো দেখতে পেল ও, লেখা আছে: Williams.

উইলিয়ামসের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম স্মিথ ১৮১৯ সালে সাউথ শেটল্যান্ড আবিষ্কার করেন। স্মিথ চিলি পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ওখানে ছিল ব্রিটিশ ন্যাভাল অফিসার ক্যাপ্টেন শেরিফ। শেরিফই প্রথম অনুধাবন করেন যে আটলান্টিক এবং প্যাসিফিক ওশেনের ন্যাভাল পাওয়ারের চাবিকাঠি হলো ড্রেকস প্যাসেজ। নেপোলিয়নের যুগে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও এই সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় আরেকবার। ক্যাপ্টেন ওয়েদারবাই এই প্যাসেজ পাহারা দিয়েছিলেন ঝাড়া দু'বছর। ড্রেকস প্যাসেজের গুরুত্ব ইদানীং কালে আরও বরং বেড়েছে।

আরও একটা ব্রিগের মডেল দেখা যাচ্ছে ডিসেপশন হারবারের কাছে। ওটা আমেরিকান হারসিলিয়ার। ওর ক্যাপ্টেন পি. শেফিল্ড কানেকটিকাট থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন কিংবদন্তীর স্বর্গীয় দ্বীপ অরোরাস আবিষ্কার করার জন্যে। শেফিল্ড ব্যর্থ হন। কিন্তু তার অল্পবয়স্ক সেকেন্ড মেট, নাটপামার, অ্যান্টার্কটিকা মেনল্যান্ডে প্রথম পা রেখে ইতিহাস সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে একজন ব্রিটিশ ক্যাপ্টেনের কথা সঙ্গত কারণেই মনে পড়ে গেল রানার। ক্যাপ্টেন ব্রাঞ্চফিল্ড। পামারের মাত্র ক'দিন আগে ব্রাঞ্চফিল্ড সর্ব প্রথম অ্যান্টার্কটিকা মেনল্যান্ড দেখার কৃতিত্ব অর্জন করেন। বেশ কিছু চার্টও তৈরি করেছিলেন তিনি।

দীর্ঘ পেনিনসুলার চারদিকে আরও অনেক জাহাজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক একটার এক এক রকম চেহারা। ভোস্টক এবং মিরনি এদিকের পানিতে প্রথম রাশান জলযান। তারপর রয়েছে ক্যাপ্টেন কুকের এইচ.এম.এস. রেজোলিউশন, ওয়েস্ট অ্যান্টার্কটিকা উপকূলের সবচেয়ে কাছাকাছি যেতে পেরেছিল জাহাজটা। রয়েছে অ্যাসট্রোলাবে এবং জিলী, ফ্রেঞ্চ। এইচ. এম.এস. ইরিবাস এবং টেরর, ব্রিটিশ স্যাকেলটনের এন্ডুরেন্সকেও চিনতে পারা গেল, বরফের সাথে ধাক্কা খেয়ে করুণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে চেহারাটা।

আরেক দিকে, ওয়েডেল সীতে দেখা যাচ্ছে অ্যান্টার্কটিকা মেনল্যান্ডের মস্ত জিভ, গ্রাহামল্যান্ড। সাগরে ভাসছে ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন জেমস ওয়েডেলের ছোট্ট জাহাজটা জেন। আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে জেন ছাড়া আর কোন জাহাজ ওয়েডেল সাগরের অতটা অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। মজার ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল রানার জেনের দিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকতে থাকতে। ওয়েডেল হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। আইস কন্টিনেন্টের যতদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল সে, একবিন্দু বরফ ছিল না কোথাও। হাজার মাইল এলাকা নিয়ে গরুখোঁজা শুরু করে সে; কিন্তু বরফের দেখা মেলেনি! ম্যাপে চিহ্নিত করা হয়েছে ওয়েডেলের ঐতিহাসিক যাত্রাপথ। গোটা যাত্রাপথটাই বরফের মধ্যে ঢাকা থাকার কথা, কিন্তু নেই। কারণটা আর কেউ না মানুক, রানা জানে, ওয়েডেল বরফ দেখতে পায়নি একটি মাত্র কারণে—আলব্যাট্রস ফুট!

এরপর ড্রেকস প্যাসেজ। ম্যাপে স্থান পেয়েছে গোল্ডেন হাইন্ড। স্যার ড্রেকের ফ্ল্যাগশিপ। কেপ হর্ন থেকে ঝড়ের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এগোচ্ছে। স্যার ড্রেকের একটা ক্ষুদ্র মূর্তি শোভা পাচ্ছে ম্যাপের গায়ে। ঝট করে মুখ তুলে দেখে নিল রানা স্যার ফ্রেডারিককে। শারীরিক কাঠামোর দিক থেকে মিল আছে দুই স্যারের।

'বসো,' জীবিত স্যার বলল। রানা লক্ষ করল, দ্রুত কথা বলতে অসুবিধে হয় লোকটার। 'এরকম ম্যাপ আর কোথাও দেখবে না তুমি। সে যাক। অতগুলো জাহাজে চড়ে ঘুরে এলে, ভেজা ভেজা লাগছে শরীরটা—ঠিক? রেবেকা, গেট হিম এ ড্রিঙ্ক। তা, বোটসহ ছোঁ মেরে তুলে এনেছ রানাকে তুমি, কেমন?'

ড্রিঙ্ক কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রেবেকা। 'রানার বিশ্বাস ভাগ্যই রক্ষা করেছে আমাদের সবাইকে। ওদের সাথে একটা আশ্চর্য পাখি ছিল। সারা পৃথিবীতে একমাত্র নাইটিঙ্গেলেই নাকি এই পাখির দেখা পাওয়া যায়। সেটা নাকি সুলক্ষণা!'

প্রতিবাদ করল রানা, 'গলহার্ডির বক্তব্যটা তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, আমার নিজের কথা ছিল না ওটা। উদ্ধার কর্মটা নিখুঁত জাজমেন্টেরই ফল। বোটটাসহ উদ্ধার পেয়েছি আমরা, এতে আমি খুশি। আমার ইন্সট্রুমেন্ট এবং কাগজপত্র সবই হারাতে হত তা নাহলে।'

চোখের দৃষ্টি ধারাল হয়ে উঠল স্যার ফ্রেডারিকের। 'রক্ষা পেয়েছে তো সব?'

'পেয়েছে,' বলল রানা। 'বো-এর নিচে নিরাপদ কুঠুরিতে আছে।' ট্রে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল রেবেকা। দাঁড়াবার ভঙ্গিটার মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে, চমকে তার মুখের দিকে তাকাল রানা। স্যার ফ্রেডারিক এবং ওর মাঝখানে একটা বাধার প্রাচীর রেবেকা এই মুহূর্তে—বাধাটা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করল সে। চোখ তুলতে রানা দেখল, রেবেকার মুখের রেখাগুলোয় একটা জেদের ছাপ। সেই নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। রানাকে বাপের কাছ থেকে তফাতে, নিজের পক্ষপুটে সরিয়ে আনার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে যেন তার মধ্যে। মুহূর্তে বদলে গেল মুখের চেহারা। দু'চোখের দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা, মুখের ভাঁজে ভাঁজে বিষাদ ফুটে উঠল। রানাকে যেন নিষেধ করছে সে, বোলো না বাবাকে।

দুলছে, সেই থেকে ঝাঁকুনি খাচ্ছে ফ্যাক্টরিশিপ। নোঙরগুলো এখন টেনে

রেখেছে প্রকাণ্ড জাহাজটাকে।

'পাখিটা সত্যি অদ্ভুত!' মৃদু কণ্ঠে বলল রেবেকা রানার হাতে একটা গ্লাস তুলে দিয়ে। 'প্রথমে বিরক্ত হয়েছিলাম দেখে। মজার ব্যাপার হলো...না-না আসলে মজার নয়, শোচনীয় বলা উচিত, ডানা নেই ওর। কোথায় যেন একটা মিল আছে ওর সাথে...।' কথাটা শেষ করার আগের মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। রানা বুঝল, নিজের সাথে মিল থাকার কথা বলতে যাচ্ছিল রেবেকা। 'আমার বিশ্বাস, পাখিটা গান গাইতে পারে না, তা সম্ভব নয়। ওটাকে দেখে কেন জানি না আমার মনে হয়েছে...আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, ওর একাকীত্ব এবং বিষণ্ণতার মধ্যে কি যেন একটা মেসেজ আছে।'

কি বলতে চাইছে পরিষ্কার ধরতে পারল না রানা। 'গলহার্ডিকে জিজ্ঞেস করলে সে হয়তো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারবে ব্যাপারটা,' বলল ও। 'আমি বোটের কাছে ফিরে যাচ্ছি।'

মাথা দোলাল স্যার ফ্রেডারিক। সুইচবোর্ডের একটা বোতাম চেপে ধরল সে। সাথে সাথে একজন নাবিক ঢুকল কেবিনে। নরওয়ের ভাষায় নির্দেশ পেয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল লোকটা। স্বভাবের দিক থেকে স্যার ফ্রেডারিককে অস্থির বলে মনে হলো রানার। লোকটার সকল আচরণের মধ্যে কেন যেন ব্যগ্রতা খুব বেশি। কাঁধের উপরের বালবটা অফ করল সে বোতামে চাপ দিয়ে, সাথে সাথে সিলিংয়ের বালব জেলে দিল। ডেস্কের উপর একটা চার্ট মেলা রয়েছে। হোয়েল-বোনের তৈরি দুটো ছুঁচাল স্টিক পড়ে রয়েছে চার্টের উপর। সিলিংয়ের নিচেই সীল মাছের চারটে মাথা পরস্পরের গা ঘেঁষে ঝুলছে, ঝাড় বাতিটা মাথাগুলোর সাথে কায়দা করে আটকানো। স্যার ফ্রেডারিকের চেয়ারটা দামী কাঠের তৈরি, সীল মাছেরই চামড়া দিয়ে মোড়া।

গলহার্ডির সাথে কেবিনে ঢুকল পিরো।

'গানার, ক্যাপ্টেন ছোকরারা আসছে কতক্ষণে?' জানতে চাইল স্যার ফ্রেডারিক।

'সাউথ জর্জিয়া থেকে একমাসের দীর্ঘ যাত্রাপথ অতিক্রম করতে হলেও এরা যথাসময়ে মিলিত হবার যোগ্যতা রাখে,' লেকচার দেবার ভঙ্গিতে বলল জার্মান, বিরতি নেবার সময় দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর। 'নির্দিষ্ট সময়ে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।'

দ্রুত কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে ড্রিঙ্ক কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল স্যার ফ্রেডারিক। রেবেকা চেয়ে আছে বাবার পিছন দিকে। দৃষ্টির ভাষাটা ধরতে না পারলেও মুখের চেহারাটায় খুশি খুশি ভাবের একান্ত অভাব রয়েছে, লক্ষ করল রানা। হঠাৎ তীব্র একটা ঝাঁকুনি, তাল সামলাবার জন্যে হাতের কাছে যে যা পেল আঁকড়ে ধরল। ফ্যাক্টরিশিপকে কাত করে দেবার উপক্রম করেছে নতুন একটা শক্তিশালী দমকা বাতাস। একহাত দিয়ে ডেস্কের কিনারা ধরে ফেলে ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল, রেবেকা পাক খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। গ্লাসটা ফেলে দিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে কোমরটা পেঁচিয়ে নিল ওর, টেনে আনল নিজের গায়ের উপর। ওর পাঁজরের সাথে লেপ্টে রইল রেবেকা মুখ আর মাথাটা কাঁধের উপর তুলে দিয়ে।

স্যার ফ্রেডারিক হেসে উঠল পাঁচ গজ দূর থেকে।

ঘাড় ফিরিয়ে নয়, আয়নায় ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে স্যার ফ্রেডারিক। রেবেকা মৃদু কণ্ঠে ধন্যবাদ জানাল, সরে গেল রানাকে ছেড়ে দিয়ে। ক্ষীণ একটা হাসি বা খুশির ভাব লক্ষ করল রানা ওর মুখে। সেখানে লালিমার পরিমাণ আগের চেয়ে বেশি কিনা পরখ করে দেখার সুযোগ পেল না ও। রেবেকা তাড়াতাড়ি ড্রিঙ্ক কেবিনেটের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁটা ধরেছে।

স্যার ফ্রেডারিক ফিরে আসছে ডেস্কে। ঝাঁকুনিটা এখনও রয়েছে পুরো মাত্রায়, কিন্তু সবাই এখন সচেতন বলে দাঁড়িয়ে থাকতে বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না কারও।

'আর খানিক দেরি হলে এই তোড়ের মুখেই পড়তে হত,' বলল রানা।

'তাতে কি,' পাঁচ গজ দূর থেকে বলল রেবেকা। 'যোগ্য বোটম্যানের হাতে ছিলে তুমি।'

'গলহার্ডি!' গ্লাস ইত্যাদি হাতে নিয়ে চেয়ারে বসল স্যার ফ্রেডারিক।

গলহার্ডি এসবের ঊর্ধ্বে তখন। বাইরের সমুদ্রে, সম্ভবত সবচেয়ে উঁচু ঢেউটার মাথায় কাল্পনিক বোটটাকে সামলাবার চেষ্টা করছে সে।

'গলহার্ডি!' স্যার ফ্রেডারিক একটা গ্লাস বাড়িয়ে ধরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

চেয়ে আছে সিলিংয়ের ঝাড়-বাতিটার দিকে, সেদিকেই চেয়ে রইল সে। আগে থেকেই তাকে লক্ষ করেছিল রানা, তাই বুঝতে পারল না গলহার্ডি না তাকিয়েও জানল কিভাবে যে স্যার ফ্রেডারিক গ্লাস অফার করছে। 'দুঃখিত, স্যার। আমি নিজের জন্যে অ্যালকোহলের বিরোধী।'

উত্তরটা যেন আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিল স্যার ফ্রেডারিক। কাঁধ ঝাঁকাল সে। রেবেকা রানার দিকে এগিয়ে আসছে আর একটা গ্লাস নিয়ে। মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে রানার গ্লাসটা নিল সে। 'কেপ থেকে এইমাত্র এলাম, সেলার ভর্তি করে এনেছি ওখানকার ন্যাশনাল ড্রিঙ্ক। ওয়াটার ইন ইওর ব্র্যান্ডি?'

'সামান্য,' বলল রানা। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো, রেবেকার দিকে ঘন ঘন আড়চোখে তাকাচ্ছে ও। মেয়েটার মধ্যে কি যেন একটা আছে, যা ওর মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে বারবার। আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক লাগছে এখন রেবেকাকে। মৃদু একটা হাসির পাতলা আবরণ লেপ্টে আছে মুখে।

'ওয়েদারবাই,' স্যার ফ্রেডারিক রানার গ্লাসে পানি মেশাতে বলল। 'জন ওয়েদারবাইয়ের কথা বলছি, কেমন দেখলে ভদ্রলোককে?'

সবই জানো! ভাবল রানা। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা কি? প্রশ্ন করে ব্যাখ্যা দাবি করার সময় হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বরং ভাল মনে হচ্ছে অপেক্ষা করে দেখা যাক নিজে থেকে কতক্ষণে কি বলে।

'দ্বিতীয়বার দেখা হয়নি আমার সাথে, বলল রানা। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, বাড়িতে পৌঁছে শুনি মারা গেছেন। ঘণ্টাখানেক কথা হয়েছিল প্রথমবার। পাগলাটে স্বভাব।'

হাতের গ্লাস রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল স্যার ফ্রেডারিক। 'যুগ যুগ ধরে ওয়েদারবাইরা সাউথ কন্টিনেন্ট চষে বেড়িয়েছে। আর কোন প্রাইভেট ফার্ম এতটা সময়, পরিশ্রম এবং টাকা খরচ করেনি এদিকে। ইতিহাসে ওরা অমর হয়ে থাকবে।

কিন্তু আমি ভাবি অন্য কথা, কিসের মোহে এদিকে এতটা ঝুঁকেছিল ওরা?' ম্যাপের দিকে আঙুল তুলল সে। 'ওই দেখো, মডেল শিপ, এস পি আর জি এইচ টি এল ওয়াই। স্প্রাইটলিই ছিল ওদের প্রথম ফেভারিট শিপ।

'আরও একটা ছিল,' বলল রানা কথা প্রসঙ্গে। 'একটার কথা উঠলে আরেকটার কথা বাদ দেয়া যায় না—স্প্রাইটলি এবং লাইভলি।'

'হ্যাঁ,' বাপ নয়, মেয়ে সায় দিল। 'সেকালে ওদের খুঁজলেই পাওয়া যেত ড্রেক প্যাসেজ এবং...'

'বভেটের মাঝখানে,' গ্লাসে চুমুক দিয়ে রেবেকার আগেই শব্দ দুটো উচ্চারণ করল রানা।

স্যার ফ্রেডারিক মেয়ের হাতে তুলে দিল একটা গ্লাস। ডেস্ক থেকে এরপর সে তুলে নিল সুন্দর দেখতে একটা ফোলাফাঁপা আকৃতির বোতল। বোতলটা কাত করে নাড়া দিয়ে বের করল ভিতর থেকে দুটো ভঙ্গুরদর্শন ছোট ছোট শলাকা। একটা কাঠি আঙুলের চাপ দিয়ে মুড় মুড় করে গুঁড়ো করল সে, রাখল ছোট্ট একটা কফিস্পুনে। চামচসহ গুঁড়োটুকু ফেলল একটা গ্লাসে, তাতে আইস ওয়াটার ঢালল বেশ খানিকটা। ডেস্ক থেকে তুলে নিল একটা মেটাল ট্যাঙ্কার্ড, রাখল গ্লাসটার পাশে। এরপর ট্যাঙ্কার্ডে ব্র্যান্ডি ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল ম্যাচের কাঠি জ্বেলে। নীল ধোঁয়া বেরিয়ে এল ট্যাঙ্কার্ডের ভিতর থেকে হু হু করে। ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া সরিয়ে মুখের সামনে তুলল গ্লাসটা। দ্রুত চুমুক দিল আইস ওয়াটারে। তারপর তুলে নিল ট্যাঙ্কার্ডটা, পান করল গরম ব্র্যান্ডি।

হাসিটা চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না রানা। 'এদিকের সব ব্যাপারই অল্পবিস্তর জানি আমি, কিন্তু এরকম ড্রিঙ্কের কথা শুনিনি এর আগে।'

'আমি একজন বিশেষজ্ঞ খুঁজছি, যে এই ড্রিঙ্কটার নতুন নামকরণ করতে পারবে,' বলল স্যার ফ্রেডারিক হাসতে হাসতে। 'নামটার সাথে অবশ্যই অ্যান্টার্কটিকার সামঞ্জস্য থাকতে হবে। আসলে...'

'ইরিবাস এবং টেরর,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'রস সী-র দুটো আগ্নেয়চূড়া বরফের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আগুন এবং ধোঁয়া উদ্গিরণ করছে।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল স্যার ফ্রেডারিক। হাসি থামতে রানার বুকের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ইউ আর এ জিনিয়াস! গুড অ্যান্ড এ ভেরি ব্রিলিয়্যান্ট বয়। গুয়ারানা অ্যান্ড বুক্যানিয়ার ব্র্যান্ডির এর চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নাম কল্পনাও করতে পারি না। ইরিবাস অ্যান্ড টেরর ইট শ্যাল বি!'

পিরো ট্রে থেকে তার গ্লাস নিয়ে মৃদু মৃদু চুমুক দিচ্ছে। মুচকি মুচকি হাসছে সে, আর তাকাচ্ছে রানার দিকে প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে। স্যারের আচার-আচরণ, কথাবার্তায় রানা মুগ্ধ কিনা জানতে চাইছে সে বিশেষ ভাবে। গলহার্ডি আবার হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে বাইরের ঝড়-ঝাপটায়।

'আচার-আচরণে পাইরেটদের অনুকরণ করাটা ড্যাডির একটা স্বভাব,' বলল রেবেকা। 'ফ্লেমিং ব্র্যান্ডি—স্প্যানিশ মেনে বলে বুক্যানিয়ার ব্র্যান্ডি। মরগান পান করত।'

বাপকা বেটি! শূন্যস্থান পূরণ করছে সাবলীলভাবে—ভাবছে রানা। কিন্তু

সত্যিই কি বাপ-অন্ত প্রাণ রেবেকা? এই দুর্যোগে কেউ 'কপ্টার নিয়ে সাউদার্ন ওশেনের উপরে চক্কর মারে কাউকে খোঁজার জন্যে, শুধু বাবার হুকুমে? বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। অপরদিকে, সাউদার্ন ওশেন সম্পর্কে জ্ঞানের দিক থেকে বাপের চেয়ে কম যায় না কোন অংশে: ওয়েদারবাইদের সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ বই সব লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় না।

'গুয়ারানা? ওটাও কি স্প্যানিশ মেন থেকে আমদানী?' ব্যঙ্গের সুরটুকু চাপা থাকল না।

'তা ঠিক নয়, তবে স্প্যানিশ মেন-এর কাছাকাছিই ওটা তৈরি হয়,' বলল রেবেকা। 'বলিভিয়ায় এটাকে বলা হয় সাদা পানি। আমাজনের কাছে সাপের মত দেখতে এক ধরনের পরগাছা জন্মায়, সেগুলোকে শুকিয়ে গুঁড়ো করে মণ্ড তৈরি করা হয়। সেই মণ্ড থেকে হয় কাঠিগুলো।'

'যে কোন কফির চেয়ে তিনগুণ বেশি কড়া,' মেয়ে থামতে ড্যাডি খেই ধরল। 'ওয়াণ্ডারফুল স্টিমুল্যান্ট। ঝিমুনি ভাব একেবারেই আসে না। মাথাটা থাকে পরিষ্কার। অ্যালকোহলের বাজে লক্ষণগুলো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ক্রিয়াটা বড় অদ্ভুত! এভরি থিং ইজ ব্রাইটার, বেটার, বিগার।'

ব্রাইটার যোগ বেটার, যোগ বিগার: যোগফল স্যার ফ্রেডারিক—ভাবল রানা।

'ওয়াল্টার ক্যাচারদেরকে অ্যাঙ্কোরেজে নিয়ে আসতে চায়,' বলল পিরো।

ওয়াল্টার আবার কে? ভাবছে রানা। ফ্যাক্টরিশিপে যা কিছু ঘটছে সবই যেন ওকে কেন্দ্র করে। কেন? কি চায় স্যার ফ্রেডারিক? ক্যাচারদেরই বা কি ভূমিকা? হোয়েল হান্টিং গ্রাউন্ড থেকে ট্রিসটান অ-নে-ক দূরে। হঠাৎ করে যেন চোখ খুলে গেল রানার—গোটা সেট আপটাই ভুয়া নয়তো?

পোর্টহোলের কাছে কখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে গলহার্ডি, লক্ষ করেনি রানা। হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়াল, একে একে তাকাল সকলের দিকে। স্পষ্ট গলায় বলল, 'জীবনে কখনও শুনিনি ক্যাচাররা ট্রিসটানে মিলিত হয়েছে।'

'আমার ইচ্ছা ' স্যার ফ্রেডারিক দৃঢ়তার সাথে আত্মরক্ষার ভূমিকা নিল। সাউদার্ন ওশেনের যেখানে খুশি স্থান নির্বাচন করতে পারি আমি।'

'সাউথ জর্জিয়ার টাফেস্ট স্কিপাররা এতটা দূরত্ব পেরিয়ে ফ্যাক্টরিশিপ বা তার মালিকের রূপ দেখতে আসছে না। এর মধ্যে রহস্য আছে। কি সেটা?'

'পিরো,' স্যার ফ্রেডারিক গলহার্ডির কথা কানে তুলল না। 'যাও, সিগন্যাল দাও ওয়াল্টারকে। ওরা কখন পৌঁছুবে, ডেফিনিট সময়টা জানতে চাই আমি। কুইক!'

লোকটার চড়া গলা আর উত্তেজিত, দৃঢ় ভাবভঙ্গি কেবিনের পরিবেশটা ভারী করে তুলল। রানা ভাবছে, কিসের আলামত এসব? প্রচণ্ড বাতাসের দাপট চারদিকে, এই দুর্যোগে কিসের এত জরুরী ব্যস্ততা?

'প্ল্যাঙ্কটন,' রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে হুকুমের সুরে জানতে চাইল কোটিপতি সুপ্রীম শো-ম্যান। 'প্ল্যাঙ্কটন সম্পর্কে যা জানো বলো আমাকে, রানা।'

সংবিৎ ফিরে পেয়ে ভাবল রানা, এতক্ষণ লক্ষ করছিল লোকটা আমাকে। 'একটা কথা আপনার জানা নেই, স্যার ফ্রেডারিক,' বলল রানা। 'সাউদার্ন ওশেনে

মাত্র অল্প ক'দিন হলো এসেছি আমি। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি। সাউদার্ন ওশেনের পানিতে যারা বসবাস করে তারা সবাই মিষ্টি সুরে গান গায় আমাকে লক্ষ্য করে।'

মুখের পিউটার স্ক্রীন কুঁচকে উঠল স্যার ফ্রেডারিকের। অপমানটা গায়ে লেগেছে বুঝতে পেরে তৃপ্তি বোধ করল রানা। কিন্তু বহুত ঘাটের জল খাওয়া লোক, চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝার উপায় নেই কিছু। উত্তর একটা কড়াই দিত, কিন্তু বাধা দিল নরওয়েইয়ান। বোট থেকে ইন্সট্রুমেন্ট ও চার্টের অয়েলস্কিন ব্যাগটা নিয়ে এসেছে সে। ডেস্কে সেটা রেখে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত মুখ খুলল না স্যার ফ্রেডারিক।

'প্ল্যাঙ্কটনরা ভিড় করে থাকে মানুষেরই মত,' বলল সে। 'তারা যেখানেই থাকুক, নির্দিষ্ট একটা সীমার মধ্যে থাকে। যেখানেই যাক, দল বেঁধে যায়। প্ল্যাঙ্কটন তোমার কানে গান গায় মিষ্টি সুরে, দিস ইজ এ গুড নিউজ ফর মি, বানা। কিন্তু, তুমি কি জানো যে ওদের উপস্থিতি বিশেষ একটা দিক নির্দেশ করে?'

স্যার ফ্রেডারিক আলব্যাট্রস ফুটের কথা বলছে বুঝতে পেরে বিস্ময় বোধ করল রানা। গলহার্ডি কথাটা বলেনি, রয়্যাল সোসাইটির কাছ থেকেও তথ্যটা পাবার কথা নয় তার।

'দেখুন,' বলল রানা। রয়্যাল সোসাইটি আমাকে স্কলারশিপ দিয়ে পাঠিয়েছে বড়সড় একটা অপরিচিত স্রোত সম্পর্কে ইনভেস্টিগেট করার জন্যে।' আলব্যাট্রস ফুট সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করল রানা। 'কিন্তু এর কোন কমার্শিয়াল বা মিলিটারি সম্ভাবনা বা তাৎপর্য নেই।'

রিঙের মধ্যে কর্নার থেকে একজন বক্সার এগিয়ে আসার সময় তাকে যেরকম সতর্ক দেখায় ঠিক সেই রকম সতর্ক বলে মনে হলো রানার স্যার ফ্রেডারিককে। 'আলব্যাট্রস ফুট! হোয়াট এ নেম! পেয়েছ নাকি, রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল গলহার্ডি। 'কারেন্টটা আবিষ্কার করেছে মাসুদ রানা।'

'আবিষ্কৃত হতে যাচ্ছিল বলা উচিত,' বলল রানা। 'যে সব প্রমাণ পেতে চাই তা পাচ্ছিলাম, এমন সময় ঝড়টা এল। তবু, আমার ধারণা, প্রথম শাখাটা আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি।'

'প্রথম শাখা?' স্যার ফ্রেডারিক প্রতিধ্বনি তুলল। 'কি বলতে চাও তুমি?'

মেজর জেনারেল রাহাত খানের নিজস্ব থিওরি, আলব্যাট্রস ফুটের দুটো স্রোত বভেটের কাছে মিলিত হয়, ব্যাখ্যা করল রানা। আলোচনায় যোগ দিল না রেবেকা। ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনে কি যেন খুঁজছে সে।

বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে সশব্দে ঘুসি মারল স্যার ফ্রেডারিক। 'প্ল্যাঙ্কটন! কারেন্ট! দুটো একসাথে করলে—মাই গড! কি অদ্ভুত যোগফল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে!'

পোর্টহোলের কাছে ফিরে গেল গলহার্ডি। এ ধরনের প্যাঁচাল কথাবার্তা তার বোধবুদ্ধির বাইরে। রানা নিজেও স্যার ফ্রেডারিকের কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি।

'ইট হ্যাজ নো সিগনিফিক্যান্স···,' শুরু করল রানা, কিন্তু ওকে বাধা দিল

স্যার ফ্রেডারিক।

'দ্বিতীয় প্রশ্নটা আবিষ্কার করতে চাও, রানা?' স্যার ফ্রেডারিকের দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে, এমনই উত্তেজিত সে। 'আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় ধারার কথা বলছি আমি। চাও আবিষ্কার করতে? তুমি চাইলেই পারো। ফ্রী রাইড ইন দিস শিপ। তোমাকে আমি বভেটে নিয়ে যাব।' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে বলে চলল সে। 'ক্রিল। মাই গড! ক্রিল!'

'ক্রিল?' স্যার ফ্রেডারিকের চিৎকারের মাঝখানে অস্ফুট শোনাল রানার বিস্মিত কণ্ঠস্বর 'তিমির খাদ্য ওটা।'

'প্রধান প্রধান খাদ্য।' স্যার ফ্রেডারিক বলল, 'তুমি বলেছ: একটা কারেন্ট আসে, তার সাথে আসে প্ল্যাঙ্কটন। সংখ্যায় তারা কত? লক্ষ কোটি কোটি, তারপর আরও লক্ষ কোটি কোটি। ছোট শ্রিম্পের মত দেখতে সেল-ফিশ, আমরা যাকে ক্রিল বলি তার খাবার এই প্ল্যাঙ্কটন। ফুড ফর এভরি লিভিং থিং ইন সাউদার্ন ওশেন।'

'তাতে কি? তিমির পেট কাটার সময় দেখেছি আমি,' বলল রানা। 'চা-গাছের পাতার মত অসংখ্য ক্রিল বেরিয়ে আসে। কিন্তু এর সাথে আলব্যাট্রস ফুটের বিশেষ সম্পর্কটা কি?'

'প্ল্যাঙ্কটনের ওপর নির্ভর করেই কি বেঁচে থাকে না ক্রিল?' স্যার ফ্রেডারিক উত্তেজিত হয়ে উঠল ফের। 'প্রাণীমাত্রই বাচ্চাকাচ্চা দেয়। বাচ্চাদের খাবার লাগেই। লাইফগিভিং কারেন্টটা মিলিত হয় বভেটের কাছে...।'

চোখের সামনে জন ওয়েদারবাই এসে দাঁড়ালেন। এক হাতে বাঁ দিকের বুক চেপে ধরেছেন, আরেক হাতে সোনালী হাতলওয়ালা ওয়াকিং স্টিক। ছয় ফুটের উপর লম্বা লোকটাকে শেষ বয়স পাঁচ ফুটেরও নিচে টেনে নামিয়ে এনেছে। ধবধবে সাদা চুল মাথায়, এমনভাবে পিছন দিকে ঢেউ খেলানো যে মনে হয় তীব্র বাতাসে উড়ছে। বভেটের ইতিহাস শোনাচ্ছেন তিনি রানাকে। 'ওয়েদারবাইদের যাবতীয় গল্প এবং জল্পনা-কল্পনা এই বভেটকে কেন্দ্র করেই, রানা। একজন ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই, পরে আর বভেটকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। উন্মত্ত সাগরের কোথায় সে লুকিয়ে আছে, একশো বছর ধরে খোঁজাখুঁজির পরও কেউ তা জানতে পারেনি। এরপর সন্ধান মেলে বভেটের। আমেরিকান সিলিং ক্যাপ্টেন বেঞ্জামিন মোরেল রি-ডিসকভার করে বভেট, বভেটের বিপদসঙ্কুল তীরে নোঙর ফেলতেও সমর্থ হয় সে। এরপর জানা মতে আরও পাঁচবার দেখা পাওয়া যায় বভেটের। আঠারোশো পঁচিশ সালে আমাদের একজন ওয়েদারবাই, বিগ জন ওয়েদারবাই, ক্যাপ্টেন নোরিশকে পাঠায় বভেটের পজিশন জানার জন্যে। নোরিশ বভেটের কাছে কি আবিষ্কার করেছিল তা আজও সাগরের রহস্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে আছে। শুনেছি ঝড়ের রাতে ওল্ড জন ওয়েদারবাই টেমসের তীরে দাঁড়িয়ে পাগলের মত ক্যাপ্টেন নোরিশকে সমুদ্রের তলা থেকে উঠে আসতে আহ্বান জানাতেন, অনুরোধ করতেন বভেটের কাছে কি সে দেখেছে তা পৃথিবীর মানুষকে জানাবার জন্যে।'

'ভূত দেখছ নাকি?'

রেবেকার কথায় সংবিৎ ফিরে পেল রানা। অপ্রতিভ দেখাল ওকে। 'হ্যাঁ, বলল ও। 'মানুষ মরে ভূত হয়, আইল্যান্ড হারিয়ে গিয়ে ভূত হয়।' স্যার ফ্রেডারিক চুরুট ধরাচ্ছে, কিন্তু চেয়ে আছে ওর দিকে। 'ক্রিল এবং হোয়েল সম্পর্কে যা বললেন, বুঝিনি আমি। বভেট সম্পর্কে আপনার অফার সত্যিই লোভনীয়। ওদিকে যাবার সুযোগ পাওয়া ভাগ্য ছাড়া আর কি! কিন্তু স্যার ফ্রেডারিক, একটা ব্যাপার এখুনি পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। ছোট্ট একটা প্রশ্ন—আমাকে খুঁজতে আপনি ট্রিসটানে এসেছেন কেন? আমি জানি একমাত্র আমাকে খুঁজে বের করতেই এসেছেন আপনি। সময় আপনার কাছে নগদ টাকা। কি চান আপনি আমার কাছ থেকে?'

'আমাকে তুমি মডান বিজনেস পাইরেটদের একজন বলে মনে করতে পারো, স্যার ফ্রেডারিক বলল, সোনা দিয়ে বাঁধানো দুটো দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার। 'তাছাড়া, হোক উদ্ভট, মহৎ উচ্চাভিলাষ আমার মধ্যেও আছে।'

উত্তরটা এড়িয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল রানা। 'আমি পরিষ্কার উত্তর চেয়েছি আপনার কাছ থেকে, স্যার ফ্রেডারিক,' কঠিন হয়ে গেল গলার স্বরটা।

'বলছি, শোনো তাহলে,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'অ্যাডমিরাল। এবং রয়্যাল সোসাইটির বক্তব্য কোট করছি আমি: লার্স খ্রীস্টেনসেনের পর অ্যান্টার্কটিকার সবচেয়ে বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ সেইলর বলতে আমরা জন ওয়েদারবাইকে বুঝি। স্যার ফ্রেডারিক চুরুটের ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল মুখের সামনে থেকে। 'ক্যাপ্টেন জন ওয়েদারবাইয়ের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। অ্যান্টার্কটিকা সম্পর্কে এই দু'জনের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, ধ্যানধারণা মহামূল্যবান বলে মনে করি আমি। এইসবের সবটুকু তারা দান করেছেন তোমাকে। তোমার কাছ থেকে সেগুলো পেতে চাই আমি, রানা। এই কারেন্ট সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের ভাগীদার হতে চাই আমি। আমি চাই তোমার অসম সাহসকে, তোমার আবিষ্কারের স্পৃহাকে, অ্যাডভেঞ্চার ও বিজয়কে কাজে লাগাতে।'

'বাজে কথা,' বিরক্তির সাথে বক্তব্যটা প্রত্যাখ্যান করল রানা। 'অভিজ্ঞতা, জ্ঞান—সাউথ জর্জিয়ার যে কোন হোয়েলারের কাছ থেকে কেনা যায় এসব। তাদেরকে আপনি ডেকেও পাঠিয়েছেন।'

'দরজাটা বন্ধ করো, রেবেকা,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'তালায় চাবি লাগাও। উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া করে বসেছে। ফিসফিস করে অতি গোপনীয় বিষয় আলাপের ভঙ্গিতে বলল আবার, 'কি জানো তুমি, রানা? ব্লু-হোয়েল সম্পর্কে কি জানো তুমি? কতটুকু জানো?'

'সবচেয়ে লাভজনক শিকার,' বিরক্তি চেপে রেখে বলল রানা। 'এক একটার ওজন প্রায় দেড়শো টন, একশো ফিটের চেয়ে কিছু বেশি লম্বা।'

দ্রুত কথা বলা কষ্টকর হলেও সব কথাই স্যার ফ্রেডারিক দ্রুততার সাথে বলতে চায়। শব্দগুলো বেরোয় সাথে খুব বেশি বাতাস নিয়ে। ভোঁতা শোনায় কানে। 'শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে শিকার করা হয়েছে ব্লু-হোয়েল। আজও হচ্ছে। কিন্তু নীল তিমি বাচ্চা প্রসব করে কোথায়? কেউ কি জানে? লার্স খ্রীস্টেনসেনের অধীনে পঞ্চাশ বছর ধরে নরওয়েইয়ানরা খুঁজেছে ব্রিডিং গ্রাউন্ডটা।

তারা পায়নি। কেউ পায়নি। কোথায়, রানা? জানো তুমি, নীল তিমি কোথায় বাচ্চা প্রসব করে? কেউ কি জানে?'

'এর সাথে আমার সম্পর্ক কোথায়?' জানতে চাইল রানা। 'আমি ওদের জন্মদাতা নই, ওদের সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহও নেই। নীল হোক বা সবুজ।'

রানার কথা গায়েই মাখল না স্যার ফ্রেডারিক। নিজের কথা শেষ করে বুঁদ হয়ে ছিল সে নিজের ব্যাকুলতার মধ্যে। 'সুপ্রাচীন হোয়েলিং বিজনেসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল হার্পুন গান। আর একটা অ্যাবাউট টার্ন ধরনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে ব্লু-হোয়েলের ব্রিডিং গ্রাউন্ডের আবিষ্কার। মোড়টা আমি,' নিজের বুকে আঙুল রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্যার ফ্রেডারিক, 'আমি, স্যার ফ্রেডারিক সাউল, ঘোরাব। রানা, তুমি জানো না! নিজের অজান্তে খানিক আগে তুমিই আমাকে বলে দিয়েছ ব্লু-হোয়েলের ব্রিডিং গ্রাউন্ড কোথায়।'

বেতস পাতার মত কাঁপছে লোকটা। চেয়ে রইল রানা তার দিকে ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড। 'আমি? হোয়েলের কথা তুলিইনি আমি। আর ব্রিডিং গ্রাউন্ডের কথা জানি নাকি যে···।'

'বভেটের দক্ষিণে, আলব্যাট্রস ফুটের দুটো প্রঙ যেখানে মিলিত হয়—সেই জায়গাটাই ব্লু-হোয়েলের ব্রিডিং গ্রাউন্ড। রানা, না চাইতেই কয়েক কোটি পাউন্ড তুমি আমার পকেটে ভরে দিয়েছ!'

'এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না আমি···,' ঠিক বিরক্ত নয়, অসহায় দেখাচ্ছে রানাকে।

'আলব্যাট্রস ফুট!' চেঁচিয়ে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। 'দেখতে পাচ্ছ না? প্ল্যাঙ্কটন মানেই ক্রিল, আর ক্রিল মানেই ফুড, ফুড ফর হোয়েলস। মাইলের পর মাইল শুধু ক্রিল, ক্রিল আর ক্রিল। বাচ্চা তিমির খাবার, নীল তিমির খাবার!'

'মাথাটা আপনার খারাপ হয়ে গেছে, স্যার ফ্রেডারিক,' বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটাকে ওভার-সিম্পলিফাই করছেন আপনি। ইন্টারন্যাশনাল হোয়েলিং এসোসিয়েশন প্রত্যেক মউশুমের জন্যে আঠারো হাজার নীল তিমি শিকার করার নির্দিষ্ট কোটা বেঁধে দিয়েছে। কথাটা ভুলে যাবেন না। ব্রিডিং গ্রাউন্ড কোথায় তা জানা থাকলেও অপ্রাপ্ত বয়স্ক তিমি হত্যা করার অধিকার আপনার নেই।'

ক্ষ্যাপা ঝড়ের বেগে ম্যাপের দিকে এগোচ্ছিল স্যার ফ্রেডারিক, মাঝপথে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। চরকির মত ঘুরে আবার গিয়ে দাঁড়াল ডেস্কের কাছে। টান মেরে এক ঝটকায় খুলল একটা ড্রয়ার। ভিতর থেকে একগাদা কাগজ বের করে আছাড় মেরে ফেলল ডেস্কের উপর। এর মধ্যে কোথাও একটা কপি আছে লজ অভ ওলেরনের!' হাতড়াতে শুরু করল সে কাগজগুলো।

'লজ অভ ওলেরন? শুনিনি এর আগে।'

'তুমি কি শুনেছ না শুনেছ তাতে আমার কিছু আসে যায় না, ছোকরা।' চেঁচিয়ে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। 'উদ্ধৃতি দিচ্ছি, শোনো। "থ্রু দি ইন্সপিরেশন অভ দিজ এন্‌শেন্ট লজ অ্যান্ড দি কমন ব্রাদারহুড অভ ম্যারেইনারস থ্রু-আউট দি ওয়ার্ল্ড, মেন আর এবল্ সেফলি টু পাস অন দেয়ার লফুল অকেশনস!' আটশো বছর আগে বলা হয়েছে এই কথা। এদিকে সাগরের তুলনায় কত শত গুণ বেশি মরছে মানুষ,

অন্যত্র অন্যভাবে! ভ্রাতৃত্ববোধ—যত্তোসব!'

'আপনার হেঁয়ালি বন্ধ করুন,' বলল রানা। 'কোন্ প্রসঙ্গে কথা বলছেন বুঝছি না।'

মৃদু শব্দ করে হেসে উঠল রেবেকা। 'ড্যাডির হাতে ওটা নিউ অ্যান্টার্কটিকা ট্রিটির একটা কপি, রানা। ড্যাডি তোমাকে বলতে চাইছে, ওটা তার পছন্দ নয়।'

'আন-এক্সপ্লোরড কন্টিনেন্ট মাত্র একটাই অবশিষ্ট আছে,' স্যার ফ্রেডারিক বলল। 'অ্যান্টার্কটিকা। ব্যক্তি বিশেষদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে এটা। এর আয়তন ইউনাইটেড স্টেটস এবং ইউরোপের যুক্ত আয়তনের সমান। রহস্য উন্মোচন করা মানুষের একটা নেশা। সেই নেশা চরিতার্থ করার জন্যে অবশিষ্ট আছে এটাই একমাত্র কন্টিনেন্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটছে কি? কি ঘটছে?' কাগজের স্তূপটা ধরে তুলল স্যার ফ্রেডারিক, আছাড় মেরে ফেলল ডেস্কের উপর সশব্দে। 'হাজার হাজার বাধা-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে রহস্য উন্মোচনের কোন চেষ্টা করতে না পারে। দশ হাজার মাইল দূরে সরকারী কমিটির সদস্যরা মীটিঙে বসে নির্ধারণ করছে এর ভবিষ্যৎ।'

'যতটা খারাপ প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন ততটা…,' কথাটা শেষ করতে পারল না রানা।

'শোনো!' বলল স্যার ফ্রেডারিক হুঙ্কার ছেড়ে। 'মাত্র চারশো লোকের বাস অ্যান্টার্কটিকায়—তারা সবাই সরকারী প্রতিনিধি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এদের কারও শরীরে একফোঁটা লাল রক্ত নেই। প্রি-হিটেড প্রি-ফেব্রিকেটেড, প্রি-লাইনড কটেজের মধ্যে যৌন পত্রিকা ঘেঁটে আরামসে সময় কাটাচ্ছে সবাই…।'

প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনার জন্যে রানা বলল, 'এসবের সাথে নীল তিমির ব্রিডিং গ্রাউন্ডের সম্পর্ক কি?'

কানেই তুলল না স্যার ফ্রেডারিক রানার প্রশ্ন। মুঠো করা হাত নাড়ছে সে, ডেস্কে ঘুসি মারছে যখন তখন। আঙুলের শক্ত চাপে পড়ে চুরুটটার মরণদশা। নিভে গেছে অনেক আগেই। ভেঙে যাবার উপক্রম এখন মাঝখান থেকে। 'এবং এরাই যত ষড়যন্ত্রের হোতা। এদেরই প্ররোচনায় বারোটা দেশের সরকার একত্রিত হয়ে একটা চুক্তিতে সই করেছে, যার নাম অ্যান্টার্কটিকা ট্রিটি—যে চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য এই এলাকায় নির্দিষ্ট সায়েন্টিফিক ছাড়া আর সব ধরনের অ্যাকটিভিটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। বাগাড়ম্বরের নমুনা পাবে তুমি এর ছত্রে ছত্রে…বলা হয়েছে, চুক্তিভুক্ত দেশগুলো সাউথ পোলে একটা ট্যুরিস্ট ট্রেডের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখবে—ইত্যাদি হেনতেন যত সব রঙ মাখানো ফালতু প্রলাপ।' এক ঢোকে ট্যাঙ্কার্ডটা খালি করে সশব্দে ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখল সেটা। 'মানুষের সহজাত কৌতূহল বোধকে গলা টিপে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এই চুক্তি, রানা। ওই চারশো লোক ওরা সবাই হয় কোন কমিটি, নয় কোন ওয়েদার অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধি। তুমি জানো, কিভাবে সময়ের অপব্যয় করে ওরা?' কাগজের স্তূপ নাড়তে নাড়তে একটা বান্ডিল তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে। যা খুঁজছিল তা পেয়ে তাকাল রানার দিকে। 'শোনো পড়ছি—ডাইরেকশনাল সেন্সিটিভিটি অভ নিউট্রন মনিটরস…শর্ট টার্ম ডিক্রিজেজ ইন কসমিক রে ইস্ট-ওয়েস্ট অ্যাসিমেট্রি

অ্যাট হাই সাউদার্ন ল্যাটিচ্যুড…গ্রশিয়ো জিয়োমরফোলজিক্যাল ফিচারস…' স্যার ফ্রেডারিক গায়ের জোরে আছাড় মেরে ফেলল বান্ডিলটা কার্পেটের উপর।

সেটা তুলল রানা। দেখল অ্যান্টার্কটিকা সম্পর্কে বুয়েনস এয়ারসে অনুষ্ঠিত একটা সায়েন্টিফিক মীটিঙের রিপোর্ট কপির বান্ডিল ওটা।

স্থির হতে পারছে না স্যার ফ্রেডারিক। তিমির হাড়ের তৈরি একটা লম্বা রুলার তুলে নিয়ে ম্যাপের দিকে ছুটল সে। পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। হঠাৎ ওর দিকে চেয়ে হাসল স্যার ফ্রেডারিক। উত্তরে না হেসে পারল না রানাও।

'একটা কন্টিনেন্টকে ভালবাসার মধ্যে কি যে জ্বালা সে তুমি বুঝবে না, রানা,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'যে-কোন জিনিসকেই ভালবাসি না কেন, আমি তার প্রতি পুরোপুরি নিবেদিত হতে পারি। তোমাকে যদি ভালবাসি, তোমার প্রতিটি অণুর সাথে পরিচিত হতেই হবে আমাকে। এই-ই আমার ভালবাসার নিয়ম। উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারী ইউ.এস. নেভীর কিছু অর্বাচীন ছোকরা একটা ফর্মুলা বের করেছে, যার সাহায্যে তারা ল্যাবরেটরিতে বসে গ্রীষ্মকালে নর্থ আটলান্টিকের আইসবার্গের সংখ্যা গুনতে পারে। কিন্তু নর্থ আটলান্টিক আর অ্যান্টার্কটিকা এক কথা নয়, অ্যান্টার্কটিকায় কোন ফর্মুলা টিকবে না।'

ম্যাপের দিকে চোখ রেখে বভেটকে খুঁজে নিল রানা। দ্বীপটার কাছাকাছি দুটো মডেল শিপকে দেখা যাচ্ছে। আকার আকৃতি দেখেই চিনতে পারল রানা, অক্ষর দেখে নাম জানতে হলো না। লাইভলি এবং স্প্রাইটলি।

'নিজেই পড়ে দেখতে পারো তুমি,' তিক্ত কণ্ঠে বলে চলেছে স্যার ফ্রেডারিক। 'চুক্তিটায় নরওয়ে কী লজ্জাস্কর একটা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে—যথেচ্ছাচারের এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও তুমি পাবে না। বভেটের চারদিকে দু'শো মাইলের মধ্যে ওরা কাউকে তিমি শিকার করতে দিতে রাজি নয়,' জ্যামিতি বক্সের একটা ডিভাইডার ছোঁ মেরে তুলে নিল সে পাশের র‍্যাক থেকে, বভেটের গায়ে একটা পয়েন্ট রেখে অপরটার সাহায্যে দ্রুত রচনা করল একটা বৃত্ত। 'দেখছ? বভেটের বিপরীত দিকের আইস মেনল্যান্ডও নরওয়ের। দ্বীপটা থেকে দূরত্ব হলো চারশো পঞ্চাশ মাইল। দু'শো মাইল টেরিটোরিয়াল লিমিট ঘোষণা করায় কি দাঁড়াচ্ছে? বভেট থেকে আইস মেনল্যান্ডের দিকে দু'শো মাইল, আইস মেনল্যান্ড থেকে বভেটের দিকে দু'শো মাইল! তার মানে? মানে মধ্যবর্তী মাত্র পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে আইনসঙ্গত ভাবে তিমি শিকার করা যেতে পারে। সংক্ষেপে, অ্যান্টার্কটিকা এবং সাউথ আফ্রিকার মধ্যবর্তী গোটা সমুদ্রটার চারভাগের একভাগ একা নরওয়েই দখল করে রেখেছে গায়ের জোরে, নিজেরা তিমি শিকার করবে বলে। কেন? এর অন্তর্নিহিত কারণটা কি?' স্যার ফ্রেডারিক দাঁত বের করে হাসতে শুরু করল। 'রানা, কারণটা এখন আমি জানি। লার্স খ্রীস্টেনসেনও অনুমান করেছিল তার সময়ে। কারণটা আর কিছুই নয়, এই নির্দিষ্ট সীমানার কোথাও না কোথাও ব্লু-হোয়েলের ব্রিডিং গ্রাউন্ড আছে, থাকতেই হবে!'

'দু'শো মাইল টেরিটোরিয়াল লিমিট বেশি হয়ে গেছে বলে মনে করছেন আপনি। কেন? সাধারণ লিমিট…?'

'নির্দিষ্ট কোন লিমিট নেই,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'তবে নরওয়ের মত এমন

নির্লজ্জ আর কেউ হয়নি। কোন যুক্তির ধার সে ধারে না। সাধারণ মাছ শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আইসল্যান্ড মাত্র বারো মাইল জল-সীমা ঘোষণা করায় রীতিমত যুদ্ধ বেধে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তবে, মুক্ত এবং নিরপেক্ষ মনের অধিকারীদের মত আমিও ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করি যে বারো মাইল জল-সীমা ঘোষণা করার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই···।'

দ্রুত ভাবছে রানা। স্যার ফ্রেডারিক নিজের বক্তব্য মুন্সিয়ানার সাথে পেশ করেছে। হোয়েলার-ম্যানদের চিরকালের স্বপ্ন নীল তিমির সূতিকাগারে যাবেই সে, কেউ তাকে বাধা দিয়ে রুখতে পারবে বলে মনে হয় না। ওর থিওরি জানার পর সে ধরেই নিয়েছে বভেটের কাছাকাছি কোথাও ব্রিডিং গ্রাউন্ডটা না থেকেই পারে না। অপর দিকে, আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় শাখা আবিষ্কার করতে চায় ও।

মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আলব্যাট্রস ফুট যদি বভেটের বারো মাইলের ভিতরে কোথাও হয়, আপনার অভিযানের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। বারো মাইলের বাইরে হলে আমরা একটা টীম হিসেবে কাজ করতে পারি। ফেরার এনাফ?'

রানার হাত টেনে নিয়ে করমর্দন করল ব্যগ্রভাবে স্যার ফ্রেডারিক। 'ধন্যবাদ, মাসুদ রানা। তোমার বিচক্ষণতার প্রশংসা করি আমি। ফেয়ার এনাফ ফর মি!'

গলহার্ডির দিকে ঘাড় ফেরাল রেবেকা। 'যাচ্ছ তুমি, সেইলর?'

রেবেকার দিকে নয়, গলহার্ডি তাকাল রানার দিকে। 'রানার সাথে আছি।'

চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে আলো বিকিরণ করল রেবেকার। বলল, 'চমৎকার। আনুগত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ একেই বলে।

ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল রেবেকা। নক করছে কেউ। এগিয়ে গিয়ে তালা খুলে দিল সে। ভিতরে ঢুকল পিরো।

'রিপোর্ট করো!' পিরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই স্যার ফ্রেডারিক চেঁচিয়ে উঠল।

'ওয়াল্টার সিগন্যাল দিয়ে এইমাত্র বলল, অ্যাঙ্কোরেজে ঢোকার মুখে পয়েন্টের কাছে পৌঁছে গেছে সে,' বলল পিরো। 'অরোরাকে নিয়ে যে কোন মুহূর্তে ফ্যাক্টরিশিপের পাশে এসে ভিড়বে।'

ছয়

প্রকাণ্ড একটা কালো বাদুড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। অয়েলস্কিনের জ্যাকেট থেকে পানি ঝাড়ছে একবার বাঁ কাঁধ, একবার ডান কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে। দামী কার্পেটটা ভিজছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। 'অ্যাঙ্কোরেজের বাইরে ভীষণ অবস্থা,' স্যার ফ্রেডারিকের দিকে মুখ তুলল সে। 'আজ রাতের ঢেউ চল্লিশ ফুটের কম নয় একটাও।'

'তোমার জন্যে নতুন কিছু নয়,' রানার দিকে ফিরল স্যার ফ্রেডারিক। 'তোমার জন্যেও নয়, কি বলো, রানা? এসো পরিচয় করিয়ে দিই।' বুড়ো আঙুল

বাঁকা করে ওয়াল্টারের প্রশস্ত বুকের ছাতির দিকে নির্দেশ করল সে। ইনি ক্যাপ্টেন ওয়াল্টার, সাউদার্ন ওশেনের সবচেয়ে নিপুণ হার্পুনার। ওয়াল্টার, এ আমাদের বন্ধু, মাসুদ রানা, এক্সপ্লোরার-সায়েন্টিস্ট।'

প্রথম দর্শনেই লোকটাকে পছন্দ হলো না রানার। চেহারাটা দুর্ধর্ষ। এই দুর্যোগের রাতে এই চেহারার লোকেরা খেপে ওঠে ঝুঁকি নেবার জন্যে, কেন যেন মনে হলো কথাটা। মস্ত হাতের মুঠোয় ওর হাতটা নিয়ে খুব জোরে চাপ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু রানার হাতটা পাল্টা শক্তি প্রয়োগ করতে যাচ্ছে টের পেয়ে নরম করে ফেলল সে, ছেড়ে দিল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি সারা মুখে। চোখ দুটো লালচে, ধিকি ধিকি জ্বলছে।

'একেই তাহলে খুঁজছিলেন, কেমন?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল ওয়াল্টার।

গা জ্বালা করে উঠল রানার। প্রশ্নটার মধ্যে তাচ্ছিল্যের সুর স্পষ্ট।

'আর সবাই কোথায়?' তাড়াহুড়ো করে জানতে চাইল স্যার ফ্রেডারিক। রানার দিকে আড়চোখে একবার তাকাল সে।

'সেই সাউথ জর্জিয়া থেকে সবগুলোকে অরোরার পাশে নিয়ে এতদূর এসেছি,' বলল ওয়াল্টার। 'W/T রেঞ্জের বাইরে যেতে দিইনি একটাকেও। এই ক্যাচার স্কিপারদের স্বভাব কেমন জানেনই তো, একটা তিমি দেখলে হয় শুধু, ধাওয়া করে এক তীর থেকে আরেক তীরে পৌঁছে যেতেও আপত্তি নেই কারও। আর আধঘণ্টা, সবাই পৌঁছে যাবে এর মধ্যে।'

'গুড,' বলল স্যার ফ্রেডারিক সন্তুষ্টচিত্তে। 'ওরা এলে ওদেরকে আমি ব্রিফ করতে চাই।'

'পিরো কোথায়?' জানতে চাইল ওয়াল্টার আবার ভুরু নাচিয়ে।

প্রশ্নটার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল, সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। প্রশ্নোত্তরগুলো সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও ওর কেন যেন মনে হলো, ওয়াল্টার গোপন একটা ব্যাপারে ইঙ্গিত দিতে চাইছে। তার মুচকি হাসিটা রানার সন্দেহ বাড়াল আরও।

'কোথায়,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'সে তার জায়গায়, রেডিওরুমে আছে।'

'একটা রেডিও সেটকে বিয়ে করা উচিত ওই লোকের,' রানার দিকে চেয়ে থেকে সহাস্যে বলল ওয়াল্টার। 'আর কিছু চেনে না রেডিও ছাড়া।' রানার উপর থেকে চোখ সরাল গলহার্ডির দিকে। 'ও?'

'গলহার্ডি,' বলল রানা। 'ট্রিসটান আইল্যান্ডার।'

'সব্বোনাশ!' রসিকতার সুরে দু'হাত আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে সামনে তুলে নাড়তে নাড়তে বলল ওয়াল্টার। 'রক্ষে করো। ট্রিসটান—কালো মেয়েমানুষের হারেম আর ভাঙা জাহাজের গোডাউন।'

এতটুকু শব্দ না করে সোজা এগিয়ে আসতে শুরু করল গলহার্ডি ওয়াল্টারের দিকে। এগিয়ে আসার ভঙ্গিটা অদ্ভুত লাগল রানার। বাঁ হাতটা পাশে ঝুলছে যথারীতি। ডান হাতটা দিয়ে বাঁ হাতের কনুইয়ের উপরটা খামচে ধরেছে সে। রাগের কোন চিহ্নই নেই মুখের চেহারায়। শুধু ডান হাতের কড়ে আঙুলটা ইস্পাতের মত শক্ত আর খাড়া হয়ে রয়েছে দেখতে পেল রানা। গলহার্ডির গায়ের

জোর সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে ওর, যা ঘটতে যাচ্ছে তা উপভোগ্য হবে বলে উৎসাহ বোধ করল ও।

স্যার ফ্রেডারিক মাথা গলাল দু'জনের মাঝখানে। 'ওয়াল্টার ঠিক অপমান করার জন্যে কথাটা বলেনি।'

'সানঅভেবিচ,' বলল গলহার্ডি। দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। স্যার ফ্রেডারিকের মাথার উপর দিয়ে উঁকি মেরে খোঁজার ভঙ্গিতে দেখছে সে ওয়াল্টারকে।

'কাম, বয়েজ,' স্যার ফ্রেডারিক দরদ ঢেলে বলল। 'তোমাদের দু'জনেরই ড্রিঙ্ক দরকার।'

'একবার বলেছি, আমি ওসব খাই না,' চোখ পাকিয়ে বলল গলহার্ডি। মনে মনে প্রশংসা করল রানা আইল্যান্ডারের। নত হতে জানে না লোকটা।

'আমার জন্যে একটা কেপ হর্নার,' দাঁত বের করে হাসছে ওয়াল্টার। 'এ ফুল কেপ হর্নার।'

রেবেকা একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে পা দোলাচ্ছে। স্যার ফ্রেডারিক মেয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েও বলল না। কাঁধ ঝাঁকাল সে কি মনে করে। ড্রিঙ্ক কেবিনেটের কাছে নিজেই গেল। ফিরে এল গ্লাস ভর্তি কেপ হর্নার নিয়ে। কেবিনে ঢুকল আরও দু'জন স্কিপার।

'মনোকোন বুল, ক্যাচার ক্রোজেট,' বেঁটে, প্রায় গোল একটা ইস্পাতের মূর্তি।

'ক্লারিয়াস হ্যানসেন, ক্যাচার ফারগুসন,' উঁচু চিবুক, মাঝারি আকারের কাঠামো, অন্য কোথাও থেকে নিয়ে এসে বুকটা যেন পাঁজরের উপর আলাদাভাবে বসিয়ে দেয়া হয়েছে, গলার নিচেটা ঢিবির মত উঁচু।

সংক্ষেপে কথা বলতেই অভ্যস্ত এরা। এদের কাছে জাহাজ এবং স্কিপারই বিবেচ্য আর সব তাৎপর্যহীন। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দু'জনই দেখছে প্রাচুর্যে ভরপুর কেবিনটাকে। ক্যাচার স্কিপারদের নিজস্ব কেবিন ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। কেবিন নয়, মেটাল বক্স একটা। দেয়াল ঘেঁষে কঠিন একটা বাঙ্ক, চুইয়ে চুইয়ে পানি ঢুকছে চারদিক থেকে। স্যাতসেঁতে। ব্রিজ বরং এর চেয়ে ভাল আশ্রয়।

নিজের পছন্দসই পানীয়ের নাম বলছিল এরা, আরও একজন ঢুকল কেবিনে।

'লার্স ব্রুনভাল, ক্যাচার চিমে,' নিজের পরিচয় দিল পাকানো দড়ির মত একহারা চেহারার লম্বা স্কিপার।

'ওয়াল্টারের মুখে তোমার জাহাজের নাম শুনে হেসে ফেলেছিলাম আমি,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'চিমে—হিমশৈল! চারদিকে এত বরফ, তবু কেন জাহাজের নাম রেখেছ বরফের পাহাড়? অবশ্য, এই নামকরণ থেকে বোঝা যায়, অ্যান্টার্কটিকাকে ভালবাস তুমি। আমিও তোমার দলে।' স্কিপার হাসল সহজভাবে, ঘরোয়া লাগছে তার কাছে পরিবেশটা। কথা দিয়ে প্রথমেই স্কিপারদের অস্বস্তিবোধ দূর করে দিচ্ছে স্যার ফ্রেডারিক। চতুর, ভাবল রানা, কৌশলটা জানে। 'কিন্তু আর কে যেন একজন অনুপস্থিত?'

'মিকেলসন,' বলল ওয়াল্টার। 'কোথায় সে, ব্রুনভাল?'

'আসার সময় দেখলাম বাঁধাবাঁধির কাজ সারছে,' ব্রুনভাল বলল।

নক না করেই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল মিকেলসন। বাইরের ভয়ঙ্কর ঝড়টা তার গায়ে যেন আঁচড় কাটতেও পারেনি। পরিপাটি মাথার চুল। ট্রাউজারে বা জ্যাকেটে এতটুকু তেল পানির চিহ্ন নেই। উঁচু কাঁধ দুটোর মাঝখানে চৌকোনা বড় মাথাটা স্থির রেখে সবাইকে দেখল সে দরজার কাছ থেকে। 'আমি ফকল্যান্ডের মিকেলসন ' বলল। 'আপনি স্যার ফ্রেডারিক?'

তিন সেকেন্ড ধরে দেখল মিকেলসনকে স্যার ফ্রেডারিক। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সে পুরোপুরি চিনে নিল যেন লোকটাকে। তর্জনী নেড়ে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করল সে। নিঃশব্দে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল রেবেকা।

মিকেলসন ছাড়া বাকি স্কিপাররা বসে আছে নরম সোফায়। মিকেলসন দরজার কাছ থেকে নড়েনি। সোফায় বসে অস্বস্তিবোধ করছে তিনজন। সাগরের সাথে এদের হৃদ্যতার সম্পর্ক ঘরোয়া বা আনুষ্ঠানিক সভায় এরা বেমানান। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির সাথে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে এদের চেহারার মধ্যে অদ্ভুত একটা কর্কশ ভাব ফুটে উঠেছে। কিছুটা বিরক্ত, ইতস্তত বোধ করছে ওরা।

মিকেলসনের ব্যাপারটা আলাদা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, অসম সাহসের সাথে এই লোকের মধ্যে রয়েছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রখরতা। এ লোক হুজুগে মাতবে না। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা না করে এক পা-ও এগোয় না এ লোক।

ফ্লেমিং ব্র্যান্ডি মিক্সচার করার কৌশলটা প্রদর্শন করল আবার স্যার ফ্রেডারিক। তাড়াহুড়ো নেই কাজে। পরিবেশটাকে ইচ্ছা করেই যেন থিতিয়ে পড়ার সুযোগ দিচ্ছে সে। নীল ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার হাতের ট্যাঙ্কার্ড থেকে। সেটা মুখের সামনে তুলল। মুচকি একটু হাসল সে সোফায় বসা তিনজন স্কিপারের দিকে চেয়ে। তারপর তাকাল মিকেলসনের দিকে। একটা চোখ টিপে রসিকতা করল নিঃশব্দে। মিকেলসনকে সুযোগ দিল না রসিকতাটার ফলে তার প্রতিক্রিয়া দেখবার, ফিরল রানার দিকে। 'আমাদের সামনে সাউদার্ন ওসেনের সেরা হোয়েলার-ম্যানরা উপস্থিত, রানা। আমি এদের কথাই এতক্ষণ বলছিলাম তোমাকে। তুমি এদের চিরকালের স্বপ্ন সফল করতে সাহায্য করবে।' মিকেলসনের দিকে না তাকিয়েই বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'মিকেলসন, সোফায় বসো। আমরা সবাই স্বাস্থ্যপান করব। স্বাস্থ্যপান করব ডিসকভারার মাসুদ রানার এবং...' নাটকীয়ভাবে চুপ করে রইল স্যার ফ্রেডারিক।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ধীরে-সুস্থে এগিয়ে এল মিকেলসন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অস্বস্তি কাটাল। বসল একটা সোফায়, কিন্তু হেলান দিল না। শিরদাঁড়া খাড়া রেখেই টেবিল থেকে বোতল তুলে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল, তার সাথে মেশাল বরফ আর খানিকটা ব্র্যান্ডি। টেবিলের দিক থেকে চোখ তোলেনি এতক্ষণ। সবাই যে তার দিকে চেয়ে আছে বুঝতে পারছে। কিন্তু গ্রাহ্য করছে না এতটুকু।

'এবং তাদের যারা ব্লু-হোয়েল শিকার করার জন্যে নিবেদিত প্রাণ!' ট্যাঙ্কার্ডটা উঁচু করে ধরে রাখল স্যার ফ্রেডারিক তারপর দ্রুত নামিয়ে নিয়ে এসে চুমুক দিল তাতে। দেখাদেখি সবাই, মিকেলসন ছাড়া। চুমুক দিল সে, কিন্তু যার যার গ্লাসে সকলের চুমুক দেবার একটু পর, একসাথে নয়।

'ব্লু-হোয়েল!' একযোগে বিস্ময় প্রকাশ করল তিনজন ক্যাচার।

এই শুরু হলো খেল তামাশা, ভাবল রানা।

'ব্লু-হোয়েল!' প্রতিধ্বনি তুলে বলল স্যার ফ্রেডারিক। দ্যুতি ছড়াচ্ছে মুখের ধাতব ত্বক ইলেকট্রিসিটির আলোয়। তার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে সবাই, দেখে মনে হয় ও দুটোর পিছনে মগজের ভিতর কি একটা গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে। 'প্রিয় ক্যাপ্টেনবৃন্দ! জন ওয়াল্টার আমার নির্দেশে তোমাদের এখানে ডেকে এনেছে। তোমরা এসেছ সেজন্যে আমি তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কেন তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি তা জানার জন্যে কৌতূহলে ফেটে পড়ছ তোমরা, তা আমি তোমাদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। প্রিয় ক্যাপ্টেনবৃন্দ, তোমাদের ডেকে পাঠাবার একমাত্র উদ্দেশ্য—ব্যবসা। তোমরা আমার সাথে ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করতে এসেছ।'

হাসি চেপে রাখল রানা। কৌতূহলে ফেটে পড়া তো দূরের কথা, ক্যাচারদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে সবাই একযোগে ভেংচে দেবে স্যার ফ্রেডারিককে। নিশ্চয়ই ভাবছে ওরা, লোকটা পাগল নাকি! রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে দু'হাজার মাইল দূর থেকে ছুটিয়ে নিয়ে এসে বলে কিনা শুধু ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করতে এসেছ!

মিকেলসন গ্লাসটা শেষ করল তিন চার চুমুক দিয়ে, চোখ দুটো স্যার ফ্রেডারিকের দিকে নিবদ্ধ। 'যা বলতে চান তা আপাতত চেপে রাখুন, স্যার ফ্রেডারিক,' বলল সে। 'সব কথার আগে আমি জানতে চাই, এখানে আসার জন্যে যে ফুয়েল খরচ করেছি আমরা তার দাম কে দিচ্ছে?'

'আমি,' সহজকণ্ঠে বলল কোটিপতি বৃদ্ধ। 'সবরকম সাপ্লাই, খাবার, ফুয়েল, পানীয় এই ফ্যাক্টরিশিপ থেকে অঢেল পরিমাণে পাবে তোমরা।'

ক্যাপ্টেনরা প্রশংসাসূচক গুঞ্জন তুলল মৌমাছির মত।

স্যার ফ্রেডারিক এরপর চোখের পলকে বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। রুক্ষ স্কিপারদের ঘায়েল করার কৌশল রুক্ষ আচরণ, জানা আছে তার। চিবুক নেড়ে রানাকে দেখাল সে। 'আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় প্রঙের আবিষ্কারক মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাছ থেকে এসেছে ও, ইতিমধ্যে নিজেও আবিষ্কার করেছে প্রথম প্রঙটা। ও জানে ব্লু হোয়েল কোথায় বাচ্চা প্রসব করে।'

দক্ষিণ আটলান্টিক কি যেন এক ক্ষোভে তড়পাচ্ছে বাইরে। কথা নেই কারও মুখে। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে কেবিনের ভিতরটা। ঘাড় ঘুরে গেল সকলের। দেখছে ওকে সবাই। অস্পষ্ট দিগন্তরেখার দিকে চেয়ে আছে যেন কি যেন খুঁজছে ওরা রানার মুখে। সেই সাথে অবাক বিস্ময় ফুটে উঠেছে ধীরে ধীরে চেহারাগুলোয়। কথা বলতে উদ্যত হলো রানা, কিন্তু স্যার ফ্রেডারিক ওর আগেই শুরু করেছে আবার।

'তোমরা দক্ষিণ আটলান্টিকের বাছাই করা, সেরা হোয়েলার ক্যাপ্টেন,' ঘোষণা এবং নির্দেশের মত শোনাল তার গলার সুর। 'তোমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ হয়েই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি: আমি যাব, আমার সাথে তোমরাও যাবে। আমার সাথে শিকার করবে তোমরাও ব্লু-হোয়েল। কোথায়?' বিরতি নিয়ে একে একে সবাইকে দেখল সে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে একটু একটু। মৃদু ফাঁক হয়ে

আছে ঠোঁট দুটো, ঝিলিক মারছে সোনার দাঁত দুটো ভিতর থেকে। 'তোমাদের স্বপ্নের রাজ্যে! ব্লু-হোয়েলের ব্রিডিং গ্রাউন্ডে!'

অস্ফুট শোনাল হ্যানসেনের গলা, 'কোথায় সে জায়গা, স্যার?

সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ল স্যার ফ্রেডারিক। এগিয়ে এসে নিচু টেবিলের উপর বসল সে। সজোরে চাপড় মারল হ্যানসেনের মস্ত কাঁধে। 'ইউ বাস্টার্ড, হ্যানসেন!' বাকি সকলের দিকে ফিরল সে, কৌতুক মেশানো অভিযোগের সুরে বলল, 'শুনলে, কি জানতে চাইছে? কোথায় সে জায়গাটা, স্যার! চিন্তা করো, কী রকম বোকা ব্যাটা। দক্ষিণ আটলান্টিকের সবচেয়ে বড় রহস্যের সমাধান করেছি আমরা, দুনিয়ার হোয়েলারদের ভাগ্য ঘুরিয়ে দেবে যে রহস্য তার কথা কেমন সহজে জানতে চাইছে শোনো একবার, কোথায় সে-জায়গাটা, স্যার? ব্যাটা আহাম্মক!'

শ্রোতাদেরকে মুঠোয় ভরে ফেলেছে স্যার ফ্রেডারিক। সবাই গলা ছেড়ে হোঃ হোঃ করে গর্জে উঠল হাসিতে।

কানে কানে কথা বলল গলহার্ডি রানার। 'ভাল ঠেকছে না, রানা। সেট আপটায় কোথায় যেন মস্ত গণ্ডগোল আছে। এর বাইরে থাকাই ভাল।'

'শুধু মি. মাসুদ রানা জানেন,' স্যার ফ্রেডারিক বলল সকলের উদ্দেশে। 'অবস্থানটা তিনি জেনেছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান আর জন ওয়েদারবাইয়ের কাছ থেকে, তারপর সেটা আবিষ্কার করেছেন।'

'কোন্ রাহাত খানের কথা বলছেন?' রানার দিকে চোখ রেখে জানতে চাইল মিকেলসন। 'এইচ.এম.এস. স্কটের ক্যাপ্টেন জন ওয়েদারবাইয়ের বন্ধু ছিলেন যিনি...।'

'হ্যাঁ,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'তাঁর কথা বলা হচ্ছে। কেন, দক্ষিণ আটলান্টিকের একজন হোয়েলার হিসেবে তো তোমার জানা উচিত যে যুদ্ধ শেষের আগের বছর রাহাত খান ডেস্ট্রয়ারে থাকার সময় আলব্যাট্রস ফুট, এবং বভেট আইল্যান্ড এবং থম্পসন আইল্যান্ড আবিষ্কার করেছিলেন!'

'আমি তখন পাঁচ বছরের,' বলল মিকেলসন। 'তবে গল্পটা শুনেছি...।'

'গল্প নয়,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'মেজর জেনারেল সত্যি দেখেছিলেন।'

'আচ্ছা,' জানতে চাইল বয়স্ক মনোকোন বুল। 'কোন্ জন ওয়েদারবাইয়ের কথা বলছেন আপনি, স্যার? যিনি মিটিওরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'প্রবীণরা এখনও একজোট হয়ে ঘটনাটা নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল বুল, এগোল রানার দিকে। সামনে দাঁড়িয়ে একটা হাত বাড়িয়ে ধরল সে রানার একটা হাত। 'আঠারোয় পড়েছি তখন আমি। কাছাকাছিই ছিলাম আমার ক্রোজেটে, বভেটের পুবে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম সিগন্যালগুলো। কোড নয়, ক্লিয়ার সিগন্যাল! বড় ধড়িবাজ ছিল মিটিওরের ক্যাপ্টেন কোহলার। আহত পাখির মত বাতাসে সে কি কানফাটানো চিৎকার মিটিওরের। ওয়েদারবাইয়ের জাহাজ থেকে টুঁ শব্দও করছিল না রেডিও। তখনই বুঝতে পারি, জিতে গেছেন তিনি। পরে জানতে পারি, ওয়েদারবাইয়ের বন্ধু রাহাত খান ছিলেন

ডেস্ট্রয়ারে এবং তিনি আলব্যাট্রস ফুট এবং থম্পসন আইল্যান্ড আবিষ্কার করেছেন। তিনি এখন কোথায়? তিনি কি বেঁচে আছেন? কে হন আপনি তাঁর মি মাসুদ রানা?'

'ছেলে,' ভারী গলায় বলল গলহার্ডি।

ভুলটা আগেই ভেঙে দেয়া উচিত ছিল গলহার্ডির, ভাবল রানা। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হলো ওর। পরিস্থিতিটা এমন পাল্টে গেছে মুহূর্তের মধ্যে, এখন আর সম্ভব নয়। সবাই উঠে এসেছে রানার সামনে। সাদরে, সসম্ভ্রমে করমর্দন করছে, পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে ওর।

'তোমরা ভুল করছ,' বলল রানা। 'আসল লোককে চিনতে পারোনি। এইচ.এম.এস. স্কটে আমি ছিলাম না, তখন আমি শিশু। ছিল গলহার্ডি, লিডিং টর্পেডোম্যান হিসেবে...।'

হাসছে গলহার্ডি। 'কিন্তু মেজর জেনারেলের সাথে থেকেও দ্বিতীয় প্রঙটা দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। আমি ছিলাম আমার আস্তানায়, ডেকের নিচে। সুতরাং, রহস্যটা সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানি না আমি। জানে রানা, বাপের কাছ থেকে সব শুনে ফিরে এসেছে রি ডিসকভার করে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেবে বলে।'

ওয়াল্টারের গলার ভিতর থেকে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ বেরিয়ে এল। 'আলোচনায় ফিরে আসা দরকার আমাদের।

'ঠিক,' বলল মিকেলসন স্যার ফ্রেডারিকের দিকে ফিরে। পারমিট লাইসেন্স পেয়েছেন আপনি ইন্টারন্যাশনাল হোয়েলিং এসোসিয়েশনের কাছ থেকে?'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল স্যার ফ্রেডারিক। 'ধীরে, মিকেলসন। সবই ব্যাখ্যা করে বলব আমি তোমাদেরকে...।'

'যেখানে শিকার করার আইন নেই আমরা কি সেখানে শিকার করব?' দমল না মিকেলসন। 'কোন্ দেশের জলসীমায়, স্যার ফ্রেডারিক? ওনাসিস এবং অলিম্পিক চ্যালেঞ্জারের মত দ্বিতীয় আর একটা ঘটনা ঘটাতে চান নাকি আপনি? আমাদের ওপর কি বোমা ফেলা হবে? গ্রেফতার করা হবে?'

'দু'শো মাইলের একটা আঞ্চলিক জলসীমা আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা সবাই জানি এটা অন্যায় ও অযৌক্তিক—এবং কোন রাষ্ট্রই এই জলসীমায় প্রভুত্ব করতে পারবে না আমরা হোয়েলাররা যদি মেনে না নিই...।' স্যার ফ্রেডারিক শেষ করতে পারল না, তাকে থামিয়ে দিল মিকেলসন।

'বুঝেছি!' বলল সে তির্যক দৃষ্টিতে স্যার ফ্রেডারিকের দিকে তাকিয়ে। 'তার মানে আমরা শিকার করব আমার নিজের দেশের জলসীমায়, তাই না?' মৃদু বাঁকা হাসল মিকেলসন। 'নরওয়ের গ্রাম্য কবিরা হাজার হাজার ছড়া আর কবিতা লিখেছে এর ওপর: কোথায় নীল তিমির জন্মস্থান? ছোট ছোট বাচ্চারা সুর করে গান গায় তোমরা কি কেউ দিতে পারো বাচ্চা তিমির খোঁজ? ছেলেরা বাচ্চা তিমি সেজে লুকিয়ে থাকে পাহাড়ে, আরেক দল তাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায়—এই খেলা চালু রয়েছে আমাদের দেশে শত শত বছর ধরে। আমরা শত শত বছর ধরে খুঁজছি নীল তিমির সূতিকাগার—পাইনি। আজ যদি কেউ তা পেয়ে থাকে—নরওয়ে কি

বঞ্চিত হবে? নরওয়ের সমুদ্র-সীমায় যদি তা···।'

স্যার ফ্রেডারিক আবার চেষ্টা করল পরিবেশটাকে নিজের অনুকূলে আনতে। 'টেকনিক্যালি, হয়তো আমরা আঞ্চলিক জলসীমার ভিতরই থাকব। কিন্তু এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার উপায় নেই আমার। ব্লু-হোয়েলের ব্রিডিং গ্রাউন্ডের অবস্থান একটা গোপন ব্যাপার, তা প্রকাশ করে দিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে পারি না আমি।'

'বভেট; তাই না, স্যার ফ্রেডারিক?' মিকেলসনের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। 'বভেটের আশপাশে কোথাও, তাই না, মি. মাসুদ রানা? আমাদের আঞ্চলিক জলসীমার ভিতর, হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'না হয় বভেটের কাছেই, তো কি?' গর্জে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। 'যাও, এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও খুঁজতে—দেখো পাও কিনা! হুঁহ! এতই সহজ ভেবেছ? যুগ যুগ ধরে তোমার বাপ-দাদারা, তাদের বাপ-দাদারা খুঁজছে, মিকেলসন, পায়নি—এবং তোমার ছেলের ছেলে, তার ছেলের ছেলেও যদি রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আঁতিপাতি করে খোঁজে—পাবে না! মি. মাসুদ রানা ছাড়া ব্রিডিং গ্রাউন্ড খুঁজে পাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

মিকেলসন একটু শান্ত হলো। বলল, 'তা আমি জানি। গত পনেরো বছর ধরে প্রতি মরশুমে আমি বভেটের কাছাকাছি গিয়ে ঘুরে আসি একবার করে আর সব হোয়েলারদের মত। এটা একটা নেশার মত। জানি পাব না, তবু যাই। এবং কিছুই দেখতে না পেয়ে ফিরে আসি আগামী বছর আবার চেষ্টা করব এই প্রতিজ্ঞা বুকে নিয়ে।'

ওয়াল্টার সময় বুঝে ফোড়ন কাটল, 'আমরা শিকারী। এই কথাটাই সবচেয়ে বড়। দু'শো মাইল জলসীমা একটা অন্যায়। অযৌক্তিক ভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের মত সরল হোয়েলারের ঘাড়ে। বারো মাইল, হ্যাঁ, সম্ভবত—মেনে নেয়া যায়। কিন্তু···।'

মিকেলসন ছাড়া বাকি স্কিপাররা মৃদু কণ্ঠে সমর্থন করল গুন্ গুন্ করে।

উৎসাহ পেয়ে গেল ওয়াল্টার। 'আমরা কেউ রাজনীতিক নই। আমরা শিকারী, আমরা হোয়েলার। ভুলে গেলে চলবে না যে হোয়েলারদেরকে বঞ্চিত করার জন্যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে বহু দিন থেকেই। দুশো মাইল সমুদ্রসীমা ঘোষণা সেই ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশ। এই ষড়যন্ত্রকে বানচাল করতে হলে প্রথমে একত্রিত হতে হবে আমাদেরকে। কেউ সাগরে একটা রেখা টেনে দিয়ে হোয়েলারদের হুকুম দিতে পারে না, দাগের ওদিকে সরে থাকো। নরওয়ে যা করেছে তা যদি ব্রিটিশরাও করে, কি অবস্থা হবে আমাদের তা কি ভেবে দেখেছে কেউ? সাউথ জর্জিয়া এবং সাউথ শেটল্যান্ডের কাছেও ঘেঁষতে পারব না আমরা। হোয়েলিং বিজনেস ডুম হয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব আমরা। শেষকালে জাল ফেলে মুলিট মাছ ধরা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না আমাদের।'

'আমরা নরওয়েবাসীরা প্রথম ব্রিডিং গ্রাউন্ডের প্রশ্নটা তুলি,' তেজের সাথে বলল মিকেলসন, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবার সে। 'ব্রিডিং গ্রাউন্ড নরওয়ের!'

'দু'শো মাইল সমুদ্রসীমা সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?'

'কোন বক্তব্য নেই,' বলল মিকেলসন। 'আমি রাজনীতিক নই, সুতরাং এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাই না। আমার কথা হলো বারো মাইলের বাইরে হোক আর ভিতরে হোক, ওটা নরওয়ের। নীল তিমির ব্রিডিং গ্রাউন্ড—এই কথাটা দুনিয়ার লোক প্রথম আমাদের মুখ থেকেই শুনেছে, সুতরাং ওটা আমাদের।'

স্যার ফ্রেডারিক চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে চুপচাপ। হঠাৎ খুব ধীর গলায় কথা বলে উঠল সে। 'মিকেলসন, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি আগে ঠিক করে নাও নিজের আসল পরিচয়টা। হয় তোমাকে আগে শিকারী হতে হবে, নয়তো আগে দেশপ্রেমিক হতে হবে। কোন্টা আগে তুমি? আগে যদি শিকারী হও, তাহলে এ প্রসঙ্গে তোমাকে প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে, কে তোমাকে শিকার করার সুযোগ দিচ্ছে, কার দ্বারা তুমি উপকৃত হচ্ছ।

'আপনার কথা আমি পরিষ্কার বুঝছি না…।'

স্যার ফ্রেডারিক মুখ ফিরিয়ে নিল, তাকাল আর সকলের দিকে একে একে। 'মি. মাসুদ রানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকে ব্লু-হোয়েলের ব্রিডিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাবেন।'

'গেলাম না হয়,' বলল লার্স ব্রুনভাল ক্যাচার চিমের স্কিপার। 'যাবার ফলে লাভটা কি পরিমাণ হচ্ছে আমাদের?'

'আমার এই ফ্যাক্টরিশিপে দুই লাখ বিশ হাজার ব্যারেলের মত তেল আঁটবে,' বলল স্যার ফ্রেডারিক, ভুলেও তাকাচ্ছে না সে মিকেলসনের দিকে। 'ধরো নাইন হানড্রেড থাউয্যান্ড পাউন্ডের মত দাম হবে ওই পরিমাণ তেলের।'

'আপনার জন্যে নয় লক্ষ পাউন্ড,' বলল মিকেলসন। 'আমাদের তাতে কি?'

উত্তর দিল স্যার ফ্রেডারিক মিকেলসনের দিকে না তাকিয়েই। 'প্রত্যেকের জন্যে দুই লক্ষ পাউন্ড। নগদ। বাকি সব খরচ—অর্থাৎ খাবার, সাপ্লাই, ফুয়েল, সবরকম ইকুইপমেন্ট—সব দেব আমি। দু'লাখ পাউন্ড,' সময় না দিয়ে হ্যাঁ বা না জানতে চাইল সে। 'বুল?'

দ্রুত মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল মনোকোন বুল।

'হ্যানসেন?'

'ইয়েস, স্যার।'

'ব্রুনভাল?'

'ইয়েস, স্যার।'

'মিকেলসন?' গিঁট খোলার চেষ্টা করছে স্যার ফ্রেডারিক।

ফকল্যান্ডের স্কিপার মিকেলসন ইতস্তত করতে লাগল। এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করতে যাচ্ছে লোকটা, ভাবল রানা। স্যার ফ্রেডারিকের দিকে তাকাচ্ছে না সে, চেয়ে আছে ম্যাপের দিকে, যেন সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে ওটা থেকে সাহায্য পাবে বলে আশা আছে। 'অত টাকা একসাথে কখনও দেখিনি আমি,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে।

'ওটা কোন উত্তর হলো না,' ব্যঙ্গ করল স্যার ফ্রেডারিক। 'হ্যাঁ? নাকি না?'

প্রশ্ন করল। কিন্তু উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে মিকেলসনের মৌনতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে সানন্দে হাসল সে। 'এই উপলক্ষে আমরা তাহলে ঘরোয়া একটা উৎসবের ব্যবস্থা করতে পারি। আগামীকাল সকালে রওনা হব আমরা। তোমরা সবাই যার যার ক্যাচার নিয়ে ফ্যাক্টরিশিপের গায়ের কাছাকাছি থাকবে। পিরো আমার অর্ডার পাঠাবে তোমাদের প্রত্যেকের কাছে W/T-এর মাধ্যমে।'

'অত সহজ নয় ব্যাপারটা, স্যার, ফ্রেডারিক,' বলল মিকেলসন।

চমকে উঠল সবাই। মিকেলসনের কণ্ঠে হুমকির সুর।

'কি বলতে চাও?' সহাস্যে জানতে চাইছে স্যার ফ্রেডারিক।

'বিশ বছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি আমার জাহাজের মালিক হয়েছি,' বলল মিকেলসন। 'ওটার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কে দেবে?'

'দুইলাখ পাউন্ড ক্যাশ!' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট মনে কর না তুমি?'

'এক কথায় উত্তর দিন, এটা লিগ্যাল না ইললিগ্যাল অভিযান?' সোজা-সাপটা জানতে চাইল মিকেলসন। 'আমাকে কি আমার জাহাজ হারাতে হতে পারে? ট্রিসটানে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন আপনি আমাদেরকে? এই এলাকায় হোয়েলাররা মিলিত হয়েছে বলে কখনও শুনিনি আমি। আপনি কেন আপনার এমন সুন্দর, এত বড় জাহাজ নিয়ে আমাদের ঠিকানা, সাউথ জর্জিয়ায় যাননি? শুধুই কি ব্লু-হোয়েল, নাকি এর মধ্যে আরও কিছু ব্যাপার লুকিয়ে আছে?'

লোকটার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করল রানা মনে মনে। ওর মতই, কিছু একটা ঘাপলা আছে স্যার ফ্রেডারিকের পরিকল্পনায়, অনুমান করতে পেরেছে লোকটা।

'বাজে কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'আর একবার, এবং এই শেষবার জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, আগে তুমি কে? দেশপ্রেমিক, না শিকারী?'

'আমি জানি না,' বলল মিকেলসন।

'নরওয়ে কি তোমাকে দুই লাখ বিশ হাজার পাউন্ড দেবে?'

'দু'লাখ বিশ হাজার পাউন্ড?' প্রতিধ্বনি তুলে বলল মিকেলসন। 'খানিক আগে অঙ্কটা ছিল শুধু দু'লাখ পাউন্ড।'

স্যার ফ্রেডারিক মুচকি হাসল। 'বাড়িয়ে দিলাম তোমাদের প্রাপ্য টাকার অঙ্ক। যাতে সবাই খুশি থাকো।'

'কিন্তু নরওয়ের সম্পদ...।'

'তুমি যাচ্ছ কি যাচ্ছ না?' আসল প্রশ্নটা করল এতক্ষণে স্যার ফ্রেডারিক।

'যাব আমি,' তেতো কুইনাইন খাবার মত করে ঢোক গিলল মিকেলসন। 'দু'লাখ বিশ হাজার পাউন্ডের লোভে। এখন আমি ফিরে যাব আমার জাহাজে।' রানার দিকে তাকাল সে তীক্ষ্ণ চোখে, ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল, তারপর ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে। লোকটা ঠিক করে ফেলেছে যাবে না, ভাবল রানা তার সোজা ঘাড়ের দিকে চোখ রেখে।

গিঁট ছাড়ানো গেছে ভেবে ভারি খুশি স্যার ফ্রেডারিক। 'বয়সে ছোকরা, রক্ত

গরম, আদর্শের কচকচানি ছাড়তে পারেনি এখনও,' রানার দিকে ফিরে বলল স্যার ফ্রেডারিক মিকেলসন বেরিয়ে যেতে। 'মাঝেমধ্যে নিজের স্বার্থ কোথায় তা দেখতেও ভুল করে বসে এরা। কিন্তু দেখো, এই তোমাকে আমি বলে রাখলাম, ছোকরাকে তুমি চিনতেই পারবে না যখন ও দেখবে টর্কটকে লাল হয়ে গেছে সাগর তিমির রক্তে। আমার বিশ্বাস, ও-ই সবচেয়ে বেশি তিমি মারবে। এ বড় ভয়ঙ্কর নেশা, রানা!'

অন্যান্যরাও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে মিকেলসন চলে যাওয়ায়। যে যার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে আস্তে ধীরে কথা বলতে শুরু করল। সোমরসের ক্রিয়া শুরু হতে বিশেষ দেরি হলো না। তার সাথে দু'লাখ বিশ হাজার পাউন্ডের স্বপ্ন যোগ হওয়ায় সোনায় সোহাগা হলো, স্বল্পবাক স্কিপাররা কথার তুবড়ি ছাড়তে শুরু করল। অভিযানের প্রাথমিক ঝামেলা কাটিয়ে উঠে স্যার ফ্রেডারিকও গা ভাসিয়ে দিল ওদের সাথে। জমে উঠল আড্ডাটা।

'...ফ্যানিং রিজ,' ওয়াল্টার হাতে গ্লাস নিয়ে কথা বলছে। 'দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আসার সময় সাউথ জর্জিয়ার বেস্ট ল্যান্ড মার্ক ওটা। পরিষ্কার দিন ছিল, কেউ বিশ্বাস করবে, পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে দেখেছিলাম আমি...।'

'ননসেন্স,' ব্রুনভাল বলল। 'দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসার দরকারটা কি শুনি...?'

'আরে শোনোই না ছাই,' ওয়াল্টার বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে বলল। 'আসতামই না আমি। কিন্তু আমেরিকানরা হুট করে ইমার্জেন্সী ডিক্লেয়ার করে স্টোনিং আইল্যান্ডে ঘরদোর তৈরি করতে শুরু করে দিল যে!'

'স্টোনিং আইল্যান্ড?' সবিস্ময়ে বলল হ্যানসেন। 'গ্রাহাম ল্যান্ড পেনিনসুলা, না? মার্গারেট বে-তে ঢোকার মুখে...?'

'ঠিক ধরেছ,' বলল ওয়াল্টার। 'আমাকে পাকড়াও করেছিল গ্লেসিয়ার থেকে নেমে আসা সেই ভয়ঙ্কর একটা ঝাপটা, পেনী আইল্যান্ডের কাছে...।'

'মোট কথা,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'নরওয়েবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত তোমার। ওরাই প্রথম ইমার্জেন্সী ডিপো স্থাপন করে গোটা অ্যান্টার্কটিকা এবং এর আইল্যান্ডগুলোয়।'

'ওরা ওগুলোর নাম দিয়েছিল রোভারহালেট,' বলল গলহার্ডি।

হ্যানসেন বলল, 'সাউথ অর্কনির আরি আইল্যান্ডে এর সূচনা করেন সর্বপ্রথম স্কট, নব্বই বছর আগে।'

বিতর্ক জোরদার হয়ে উঠলে সরে গেল রানা পোর্টহোলের কাছে। মিকেলসনের রুদ্র মূর্তিটা মনের চোখ থেকে সরাতে পারছে না ও। মিকেলসন ইচ্ছা করলে বাদ সাধতে পারে। স্যার ফ্রেডারিক মানতে চাইছে না নরওয়ের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা, সে যাবে। কিন্তু বিপদ যদি দেখা দেয়ও তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে তার বিশেষ অসুবিধেও হবার কথা নয়, হাজার হোক কোটিপতি ব্যবসায়ী—ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিলে সব মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু আর সকলের ভাগ্যে কি ঘটবে? ক্যাচারগুলোর ক্যাপ্টেনদের যদি স্যার ফ্রেডারিক বিপদের সময় ভুলে

যায়? রানাকে এবং গলহার্ডিকে যদি চিনতে না পারে? কিংবা, সব দোষ যদি সে রানার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে?

নতুন করে ভাবতে শুরু করল রানা। নরওয়ে যদি হালকাভাবে না নেয় ব্যাপারটাকে, যদি জেদ ধরে—ছোটখাট যুদ্ধ বেধে যাবে, সন্দেহ নেই। উনিশশো চুয়ান্ন সালের ঘটনাটা মনে পড়ে গেল রানার। যুদ্ধই বেধে গিয়েছিল সেবার ওনাসিসের জাহাজ অলিম্পিক চ্যালেঞ্জার পেরু, ইকুয়েডর এবং চিলির আরোপিত দু'শো মাইল সমুদ্রসীমা গ্রাহ্য না করে ভিতরে ঢুকে মাছ শিকার করতে যাওয়ায়। পেরুভিয়ান এয়ারফোর্স বোমাবর্ষণ করেছিল ওনাসিসের জাহাজের উপর। পেরুভিয়ান নেভী আটক করে অলিম্পিক চ্যালেঞ্জারকে। ঘটনার দরুন তুমুল কূটনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। দশলক্ষ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিয়ে অলিম্পিক চ্যালেঞ্জারকে ছাড়াতে হয়।

জেদবশত সমুদ্রসীমায় ঢুকে পড়া তেমন কোন বিষয় নয়। নরওয়ের কাছে নীল তিমির ব্রিডিং গ্রাউন্ড তারচেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বভেটের কাছে এসে দুটো উষ্ণ স্রোত মেলে, এটা প্রমাণ করা সম্ভব হলে হোয়েলিং ইন্ডাস্ট্রির মোড় ঘুরে যাবে। একজন দু'জন নয়, এই ব্যবসায় পয়দা হবে আরও কয়েক হাজার কোটিপতি।

আলব্যাট্রস ফুটের সামরিক গুরুত্বকেও ছোট করে দেখল না রানা।

এইচ.এম.এস. স্কট কামান দেগে জার্মান U-বোট মিটিওরকে গভীর দক্ষিণ আটলান্টিকে ডুবিয়ে দেয়। পানির নিচে তলিয়ে যেতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল মিটিওরের। জন ওয়েদারবাই এই সুযোগে মিটিওরের লগ বুক উদ্ধার করেছিলেন। সেটা এখন রানার কাছে। নাবিকরা জানে, সাবমেরিনের জন্যে ওয়াটার টেমপারেচার এবং স্যালাইনিটি সম্পর্কে জ্ঞান অন্তত ভাইটাল একটা বিষয়। বভেটের যে এলাকায় আলব্যাট্রস ফুটের দুটো স্রোত মিলিত হয় বলে ধারণা করছে ও, বিশেষ করে সেই এলাকা সম্পর্কে যে সব ডাটা ওই লগ বুকে আছে, দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারেনি রানা। কারেন্ট এবং কাউন্টার কারেন্টের পরিচ্ছন্ন একটা ছবি পেয়েছে রানা ওতে। সারফেস ওয়াটার এবং সাগরের মেইন বডির মধ্যবর্তী স্তরে টেমপারেচারের অস্থির পরিবর্তন দেখানো হয়েছে নিখুঁত স্কেচের সাহায্যে। এই স্তরটাকে ওশেনোগ্রাফাররা থারমোক লাইন বলে। বভেটের চারদিকের পানি সম্পর্কে বিশদ ধারণা পাওয়া গেলে তা অ্যাটমিক সাবমেরিনগুলোর জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হবে, গুরুত্বপূর্ণ কেপ অভ গুড হোপ সাগরপথ পাহারা দিতে ওগুলো যে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হচ্ছে তা দূর হয়ে যাবে চিরতরে। বভেটের পানিকে যে চিনতে পারবে সে-ই প্রভুত্ব করবে দক্ষিণ আটলান্টিকের গভীর এলাকায়।

স্যার ফ্রেডারিকের সাথে ছাড়া আর কিভাবে বভেটের কাছাকাছি যেতে পারি আমি? ভাবছে রানা। অসমর্থিত একটা থিওরির পিছনে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড খরচপাতি করার বিলাসিতা কোন রাষ্ট্রের হবে না কখনও, ব্যক্তিগত উদ্যোগেও এ ব্যাপারে অভিযানের পরিকল্পনা করা বাতুলতার সামিল। কোন সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশনও ওর ব্যাখ্যা মানবে না, বা মানলেও গুরুত্বটা বুঝবে না।

হাতের কাছে পেয়ে সুযোগটা হারানো বোকামি হয়ে যাবে বলে মনে হলো রানার। স্যার ফ্রেডারিক একটা চান্স দিচ্ছে, কেন সেটা হেলায় হারাবে সে? আর কখনও এমন সুবর্ণ সুযোগ নাও তো আসতে পারে।

নতুন করে সেই একই সিদ্ধান্ত নিল রানা: যাব।

কিন্তু অভিযানটাকে সফল করতে হলে সহজ সরল নিরীহ হয়ে চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। স্যার ফ্রেডারিকের অভিযান এটা, সে যাচ্ছে ব্লু-হোয়েলের ব্রিডিং গ্রাউন্ডে হানা দিতে। স্বভাবতই, বাধা দেয়া হবে তাকে যদি খবরটা রটে যায়। রটে গেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সুতরাং বুদ্ধি খাটাতে হবে ওকে। প্রথম পদক্ষেপ ফ্যাক্টরিশিপকে কম্যান্ড করার অধিকার আদায় করা। জাহাজটা যদি ওর নির্দেশে এগোয়, সম্ভাব্য বাধাবিঘ্ন থেকে দূরে থাকার এবং লঙ্ঘন করার জন্যে নিজের বুদ্ধি খাটাতে পারবে ও। যেভাবে হোক এই অভিযানের কথা গোপন রাখতে হবে দুনিয়ার মানুষের কাছে। এদিককার সাগর সম্পর্কে যাবতীয় ট্রিকস গলহার্ডির নখদর্পণে। তার সাহায্য নিয়ে ও যদি নিজের বুদ্ধি খাটাতে পারে, অভিযানটা সফল না হবার কোন কারণই নেই। নরওয়ে যদি তার সমগ্র ন্যাভাল ফোর্সকেও অ্যান্টার্কটিকার খোঁজ করতে পাঠায়, ভয় করে না ও। ওদের নাকের ডগার চারদিকে ঘুর ঘুর করবে ও ফ্যাক্টরিশিপ নিয়ে, আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় শাখা আবিষ্কারের জন্যে সম্ভাব্য এলাকা চষে ফেলবে। বরফের মাঠ, টিলা, পাহাড় আর ঘন কুয়াশার সাহায্য নিয়ে ওরা ফাঁকি দেবে নরওয়ের যুদ্ধ জাহাজগুলোকে। এখন গলহার্ডি রাজি হলেই হয় শুধু।

'এই ঝড়েও ট্রিসটানে ফিরে যাওয়া সম্ভব,' কখন নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গলহার্ডি খেয়ালই করেনি রানা। 'চলো, বেরিয়ে পড়ি আর দেরি না করে।'

ওদিকে পুরোদমে চলছে খোশগল্প। ঢোল পেটাবার মত শব্দ বেরিয়ে আসছে স্যার ফ্রেডারিকের গলা থেকে, যখন হাসছে।

'কেন?' বলল রানা। 'এরকম সুযোগ জীবনে একবারই আসে, গলহার্ডি। বভেটে নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে স্যার···।'

নেতিবাচক ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গলহার্ডি। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। 'শোনো,' নিচু গলায় বলল সে। 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, তোমার জন্যে এটা একটা ফাঁদ। মুখোশ আঁটা বুড়ো ব্যাটা সেই কেপটাউন থেকে এই ট্রিসটানে এসেছে তোমাকে শুধু এই কথা বলার জন্যে যে তোমার প্ল্যাঙ্কটন আবিষ্কারের দরুন আবিষ্কার করা সম্ভব হবে ব্লু-হোয়েলের ব্রিডিং গ্রাউন্ড—হয়তো তাই হবে, কিন্তু এর মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়েছে।'

'ও তোমার মনের ভুলও হতে পারে,' বলল রানা। 'যেতে তোমার আপত্তির আসল কারণ বলো।'

'বুড়োর হাবভাব, ট্রিসটানে আসার উদ্দেশ্য, টাইমিং সবকিছু কেমন যেন রহস্যময়,' বলল গলহার্ডি। 'ট্রিসটানে আসার খরচ এবং সময় বাঁচাতে পারত সে অনায়াসে। লন্ডনে একটা চিঠি পাঠাতে পারত তোমার হোটেলের ঠিকানায়।

কিংবা কেপটাউন থেকে প্লেনে চড়ে ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারত তোমার সাথে। চিঠি পাঠালে হয়তো প্রচুর সময় লাগত উত্তর পেতে, কিন্তু যে ব্যাপারটা শত শত বছর আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় আছে সেটা আরও অল্প ক'দিন অপেক্ষায় থাকলে স্যার ফ্রেডারিকের গর্দান নিত না কেউ। ফ্যাক্টরিশিপের দৈনন্দিন খরচ জানো? বারো হাজার পাউন্ড। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ট্রিসটানে পৌঁছেই ঝড়-ঝাপটার মধ্যে সে তার মেয়েকে তুলে দিল আকাশে, যাও, খুঁজে নিয়ে এসো মাসুদ রানাকে! এসব দেখে কি মনে হওয়া স্বাভাবিক?'

চেয়ে রইল রানা গলহার্ডির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

'বুড়ো তোমাকে অমূল্য একটা রত্ন বলে মনে করছে,' বলল আবার গলহার্ডি। 'তার কাছে তোমার দাম আপন সন্তানের চেয়েও বেশি—কেন, তা আমি জানি না!'

'দুনিয়ায় এইরকম কিছু কোটিপতি আছে,' বলল রানা, 'যাদের কাছে সন্তান কেন, সব কিছুর চেয়ে বেশি মূল্য টাকার। স্যার ফ্রেড়ারিক হয়তো তাদের দলেরই একজন। নিজেই সে স্বীকার করেছে নয় লক্ষ পাউন্ড মূল্যের তেল ধরবে তার এই ফ্যাক্টরিশিপে। ওই পরিমাণ তেল পেতে হলে নীল তিমির ব্রিডিং গ্রাউন্ডটা খুঁজে পেতে হবে তাকে। এবং, যেভাবেই হোক জেনেছে, আমি ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয় সেটা আবিষ্কার করা। বুঝতেই পারছ, কেন তার কাছে আমি একটা অমূল্য রতন।'

গলহার্ডি ছোট্ট একটা প্রশ্ন করল, 'খুব বড় ধরনের অভিযান এটা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ক্রুদের কোয়ার্টার হয়ে পিরোর সাথে এখানে আসি আমি,' বলল গলহার্ডি। 'পিরো তার কেবিনে যন্ত্রপাতি রাখতে গিয়েছিল। মাঝারি ধরনের শিকার অভিযান চালাবার মত লোকবল দেখলাম। কেমন যেন খটকা লাগল। এত বড় অভিযান, লোকজন নেই কেন? ওদের চীফ ফ্লেনসারকে তাই জিজ্ঞেস করলাম বায়োমাইসিনের কথা। জানোই তো, আমেরিকানরা এই নতুন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তিমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেছে। হত্যাযজ্ঞের আঠারো ঘণ্টা পর মাংস এবং চর্বি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বায়োমাইসিন প্রক্রিয়ায় চল্লিশ ঘণ্টা প্রিজার্ভ করা সম্ভব। বুড়ো যদি ব্রিডিং গ্রাউন্ড পায়, স্বভাবতই সারি সারি অসংখ্য লাইনে তিমিগুলোকে সাজিয়ে কাটার কাজ শুরু করতে হবে। অথচ এক ছটাক বায়োমাইসিন নেই জাহাজে।'

'স্যার ফ্রেডারিক হয়তো একটু প্রাচীনপন্থী,' বলল রানা। 'নতুন জিনিস সহজে গ্রহণ করতে চায় না।'

'কি আছে তোমার ওই ব্যাগে?' ডেস্কের উপর পড়ে থাকা রানার অয়েলস্কিন ব্যাগটা চোখের ইশারায় দেখিয়ে জানতে চাইল গলহার্ডি।

'কতগুলো চার্ট, সী টেমপারেচার রিডিং—এই ধরনের জিনিস।'

'চার্ট? কিসের চার্ট?'

'অ্যাডমিরালটি চার্টস অভ ট্রিসটান অ্যান্ড সাউথ শেটল্যান্ড—যে-কেউ ইচ্ছা

করলে কিনতে পারে। ওহো, জন ওয়েদারবাইয়ের উপহার দেয়া আরও দুটো জিনিস আছে বটে ওতে। পুরানো একটা চার্ট আর লগ। আঠারোশো পঁচিশ সালের। বভেটের চারদিকের পানি সম্পর্কে ওই প্রথম...।'

বভেট!' ভুরু কুঁচকে সবিস্ময়ে বলল গলহার্ডি।

দরজা খোলার প্রচণ্ড দড়াম শব্দে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল বাইরের ভয়ঙ্কর ঝড়টা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পিরো, হাতে একটা রেডিও মেসেজ। যে রকম জোরের সাথে দরজাটা খোলা হয়েছে তার সাথে পিরোর অটল, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়াবার কোন মিল খুঁজে পেল না রানা। চকিতে বিদ্যুৎ চমকের মত রাহাত খানের একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। 'লোকটাকে সবাই বলত, দ্য ম্যান উইথ দ্য ইম্যাকুলেট হ্যান্ড—কার্ল পিরো, রেডিও অপারেটর অভ দ্য জার্মান রেইডার মিটিওর।' চিনতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। মিটিওরের রেডিও-ম্যান স্যার ফ্রেডারিকের ফ্যাক্টরিশিপ অ্যান্টার্কটিকায় কি করছে? পিরো সাধারণ একজন অপারেটর নয়, অপারেটিঙে ওর যে নৈপুণ্য তা কোন ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের সাথে তুলনা করা যায়। জন ওয়েদারবাইয়ের ভাষায়, 'আমার বিবেচনায় মিত্রবাহিনীর গোটা ন্যাভাল ফোর্সের বিরুদ্ধে হিটলার যত লোক পাঠিয়েছিল তাদের মধ্যে একক ভাবে কার্ল পিরো ছিল প্রচণ্ড একটা হুমকি, যে-কোন ধরনের জাহাজের রেডিও ট্র্যান্সমিশন নকল করার ব্যাপারে তার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।'

প্রত্যেক রেডিও অপারেটরের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে ট্র্যান্সমীটিঙে। যার যে বৈশিষ্ট্যই থাকুক, পিরো তা হুবহু নকল করতে পারত। হাত দুটোর খুব যত্ন নিত পিরো, ক্যাপ্টেন কোহলার তাই ওর নাম রাখে দ্য ম্যান উইথ দ্য ইম্যাকুলেট হ্যান্ড। জার্মান নেভী এই নামটা তাদের প্রোপাগাণ্ডা রেডিওতে প্রচার করে। মাসের পর মাস ধরে মিটিওরকে খোঁজার সময় রয়্যাল নেভীর রেডিও অপারেটররা নামটা ক্যাচ করে। কিন্তু পিরোর নাম জানায় লাভ হয়নি কিছু, সে তার আশ্চর্য অস্ত্র ব্যবহার করে একের পর এক রয়্যাল নেভীর জাহাজকে ডুবিয়ে দিচ্ছিল নিজের ইচ্ছামত জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে। Q Q Q—আই য়্যাম বিইঙ অ্যাটাকড্, এরপরই অনিবার্যভাবে মেসেজ পাঠানো হত R R R—আই য়্যাম বিইঙ শেলড বাই এ ওয়রশিপ। এই ছিল মিটিওরের কৌশল।

কেবিনে ঢুকছে পিরো। আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় তার চালচলন, মুখের কোথাও এতটুকু ভাঁজ নেই। চোখ দুটো শুধু সতর্ক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেখানে।

'কিসের এত উত্তেজনা?' জানতে চাইল রানা। 'সাহায্যের জন্যে ছুটে আসছি—তোমার এস ও এস-এর উত্তরে রয়্যাল নেভীর কোন জাহাজ এ ধরনের কোন মেসেজ পাঠিয়েছে নাকি?'

মেসেজটা স্যার ফ্রেডারিকের হাতে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল পিরো। অকস্মাৎ আক্রমণে বেসামাল হয়ে পড়বে মনে করেছিল রানা, কিন্তু ওকে নিরাশ করে দিয়ে মুচকি হাসি হাসল পিরো। 'তোমার নয়, চিনতে পারার কথা গলহার্ডির,' বলল রানার একটা কাঁধে হাত রেখে। 'জন ওয়েদারবাই আর মেজর জেনারেলের কাছে শুনেছ নিশ্চয়ই আমার কথা?'

'রানা!' পিরোর কাছ থেকে টেনে ছিনিয়ে নিল স্যার ফ্রেডারিক রানাকে। একপাশে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল ওকে। 'এই দেখো!' মেসেজটা রানার হাতে গুঁজে দিল সে। একটু আগে মাতাল মাতাল লাগছিল বৃদ্ধকে, চোখের দিকে তাকিয়ে নেশার ছিটেফোঁটা চিহ্নও সেখানে দেখল না রানা।

গোটা গোটা, স্পষ্ট অক্ষরে লেখা মেসেজটা। পড়তে শুরু করল রানা।

আর্জেন্ট রিপিট আর্জেন্ট স্টপ মিকেলসন স্কিপার হোয়েল ক্যাচার 720/004 ফকল্যান্ড টু নরওয়েজিয়ান ডেস্ট্রয়ার থোর্সহ্যামার ভায়া ট্রিসটান ডা চানহা মিটিওরোলজিক্যাল স্টেশন স্টপ ব্রিটিশ স্যার ফ্রেডারিক সাউল হ্যাজ ডিসকভার্ড ব্রিডিং গ্রাউন্ড অভ ব্লু-হোয়েল স্টপ ইনসাইড নরওয়েজিয়ান টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স ভিসিনিটি বভেট আইল্যান্ড স্টপ সাউল হ্যাজ নো পারমিটস্ স্টপ এক্সপিডিশন ফ্যাক্টরিশিপ অ্যান্ড ফোর ক্যাচারস্ স্টার্টিং এক্সট্রিসটান অন টুমরো স্টপ সার্জেস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন স্টপ।

উত্তরটা এর নিচেই:

থোর্সহ্যামার টু মিকেলসন স্টপ মেসেজ অ্যাকনলেজড স্টপ হেডিং অল পসিবল স্পীড ফর ট্রিসটান স্টপ অ্যাওয়েট মাই অর্ডারস দেয়ার স্টপ।

মাথা ঝাঁকিয়ে স্কিপারদের দিকে তাকাল স্যার ফ্রেডারিক। 'ওয়াল্টার!'

সোফা ছেড়ে দ্রুত হেঁটে এল ওয়াল্টার। রানার হাত থেকে মেসেজ শীটটা নিয়ে পড়ল বিড় বিড় করে। 'বেজন্মা! দু'মুখো সাপ! শালাকে আমি কাঁচা···।'

'শাট আপ্!' চাপা কণ্ঠে ধমক মেরে থামিয়ে দিল স্যার ফ্রেডারিক ওয়াল্টারকে। 'ছোকরাগুলোকে মদ খাওয়াতে থাকো, যাও! কার্ল, রেডিও অফিসে চলো। ঘাবড়াবার কিছু নেই, হাতে আমাদের রাজ্যের সময় আছে, এবং সাউদার্ন ওশেন পুকুর-ডোবা নয় যে···চলো, চলো।'

পিরো মুচকি হাসল। 'কিন্তু, স্যার ফ্রেডারিক, আপনি বোধহয় জানেন না যে থোর্সহ্যামার মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে রয়েছে আমাদের কাছ থেকে—নাইটিঙ্গেল আইল্যান্ডের ঠিক ওধারে,' হাসিটা বিস্তৃত হবার সাথে সাথে কৌতুক নেচে উঠল পিরোর দু'চোখে। স্যার ফ্রেডারিক ভয় পেয়ে কেমন ছটফট করে তা দেখার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে আছে যেন।

'জানলে কিভাবে?' পিউটার স্কিন ভাঁজ হয়ে উঠল গালের দু'দিকে।

'D/F বিয়ারিং পেয়েছি ওর কাছ থেকে,' বলল পিরো। 'বড়জোর একঘণ্টা আর ফ্যাক্টরিশিপের গা ঘেঁষে ভিড়বে।'

থোর্সহ্যামারের মেসেজ দেখে এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করল রানা। দ্বিধা কাটিয়ে ওঠার সময় হয়েছে বলে মনে হলো ওর। হয় স্যার ফ্রেডারিকের সঙ্গী হতে হবে ওকে সবরকম বিপদ আর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, নয়তো বভেটে যাবার আশা চিরকালের জন্যে ত্যাগ করে এখুনি ফ্যাক্টরিশিপ থেকে নেমে যেতে হবে। দ্য ম্যান উইথ দ্য ইম্যাকুলেট হ্যান্ডের উপস্থিতি ওর স্নায়ুকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। বিকৃত মেধার অধিকারী পিরোর মত একজন রেডিও অপারেটর এই ধরনের অভিযানে কেন? তার কি ভূমিকা থাকতে পারে ফ্যাক্টরিশিপে? তিমি শিকার করার

জন্যে হাইলি স্কিল্‌ড রেডিও অপারেটরের কি দরকার? ওয়েদার রিপোর্ট দরকার হয়, কিন্তু সেজন্যে তো স্থায়ী রেডিও স্টেশনই রয়েছে চারদিকের দেশগুলোয়। না, পিরোর সাথে তিমি শিকারের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। স্যার ফ্রেডারিক তাকে সংগ্রহ করেছে কিভাবে তা জানার কোন উপায় নেই, তবে অশুভ, অসৎ কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে যে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ দেখল না রানা। কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে? পিরোর পেশাগত নৈপুণ্য কি কাজে লাগবে স্যার ফ্রেডারিকের? মিটিওরে থাকতে পিরো কি কোন ব্যাপারে গোপন জ্ঞান অর্জন করেছিল যা স্যার ফ্রেডারিক তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়? উদ্দেশ্য যাই হোক, নীল তিমি শিকারটা আসলে মিথ্যে অজুহাত, একটা কাভার। কিন্তু কিসের কাভার? কি লুকাতে চাইছে স্যার ফ্রেডারিক? বায়োমাইসিন নেই জাহাজে, এটাও তিমি শিকার যে একটা ভুয়া ব্যাপার, তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু এমন জরুরী ভাবে ওকে কেন দরকার হলো স্যার ফ্রেডারিকের? কি এমন জানে ও যা স্যার ফ্রেডারিকের কাছে মহামূল্যবান?

এই সব প্রশ্নের কোন উত্তর জানা নেই রানার, এবং জানা নেই বলেই স্যার ফ্রেডারিকের সঙ্গী হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই সামনে। সাথে গেলে জানা যাবে স্যার ফ্রেডারিক কি খেলায় মেতে উঠেছে। সাথে না থাকলে জানা যাবে না কোনদিন, কিংবা যখন জানাজানি হবে তখন আর কিছু করার থাকবে না ওর। স্যার ফ্রেডারিক অসৎ কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইলে বাধা দেয়া উচিত তাকে, কিন্তু কে দেবে তাকে বাধা?

মুখ তুলে দাঁড়াল রানা। 'এখানে আর কোন কথা নয়,' বলল ও স্যার ফ্রেডারিককে। 'পিরোর অফিসে চলুন।' রানার সামনে এসে দাঁড়াল গলহার্ডি প্রতিবাদের ভঙ্গিতে, কিন্তু তার হাত ধরে একপাশে সরিয়ে দিল রানা।

ব্রিজকে একপাশে রেখে রেডিও অফিসে ঢুকল ওরা চারজন পিরোর পিছু পিছু। রেডিও সেটটা দেখে চোখের পলক পড়ল না রানার বেশ খানিকক্ষণ। অত্যন্ত শক্তিশালী সেট। এর আগে সবচেয়ে বড় টিউনিং ডায়াল যেটা দেখেছে রানা আকারে এটা তার দ্বিগুণ বড়। ছোট জায়গাটায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল ওরা।

'স্যার ফ্রেডারিক,' কালক্ষেপ না করে বলল রানা। 'বভেটে যাবার ব্যাপারে এখন আমার একটা শর্ত আছে। আপনার এই ফ্যাক্টরিশিপ আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে বিনা শর্তে। আই মাস্ট হ্যাভ সোল অ্যান্ড কমপ্লিট কম্যান্ড অভ দিস শিপ। ক্যাচারগুলোকেও সরাসরি আমার কম্যান্ডে থাকতে হবে।'

দ্রুত তাকাল একবার স্যার ফ্রেডারিক পিরোর দিকে। 'বুঝলাম না! হঠাৎ এতবড় একটা দায়িত্ব কাঁধে নেবার মহৎ ইচ্ছা জাগল কেন তোমার মনে?'

'চিন্তাভাবনা করে উত্তর দিন,' বলল রানা। 'সিদ্ধান্তটা এখুনি নিতে হবে আপনাকে। থোর্সহ্যামার রওনা হয়ে গেছে বেশ খানিক আগে। তবে, পনেরো নটের বেশি স্পীড তুলতে পারবে না সে এই দুর্যোগে, আমি জানি। নতুন ব্রিটিশ হুয়িটবাই শ্রেণীর ডেস্ট্রয়ার ওটা, খুব বেশি দিন হয়নি কিনেছে নরওয়ে। দু'হাজার টন ওজন নিয়ে কত জোরে ছুটতে পারে জানা আছে আমার। কিন্তু তার মানে এই

নয় যে অ্যান্টার্কটিকাকে ধরতে পারবে না সে। আমি জানি, বভেটে আপনি পৌছুবার আগেই ধরা পড়ে যাবেন।'

'শুধু যদি তুমি কম্যান্ডে না থাকো,' কথাটা বলে একমুহূর্ত দেরি করল না স্যার ফ্রেডারিক। পিরোর টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল সে, রিসিভার তুলে হাঁক ছাড়ল, 'ব্রিজ! ক্যাপ্টেন জার্কো! এখন থেকে এই জাহাজের কর্তৃত্ব ক্যাপ্টেন মাসুদ রানার হাতে ছেড়ে দেয়া হলো। আপনি ক্যাপ্টেন মাসুদ রানার নির্দেশে কাজ শুরু করবেন, তাঁর অধীনস্থ ক্যাপ্টেন হিসেবে এবং তাঁকে সব কাজে পূর্ণ সহযোগিতা দেবেন।' রানার দিকে ফিরল বৃদ্ধ। 'সন্তুষ্ট?' রিসিভার রেখে দিয়ে পিরোর মুখের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল। 'হাঁদার মত দাঁড়িয়ে থেকো না। ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট!' মুচকি হাসিটা বারবার ফুটছে পিরোর ঠোঁটে। রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনার অনুমতি আছে তো, হের ক্যাপ্টেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। নিচু হয়ে কুর্নিশ করল পিরো, ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'পা এগিয়ে গিয়ে বসল ট্র্যান্সমিটার কী-র সামনে।

কী-সেট-এর উপর দু'হাত উঁচু করে অপেক্ষার ভঙ্গিতে বসেই রইল পিরো। চোখ দুটো বোজা। শিল্পীর ধ্যানমগ্ন চেহারা ফুটে উঠেছে পিরোর চোখেমুখে। ইন্সট্রুমেন্টের সাথে একাত্ম হবার সাধনায় বসেছে লোকটা। প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড পর চোখ খুলল পিরো। সে চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি। বুড়ো এবং প্রথম আঙুল সোজা, তৃতীয় এবং চতুর্থ আঙুল সামান্য বাঁকা করে বাঁ হাতটা নামিয়ে আনল কী-সেট-এর পাশে। ডান হাতটা সোজা নামল চাবির উপর। বাঁ হাত ইতোমধ্যে সুইচ অন করে দিয়েছে। মুহূর্তের জন্যে থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে রানার দিকে। 'যে লোক মিকেলসনের হয়ে মেসেজটা পাঠিয়েছে সে breeding ground-এর জায়গায় পাঠিয়েছে breading grond। লোকটা আফ্রিকান। ওরা ground-এর বানান grond লেখে। সুতরাং আমাকেও একজন আফ্রিকানের মত মেসেজ পাঠাতে হবে, ভুল বানানের সাহায্যে।'

কী-এর উপর আঙুল খেলাতে শুরু করল পিরো। মোর্স সিগন্যাল পড়ার জন্যে রেডিওর দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। দেখল পিরো নিখুঁত, আর্টিস্টিক ভঙ্গিতে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে।

মিকেলসন টু থোর্সহ্যামার ভায়া ট্রিসটান মিটিয়োরোলজিক্যাল
স্টেশন স্টপ সাউথ অ্যান্ড ক্যাচারস্ আপ-অ্যাঙ্কোরিঙ স্টপ.

রোমাঞ্চ এবং শিহরণের একটা ঢেউ উঠল রানার বুকে। চেজিং এবং লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হলো দক্ষিণ আটলান্টিকে!

'দ্য কোর্স, হের ক্যাপ্টেন?' ব্যস্ততার সাথে জানতে চাইল পিরো। 'কুইক, হের ক্যাপ্টেন। দ্য কোর্স! যোগাযোগ ছিন্ন করা সম্ভব নয়। সন্দেহ করবে ওরা।

ডিসেপশন কোর্স! ভুয়া কোর্স জানিয়ে ধোঁকা দিতে হবে থোর্সহ্যামারকে। ট্রিসটান ডা চানহা এবং অ্যাঙ্কোরেজের লে-আউট ভেসে উঠল রানার মানসপটে। দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসছে থোর্সহ্যামার। তার রাডারকে ফাঁকি দিতে হলে আগ্নেয়গিরির ক্লিফটাকে পুঁজি করাই সবচেয়ে উত্তম। চাদরের পর্দার মত ঢেকে

রাখবে রাডারকে ক্লিফটা, সেই ফাঁকে নোঙর তুলে তড়িৎ বেগে রওনা হবে অ্যান্টার্কটিকা, তারপর পিছিয়ে আসবে আবার কেল্প ব্যারিয়ারের ভিতর ক্যাচারগুলোকে সাথে নিয়ে। দক্ষিণ প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসবে ওরা থোর্সহ্যামার যখন রোড স্টেডের দিকে যেতে অ্যাঙ্কোরস্টক পয়েন্টের কাছে পৌঁছুবে। থোর্সহ্যামারের ক্যাপ্টেন ভুলেও দক্ষিণ দিকে তার রাডার সেট করবে না, সে জানে শিকার উত্তর বা পুব দিকে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে বা ছুটছে। আবহাওয়ার যা অবস্থা, ফ্যাক্টরিশিপকে নিয়ে রানা থোর্সহ্যামারের আধ মাইল কাছ দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে যথাসময়ে।

'থ্রী হানড্রেড ডিগ্রীজ,' বলল রানা।

কী-সেটে আঙুল নামাল পিরো। 'আমরা দু'জন চমৎকার একটা টীম হতে যাচ্ছি, হের ক্যাপিটান।'

য়্যাম অ্যাওয়েটিং ইওর ফারদার অর্ডারস স্টপ।

অ্যাঙ্কোরড ইন নাইন ফ্যাদমস্ অভ জুলিয়া রিফ

স্টপ জুলিয়া পয়েন্ট বিয়ারিং ওয়ান-সেভেন-ফোর

ডিগ্রীজ স্টপ।

খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে স্যার ফ্রেডারিক। দু'হাত মুঠো করে দু'কোমরে ঠেকিয়ে রেখেছে, ঝট করে একবার রানার দিকে, পরক্ষণে পিরোর দিকে তাকাচ্ছে। 'ওয়াল্টার জানবে, অবশ্যই—কিন্তু আর কেউ নয়।'

'যার যার ইচ্ছায় যাচ্ছে সবাই, জানলেই বা ক্ষতি কি?' বলল রানা।

'না!' গম্ভীর হলো স্যার ফ্রেডারিক। 'জানানো চলবে না। বিশ মাইলের মধ্যে একটা যুদ্ধ জাহাজ আছে শুনলে ফাটা বেলুনের মত চুপসে যাবে সবাই। অথচ ওদেরকে আমার দরকার। শুনলেই যে যেদিক দিয়ে পারে পালাবে।'

আবার সন্দেহের ছায়াটা পড়ল মনে। বিপদ চেপে রাখতে চাইছে স্যার ফ্রেডারিক। ক্যাচারগুলোকে নাগালের বাইরে যেতে দিতে চায় না সে। কেন? আর যাই হোক, ভাবল রানা, তার মিশনের গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে এ থেকে।

'বেশ, বলল রানা। কিন্তু এই ঝড়ের মধ্যে নোঙর তুলতে বললে তার কি প্রতিক্রিয়া হবে ভেবে দেখেছেন? কারণ জানতে চাইলে কি উত্তর দেব আমি?'

কারণ জানতে চাইবার অধিকার তুমি ওদেরকে দেবে কেন?' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'দুই লক্ষ বিশ হাজার পাউন্ড দেব ওদের প্রত্যেককে আমরা, তার বিনিময়ে যা বলব তাই করবে, বিনা দ্বিধায়, কারণ জানতে না চেয়ে। ঠিক আছে, যা বলার আমিই বলে দিচ্ছি। তোমার তরফ থেকে স্পেশাল কিছু বলার আছে ওদেরকে?'

'আমি চাই যেদিকে বাতাসের ধাক্কা সামলাবে অ্যান্টার্কটিকা তার উল্টো দিকে থাকবে ওরা, পোর্ট কোয়ার্টারের সিকি মাইলটাক দূরে। রেবেকা আমাকে এবং গলহার্ডিকে যেখানে উদ্ধার করেছিল সেই জায়গাটা দিয়ে চুপিসারে ভাগব আমরা থোর্সহ্যামারের গা ঘেঁষে। ক্যাচারগুলোর ইঞ্জিন যেন কোনক্রমেই হঠাৎ করে থ্রটল ওপেন না করে। তাতে ধোঁয়া এবং আগুনের হলকা বেরোবে,

অন্ধকারে দেখা যাবে দূর থেকে। কনভয়টা ক্রমশ গতি লাভ করবে,' বলে চলল রানা গম্ভীরভাবে। 'প্রথমে নাইন নটস, তারপর বিশ মিনিটের জন্যে ইলেভেন নটস, তারপর এই ঝড়ের মুখে যতটা সম্ভব বেশি।'

দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাবার মত ঠক ঠক শব্দ উঠল পিরোর রিসিভার থেকে।

থোর্সহ্যামার টু মিকেলসন স্টপ কিপ মি ইনফর্মড
স্টপ হেভী ওয়েদার মেকস্ ইন্টারসেপশন ডিফি-
কাল্ট স্টপ উইল ইউজ সার্চ লাইটস অ্যান্ড স্টার-
শেলস্ স্টপ্ কিপ ক্লিয়ার অভ সাউল'স ফ্লীট স্টপ

ঘেউ করে উঠল রানা, 'ঠ্যালা সামলাও! সার্চ লাইট, স্টার শেল—নতুন ক্যাপ্টেনের মান সম্মান ডোবাবে দেখছি!' মুখে যাই বলুক, মনে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে রানার, ধরা ও পড়বে না।

ব্রিজ থেকে স্কিপারদের দেখতে পেল রানা। স্যার ফ্রেডারিক কিছু একটা বুঝিয়েছে। বোট নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তারা যার যার জাহাজে। হাফ মাতাল সবগুলো, এই দুর্যোগেও নোঙর তোলার নির্দেশ কানে বেখাপ্পা ঠেকেছে বলে মনে হয় না।

বিশ মিনিটের মধ্যে যাত্রা শুরু করল রানার ফ্লীট।

দ্বীপটার সর্বদক্ষিণ প্রান্তটা স্টোনিহিল পয়েন্ট নামে পরিচিত। বাঁক নিতেই উন্মাদ বাতাসের প্রচণ্ড লেফট হুক প্রায় কাৎ করে দিল অ্যান্টার্কটিকাকে। আরও সাত মিনিট পর ট্রিসটানের শেলটার থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এল ওরা। ঝড়ের সমস্ত ধাক্কা লাগল ফ্যাক্টরিশিপের গায়ে। ঠেলে, ধাক্কা মেরে যখন যেভাবে খুশি সরিয়ে দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে জাহাজটাকে। গোটা ফ্যাক্টরিশিপ রানার নির্দেশে অন্ধকারে নিমজ্জিত, ঝড়ে পাওয়া পোড়োবাড়ি যেন একটা। থোর্সহ্যামার থেকে যত চোখই চেয়ে থাকুক, সুবিধে করতে পারবে না। একমাত্র আলো জ্বলছে মেইন ইঞ্জিন রেভোলিউশন ইন্ডিকেটরে, থোর্সহ্যামারের দৃষ্টি-সীমার বাইরে। নির্দেশ পেয়ে স্কিপাররা যার যার জাহাজের আলো নিভিয়ে দিয়ে ভাবছে: এ আবার কোন রহস্য!

অ্যান্টার্কটিকার ব্রিজে বিলাসিতার ছড়াছড়ি। একদিকেই এগারোটা বড় বড় জানালা। সৌখিন ওয়ালক্লকটা প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ঝন ঝন শব্দে বেল বাজাচ্ছে, প্রতিবারই চমকে উঠছে রানা। ব্রিজের পোর্ট উইঙের টেলিগ্রাফের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। টেনে ধরে বেল বাজাতে, Ray-র পেটেন্ট রেভোলিউশন ইন্ডিকেটর দ্রুত লয়ে পরিভ্রমণ শুরু করল।

থোর্সহ্যামারের দিকে রওনা হলো অ্যান্টার্কটিকা। স্টারবোর্ড ডোরওয়ের কাছ থেকে লুকআউটের সাথে টেলিফোনে কথা বলল রানা, 'কিছু দেখতে পাচ্ছ, লুকআউট?'

কর্কশ উত্তর ফিরে এল টেলিফোনে, 'নাথিং, স্যার। নাথিং অ্যাট অল।'

সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা তা একবার, তারপর আরেকবার চেক করে দেখে নিল রানা। 'আজ রাতে ডেস্ট্রয়ারের ব্রিজে যারা আছে তারা অভাগা,' স্যার

ফ্রেডারিককে বলল রানা। 'র স্টীল, র সাব-জিরো।'

'থোর্সহ্যামার যদি দেখে ফেলে—কি হবে?'

'দেখবে কোত্থেকে?'

'না,' বলল পিরো। 'দেখতে পাবে না। ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা যেহেতু কম্যান্ডে রয়েছেন।'

বেজে উঠে সবাইকে চমকে দিল ব্রিজের ফোনটা।

'লুকআউট, স্যার। অরোরা খুব বেশি কাছাকাছি সরে আসছে।'

'কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিতে বলো,' পিরোকে চোখ রাঙিয়ে পরোক্ষে ওয়াল্টারের উপরই ঝাল ঝাড়ল রানা। 'আদরের দুলাল, তাই কোল ঘেঁষে থাকতে চায়, না? ফিরে যেতে বলো নিজের জায়গায়!' অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বলল তারপর, 'খুব সাবধানে, সিগন্যালিং ল্যাম্প যেন থোর্সহ্যামারের দিকে আলো না ফেলে!'

সবজান্তার মত মুচকি হাসল পিরো।

উথালপাতাল সাগরে খাবি খাচ্ছে অ্যান্টার্কটিকা। মুহূর্তের জন্যেও ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাবার সুযোগ দেয়নি ঝড়টা ওদেরকে। জাহাজটাকে চমৎকার কায়দায় সামলে রেখেছে গলহার্ডি। ব্রাশ হুইল ধরে চুপচাপ বসে আছে সে রানার নির্দেশে। অপেক্ষা করছে ওরা সবাই, মুহূর্তগুলো কাটতে চাইছে না যেন। কারও মুখে কথা নেই। কিন্তু চোখ খোলা সকলের। পড়তে পারছে সবাই সবার মনের অবস্থা, খোলা চোখের দিকে চোখ রেখে। থেমে থেমে, নিঃশ্বাস ছাড়ছে প্রত্যেকে। পেশীতে টান পড়ছে অজ্ঞাতসারে।

চোখ নাকি দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু থেকে দশ ডিগ্রী তফাতে সবচেয়ে ভাল দেখতে পায়। স্টারবোর্ডের দিকে, কতটা দূরে বুঝতে পারল না রানা, চকিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল কি যেন একটা।

তবে জাহাজ বলে মনে হলো না।

'পোর্ট টোয়েনটি,' নির্দেশ দিল রানা।

বনবন করে হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে গলহার্ডি। অধৈর্য হয়ে উঠেছে রানা। অ্যান্টার্কটিকা ঘুরতে শুরু করতে কয়েক যুগ সময় নিচ্ছে বলে মনে হলো ওর।

'কেবিন থেকে নাইট গ্লাস নিয়ে এসো—কুইক।' নরওয়েইয়ান কোয়ার্টার মাস্টারকে বলল রানা, গলহার্ডি যার জায়গা দখল করে বসেছে। স্যার ফ্রেডারিক ব্রিজ বিনকিউলারটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল। গায়ে লেখা নামটা দেখেই বাতিল ঘোষণা করল রানা জিনিসটাকে, 'স্ট্যান্ডার্ড ব্রিটিশ গ্লাসগুলো রাতে কোন কাজেরই নয়। খারাপ গ্লাসের দরুন রেইডারকে দেখতে না পেয়ে যুদ্ধের সময় কত যে জাহাজ ডুবেছে তাই শুধু ভাবি আমি…!'

লোকটা ফিরে এসে রানাকে দিল ওর গ্লাস।

পিরো স্যার ফ্রেডারিকের দিকে মুখ তুলল। 'রেইডার'স গ্লাস। সেভেন ফোল্ড ম্যাগনিফিকেশন। আমাদের ক্যাপ্টেনের এই রকম একজোড়া বিনকিউলার তৈরি করতে সময় লেগেছিল কয়েক মাস। ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা জিনিস চেনেন, অস্বীকার

করার যো নেই।'

জিনিসটা কি? কি দেখে অমন হকচকিয়ে গিয়েছিল তখন ও? চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে খুঁজছে রানা। কোথায় কি, কালো গভীর অন্ধকার ছাড়া কোথাও কিছু নেই। কিন্তু আলো কিংবা আলোর আভা ওর চোখে যে ধরা পড়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিসের আলো? কিসের আলো হতে পারে? ব্রিজের একটা জানালা খুলে দিল রানা। 'তোমাদের U-বোটের এলাকায় রয়েছি এখন আমরা,' পিরোর উদ্দেশে বলল রানা। 'ট্রিসটান থেকে এই এতটা দূরেই মিটিওর মিলিত হত নেপচুনের সাথে। অন্যান্য জাহাজগুলোও আসত এখানে সাপ্লাই পাবার জন্যে। জন ওয়েদারবাই একবার একটা জাহাজকে চমকে দিয়েছিল। জাহাজটার অয়েল হোস তখনও পানি থেকে তোলা হয়নি। বাতাস উড়িয়ে নিয়ে এল খোলা জানালা দিয়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি।

'আইস!' গলহার্ডি বলল। 'বরফ! গন্ধ পাচ্ছি আমি, বরফ, রানা··· কাছাকাছি···বরফ। মাই গড, আইস!'

'হ্যাঁ, আমিও পাচ্ছি বরফের গন্ধ,' বলল রেবেকা। কেউ লক্ষ করেনি কখন সে ব্রিজে এসে ঢুকেছে।

'ব-ফ?' থতমত খেয়ে গেছে স্যার ফ্রেডারিক। প্রথমবার শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না সে ঠিকমত। 'বরফ?' রানা?'

কথা বলল না রানা। চেয়ে আছে পিরো রানার দিকে। চেয়ে আছে স্যার ফ্রেডারিক, গলহার্ডি, রেবেকা, কোয়ার্টার মাস্টার।

ঝাড়া দু'মিনিট কারও মুখে কোন কথা নেই। তারপর রানা বলল, 'হ্যাঁ,' স্যার ফ্রেডারিকের দিকে তাকাল ও। 'বরফ।' অদ্ভুত লাগল সকলের চোখে রানার হাসিতে উদ্ভাসিত মুখটা। 'অ্যান্টার্কটিকায় সব জাহাজের পরম শত্রু—বরফ। কিন্তু তাতে কি? থোর্সহ্যামারকেও তো ফেস করতে হবে বিপদটাকে! এ এক ধরনের চ্যালেঞ্জ, প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ—কে উৎরে যেতে পারে তারই পরীক্ষা—দেখাই যাক না···।'

অপেক্ষার পালা শেষ হলো ওদের। চোখের পলকে অন্ধকার কেটে গেল, দিগ্বিদিক ভাসতে থাকল উজ্জ্বল সাদা আলোর বন্যায়। চোখ ধাঁধানো আলো দেখে বিস্মিত হলো না ওরা কেউ। মুগ্ধ হয়ে পড়ল সবাই আলোয় ফুটে ওঠা সামনের বিস্ময়কর দৃশ্যটা দেখে।

রানা যা দেখেছিল পলকের জন্যে থোর্সহ্যামার থেকেও কেউ তা দেখেছিল. তা না হলে এত তাড়াতাড়ি আকাশে স্টারশেল ছাড়ার কথা নয় ডেস্ট্রয়ারের। বিশাল হিমপর্বত এইমাত্র যেন উঠে এসেছে সাগরের তলা থেকে, আকাশের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারা গায়ে রঙের চমক মেখে। রানার মুগ্ধ হবার অন্যতম কারণ, এতবড় বরফের পাহাড় এই প্রথম দেখছে ও। মাত্র দুটো দিক দেখা যাচ্ছে হিমশৈলের। আড়াই থেকে সাড়ে তিন মাইল হবে লম্বায়, আকাশের দিকে খাড়া হয়ে আছে হাজার সোয়া হাজার ফিট। অ্যান্টার্কটিকার ব্রিজ থেকে গ্যাস বেলুনের মালার মত দুলতে দুলতে ধীরবেগে নেমে আসা স্টারশেলের আলোয়

বরফের প্রকাণ্ড পাহাড়টাকে অদ্ভুত সুন্দর এবং আশ্চর্য দেখাচ্ছে। আড়াই তিন মাইল লম্বা প্ল্যাটফর্মের ডান প্রান্ত ঘেঁষে পৌনে একমাইলের মত জায়গা নিয়ে পাহাড়ের প্রধান অংশটা আকাশে মাথা তুলেছে। মূল দেহের দু'পাশেই সারি সারি ঝুলছে অসংখ্য হাত। কোন কোনটা সিকি মাইল চওড়া, মূল হিমশৈলের মাথা ছাড়িয়ে গেছে। বাঁ দিকটা ভারি বিস্ময়কর। প্ল্যাটফর্মের উপর সলিড বরফের একটা উঁচু মঞ্চ। আধমাইলটাক সমতল, তারপর ক্রমশ উঠতে শুরু করেছে, খানিকদূর এভাবে এগিয়ে হঠাৎ খাড়া হয়ে পাঁচিলের মত উঠে গেছে উপর দিকে, মূল দেহের মাথা পর্যন্ত। দূর থেকে যোগাযোগটা ধরা পড়ছে না ওদের চোখে, আড়াআড়িভাবে দৃশ্যমান খাড়া পাঁচিলটা যেন নিজের শক্ত মেরুদণ্ডের উপরই ভর করে দাঁড়িয়ে আছে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। রঙটাও অন্য রকম, মিল নেই মূল দেহের সাথে। উঁচু মঞ্চটা গভীর ঘন সবুজ। পাঁচিলটা যেখানে খাড়া হতে শুরু করেছে সেখান থেকে মাথার কাছাকাছি পর্যন্ত হলুদ, মাথাটা ঝলমলে জরির মত সোনালী। সাদা হিমশৈলের সারি সারি ঝুরির ফাঁকে একটা ছোট্ট লেক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, টলমল করছে নীল জল।

'ও গড! কি কুদরত!' অস্ফুটে বিস্ময় প্রকাশ করল স্যার ফ্রেডারিক, পরক্ষণে থোর্সহ্যামারের কথা মনে পড়ে গেল তার। 'যাহ্, ফেলল বুঝি দেখে। টার্ন অ্যাওয়ে। টার্ন অ্যাওয়ে!'

'ব্যস্ত হবেন না,' উত্তর দিল রানা। 'আইসবার্গের ওধারে রয়েছে সে। এদিকের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।'

'কিন্তু রাডারে ধরা পড়ে যাব আমরা।'

'আইসবার্গটা,' বলল পিরো। 'বোকা বানাবার জন্যে যথেষ্ট রাডার অ্যাঙ্গেলস পয়দা করছে।'

'রাডার অ্যাঙ্গেলস মানে?' স্যার ফ্রেডারিক বিরক্তির সাথে জানতে চাইল।

'বরফ, বিশেষ করে চলন্ত বরফ অসংখ্য ধরনের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে রাডারে,' বলল পিরো। 'আমরা অ্যাঙ্গেল বলি ওগুলোকে।'

আবার যেন কালো চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো চারদিক, স্টারশেলের আলো হঠাৎ করে ফুরিয়ে যেতেই। রেবেকা দাঁড়িয়ে আছে রানার পাশে, গা ঘেঁষে। 'এই ধরনের জিনিসই মানুষ একবার দেখলে সারাজীবন স্মরণ রাখে। আমি জানতাম না এতটা উত্তরেও আইসবার্গ আসে!'

'কেপহর্নেও এতবড় আইসবার্গ দেখিনি,' বলল রানা। 'ওগুলোর চেয়ে সম্ভবত দশগুণ বড় এটা আকারে।'

ব্রিজের স্টারবোর্ড উইং থেকে পিছন দিকে তাকাল রানা। থোর্সহ্যামারের কোন চিহ্নই নেই। জমাট অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট বিন্দুও দেখতে পেল না। জানালা বন্ধ করে দিয়ে গলহার্ডির পিছনে এসে দাঁড়াল ও।

'সিগন্যাল দাও ক্যাচারদের,' আশ্চর্য দৃঢ়তার সাথে কথা বলছে রানা, গলার স্বর শুনেই বোঝা গেল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। 'স্টিয়ার—,' পিরোর চোখে চোখ রেখে দ্রুত হিসাব কষে নিল রানা। 'স্টিয়ার ওয়ান হানড্রেড ডিগ্রীজ।

এইট নটস।'

গলহার্ডির হাতে ঘুরতে লাগল চরকির মত হুইল। রানার সংক্ষিপ্ত নির্দেশেই যা কিছু জানার জেনে ফেলেছে সে।

'স্টেডি অ্যাজ শি গোজ।'

'ইয়েস-ইয়েস, ইয়েস-ইয়েস...!' কী এক আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে গলহার্ডি, মাথা দোলাচ্ছে আপন মনে।

বাঁক নিয়েছে অ্যান্টার্কটিকা, এখন এগোচ্ছে দক্ষিণ দিকে।

'ওয়ান হানড্রেড ডিগ্রীজ,' বলল রেবেকা। 'ডেস্টিনেশন?'

রেবেকার চোখের অতলতলে দৃষ্টি রেখে অস্ফুটে কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল রানা, 'বভেট আইল্যান্ড!'

বিদায়, রানা-২

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৮

এক

ভীষণ ঝঞ্ঝা, বিশাল ঢেউ আর তীব্র স্রোত। এই তিন শত্রুর সাথে অ্যান্টার্কটিকা আর চারটে ক্যাচার তিন দিন ধরে মরণপণ যুদ্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে নিল দক্ষিণ দিকে। আজ চতুর্থ দিন, শান্ত সমাহিত ঝলমলে সকালের আকাশ। বাতাস থিতিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঢেউয়ের আকার ও গতি দুই-ই আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে তারা আসছে দলে দলে, একের পর এক। ড্রেকস্ প্যাসেজ থেকে উড়ে আসা ঝড়ের মাঝখানটা সরে গেছে উত্তর এবং পূর্ব দিকে। সেটা এখন সাউথ আফ্রিকান মেনল্যান্ডের উপত্যকাগুলোয় হামলা চালাবার পথে রয়েছে বলে অনুমান করছে রানা।

গলহার্ডি হুইলে। ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে রানা। স্টারবোর্ড বো-এর খানিক তফাতে একটা মাছ অনেকক্ষণ ধরে রয়েছে, পিছু ছাড়ছে না। গভীর, গম্ভীর শব্দ আসছে রানার কানে। গ্রাউলার, পার্চ ফ্যামিলির মাছ, এইরকম মোটা গলায় কুকুরের মত শব্দ করে।

ফ্যাক্টরিশিপের রিয়ার-গার্ডের মত ছড়িয়ে আছে পিছনে চারটে ক্যাচার। সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে ওয়াল্টারের অরোরা। অন্যগুলোর চেয়ে সবদিক থেকে ভাল জাহাজটা। বক্সারের নাকের মত হিংস্র আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ঢেউয়ের সাথে লড়ে যাচ্ছে তার বো। মাথাভারী, চ্যাপ্টা মুখের কাছেই হার্পুন গানটা, তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে মারণাস্ত্রটাকে। ফ্যাক্টরিশিপের পোর্ট বীম সাইডে ডুবছে সে, যেন হাইজাম্প দেয়ার আগে নিচু হয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তারপর ঢেউয়ের মাথায় চড়ে ফ্যাক্টরিশিপের ব্রিজের নিচে ভিড় করে থাকা হোয়েস্টিং মেশিনগুলোর উচ্চতা বরাবর উঠে আসছে। রানা শুধু দেখতে পাচ্ছে ঢেউয়ের ওপর অরোরার মাস্তুলের মাথাটা। হার্পুনগানের কেবলগুলো জড়িয়ে রয়েছে বলে লম্বা ফ্লেক্সিবল মাস্টের হুইলটাকে দেখাচ্ছে বিশাল আকৃতির শিপিং রডের মত। নিচ থেকে যখন উঠছে ঢেউয়ের গায়ে চড়ে, হোয়েলিং কেবল জড়াবার তিনকোনা বোলার্ডে বাধা পেয়ে ত্রিকোণ আকৃতির একটা জলপ্রপাত হয়ে নেমে আসছে পানি ডেক থেকে।

পুরোপুরি বদলে গেছে সাগরের রঙ। ট্রিসটানের পানি ছিল স্বচ্ছ নীল, তা এখন নোংরা পাংশু। শিপিং রুটের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে ফ্লীটটা, রোরিং ফরটিজের সীমানা লঙ্ঘন করতে শুরু করেছে আজ সকাল থেকে।

ফ্যাক্টরিশিপের মস্ত টপ-হ্যামার, ট্র্যাভেলিং ক্রেনের চারটে বিশাল প্ল্যাটফর্ম, রেলিঙের ধারের বোলার্ড এবং মাস্তুলকে বেঁধে রাখা ভারী ইস্পাতের কেবলগুলোকে ঢেউয়ের মাথা থেকে ছুটে এসে অনবরত ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ঝম

ঝম বৃষ্টির মত পানি। দিক্‌হারা একটা আলব্যাট্রস চলছে ওদের সাথে সাথে। মেলে দেয়া পাখনার দৈর্ঘ্য, রানা অনুমান করল, বারো ফিটের কম নয়। বাতাসকে অনায়াসে পোষ মানিয়ে বাতাসের পিঠে চড়ে ফ্যাক্টরিশিপের নাকের উপর ভেসে আছে সাদা একটা বুমেরাঙের মত। ওর উপস্থিতির তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। এটা দক্ষিণ, তারই সাইনবোর্ড পাখিটা।

বাকি তিনটে ক্যাচার স্টারবোর্ডের দিকে। চিমের পর আরও অনেক দূরে ক্রোজেট আর ফারগুসেন। ও-দুটোকে মাঝেমধ্যে দেখা যাচ্ছে ব্রিজ থেকে।

'যারাই তৈরি করে থাকুক,' মাথা ঝাঁকিয়ে অরোরাকে দেখিয়ে মন্তব্য করল গলহার্ডি, 'মজবুত বটে জাহাজটা, কি বলো?'

'স্মিথস্ ডক কোম্পানি, মিড্‌লস্‌ব্রো,' বলল রানা অন্যমনস্কভাবে। 'ওরাই সবচেয়ে ভাল তৈরি করে।' ভয়ের মধ্যে রয়েছে রানা, অরোরার কথা ভাবছে না। বুকের ভিতর উদ্বেগের শীতল একটা স্পর্শ অনুভব করছে ও।

ট্রিসটানকে পিছনে ফেলে রেখে আসার পর এমন সব ঘটনা ঘটেছে যাতে দুশ্চিন্তা না হয়ে পারে না। থোর্সহ্যামারকে সাফল্যের সাথে কাট্টি মেরে পালিয়ে আসার পর স্যার ফ্রেডারিক ওর কাছ থেকে, আনুষ্ঠানিক ভাবে না হলেও, প্রকারান্তরে কেড়ে নিয়েছে কম্যান্ড। কথার বরখেলাপ করতে এতটুকু বাধেনি তার। তাকে উৎসাহ এবং সাহায্য যুগিয়েছে ক্যাপ্টেন দোনোভান জার্কো। স্যার ফ্রেডারিকের নির্দেশে জার্কো অ্যান্টার্কটিকার কোর্স অলটার করেছে। দুশ্চিন্তার সবচেয়ে বড় কারণ রানার এটাই।

রানার চার্টগুলো সম্পর্কে স্যার ফ্রেডারিকের অস্বাভাবিক কৌতূহলও সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এখন তার পাঁচটা কথার মধ্যে দুটোই চার্ট সম্পর্কে প্রশ্ন। প্রথমদিকে কথাচ্ছলে, প্রসঙ্গক্রমে খোঁজ; এখন খোলাখুলি নির্লজ্জভাবে জানতে চাইছে।

থোর্সহ্যামারকে ধোঁকা দিয়ে ভেগে আসার কাজে রানা নেতৃত্ব দিলেও সে-সময়ে স্যার ফ্রেডারিকের চোখেমুখে উত্তেজনার যে ছাপ ও দেখেছে তা ভুলতে পারছে না কোনমতে। কি চাইছে লোকটা? কোথায় যেতে চাইছে? ওয়াল্টার তার নিজের লোক, তাকে ছাড়া বাকি তিনজন হোয়েলারকে কেন সে থোর্সহ্যামারের অস্তিত্ব জানাতে চায়নি? তারপর, পিরো। কি কাজ তার ফ্যাক্টরিশিপে?

উৎসাহে ভাটা পড়েছে রানার। সাধারণ সাগর থেকে বুনো উন্মাদ সাগর এলাকায় প্রবেশ করছে ওরা এখন সীমানা পেরিয়ে, যেখানে ওর খোঁজার কথা আলব্যাট্রস ফুটের সেকেন্ড প্রঙ। দিকচিহ্নহীন অথৈ উন্মাতাল সাগর এবং আইস কন্টিনেন্ট থেকে ধেয়ে আসা এক একটা হিমালয়ের মত ঢেউ দেখে প্রথম দিকের সেই আগ্রহ ও উদ্দীপনা উবে গেছে ওর মন থেকে। প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে ওর বিরূপ মারমুখী এই সাগর থেকে কিছু খুঁজে বের করা।

গলহার্ডি ওকে আরও ভাবিয়ে তুলেছে। ট্রিসটান থেকে রওনা হবার দু'দিন পর রানাকে সে জানায় ফ্লেনসিং ক্রুরা তাদের সময় কাটাচ্ছে তাস আর দাবা খেলে। সংখ্যায় নাকি তারা নিতান্তই কম, উল্লেখ করার মত নয়। রেকর্ড সংখ্যক মাছধরা

হবে অথচ ধরা, কাটা এবং সংরক্ষণের জন্যে ব্যবস্থা নেয়ার কোন উদ্যোগই নেই কারও মধ্যে। গলহার্ডির ধারণা, স্যার ফ্রেডারিক রানার কাছ থেকে সবচেয়ে পুরানো চার্টটা হাত করতে চাইছে। সন্দেহটা বার বার এমন জোর দিয়ে প্রকাশ করে সে যে রানা ওর কেবিন থেকে চার্টটা নিয়ে এসে গভীর রাত পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখতে বাধ্য হয়েছে। রাত জেগে চার্টটা দেখেও যে কিছু সুবিধে হয়েছে, তা নয়। স্যার ফ্রেডারিকের উদ্দেশ্য রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে ওর কাছে।

ওদিকে, আরেক রহস্য হয়ে রয়েছে রেবেকা। যদি বা কখনও সে ব্রিজে এসেছে, রানার কাছ থেকে দূরত্ব তাতে একটুও কমেনি, বরং বেড়েছে। কাছে থেকেও রেবেকাকে মনে হয়েছে অনেক দূরের। আবহাওয়া সম্পর্কেই দু'একটা প্রশ্ন করেছে, বেশির ভাগ সময় তাও না। তবে একটা জিনিস চোখ এড়ায়নি রানার—ওরা যতই ঠাণ্ডা পানির দিকে এগোচ্ছে ততই যেন অস্বস্তি বোধ করছে রেবেকা।

গতরাতেই সন্দেহের কিছুটা অবসান ঘটেছে রানার। গলহার্ডির কথাই ঠিক, স্যার ফ্রেডারিক রানার কাছ থেকে কিছু হাত করতে চায়, সম্ভবত পুরানো চার্টটাই। গতরাতে ব্রিজ থেকে কেবিনে গিয়েছিল রানা একবার, ভিতরে ঢোকার সাথে সাথে ও বুঝতে পারে কেবিনটাকে সার্চ করা হয়েছে। কেবিনের কোন জিনিসই এক জায়গা থেকে সরিয়ে আরেক জায়গায় রাখা হয়নি, আগের মতই আছে সব, কিন্তু খালি চোখে সহজে ধরা পড়ে না এমন কিছু ত্রুটি যেন পরিষ্কার দেখতে পেল ও মনের চোখ দিয়ে। পুরানো চার্টটা কেবিনে নয়, ছিল ব্রিজে। অয়েলস্কিন ব্যাগটা, যেটাকে চার্ট-কেস হিসেবে ব্যবহার করে রানা, আগের জায়গায় অর্থাৎ যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই পায় ও, দেখে মনেই হয় না এটাকে কেউ ছুঁয়েছিল। ব্যাগের ফিতেটা ছিল টেবিলের উপর গোল মালার মত বিছানো, কিন্তু রানা দেখল সেটা গোল না, হৃৎপিণ্ডের আকৃতি তৈরি করে রেখেছে। আর কোন সন্দেহ রইল না ওর মনে।

রিফার জ্যাকেটের ইনার পকেট থেকে চার ভাঁজ করা পার্চমেন্টের টুকরোটা বের করল রানা। ভাঁজ খোলার সময় মুড়মুড় করে পাঁপড় ভাঙার মত শব্দ হতে গলহার্ডি ফিরল ওর দিকে। আর একবার পুরানো চার্টটা দেখে বুঝতে চেষ্টা করছে রানা, কেন চায় এটা স্যার ফ্রেডারিক। কি আছে এর মধ্যে? কি এমন আছে যা ওর চোখে পড়ছে না?

'ফর গডস সেক, রানা!' গলহার্ডি চাপা কণ্ঠে বলল। 'কোন্ সাহসে ফের বের করেছ ওটা তুমি? লুকাও, লুকিয়ে ফেলো তাড়াতাড়ি! ফ্রেডারিক বা পিরো যদি এসে পড়ে তখন কি হবে?'

'ভূতের ছায়া দেখছ তুমি, গলহার্ডি,' বলল রানা। 'তুমি যা ভাবছ, এটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয়।'

'হুইলটা ধরো তো একবার,' সরে গিয়ে বসতে দিল রানাকে, তারপর বন্ধ করে দিল স্যার ফ্রেডারিকের কেবিন আর রেডিও রুমে যাবার দরজাটা।

'গত তিন দিন ধরে মাথা তো আর কম ঘামালাম না,' বলল রানা। 'কিন্তু

বুঝলামটা কি? কচু! আঠারোশো পঁচিশ সালের পুরানো, বাতিল, ইন-অ্যাকিউরেট বভেট আইল্যান্ডের একটা ম্যাপ, এর সাথে উনিশশো সাতাত্তরের একটা হোয়েলিং এক্সপিডিশনের কি সম্পর্ক?'

মান্ধাতা আমলের পার্চমেন্টের গা ফেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা তৈরি হয়েছে অসংখ্য, একটার উপর দিয়ে আর একটা ঢেউ খেলানো রেখা এমনভাবে এদিক ওদিক ছুটে গেছে, মাকড়সার জালকেও হার মানায়। দুটো মার্জিন লাইনের দু'পাশে অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য রেখা, আর ডান হাতের উপরের কোনা থেকে শুরু করে মাঝখান পর্যন্ত আঁকা একটা রেখা। রেখাটির নিচে ও অদ্ভুতদর্শন একটা মারজিনাল ক্রসের বিপরীত দিকে, যেখানে লেখা রয়েছে, 'ফিফটি ফোর ডিগ্রীজ সাউথ,' পাশাপাশি তিনটে ডট। আরও খানিক নিচে আর একটা ডট, লেখা রয়েছে 'রক।' চার্টটার তাৎপর্য এবং মূল্য যে কি তা রানা অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারেনি। এখন ওর এই ভেবে দুঃখ যে জন ওয়েদারবাইয়ের কাছ থেকে নেয়ার সময় এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে যা জানার জেনে নেয়নি কেন। এটা ওয়েদারবাইদের সীলার স্প্রাইটলির লগ এবং ট্র্যাক চার্ট, যে স্প্রাইটলি বভেট আইল্যান্ড পুনরাবিষ্কার করেছিল ১৮২৫ সালে। স্প্রাইটলির মাস্টার, ক্যাপ্টেন জর্জ নোরিশ শুধু যে চার্ট তৈরি করেছিলেন তা নয়, দ্বীপটার তিনি স্কেচও এঁকেছিলেন।

'ম্যাপটা বভেট আইল্যান্ডেরই বটে,' বলল গলহার্ডি। 'কিন্তু শুধুই কি বভেট আইল্যান্ডের? তুমি জানো, তা নয়। ফ্রেডারিকও তা অনুমান করে নিয়েছে।'

'থম্পসন আইল্যান্ডের কথা বলতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। তাই বলতে চাইছি আমি। থম্পসন আইল্যান্ড।'

লন্ডনে থাকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল রানার। রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি এবং অ্যাডমিরালটি, দু'জায়গা থেকেই ওকে বলা হয়, ভুলে যাও থম্পসন আইল্যান্ডের কথা।

কিন্তু ভোলা কি এতই সহজ? থম্পসন আইল্যান্ডের ইতিহাস জানা আছে রানার। আর কেউ হলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু রানার যে একটা অভিযান প্রিয় মন রয়েছে, অজানাকে জানার দুর্দমনীয় এক আকুতি। না, ভুলতে আমি পারিনি। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল রানা। শর্তগুলো যে ভুলে গেছে ও, তা নয়। যেতে হবে একা, যদি কখনও যেতে চাও। ফিরে এসে আর কাউকে বলতে পারবে না তার কথা, যদি গিয়ে কোনদিন ফিরে আসতে পারো। কেন? এমন উদ্ভট শর্তের কারণ? কোন কারণ নেই···না, আছে—তবে তা আগেভাগে জানানো হবে না, জানতে পারবে যদি কোনদিন ওখানে পৌঁছুতে পারো!

একা যেতে হবে—এই শর্তটা যে কোন অভিযাত্রীকে নিরুৎসাহিত করতে যথেষ্ট। কিন্তু না, রানার বেলায় তা ঘটেনি। বরং কৌতূহল আরও বেড়েছে ওর। কি আছে থম্পসন আইল্যান্ডে? জানার জন্যে বুকের ভিতর ছটফট করছে রোমাঞ্চ প্রিয় মনটা। জানে, একা যাওয়া সম্ভব নয়—তবু, কৌতূহল আর ইচ্ছা তাতে পোষ মানেনি, আরও যেন বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গটা মনে জাগলেই ইতিহাসটা যেন কথা কয়ে ওঠে ওর কানে কানে।

ফ্রেঞ্চম্যান বভেট দ্বীপটাকে আবিষ্কার করেন, তারপর প্রায় এক শতাব্দী এর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়বার আবিষ্কার করেন দ্বীপটাকে ক্যাপ্টেন নোরিশ। তিনি আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করেন, যা ফ্রেঞ্চম্যানের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল: ফিফটিন লীগে বা পঁয়তাল্লিশ মাইলে, বভেটের উত্তর-উত্তর পুবে আর একটা দ্বীপ। ক্যাপ্টেন নোরিশ এই নতুন দ্বীপটার পজিশন নির্ধারণ করেন। তাঁরই অরিজিন্যাল লগ খোলা রয়েছে এখন রানার সামনে।

কিন্তু তারপর আর কাগজপত্রে থম্পসন আইল্যান্ডের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, ক্যাপ্টেন নোরিশের আবিষ্কার, প্রকৃত কারণটা জানা না গেলেও, তুমুল আলোড়ন তুলেছিল সে যুগে। প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে মানুষ থম্পসন আইল্যান্ডকে নিয়ে বিচিত্র ধরনের জল্পনা-কল্পনা করেছে। বিভিন্ন জাতি এবং দেশ তাদের সেরা জাহাজগুলোকে বিশেষ যন্ত্রপাতিতে সাজিয়ে সেরা নাবিকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে থম্পসন আইল্যান্ডকে আবার খুঁজে বের করার জন্যে। মাঠে সবচেয়ে আগে ছিল নরওয়ে। নরওয়ের লার্স খ্রীস্টেনসেন উনিশশো বিশ সালে বিশেষ করে বভেটের আশপাশটা চষে বেড়ায়। ওই এলাকায় হন্যে হয়ে ঘোরে ব্রিটিশ আর.আর.এস. ডিসকভারি। পাওয়া যায়নি থম্পসন আইল্যান্ডকে। জার্মান, আমেরিকান এবং ফ্রেঞ্চ অভিযানগুলোও ব্যর্থ হয় একের পর এক। মরীচিকার পিছনে ছোটাছুটি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় অবশেষে।

সামনের কম্পাস থেকে চোখ তুলল গলহার্ডি। কিন্তু মুখ খুলল অনেকক্ষণ পর, 'মেজর জেনারেলই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি, যিনি থম্পসন আইল্যান্ডকে নিজের চোখে দেখেছেন।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু ব্যাপারটাকে নাটকীয় করে তোলার কোন মানে হয় না। মিটিওরকে আক্রমণ করার ঠিক আগের মুহূর্তে বুড়োর মনে হয়েছিল বভেটের কাছে তিনি একটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছেন,' রিপিট করল রানা বাক্যের একটা অংশ, 'মনে হয়েছিল অর্থাৎ তিনি নিজেও পুরোপুরি শিওর না। তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। তাঁকে সেই একই কথা বলা হয়েছিল যা বলা হয়েছিল নোরিশকে, তিনি দ্বিতীয়বার যখন দ্বীপটাকে আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হন, হয় তিনি বড় একটা আইসবার্গ দেখে ল্যান্ড বলে চিনতে ভুল করেছেন, না হয় সাধারণ একটা ওয়াটার-স্কাই ছিল ওটা। জিনিসটা কি জানো তুমি?'

'বরফের পাঁজার ওপর প্রতিফলিত হলদেটে আলো,' বিড়বিড় করে বলল গলহার্ডি। 'কিন্তু মেজর জেনারেলের মত অমন একজন মানুষ এই ধরনের সাধারণ একটা ভুল করবেন—নাহ, মেনে নিতে মন চায় না।'

কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাসল রানা। 'মনের কথা বলেছ। বুড়ো দেখেছিল ল্যান্ডই, এটাই বিশ্বাস করতে চাই।'

'তার কারণ,' গলহার্ডি রানার চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি রেখে বলল, 'বিশ্বাস না করলে যে নিজের মধ্যে ওদিকে যাবার উৎসাহ পাবে না। অথচ তুমি দ্বীপটার ইতিহাস জানো, জানো কত বড় বড় নাবিক দ্বীপটাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে! তবু তুমি কোন্ আশায় যে ফ্রেডারিকের মত একজন হুলো বিড়ালের

সাথে হাত মেলালে, বুঝি না বাপু! লোকটা নাবিকও নয়, অভিযাত্রীও নয়—সে কিভাবে পারবে থম্পসন আইল্যান্ডকে খুঁজে বের করতে?'

'তোমার তাই ধারণা বুঝি…?'

'হ্যাঁ,' বলল গলহার্ডি দৃঢ় গলায়। 'ও ব্যাটা থম্পসন আইল্যান্ডের পিছু লেগেছে।'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'দূর! থম্পসন আইল্যান্ড আবিষ্কার করতে চাইলে এই লুকোচুরি খেলার কি দরকার?' বলল রানা। 'সে যে পজিশনের লোক, এত ঝামেলা না করে লন্ডনের একটা নিউজপেপারে টেলিফোন করে দিয়ে যদি বলত যে গ্রেট ওশেন মিস্ট্রি থম্পসন আইল্যান্ড আবিষ্কার করতে চাইছে সে, ডজন ডজন ওস্তাদ নাবিক আর এদিককার পানি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ছুটে যেত তার কাছে। তাছাড়া, থম্পসন আইল্যান্ড আবিষ্কার করার জন্যে এতগুলো ক্যাচারের কি দরকার? একটা জাহাজ হলেই তো চলে।'

'তোমার ওই চার্ট তুমি লুকিয়ে রাখো, ব্যস,' বলল গলহার্ডি। 'এর বেশি আর কিছু চাই না আমি।'

'থম্পসন আইল্যান্ডের সম্ভাব্য কি মূল্য থাকতে পারে ফ্রেডারিকের কাছে?' বলে চলল রানা। 'বুড়ো আমাকে এ সম্পর্কে সব বলেছে। সাগরে কোথাও যদি নরক থেকে থাকে তো ওখানেই আছে। ডুবে থাকা একটা পর্বতশ্রেণীর জেগে ওঠা মাথা বৈ তো কিছু নয়। পরিবেশটার কথা ভাব একবার! শুধু ঝড়, শুধু ঢেউ, শুধু বরফ,—চারদিকে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত বিশাল সাগর, তার মাঝখানে ছোট্ট একটু মাটি। একা, প্রাণহীন, নিঃসঙ্গ—কেটে যাচ্ছে দিন, মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী। কি থাকতে পারে? এমন কি ওখানে আছে যা ফ্রেডারিককে টাকার গুদামে আগুন ধরিয়ে দিতে প্ররোচিত করেছে? না, গলহার্ডি। থম্পসন আইল্যান্ড নয়, লোকটা অন্য কিছু পেতে চায়।'

'কিন্তু ওই লগটা তোমার কাছ থেকে চাইছে ও,' বলল গলহার্ডি।

'বিশ্বাস না হয় তুমি নিজেই দেখো। চ্যালেঞ্জ করছি, কিছুই পাবে না এতে।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে গলহার্ডি রানার দিকে। 'থম্পসন আইল্যান্ড যারা দেখেছে তাদের মধ্যে একমাত্র জীবিত আছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, আর তুমি, রানা, সেই রাহাত খানের কাছ থেকে এসেছ—নিশ্চয়ই মেজর জেনারেল থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে যা কিছু জানেন তার সবটুকু বলেছেন তোমাকে?'

'হয়তো,' বলল রানা। 'কে জানে, অনেক কথাই তিনি হয়তো গোপন করে গেছেন। একটা কথা যে গোপন রেখেছেন তা তো তুমিও জানো। থম্পসন আইল্যান্ডে কি আছে তা তিনি জেনেছেন তাঁর বন্ধু জন ওয়েদারবাইয়ের কাছ থেকে, জন ওয়েদারবাই জেনেছিলেন ক্যাপ্টেন নোরিশের কাছ থেকে। জেনেও বুড়ো আমাকে বলেনি।'

'কিন্তু বলেছে কি বলেনি তা আর কেউ জানবে কি ভাবে?' বলল গলহার্ডি, 'ফ্রেডারিক মনে করছে তুমি সবই জানো। সেজন্যেই হয়তো তার কাছে তোমার এত দাম। থম্পসন আইল্যান্ডে কি আছে তা হয়তো অনুমান করে জেনেছে সে,

তোমার কাছ থেকে কনফার্মড হতে চায়। কিংবা এমন কিছু আছে বলে সে জানে যা সংগ্রহ করতে হলে তোমার সাহায্য দরকার। অথবা থম্পসন আইল্যান্ডে যা আছে তা অত্যন্ত মূল্যবান, সে জানে, কিন্তু দ্বীপটাকে খুঁজে বের করতে হলে তোমাকে তার চাই—কেননা, মেজর জেনারেলের কাছ থেকে তুমি জেনেছ ঠিক কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে থম্পসন আইল্যান্ডকে।'

হেসে ফেলল রানা। 'তা আমি জানি না।'

গলহার্ডি গম্ভীর। 'হয়তো জানো, হয়তো জানো না। কিন্তু ফ্রেডারিক ভাবছে, তুমি জানো।'

'সেক্ষেত্রে, তুমি, গলহার্ডিও জানো—তা কেন সে ভাবছে না? তোমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদারও তো গিয়েছিলেন, নিজের চোখে দেখেছিলেন থম্পসন আইল্যান্ড।'

'কি! কি বললে?' গলহার্ডি প্রায় লাফিয়ে উঠল ক্যাঙারুর মত। 'আমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার থম্পসন আইল্যান্ড আবিষ্কার করেছিল? রানা, বুক্যানিয়ার আর গুয়ারানার নেশায় ধরেনি তো তোমাকে?'

'তুমি জানো না,' বলল রানা। 'কিন্তু আমেরিকান সীলার ক্যাপ্টেন জোসেফ ফুলার তোমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার ছিলেন। ট্রিসটানে যারা প্রথম বসতি স্থাপন করে তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তার রক্ত তোমার শরীরেও বইছে।'

'মাথাটা বিগড়ে দিলে তো! তাই তো বলি, থম্পসন আইল্যান্ডের কথা মনে হলেই রক্ত কেন চনমন করে ওঠে!'

লন্ডনের ফ্র্যাঙ্কলিন ইনস্টিটিউটে গলহার্ডির গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদারের বন্ধু এবং অভিযানের সঙ্গী ফ্রানসিস অ্যালেন যে লিখিত বিবৃতিটা পেশ করেছিল তার প্রতিটি অক্ষর মনের পর্দায় গাঁথা হয়ে আছে রানার।

> 'ক্যাপ্টেন জোসেফ ফুলার, অভ নিউ লন্ডন, নাউ (1904) লাইটহাউজকীপার অ্যাট স্টোনিংটন, সার্ভড ইন দা ইউনাইটেড স্টেটস নেভি ডিউরিঙ দা সিভিল ওয়ার অ্যান্ড আফটারওয়ার্ডস্ রিপিটেডলি ওয়েন্ট সিলিং অ্যান্ড সী এলিফ্যান্ট হান্টিং ইন দা অ্যান্টার্কটিক। ইন 1893 ইন দা ফ্রানসিস অ্যালেন, হি স বভেট আইল্যান্ড, অ্যান্ড হি সেড থম্পসন আইল্যান্ড বিয়ারিঙ অ্যাবাউট নর্থ ইস্ট ফ্রম বভেট, বাট হি কুড নট ল্যান্ড অন আইদার অন অ্যাকাউন্ট অভ দা আইস, উইন্ড অ্যান্ড ফগ।'

হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল গলহার্ডি। আশ্চর্য শ্রবণশক্তি লোকটার, ভাবল রানা। নিশ্চয়ই কারও পায়ের শব্দ পেয়েছে। 'টেক ইট!' মাথা নেড়ে হুইলটা দেখাল সে রানাকে, চাপা স্বরে বলল, 'রত্নটাকে আমার হাতে দাও!' রানা বাধা দেবার আগেই ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে স্প্রাইটলির লগটা ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দিল নিজের উইন্ডব্রেকারের ভিতর। সেইরকম দ্রুততার সাথেই খুলে দিল দরজাটা।

সময় মতই দরজাটা খুলেছে গলহার্ডি, প্রায় সাথে সাথে ভিতরে ঢুকল স্যার ফ্রেডারিক। বাঁকা চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি রানার দিকে ফেলে জানতে চাইল, 'ক্যাপ্টেন, সেই সাথে কোয়ার্টার মাস্টারও নাকি তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যে পথে এগোচ্ছি তাতে হুইলে দু'জন মানুষ দরকার

হতে পারে।'

কিছু একটা কুরে খাচ্ছে ফ্রেডারিককে, ভাবল রানা। বিরক্ত, বিষাক্ত সাপের মত হয়ে আছে মেজাজটা। 'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'ফ্লীটটা বিপদের মধ্যে নাক গলাচ্ছে—বড় ধরনের শক্ত বিপদ, নাক যেখান থেকে বের করা সম্ভব হবে না।'

হুইলটা আবার ধরল গলহার্ডি।

'ছোট্ট একটা ফিশারিজ প্রোটেকশন ডেস্ট্রয়ারকে যদি তোমার ভয় লাগে…,' শুরু করল স্যার ফ্রেডারিক।

তাকে থামিয়ে দিয়ে, 'ছোট নয়, সবচেয়ে বড় ডেস্ট্রয়ারকে ভয় পাচ্ছি আমি, যার নাম বরফ,' বলল রানা। 'আমাকে জানতে হবে থোর্সহ্যামার এখন কোথায় এবং কোন্ কোর্সে সেট করেছে সে তার স্টিয়ারিঙ। আমাদের কোর্স ডেড রঙ। আমি উত্তর দিকে যেতে চাই।'

আবছা বেগুনি রঙ ফুটলো স্যার ফ্রেডারিকের চোখের সাদা জমিতে। 'না। এই কোর্সই মেনটেইন করতে হবে তোমাকে এবং থোর্সহ্যামারের পথ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। থোর্সহ্যামারে পিরো সর্বশেষ D/F বিয়ারিঙ দেখে বোঝা গেছে দুটো জাহাজ দু'পথে যাচ্ছে। থোর্সহ্যামারের সী-প্লেন আছে, স্বভাবতই, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমরা তার রেঞ্জের বাইরে চলে যাব।'

'পিরোর বিয়ারিঙ দু'দিন আগের পুরানো,' বলল রানা। 'এর মধ্যে কি ঘটেছে জানব কিভাবে?'

ব্রিজের ফোন তুলে নিল স্যার ফ্রেডারিক। 'কার্ল! ব্রিজ! অ্যাটওয়ান্স। মার্কোকেও সাথে করে নিয়ে এসো।' ফিরে এল সে রানার কাছে। 'তাহলে সামান্য বরফকে তুমি ভয় পাচ্ছ, না? ছিঃ।'

'হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছি,' বলল রানা নিজেকে যথাসাধ্য শান্ত রেখে। 'তার কারণ, জাহাজটা এখন আমাদেরকে নিয়ে অ্যাটমোসফেরিক মেশিনের মাঝখানে ঢুকে যাচ্ছে, যে মেশিনটা রোরিং ফরটিজের ঝড়গুলোয় এনার্জি তৈরি করে।'

'ননসেন্স!' তাচ্ছিল্যের সাথে উড়িয়ে দিল রানার কথা স্যার ফ্রেডারিক। 'ওয়াল্টার আমার সাথে একমত—ওদিকটায় সারাক্ষণ ঝড়-ঝাপটা থাকে সত্যি, ঝড়গুলো ভয়ঙ্করই হয় সম্ভবত, কিন্তু দূর থেকে নাম শুনে ভয়ে মরে যাবার মত ভয়ঙ্কর নয়। তাছাড়া, ঝড়ের সাথে তোমার মিল-মহব্বত তো খুব কম দিনের নয়!'

'শুনুন,' বলল রানা। 'থোর্সহ্যামারকে পাশ কাটাবার পর আমি উত্তর দিক থেকে বভেটে যাবার কোর্স সেট করি। পিরো থোর্সহ্যামারের কাছ থেকে D/F বিয়ারিঙ সংগ্রহ করে। আমি চেয়েছিলাম ডেস্ট্রয়ারের রাডার রেঞ্জের ঠিক বাইরে থাকতে, কিন্তু আপনি তা বদলে এখনকার এই কোর্স সেট করেছেন দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক থেকে বভেটে পৌঁছুবার জন্যে। আমি বলছি, এটা আত্মহত্যারই নামান্তর!'

'থোর্সহ্যামারের একটা সী-প্লেন আছে,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'সেটা ভুলে যেয়ো না।'

'যে ধরনের ঝড়ের ভেতর দিয়ে আমরা এসেছি তার মধ্যে সাহস হত কারও টেক অফ করার?' বলল রানা। 'সার্চিঙয়ের জন্যে থোর্সহ্যামারের বুড়ো একটা HE 114 আছে শুধু—রেডিও কথাবার্তার মধ্যে শুনেছে পিরো। ওটার চক্কর মারার পরিধি দেড়শো মাইলের বেশি নয়।'

পিরো, সাথে ক্যাপ্টেন জার্কো, ব্রিজে এল।

'কার্ল!' স্যার ফ্রেডারিক জানতে চাইল। 'থোর্সহ্যামারের কাছ থেকে বিয়ারিঙ পেয়েছ?'

মাথা দোলাল পিরো। 'দুনিয়ার এই অংশটায় রেডিও কোন কাজেরই নয়। ত্রিশ বছর আগে লার্স খ্রীস্টেনসেন আবিষ্কার করেছিলেন, আমাদের ভাষায়, বভেট একটা রেডিও "ডেড-স্পট"। থোর্সহ্যামারের কাছ থেকে ভাল একটা সিগন্যালও পাবার আশা করতে পারি না আমি।'

উত্তপ্ত হয়ে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। খেঁকিয়ে উঠল সে। 'তুমি বলতে চাইছ, D/F বিয়ারিঙ সংগ্রহের জন্যে থোর্সহ্যামারের রেডিওকে যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে ক্যাচ করতে পারছ না?'

ঠোঁট উল্টে পিরো বলল, 'কোন জাহাজ যদি ইলেভেন লেটার সিগন্যাল পাঠায়, তবেই বিয়ারিঙ পাওয়া সম্ভব। জার্মান Decryption সার্ভিসকে এ আমি প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছি।'

'তার মানে তুমি জানো না থোর্সহ্যামারের বর্তমান কোর্স কি?'

'না।'

স্যার ফ্রেডারিকের নার্ভাস অনিশ্চয়তাবোধটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে তাকে জেদের মাথা থেকে নামানো যায় কিনা ভেবে রানা বলল, 'যে বিপদের দিকে এগোচ্ছি আমরা তার কাছে এই এত বড় ফ্যাক্টরিশিপও কিছু না, হাতে তুলে নাচাবে...।'

রানাকে থামিয়ে দিল ক্যাপ্টেন দোনোভান জার্কো। 'সাউদার্ন ওশেনে কচি খোকা নই আমরা, যাওয়া-আসা করতে করতে চুলে পাক ধরার বয়স হয়ে এল!' বলল সে। 'এই ফ্যাক্টরিশিপ কতখানি মজবুত, কতখানি উপযুক্ত সে ধারণা তোমার নেই।'

'কিন্তু এই কোর্সে স্টিয়ারিঙ সেট করোনি তুমি কখনও, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক থেকে বভেটে যাওয়ারও চেষ্টা করোনি,' বলল রানা। 'একটা ফ্যানটাসটিক, ডায়নামিক ওয়েদার মেশিনের হার্ট এই বভেট, যে মেশিনটা যে-কোন আণবিক বিস্ফোরণের চেয়ে অনেক বেশি এনার্জি পয়দা করে। উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায় এমন সব টার্মস ব্যবহার করে গোটা মেকানিজমটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু তার দরকার আছে বলে মনে করি না। সরলভাষায় মেকানিজমটার নাম মিলিবার অ্যানোম্যালিজ অভ দি ওয়েস্টারলিজ। মোট কথা, একধরনের হাই ভোল্টেজ বুস্টার স্টেশনের মত আচরণ করে বভেট আবহাওয়ার সাথে, যে আবহাওয়া শুরু থেকেই প্রচণ্ড শক্তিতে ধেয়ে আসছে দু'হাজার মাইল দূর থেকে। বভেটে যা কিছু আছে সব অর্থাৎ পানি, কুয়াশা, বরফ, হিমবাহ অন্ধ বিদ্যুতের মত

ছুটছে হান্ড্রেড নটসে, গড নোজ হোয়্যার! আমি আবার বলছি, এই কোর্সে বভেটের দিকে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা, বিশেষ করে নভেম্বরের এই প্রথম দিকে।'

'নভেম্বরের প্রথম দিকে?' ক্যাপ্টেন জার্কো প্রতিধ্বনি তুলে বলল। 'অ্যান্টার্কটিকার এটাই সবচেয়ে ভাল সময়। গ্রীষ্মকালের শুরু এখন। বরফ গলবে···পানি হয়ে যাবে সব।'

'ওয়াল্টারও এই একই কথা বলছে,' ফোড়ন কাটল স্যার ফ্রেডারিক।

'কিন্তু আমি বলছি,' বলল রানা, 'এ পথে বভেটে গেলে ফ্যাক্টরিশিপ আটকে যাবে বরফে।'

'মাই ডিয়ার ফেলো, সাগর যখন গরম হতে শুরু করেছে···।'

শুরু করল স্যার ফ্রেডারিক, তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'এই সময় কন্টিনেন্টাল প্যাক আইসের কিনারায় সী টেমপারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টের ঠিক ওপরে থাকে। ওখান থেকে বভেট পর্যন্ত এই এক রকমই থাকে। বভেটের ঠিক দক্ষিণে নেমে যায় এটা।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্যার ফ্রেডারিক। 'সী-টেমপারেচারের ওপর লেকচার আমি শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই থোর্সহ্যামার কোথায়?'

কান দিল না রানা কথাটায়। 'আমার বিশ্বাস, ফ্রিজিং কিংবা নিয়ার-ফ্রিজিং সাগরে আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় শাখা অনুপ্রবেশ করে। মেজর জেনারেল রাহাত খান ফলাফলটা দেখেছিলেন, কারণটা জানার অবকাশ তাঁর হয়নি। সাউদার্ন লাইটের আলোয় সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। অক্টোবরের শেষ এবং নভেম্বরের শুরুতে সূর্য যখন সাউথ পোলে উদয় হয়, এক্সপ্লোসিভ উত্তাপ নেমে আসে স্ট্র্যাটো-স্পিয়ারে। এর সাথে আলব্যাট্রস ফুটের সেকেন্ড প্রঙ মিলিত হলে অবিশ্বাস্য রকম পতন ঘটে এনার্জি আর ওয়েদারের। ভয় পাচ্ছি আমি এটাকেই।'

'ভয়টা অমূলক, একটা ভীতু লোকের অলীক কল্পনা,' বলল ক্যাপ্টেন জার্কো।

'সাগরের যে দিকে আমরা যাচ্ছি সেখানে একটা জায়ান্ট গ্লেসিয়ার রয়েছে,' জার্কোর কথা কানে না তুলে বলল রানা। 'প্যাক আইস বিচ্ছিন্ন হয়ে অ্যান্টার্কটিক মেনল্যান্ড থেকে উত্তর দিকে অর্থাৎ বভেটের দিকে ছুটে আসে।' বিপদের গুরুত্বটা লোকগুলোকে বোঝাতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত, জানে ও। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে, লালচে হয়ে উঠেছে মুখের চেহারা। গুরুত্ব না দিলেও ওর কথা শুনতে চাইছে সবাই, যেন পাগলের প্রলাপ শুনে মজা পাচ্ছে। সিগারেট ধরাবার সময় অনেক চেষ্টা করেও হাতের কাঁপনটাকে থামাতে পারল না রানা। 'মেনল্যান্ড থেকে শুরু, সাড়ে চারশো মাইল পর্যন্ত গিয়ে শেষ। কী বিরাট প্যাক আইস, বুঝতে পারছেন? ভাঙাভাঙির পালা শুরু হলেও আগাটা অক্ষতই থাকে। এই প্যাক আইসের নিজস্ব একটা জীবন ধারা রয়েছে। বভেটের গোটা এলাকা জুড়ে যে অ্যাটমোসফেরিক মেশিনের কথা বলেছি এর আগে সেটা থেকেই এই প্যাক আইস তার জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে। গ্লেসিয়ার এবং আলব্যাট্রস ফুট দুটি মিলে একটা ষড়যন্ত্র পাকায়। অসহ্য উত্তাপের সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যায়।' সিগারেটের লাল মাথার দিকে চেয়ে চুপ করে রইল রানা ঝাড়া সাত সেকেন্ড,

তারপর অত্যন্ত ধীর গলায় বলল, 'বভেটে মানুষ নেই। বভেটের আশপাশের সাগর কোন নাবিকের সাগর নয়। এক ঘণ্টা সময়ও লাগে না, টুকরো বরফগুলো হঠাৎ করে জমাট বেঁধে শক্ত পাথর হয়ে যায়। কোন্ পথে পালাবে তখন, ক্যাপ্টেন জার্কো? এই শেষবার সাবধান করে দিয়ে বলছি আমি, বরফ চারদিক থেকে ঘিরে ধরার আগে কোর্স অলটার করো। পিছিয়ে যাওয়ার কোন উপায় পরে আর আমরা পাব না। বরফ শুধু ঘিরে ফেলবে না, চারদিক থেকে চাপ দিয়ে ফ্যাক্টরিশিপকে চিড়ের মত চ্যাপ্টা করে দেবে।'

'ওয়েট,' বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল স্যার ফ্রেডারিক। ফিরল আধমিনিটের মধ্যে। রানার সামনে দাঁড়িয়ে ওর মুখের কাছে ধরল একটা এনভেলাপ। 'পড়ো!'

এনভেলাপটা নিয়ে খুলল রানা। ভিতর থেকে বেরুল একটা ডকুমেন্ট। প্রথম শীটটার মাথায় লেখা, টপ সিক্রেট। জার্মান ভাষায় লেখা হেডিংটা: KAPITAN ZUR See Kohler—oberkommando der Marine. অনুবাদ করে পড়ল রানা, 'ক্যাপ্টেন কোহলার টু হাই কম্যান্ড, জার্মান নেভী। টপ সিক্রেট। রেইডার মিটিওরস ক্লাইমেটোলজিক্যাল রিপোর্ট অন বভেট আইল্যান্ড...।' পড়া শেষ না করে ডকুমেন্টটা ভাঁজ করে এনভেলাপে ঢুকিয়ে রাখতে শুরু করল রানা।

'কি হলো? পড়লে না যে?'

'দরকার নেই,' বলল রানা। 'বভেটের আশপাশের আবহাওয়া সম্পর্কে কোহলার যা জানত তার চেয়ে বেশি জানি আমি। কোহলারের যুগে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়া জরিপ করার চল্ শুরু হয়নি।' মনে মনে ভাবল রানা বভেট সম্পর্কে টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট যোগাড় করেছে লোকটা, এ থেকে বোঝা যায় বভেট তার কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ! কিন্তু, বভেট, না থম্পসন আইল্যান্ড? কোন্‌টার ব্যাপারে এত উৎসাহ? এই ব্যাপক তোড়জোড় কোন্‌টাকে উদ্দেশ্য করে? কোহলার বেঁচে থাকলে এ লোক তাকে যে সঙ্গে আনত, কোন সন্দেহ নেই। এনভেলাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওতে লেখা আছে, সিচুয়েশন উইথ এ ওয়েস্টারলি মুভমেন্ট। ভিজিবিলিটি পুওর ইন আর্লি সামার। ফগ অ্যান্ড ক্লাউড ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজেজ...সবটা মুখস্থ আমার!'

'হোয়াট! এই টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট এর আগে তুমি দেখেছ?'

'জন ওয়েদারবাইয়ের সৌজন্যে,' বলল রানা। 'কোহলার যা বলেছে তার সাথে আমার বক্তব্যের বিশেষ অমিল নেই। আমি একটু বেশি বলছি, বাড়িয়ে বলছি। কিন্তু আমারটাই আসল সত্য। কোহলার সবটুকু জানত না।'

'কিন্তু সে গিয়েছিল...।'

'অক্টোবরের শেষ এবং নভেম্বরের প্রথম দিকে নয়,' বলল রানা। 'সুতরাং তার জানাটা অসম্পূর্ণ ছিল। থোর্সহ্যামারের কোর্স...।'

লুফে নিল কথাটা পিরো রানার মুখ থেকে। 'থোর্সহ্যামারের কোর্স জানার এত যদি আগ্রহ, হের ক্যাপ্টেন হেলিকপ্টার নিয়ে দেখে আসুন না কেন কোথায় সে রয়েছে? তার কাছ থেকে বিয়ারিং পাবার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি।'

থোর্সহ্যামারের পজিশন এবং কোর্স জানা গেলে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে

যায়, ভাবল রানা। সেক্ষেত্রে বভেটের মরণ-ফাঁদ থেকে বাঁচার জন্যে একটা নির্দিষ্ট ছক তৈরি করা সম্ভব হলেও হতে পারে। 'তাই যাব,' বলল ও। জিজ্ঞেস করল পিরোকে, 'যাবে তুমি?'

মাথা দোলার পিরো। 'ফ্যাক্টরিশিপে থাকা দরকার আমার। বিয়ারিঙ পাবার চেষ্টা চালিয়ে যাব, কখন কি হয় কিছু তো বলা যায় না।'

ডেস্ট্রয়ারকে খোঁজার প্রস্তাবে রানা সাথে সাথে রাজি হওয়ায় স্যার ফ্রেডারিককে খুশি মনে হলো। 'থোর্সহ্যামারের কোর্স একবার জানতে পারলে সব ভয় কেটে যাবে তোমার মন থেকে। তুমি তো জানো, আর দুটো কি তিনটে দিন, পৌঁছে যাব আমরা বভেটে এই গতিতে এগোলে। দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা ল্যান্ডিং প্লেস আছে, তাই না? বলিভিকা অ্যাঙ্কোরেজ, ঠিক? নোরিশ বলে গেছে, ওটাই মোটামুটি নিরাপদ।'

বলিভিকা অ্যাঙ্কোরেজ! নোরিশ কি বলে গেছে না গেছে তাও জানে দেখা যাচ্ছে! নোরিশ এবং বভেট সম্পর্কে যে লোক এত খবর রাখে সে তো থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কেও সব জানে। দ্রুত ভাবছে রানা। হঠাৎ নোরিশের কথা তুলল কেন লোকটা? ইঙ্গিত? পরোক্ষভাবে চাইছে ওর কাছ থেকে নোরিশের চার্টটা?

'রেবেক্কা কোথায়?' রানা লক্ষ করল স্যার ফ্রেডারিক এবং পিরো দু'জনেই নিরাশ হলো রানা প্রসঙ্গ বদলাতে। 'দেরি করতে চাই না আমি। আমাদের সাথে গলহার্ডিও যাবে।'

দুই

আকাশের সেই ঝলমলে চেহারা আর নেই। ঝড়ের পর আজ সকালে প্রথম মেঘের সংখ্যা কম ছিল বলে দিনের আলো মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুটা সরে গেছে, তার সাথে মিলিত হতে যাচ্ছে নতুন করে মেঘের সৈন্যদল উত্তর-পুব দিকে। বিশ মিনিটের নোটিশে তৈরি হয়ে নিল রেবেকা। ফ্লেনসিং প্ল্যাটফর্ম থেকে টেক অফ করল 'কপ্টার। কো-পাইলটের সীটে বসেছে রানা। কন্ট্রোল-কেবিনে দাঁড়িয়ে আছে গলহার্ডি। ফ্লীটটাকে মাঝখানে রেখে প্রকাণ্ড একটা বৃত্ত ধরে চারদিকে একবার ঘোরাল 'কপ্টারকে রেবেকা। দিগন্তরেখা পর্যন্ত অপলকচোখে চেয়ে দেখার মত দৃশ্য দেখতে পেল ওরা।

'ওর নাম রেখেছি সুজি ওয়াঙ,' কম্পাসের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা অদ্ভুত পাখিটাকে দেখিয়ে বলল রেবেকা। 'কপ্টার ছেড়ে নামার কোন ইচ্ছা নেই ওর।' বাল্‌ব থার্মোমিটারে খোঁচা দিল সে। 'প্রেশার হলো ওয়ান-ওহ্-টু-ওহ্ মিলিবারস্। ওয়েক অফ এ মাইগ্রেটিং অ্যান্টি-সাইক্লোনিক সেলে এটাই কি স্বাভাবিক, রানা?'

গায়ে ওর ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি ফ্লাইং জ্যাকেট, উল দিয়ে তৈরি করা ঢেউ খেলানো কাপড়ের স্ল্যাকস একজোড়া, পায়া দুটো লবণের দাগ লাগা মোকাসিন

হাফ-বুটের ভিতর গোঁজা।
'স্বাভাবিক,' বলল রানা একটু অন্যমনস্কভাবে। 'সুজি ওয়াঙ কেন?'
অনেকক্ষণ কথা না বলায় রানা ভাবল উত্তর দেবে না হয়তো রেবেকা।
'সুজি ওয়াঙ কেন? ঠিক যেন···অসাধারণ কিছু একটা আছে ওর মধ্যে, এমন কিছু—হোয়াট কোর্স, প্লীজ?'
বড় চার্টটা মেলল রানা। আঙুল রাখল একটা জায়গায়। 'তোমার ধারণা থোর্সহ্যামার এখানে, গলহার্ডি?' আঙুল দিয়ে নর্থ-নর্থওয়েস্ট এলাকায় একটা সার্কেল তৈরি করল ও।
'হয়তো হাফ ডিগ্রী আরও উত্তরে,' বলল আইল্যান্ডার। 'থোর্সহ্যামার বরফ সরিয়ে এগোতে পারে, রানা। আরও উত্তরের পানি তুলনামূলকভাবে গরম হবে। ক্লিয়ার ভিজিবিলিটিও পাবে সে। আমাদের খুঁজছে, ভুলে যেয়ো না।'
নতুন একটা বৃত্ত রচনা করল রানা।
'ফাইন,' বলল গলহার্ডি।
'থ্রী হান্ড্রেড ডিগ্রীজ,' রেবেকাকে বলল রানা।
কোর্স সেট করল রেবেকা। একসময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে রানা তাকাতে সে বলল, 'দক্ষিণ—সবসময় দক্ষিণ দিকে মন পড়ে রয়েছে তোমার।'
রেগে উঠল রানা মনে মনে। বাপের সুরে কথা বলছে মেয়েটা। জ্ঞানদান করার জন্যে বভেটের আশপাশে নরক কি রকম আলোড়িত তা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল ও। প্রথমে বেশ মন দিয়ে শুনে গেল রেবেকা। মাঝপথে হঠাৎ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এসব আমরা সবাই জানি। তুমিই জানিয়েছ। কিন্তু সব কথার সার কথা কি? সবাই আমরা আটকা পড়ব বরফের মাঝখানে? মারা পড়ব?'
'কোন সন্দেহ নেই।'
'সৌভাগ্যের প্রতীক এই আশ্চর্য পাখিটা আমাদের সাথে রয়েছে, তবু?'
গলাটা কেঁপে গেল বেশ একটু, তা না হলে রানা ধরে নিত ব্যঙ্গ করছে রেবেকা। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটের ফাঁকে ঢোকাল একটা। 'সিগারেট?'
'থ্যাঙ্কিউ, অভ্যেস নেই,' বলল রেবেকা, প্রশ্ন করল, 'বাঙালী মেয়েরা খায়?'
'কেউ কেউ,' বলল রানা। 'কেন, হঠাৎ বাঙালী মেয়ে সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছ যে?'
'এমনি,' বলল রেবেকা। 'হয়তো মেয়ে বলেই।'
'তুমি জানো, রেবেকা নামে অনেক মেয়ে আছে বাংলাদেশে?'
গলহার্ডি সামনের দিকে আঙুল তুলল। 'তিমি'
'তাই নাকি? কিন্তু তারা কি আমার মত···,' কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রেবেকা, সামনে তাকাল, কুঁচকে উঠল চোখের চারদিক। গলহার্ডিকে শুধরে দিয়ে বলল, 'নীল তিমি।'
রেখা, ফোঁটা বা কোন দাগ চোখেই পড়ল না রানার। আরও খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সাগরের পিঠে আবছা একটা কালচে ভাব নজরে পড়ল ওর।

'ওই দাগ দেখে বুঝব কিভাবে ওটা সাধারণ তিমি, না নীল তিমির ভিড়?'

'নীল তিমি চেনাটা কঠিন কিছু নয়,' বলল রেবেকা। 'একটা ফিনব্যাক লম্বা আর পাতলা। নীল তিমি ওটাকে ওবলিক অ্যাঙ্গেলে পানির ওপর তুলে রাখে। ছবি তুলতে চাও? দুটো ক্যামেরা আছে আমার কাছে। ফেয়ার চাইল্ড K17C ভার্টিকেলের জন্যে এবং উইলিয়ামসন F24, ওবলিকের জন্যে।' 'কপ্টারের নাক কোর্স পাল্টে ঘোরাতে শুরু করল সে হোয়েল স্পটের দিকে।

'না, ছবি তুলে কাজ নেই,' বলল রানা। 'কীপ কোর্স।'

ঝাড়া দু'ঘণ্টা সোজাসুজি এগোল ওরা। আর কোন কথাই বলল না রেবেকা। আবার সেই অবস্থা, কাছে থেকেও দূরে। গলহার্ডির সাথে দু'একটা কথা বিনিময় হলো রানার। সে যখন এক্সট্রা ফুয়েল চেক করার জন্যে পিছনের ড্রামগুলো দেখতে গেল, রেডিও সেটটাকে নিয়ে পড়ল রানা। কোথাও থেকে কোন সিগন্যাল পেল না ও, শুধু যান্ত্রিক শোরগোলের সাথে ভেসে এল Mc Murdo sound থেকে আমেরিকান বেসের কিছু কথাবার্তা, নিতান্তই তাৎপর্যহীন। আরও বিশ মিনিট এগোবার পর রানার মনে হলো থোর্সহ্যামার যে এলাকায় থাকার কথা সে এলাকার সীমানার ভিতরে ঢুকে পড়েছে ওরা। ঝড়ের মেঘমালার একটা অংশের ভিতর রয়েছে এখন 'কপ্টার। পার্সপেক্সের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা। একবার পরিষ্কার, তারপরই দৃষ্টি বাধা পাচ্ছে। ফিরে এসে একবার এদিক আর একবার ওদিকে তাকাচ্ছে গলহার্ডি, খুঁজছে। দেখার মত জায়গায় থাকলে যত দূরেই হোক, দেখতে পাবে ও।

'উভয় সঙ্কট একেই বলে,' বলল রানা। 'এত উঁচু থেকে থোর্সহ্যামারকে দেখতে পাবার আশা খুব কম, আবার মেঘের আড়াল থেকে বেরুলে আগে সে-ই দেখে ফেলবে আমাদের।'

'তাছাড়া 'কপ্টারের পেটের কমলা আর কালো রঙ সহজেই চোখে পড়ার মত,' বলল গলহার্ডি।

'তোমরা দু'জনেই থোর্সহ্যামারের রাডারের কথা ভুলে গেছ।'

'না,' বলল রানা। 'ট্রিসটান থেকে রওনা হবার পর থেকে বিশেষ করে ওর রাডারের কথাটাই ভুলতে পারিনি। তবে, সেজন্যে চিন্তা করার কিছু নেই। আমাদের ফাঁকি দেয়ার জন্যে কোর্স সেট করেনি সে, আমি হলে যা করতাম। আমাদের ফ্লীট যেমন রেডিও অফ করে রেখেছে, সে তা করছে না। থোর্সহ্যামারের ক্যাপ্টেন জানে না পিরোর মত একজন রেডিও এক্সপার্ট রয়েছে আমাদের সঙ্গে। এলাকাটা রেডিও ডেড-স্পট না হলে এই ফ্লাইটের কোন প্রয়োজনই হত না। আরও কাছাকাছি থেকে চেষ্টা করলে D/F বিয়ারিঙ পাওয়ার আশা করতে পারি। তাছাড়া, সে জানে না আমাদের একটা হেলিকপ্টার আছে। মিকেলসন যদি ওয়েস্টল্যান্ডকে দেখেও থাকে, থোর্সহ্যামার তাড়াহুড়োর মধ্যে রওনা হওয়ায়, তথ্যটা জানাবার অবকাশ পায়নি সে। আসলে, আমরা এখনও ঠিক জানি না থোর্সহ্যামার ট্রিসটানেই নোঙর ফেলে রয়ে গেছে কিনা।'

'কিন্তু রাডারের কথা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ!' বলল রেবেকা, একটু যেন ব্যঙ্গের

সুর কানে বাজল রানার। 'থোর্সহ্যামার তার রাডার ব্যবহার করছে না বলতে চাও?'

'করলেও কিছু এসে যায় না,' উত্তরে বলল রানা। 'খানিকপরই আমি সী লেবেলে নেমে যেতে বলব তোমাকে। নেমে থোর্সহ্যামারের কাছ থেকে D/F বিয়ারিঙ পাওয়ার চেষ্টা করব। জিরো ফিটে রাডার কিছুই পিক করবে না, সুতরাং আমাদের খবর পাচ্ছে কিভাবে?'

'রানা!' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল গলহার্ডি। 'একটা জাহাজ! বিয়ারিঙ গ্রীন থ্রী ওহ!'

'নামাও!' দ্রুত নির্দেশ দিল রানা রেবেকাকে। 'কপ্টার নামাও তাড়াতাড়ি সী-লেবেলে।'

কিছুই দেখতে পায়নি রানা। গলহার্ডির বাড়ানো আঙুল বরাবর দূরে চেয়ে থাকার সময় 'কপ্টার নামতে শুরু করল লিফটের মত।

'কিছুই দেখিনি কিন্তু আমি,' রেবেকা বলল।

গলহার্ডির দৃষ্টিশক্তির উপর প্রচুর আস্থা রানার। জানতে চাইল, 'কত দূরে বলে মনে হয়েছে তোমার?'

'দিনের এই রকম আলোতেও চল্লিশ মাইল পর্যন্ত দেখতে পাই,' বলল আইল্যান্ডার। 'ঝিলিকটা পরিষ্কার দেখেছি আমি।

'স্টিয়ার থার্টি ডিগ্রীজ,' রেবেকাকে বলল রানা। 'আমি যাচ্ছি বিয়ারিঙ পাওয়া যায় কিনা দেখতে।'

নিচের দিকে তাকাতে রানা দেখল দ্রুতবেগে উঠে আসছে সাগর, যেন 'কপ্টারকে ছোঁয়ার জন্যে। ওয়েভটপের সীমানা পর্যন্ত নামল ওরা। কাছ থেকে স্রোতের চেহারাসুরত দেখে বিস্মিত হলো রানা। কম করেও টুয়েনটি ফাইভ নটসে ছুটছে।

দূর, দূর! রেডিওর সাহায্যে ডেস্ট্রয়ারের লোকেশন বের করতে ব্যর্থ হয়ে ভাবল রানা। যান্ত্রিক শোরগোল থেকে পিরো হয়তো থোর্সহ্যামারের সিগন্যাল চিনে বের করতে পারত, কিন্তু ওর দ্বারা তা অসম্ভব। পাঁচ মিনিট পর বিরক্ত হয়ে ফিরে এল সে কো-পালটের সীটে। কপালে হাত দিয়ে শেড তৈরি করে দূরে চেয়ে আছে গলহার্ডি। কাকের বাসার চেয়ে বেশি উঁচুতে নয় এখন 'কপ্টার। ভাঙা মেঘের নিচে দিনটা মোটামুটি পরিষ্কার, কিন্তু রানা দেখল পরবর্তী জঞ্জালে ঢাকা পড়ে আছে দিগন্তরেখা, চোখ যত ভালই হোক দশ মাইল দূরের জিনিসও আড়ালে পড়ে থাকবে গলহার্ডির।

'আমার মনে হচ্ছে বভেটের ডেড-স্পটের সাথে কোন ধরনের সোলার ডিসটারব্যান্স ইনটারফেয়ার করছে রাডার, তার মানে, থোর্সহ্যামারে রাডার অচলই বলা যায়।'

'এই কোর্সে এগোলে আধঘণ্টার মধ্যে ওর মাথার ওপর পৌঁছে যাব আমরা,' রানা থামতে বলল রেবেকাকে। 'তবে, গলহার্ডি যদি সত্যি থোর্সহ্যামারকে দেখে।'

'একটা জাহাজ দেখেছি আমি,' দৃঢ় গলায় আশ্বাস দিল গলহার্ডি।

'কোর্সটা জানতেই হবে,' বলল রানা। 'এবং যা অবস্থা একমাত্র উপায় নিজের চোখে তাকে দেখা।'

'ঠিক সামনেই বরফ,' বলল গলহার্ডি।

মাথা নেড়ে বলল রেবেকা, 'হুঁ—দেখছি। সী-ক্লাটার। খুব বেশি বড় নয় ওগুলো। কোন কোনটা ধাড়ি গ্রোলারের মত।'

এতটা নিচে থেকেও ভাঙা প্যাক আইসের দীর্ঘসারি, যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখতে পেল রানা। ঝড়টা চলে গেছে, কিন্তু যে তুমুল ধাক্কা দিয়ে গেছে তাতে ভাসমান বরফগুলো এখনও তার পিছু ছাড়েনি, একই দিকে এগিয়ে চলেছে সুশৃংখল সারিবদ্ধভাবে।

'পেয়েছি!' বলল রানা। 'থোর্সহ্যামারকে দেখার উপায় পেয়েছি।'

'মানে?'

ব্যাপারটা এতই সহজ সরল যে বলতে গিয়ে হেসে ফেলল রানা। 'নিচুতে থেকে যতটা সম্ভব কাছাকাছি যাব আমরা,' বলল ও। 'তারপর নামব ওই বরফের ওপর, বড়সড় একটা বেছে নিয়ে। বরফের আড়ালে থাকব, থোর্সহ্যামার আমাদের দেখতে পাবে না, কিন্তু মাথা তুলে আমরা তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখতে পাব।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল রেবেকা। 'কাজ হবে বলে মনে হয় না, রানা। অত কাছ থেকে তার রাডার পিক না করে পারে না আমাদের।'

কথাটা মেনে নিল না রানা, মাথা দোলাল এদিক ওদিক। 'সাধারণ অবস্থাতেই একটা আইসবার্গ থেকে একটা রাডারের ইকো সংগ্রহ করা কঠিন। স্ক্রীনে আইস বার্গটাকেই দেখা যাবে না, আমরা তো পরের কথা।'

রেবেকা ফিরল রানার দিকে, তার চোখে আতঙ্ক দেখে চমকে উঠল রানা। 'না, আমি বলছি থোর্সহ্যামার...'

রেবেকার প্রতিক্রিয়া দৃষ্টি এড়ায়নি গলহার্ডির, অবাক কম হয়নি সে-ও। 'বরফের ওপর ল্যান্ড করা তেমন কিছুই নয়, ম্যাডাম, তাছাড়া আপনি যেভাবে আমাদের উদ্ধার করেছিলেন...'

কন্ট্রোলের দিকে হঠাৎ চরকির মত ঘুরল রেবেকা, মুহূর্তের জন্যে রানার ভয় হলো 'কপ্টার বুঝি পরবর্তী ঢেউটার সাথে ধাক্কা খাবে। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে ওর।

'যেখানে বলবে ল্যান্ড করতে পারব, কিন্তু...কিন্তু...'

ভয়টা কিসের, বুঝল না রানা। দোদুল্যমান ফ্যাক্টরিশিপের প্ল্যাটফর্মে যে মেয়ে নামতে ভয় পায়নি সে...বরফ? বরফকে ভয় পাচ্ছে রেবেকা? কিন্তু নিজের পরিচয় দিয়েছে হোয়েল স্পটার বলে, একজন হোয়েল স্পটারের বরফে নামতে তো পটীয়সী হতেই হবে!

'তোমার যদি আপত্তি বা ভয় থাকে...'

রানাকে দৃঢ় গলায় থামিয়ে দিল রেবেকা, 'আপত্তি কিসের!' কিন্তু ওর চোখ দুটোকে বড় বেশি ক্লান্ত মনে হলো রানার, মনের কি একটা ব্যথা যেন ফুটে উঠেছে সেখানে। 'কোথায় নামতে হবে বলো?'

চোখের মণি ঘুরিয়ে গলহার্ডিকে দেখল রানা। রেবেকার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শ্রাগ করল আইল্যান্ডার কাঁধ ঝাঁকিয়ে। 'এক্ষুণি না, কি বলো, রানা?'

'আর মিনিট দশেক পর?'

গলহার্ডি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল রানার প্রশ্নের উত্তরে।

নড়েচড়ে সিধে হয়ে বসল রেবেকা তার সীটে। আর কোন কথা বলল না বা তাকাল না ওদের দিকে। চিবুকটা বুকের কাছে নামানো, ফ্যাকাসে ভাবটা এখনও পুরোপুরি কাটেনি মুখ থেকে। কি এমন ঘটল বুঝতে না পারলেও রানা ভাবতে শুরু করল ল্যান্ড করার প্রোগ্রামটাই বাতিল করে দেবে কিনা। ওর এই নার্ভাস অবস্থায় নিরাপদে 'কপ্টারকে ও নামাতে পারবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। কিন্তু প্রোগ্রামটা বাদ দিলে ফিরে যেতে হয় ফ্যাক্টরিশিপে, থোর্সহ্যামারের খোঁজে সামনে আর এগোনো উচিত হবে না।

আরও সামনে এগিয়ে বরফের বড় বড় চাঁই দেখল ওরা। কেউ কথা বলছে না। নিপুণ কৌশলে বরফের টিলার মাঝখান দিয়ে রেবেকা নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে! 'কপ্টার এখন ঠিক ঢেউয়ের মাথার একটু উপর দিয়ে ছুটছে। ডাইনে বাঁয়ে বরফের কোন কোন খণ্ড 'কপ্টারকে ছাড়িয়ে বিশ থেকে ত্রিশ ফিট উঠে গেছে উপরে, সাঁ সাঁ করে পিছিয়ে যাচ্ছে সেগুলো দু'দিক দিয়ে। কখনও পাঁচিলের মত দেখা যাচ্ছে উঁচু বরফ দু'দিকেই, মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছে 'কপ্টার। বেছে বের করার চেষ্টা করছিল রানা, পেয়ে গেল মনের মত একটা। বড়সড় খণ্ডটা ধাপবিশিষ্ট এবং মাথার দিকটা লোহার রডের মত খাড়া হলেও ওদের দিকে ঢালু হয়ে থাকা ছোট একটা উপত্যকার মত সমতল জায়গা রয়েছে, ল্যান্ডিং স্টেজ হিসেবে চালানো যেতে পারে। তাকের উপর 'কপ্টার নামিয়ে বসে থাকবে রেবেকা, ভাবল রানা, আমি আর গলহার্ডি চূড়া থেকে উঁকি দিয়ে ডেস্ট্রয়ারের কোর্স আবিষ্কারের চেষ্টা করব। আঙুল খাড়া করে দেখাল ও, 'ওদিকে।'

একটুও নড়ল না পাইলট, 'কপ্টারের নাকও সোজা হয়ে রইল, যেন রানার কথা কানে যায়নি রেবেকার আবার মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা, 'কপ্টারের নাক ঘোরাতে শুরু করল হঠাৎ রেবেকা। দ্রুত কাছে সরে আসছে খণ্ডটা। যতটা ভেবেছিল রানা তার চেয়ে বেশি ঢালু উপত্যকাটা। কপাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ছে রেবেকার, লেদার ফ্লাইং জ্যাকেটে। কলকব্জা নাড়ছে সে দ্রুত হাতে। সামান্য একটু উপরে উঠে শূন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল 'কপ্টার। পরমুহূর্তে টিকটিকি যেমন পা দিয়ে দেয়াল আঁকড়ে ধরে লটকে থাকে, উপত্যকার গায়ে তেমনি লটকে গেল ওদের যান্ত্রিক ফড়িংটা।

'ম্যাগনিফিসেন্ট!' অন্তর থেকে প্রশংসা করল রানা।

কিন্তু রেবেকার দিকে তাকাতে দেখল আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে মুখটা। থ্রটল বন্ধ করার জন্যে বাড়িয়ে দেয়া হাতটার দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। থরথর করে কাঁপছে সেটা।

ইঞ্জিন থামতেই গলহার্ডির আশ্চর্য স্বর ঢুকল কানে, 'ম্যাডাম! ব্যাপার কি, বলুন তো?'

নতুন বিপদটা ঠিক অনুভব নয়, আঁচ করতে পারল হঠাৎ রানা। হেলিকপ্টার গড়াতে শুরু করেছে নিচের সাগরের দিকে। রেবেকা বিহ্বল, চেয়ে আছে রানার দিকে, কিন্তু দেখছে যেন রানাকে ভেদ করে কয়েক মাইল দূরের জিনিস।

'ইঞ্জিন! চালু করো ইঞ্জিন!' বজ্রপাতের মত শব্দ বেরিয়ে এল রানার গলা চিরে। রেবেকা অনড়, অবিচল—চেয়েই আছে। লাটিমের মত গলহার্ডির দিকে ঘুরল রানা। 'কুইক! তুমি একটা হুইল ধরো, আমি একটা। দু'জন মিলে পারব ঠেকিয়ে রাখতে।'

ছুঁড়ে দেয়া বস্তার মত 'কপ্টার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। হাঁটু ভেঙে পড়ল বরফের উপর। পড়িমরি করে দাঁড়াল সিধে হয়ে, জড়িয়ে ধরল 'কপ্টারের আন্ডারক্যারেজ দু'হাত দিয়ে বুকের সাথে। পায়ের গোড়ালি বরফের খাঁজে আটকে নিয়েছে রানা, দেখাদেখি গলহার্ডিও তাই করল। রানার অনুমানের চেয়ে কম ওজন যন্ত্রটার। দু'জনের ঠেক্ পেয়ে পিছিয়ে আসা বন্ধ হলো তার।

'রেবেকা!' চিৎকার করে ডাকল রানা। 'ফর গডস সেক!'

'হয়েছেটা কি ওর?' জানতে চাইল গলহার্ডি।

'আতঙ্কে অসাড় হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'কেন, তা জানি না। একা তুমি পারবে এটাকে ঠেক্ দিয়ে রাখতে?'

আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে শুরু করল রানা 'কপ্টারকে, কিন্তু চাপ কমতেই আবার পিছিয়ে আসতে আরম্ভ করল সেটা। দু'জনের মিলিত শক্তি দরকার ঠেকিয়ে রাখার জন্যে, তা না হলে সোজা সাগরে গিয়ে ডুব দেবে—বুঝতে পেরে অসহায় দেখাল রানাকে।

'রেবেকা!' ফের চেঁচিয়ে ডাকল রানা, বুক থেকে কাঁধে নিল 'কপ্টারের আন্ডার-ক্যারেজের ভার, মাথাটা নিচে থেকে বের করে ককপিটের জানালাটা দেখার চেষ্টা করল।

'ওর নামের দ্বিতীয় অংশটা ধরে চেষ্টা করে দেখো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গলহার্ডি। 'ঘোরটা কাটতে পারে তাতে।'

'সাউল!' তাই করল রানা। 'সাউল!' আরও কয়েকবার ডাকত রানা, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল রেবেকা চাইলেই তাড়াতাড়ি সীট ছেড়ে উঠতে পারবে না। প্রায় মিনিট তিনেক পর দরজায় দেখা গেল তাকে। চারদিকে তাকাচ্ছে যেন একটা ঘোরের মধ্যে। রানা বা গলহার্ডি কাউকে যেন দেখতেই পেল না। দু'চোখ থেকে উথলে বেরিয়ে আসছে রাজ্যের ত্রাস, বরফের নীলচে-সবুজাভ রঙের উগ্রচ্ছটা কেড়ে নিয়েছে ওর দৃষ্টি।

'রেবেকা!' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রানা। 'শান্ত হও। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করো তুমি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ভয় নেই, কোন ভয় নেই!'

ভূতের মত ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রেবেকা রানার দিকে। মুখে কথা নেই।

'স্বাভাবিক হও!' ফের বলল রানা। 'আমি আর গলহার্ডি সহজেই ধরে রাখতে পারব 'কপ্টারকে। আমার গ্লাস দুটো নিয়ে চূড়ায় উঠে যাও তুমি। সাথে একটা

কম্পাস নাও, তারপর চারটে কি পাঁচটা বিয়ারিঙ দাও আমাকে। ডেস্ট্রয়ার একেবারে কাছাকাছি না থেকেই পারে না।'

মন্থর ভঙ্গিতে যন্ত্রচালিতের মত ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল রেবেকা। খানিকপর আবার যখন সে দরজায় ফিরল রানা দেখল কব্জির সাথে ফিতেটা জড়ানো রয়েছে বিনকিউলারের। নিচের দিকে ঝুঁকে চেয়ে রইল সে বরফের দিকে। আঁতকে উঠল রানা হঠাৎ করে সে লাফ দিয়ে পড়ায়। কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইল সে বরফের উপর আধ মিনিট। থেকে থেকে ঝাঁকুনি খাচ্ছে শরীরটা, শিউরে শিউরে উঠছে। মুখটা বরফের সাথে সেঁটে আছে দেখতে পেয়েও কিছু করার নেই। মৃদু গলায় ডাকল রানা, 'ওঠো, আস্তে আস্তে উঠতে চেষ্টা করো, রেবেকা।'

মাথা তুলে চাইল রেবেকা। গড়িয়ে নেমে আসছে সে। হুইলের কাছাকাছি আসতে একটা হাত বাড়িয়ে ধরল তাকে রানা। 'রেবেকা, কি হয়েছে তোমার?' এক হাতে হুইল ধরে আছে রানা।

মাথাটা বরফে নামিয়ে রেখে হাঁপাচ্ছে রেবেকা। 'মাটি নয়, তাই এই বিপত্তি!' গলাটা এমন ভাঙা আর কাঁপা কাঁপা যে রেবেকার বলে চিনতেই পারল না রানা। 'তুমি! তুমি আমাকে বরফে নামাতে বাধ্য করেছ! বরফ, শুনতে পাচ্ছ? বরফ, বরফ!'

'বরফ? বরফের সাথে কি সম্পর্ক?'

মাথা তুলল না রেবেকা, একই ভাবে পড়ে রইল বরফের উপর। 'একটা বুলেট, একটা জার্মান বুলেট রয়েছে ···আমার হিপে। তোমাকে বলব না ভেবেছিলাম···।'

'জার্মান বুলেট?' কিছুই বুঝল না রানা। 'একটা জার্মান বুলেটের সাথে তোমার এই নার্ভাস ব্রেক ডাউনের কি সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।'

'একনাগাড়ে তিন দিন আমরা পড়ে ছিলাম একটা গর্তের ভেতর বরফ আর তুষারের সাথে, আমি ছিলাম হিপে একটা বুলেট নিয়ে,' বলল রেবেকা হাঁপাতে হাঁপাতে। 'ও মারা যায়, কিন্তু আমি বেঁচে যাই। এখন ভাবি, কেন বেঁচে গেলাম!'

'শোনো,' বলল রানা। 'বুঝতে পারছি, তোমার এই নার্ভাস ব্রেকডাউনের সাথে বরফ আর জার্মান বুলেটের একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু সেটা শুনব পরে। আগের কাজ আগে। এখন বরফের মাথায় উঠে যাও দেখি, কয়েকটা বিয়ারিঙ পাওয়ার চেষ্টা করো।'

উঠে বসল রেবেকা। একবার রানার দিকে তারপর গলহার্ডির দিকে তাকাল। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়ল রানা, 'এই রে, মেয়েলী অস্ত্রটা বুঝি ছাড়ল এবার!' কিন্তু কাঁদল না রেবেকা। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'কেমন মানুষ তুমি? দুনিয়ার সব জিনিসকেই তুমি কি এই রকম সহজ সরল চোখে দেখতে অভ্যস্ত? মানুষের জটিল ব্যথাগুলোর কোনই মূল্য নেই তোমার কাছে? কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝো না?' জেদের সাথে যোগ করল শেষের কথাগুলো, 'বোঝো আর না বোঝো, তবু আমি বলতে চাই!' রানার চোখে চোখ রেখে বলে চলেছে সে, 'বাবা বুলেটের কথাটা জানে না, কখনও জানতেও পারবে না। তার কাছে আমি একজন চৌকশ পাইলট,

'কম্পটারের মতই একটা নিষ্প্রাণ যন্ত্র। যে কোন পরিস্থিতিতে সে রেবেকা নামের যন্ত্রটার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিজেই তো প্রমাণ পেয়েছ, ঝড়ের মধ্যেও সে তোমার খোঁজে আমাকে পাঠাতে দ্বিধা করেনি। সে জানত, তোমাকে আমি পাবই। পেয়েওছি। আমি…'

'কিন্তু বরফ প্রসঙ্গে কি যেন বলতে যাচ্ছিলে?' নরম গলায় জানতে চাইল রানা। আতঙ্কের ছাপ মিলিয়ে গেছে মেকআপ ছাড়া সদ্য ফোটা ফুলের মত তাজা দেখাচ্ছে রেবেকার মুখ। চিবুকের ডান দিকের হাড়ের উপরটায় লালচে রঙ ফুটে আছে বরফে অনেকক্ষণ পড়ে ছিল বলে।

'নরওয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তুষারপাত হয় সেবার,' রেবেকা বলল। 'আমরা দু'জনে বাবার সাথেই ছিলাম। বাবা তখন খনিজ পদার্থ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ব্যস্ত। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, প্রশাসন অচল হয়ে যেতে আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। স্থানীয় লোকেরা আমাদের ট্রন্ডহেমে নিয়ে যাচ্ছিল। বাবা ছিল আগের দলটায়, দ্বিতীয় দলে আমি ছিলাম আমার ছোট ভাইকে নিয়ে। পথে আমাদের সাথে দেখা হয় উদ্ধারকারী স্কি পার্টির সাথে। কিন্তু উদ্ধারকারীর ছদ্মবেশে ওরা ছিল ডাকাত। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আমার মনে আছে, বরফে ঢাকা উপত্যকার কিনারা থেকে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে নামছি আমরা তীর বেগে, এইসময় অটোমেটিক পিস্তলের শব্দ হয়। দু'জনেই আহত হই আমরা। টোকেন বুকে, আমি হিপে। ছিটকে গিয়ে পড়ি আমরা বরফের একটা গর্তের ভেতর। কখনও কখনও জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিলাম আমি। টোকেন খুব বেশি কষ্ট পায়, দু'দিন সময় নেয় সে মরতে। পাঁচ দিন পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে স্থানীয় এক গৃহস্থের বাড়িতে। হিপে গ্যাংগ্রিন ধরেছিল। তিন চার হপ্তা লড়ে ডাক্তার আমাকে বাঁচাবার জন্যে। সেরে উঠতে পাঁচ মাস লাগে আমার, এই পাঁচ মাস বাবা আমার কোন খোঁজ নেয়নি।' অভিমান নয়, ব্যঙ্গ নয়, রাগ নয়, ফিসফিস করে শুধু বলল তারপর, 'কারণ, নিজের কাজে সেই খনিজ পদার্থ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিল বাবা। সুস্থ হয়ে যেদিন ইংল্যান্ডে ফিরি, তার আগের দিন আমার মা মারা যান কার অ্যাক্সিডেন্টে। আমার ধারণা, মা সুইসাইড করেছেন।'

রেবেকার মুখের ডানদিকের একটা শিরা থির থির করে কাঁপল কয়েকবার। চুপ করে রইল রানা। রেবেকা চেয়েই আছে নিঃশব্দে। কি যেন খুঁজছে রানার মুখে।

'সেই থেকে বরফকে আমার ভয় করে।'

'সেক্ষেত্রে অ্যান্টার্কটিকায় কেন মরতে এসেছ তুমি? বরফেরই তো রাজ্য এটা…।'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে রেবেকা বলল, 'এখানে আমি আছি বরফের জন্যেই, বরফ আছে বলেই। সে তুমি বুঝবে না, কাউকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না—মোট কথা, বরফ আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। বরফকে তোমরা যেভাবে দেখো আমি সেভাবে দেখতে পারি না। বরফ আমার কাছে জীবন্ত, হিংস্র প্রাণীর মত। ওর রাগ, হিংসা, আক্রোশ, নীচতা—সব আমি বুঝতে পারি। অ্যান্টার্কটিকায়

একমাত্র মেয়ে পাইলট আমি। এখানে থাকার একটাই উদ্দেশ্য আমার, বরফের উপর কর্তৃত্ব করা, পায়ের ভৃত্য বানানো, ওকে হারিয়ে দেয়া! বরফের ওপর দিয়ে উড়ে যাই আমি, ঝুলে থাকি ওর মাথার ওপরে, ধীরে ধীরে আরও কাছে নামি—প্রত্যেকবারই ব্যাপারটা আতঙ্ককর, কিন্তু বিজয়ও তো বটে। আমি জিতেছি—শুধু আজ হেরে গেলাম তোমার···তোমার জন্যে মানসিক ভাবে তৈরি ছিলাম না আমি। হঠাৎ এভাবে বরফের ওপর নামার সাহস কখনও হয়নি আমার।'

সিকি ইঞ্চি সিকি ইঞ্চি করে পিছলে নেমে আসতে আসতে রেবেকা কখন হাঁটু গেড়ে গোড়ালির উপর বসা রানার উরুর উপর পাঁজর তুলে দিয়েছে, দু'জনের কেউই খেয়াল করেনি এতক্ষণ। মুক্ত হাতটা দিয়ে বিনকিউলারটা তুলে নিয়ে রেবেকার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'যাও, নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জকে ফেস করো এবার। দেখে এসো তাকে এটা দিয়ে।'

মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাবে রেবেকা। কিন্তু রানার হাত থেকে স্বাভাবিকভাবেই নিল সে জিনিসটা। 'স্পেশাল কাঁচ দিয়ে তৈরি তোমার এই বিনকিউলার, তাই না, রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা মৃদু হেসে। 'অন্ধকারেও দেখা যায়। এর ভেতর দিয়ে তাকালে তোমার সামনের সব কালো দূর হয়ে যাবে। নতুন পৃথিবী দেখতে পাবে তুমি—অন্তত তাই আমি আশা করি।'

ওর বাবার অবহেলা মেয়েটার এই অবস্থার জন্যে দায়ী, ভাবল রানা। ও সজ্ঞান এবং সেই সাথে নারী, ওর বাবা তা কখনও স্মরণ করেনি। কোথায় যেন একটা মিল দেখতে পেল রানা নিজের সাথে রেবেকার। তারপর মনে পড়ল, সে-ও তো অবহেলার শিকার! ও যে দেশপ্রেমিক এক যুবক, দেশের জন্যে বহুবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে মৃত্যুর মুখে, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ রাহাত খান তা হঠাৎ করে, ইচ্ছা করে, যেন ভুলে গেছে!

'ধন্যবাদ, রানা।' মৃদু গলায় বলল রেবেকা, রানার বুকের কাছ থেকে মাথা তুলে সিধে হয়ে দাঁড়াল আস্তে আস্তে।

'কম্পাসটা, ম্যাডাম,' পিছন থেকে ডাকল গলহার্ডি। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রেবেকা ডাক শুনে। রানারও যেন সংবিৎ ফিরল। দু'জনের কেউই এতক্ষণ পর্যন্ত গলহার্ডির উপস্থিতির কথা মনে রাখেনি। 'ফিরে এসে নিয়ে যেতে মেলা কষ্ট হবে আপনার। ওঠা নামা ক'বার করবেন!'

ঘুরে গলহার্ডির দিকে তাকাল রেবেকা। অপ্রতিভভাবে হাসল সে, এই প্রথম। 'বরফ ছাড়াও অনেক কিছু থাকতে পারে, তাই না? এতদিন কেন বুঝেও বুঝিনি—আশ্চর্য! ধন্যবাদ, গলহার্ডি।' রানার দিকে চোখ রাখল সে, 'তোমাকেও ধন্যবাদ আবার, রানা।'

শুধু অনুমান করা যায়, অনুভব করা যায় না ওর দুঃখটা, ভাবল রানা। রেবেকা ধীরে ধীরে উঠছে প্রায় খাড়া বরফের গা বেয়ে মাথার দিকে, খুব কষ্ট হচ্ছে ওর উঠতে। মিনিট দশেক পর প্রথম বিয়ারিঙ দিল সে রানাকে, 'থোর্সহ্যামার বিয়ারিঙ এইট ওহ্ ডিগ্রীজ এইট মাইলস।'

পাঁচ মিনিট পর পর একটা করে নতুন বিয়ারিঙ দিল রেবেকা। আধঘন্টার মধ্যে ফিরে এল সে। রানা দেখল, রেবেকাকে চিনতে পারা যাচ্ছে না। খানিক আগের যাবতীয় দুর্দশার চিত্র বরফের পানিতে ধুয়ে ফিরে এসেছে যেন সে। 'আমি ইঞ্জিন স্টার্ট দিলে তোমরা 'কপ্টারে চড়তে পারবে,' বলল রানার দিকে চেয়ে। মৃদু শব্দ তুলে হাসল তারপর। 'কেমন একটা পাইলট! তোমরা ছাড়া আর কেউ দেখেনি ব্যাপারটা এতেই আমি খুশি।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে রোটর ঘুরতে শুরু করল, যন্ত্রটাকে ঢালু উপত্যকার গায়ে স্থির করে রাখল রেবেকা। রানা আর গলহার্ডি উঠল উপরে। থোর্সহ্যামারকে দূরে সরে যাবার পনেরো মিনিট সময় দিয়ে 'কপ্টারকে শূন্যে তুলল রেবেকা। দু'পাশে বরফের পাঁচিল, তার মাঝখান দিয়ে জিরো ফিট উচ্চতা বজায় রেখে ছুটে চলল ওরা। যখন নিশ্চিত হলো রানা যে থোর্সহ্যামারের রাডার রেঞ্জের বাইরে চলে এসেছে ওরা, রেবেকাকে নির্দেশ দিল ও 'কপ্টারকে উপরে তুলতে। নিঃশব্দে কন্ট্রোল করছে রেবেকা। কম্পাসের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো পাখিটাকে নিয়ে সময় কাটাল সে খানিক। আঙুল দিয়ে পাখির ঠোঁটে টোকা মেরে, পাঁজরে খোঁচা মেরে মৃদু কণ্ঠে কি সব বলল, রোটরের শব্দে শুনতে পেল না রানা।

গলহার্ডিই ক্যাচার ফ্লীটটাকে দেখতে পেল প্রথম। ফ্যাক্টরিশিপে পৌছবার জন্যে প্রকাণ্ড বৃত্ত রচনা করে এগোচ্ছে ওরা, এমন সময় সবাইকে চমকে দিয়ে গলহার্ডি চেঁচিয়ে উঠল, 'রানা! অরোবার কাণ্ড দেখো! ব্রিজের ঠিক পিছনে!'

অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গানের জোড়া মাজল্ আকাশের দিকে মুখিয়ে আছে। দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'ওয়াল্টার সুয়েজ ক্যানেলে ইসরাইলের হয়ে যুদ্ধ করেছে,' বলল গলহার্ডি।

'কাছ থেকে দেখতে চাই ব্লাডি ওয়াল্টারের মতলবটা কি,' বলল রানা, জিজ্ঞেস করল রেবেকাকে, 'সম্ভব?'

মাথা দোলাল রেবেকা। 'কপ্টারকে সে নামিয়ে ফেলল, অ্যান্টিএয়ারক্রাফট গানের ব্যারেল থেকে বিশ ফিট মাত্র উপরে স্থির হলো ওরা।

এরকম মারণাস্ত্র এর আগে দেখেছে বলে মনে পড়ল না রানার। এয়ারকুলড, র‍্যাপিড ফায়ারিং একটা Hotchkins-এর পাশেই একটা হেভি, স্লো-ফায়ারিং, ওয়াটার কুলড় Spandau. বেস প্লেট থেকে বুক সমান উঁচু পর্যন্ত একটা সুইভেল মাউন্টিং-এর সাথে স্ক্রু দিয়ে আঁটা একটা হেক্সাগোনাল প্লেটের সামনে এবং পিছনে দুটো হোয়েলের দাঁত, মাথা সমান উঁচুতে তিন ফিটের একটা ধনুকের আকৃতি নিয়েছে। দেড় ইঞ্চি পুরু একটা ক্রসবারের উপর নড়াচড়া করে অস্ত্র দুটো। অ্যামুনিশনের ড্রাম এবং বেল্ট ইতোমধ্যেই নিয়ে আসা হয়েছে। গাড়ির সেফটিবেল্টের মত দুটো গানের জন্যে দু'জোড়া হারনেসও দেখা যাচ্ছে। স্টিয়ারিং-ম্যান খুশির ঠেলায় দু'হাত নাড়তে লাগল ওদেরকে উদ্দেশ্য করে, খুশির কারণটা জানা গেল না যদিও। ওয়াল্টারকে কোথাও দেখতে পেল না রানা।

ও এবং গলহার্ডি নিঃশব্দে তাকাল পরস্পরের দিকে। মুখে কিছু বলার দরকার হলো না। Spandau Hotchkins-ই সাক্ষ্য দিচ্ছে স্যার ফ্রেডারিকের মতলব

ভাল নয়। এবং রানা অনুমান করল পুরানো চার্টটা হলো তার মতলব হাসিলের চাবিকাঠি।

রানার মনের কথা পড়তে পেরেই যেন রেবেকার দৃষ্টি সীমা থেকে আস্তে আস্তে পিছিয়ে এল গলহার্ডি। নিজের উইন্ডব্রেকারে হাত গলিয়ে দিল সে, ওখানেই লুকিয়ে রেখেছে সে চার্টটা 'কপ্টারে উঠে। বের করল না, চেয়ে রইল রানার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। সামান্য একটু কাৎ করল মাথাটা। এদিক ওদিক দ্রুত তাকাল গলহার্ডি। রেবেকার সীটের খানিক পিছনে রাবারের পুরু আস্তরণ ছিঁড়ে গেছে, ভিতরে দেখা যাচ্ছে চকচকে অ্যালুমিনিয়াম। হাতে আর মাত্র দু'এক মিনিট সময়, ল্যান্ড করবে 'কপ্টার, এর চেয়ে ভাল জায়গা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় বলে মনে হলো ওদের। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে রানার পিছনে সরে গেল গলহার্ডি। বসল। ভাঁজ করা পার্চমেন্টটা ঢুকিয়ে দিল ছেঁড়া ফাঁকের মধ্যে দিয়ে রাবারের আস্তরণের ভিতর।

'কপ্টার ল্যান্ড করল নির্বিঘ্নে। গলহার্ডিকে নিয়ে নিজের কেবিনে ঢুকল রানা। দরজা খুলে স্যার ফ্রেডারিক, পিরো এবং ওয়াল্টারকে দেখে মোটেই অবাক হলো না রানা।   বিনের সব কিছু উল্টেপাল্টে খোঁজা হয়েছে।

ওয়াল্টারের হাতে একটা ল্যুগার।

তিন

ল্যুগারটা পিরোর, ওয়াল্টার সেটা ধরে আছে রানার বুকের দিকে তাক করে। কার্পেটে হাঁটু গেড়ে রানার অয়েলস্কিন ব্যাগটা পরীক্ষা করছিল সে, গোপন কোন পকেট আছে কিনা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিল সম্ভবত। স্যার ফ্রেডারিকের চোখ দুটো উজ্জ্বল, তাকে যেন গুয়ারানার নেশায় পেয়েছে। কঠিন দৃষ্টিতে দেখছে সে রানাকে।

দ্রুত কথা বলল রানা। ওয়াল্টারকে অসতর্ক করার জন্যে, গলহার্ডি যাতে তার উপর লাফিয়ে পড়ার সুযোগ পায়। 'নোরিশ বলিভিকা অ্যাঙ্কোরেজকে নিরাপদ বলে গেছে, নীল তিমির ব্রিডিং গ্রাউন্ড—সব তাহলে কথার কথা, ভুয়া?'

না তাকিয়েও আঁচ করতে পারল ও গলহার্ডি তৈরি হয়ে লাফ দিতে যাচ্ছে। ডাইভ দিল রানা। মাঝপথে থাকতেই কানফাটানো বিস্ফোরণ ঘটল। কিডনিতে ফ্লাইং কিক খেয়ে গোঁ গোঁ করে উঠল ওয়াল্টার, কিন্তু আঘাতটার জন্যে তৈরি ছিল বলে ল্যুগার ধরা হাতের আঙুলগুলোকে ঢিল হতে দেয়নি। মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে মাথা তুলে দেখছে রানাকে, লম্বা করে দিয়েছে ডান হাতটা, লক্ষ্য স্থির করছে রানার মাথায়। ডাইভ দিয়ে পড়ল গলহার্ডি, আবার গুলি করল ওয়াল্টার। ওয়াল্টারের উপর গলহার্ডি উড়ে পড়ার আগেই গুলি বেরুল বুলেট থেকে, কিন্তু ওয়াল্টার আগেই দেখতে পেয়েছিল গলহার্ডি মাঝপথে রয়েছে, হাত কেঁপে গেছে তাই। ইস্পাতের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চ্যাপ্টা বুলেটটা ঠক্ করে পড়ল টেবিলের উপর।

কনুই দিয়ে পাঁজরে গুঁতো মেরে গলহার্ডির চোখে সর্ষে ফুল ফুটিয়ে গড়িয়ে সরে গেল ওয়াল্টার, উঠে দাঁড়াল রানার ভারী লিড সিঙ্কারটা নিয়ে। চাবুকের মত সাঁই করে সেটা গলহার্ডির বুকে বসিয়ে দিল ওয়াল্টার। বিনা প্রতিবাদে হাঁটু ভেঙে হুড়মুড় করে পড়ে গেল আইল্যান্ডারের বিশাল জ্ঞানহীন দেহ। রানা ছুটল ওয়াল্টারের দিকে, দূরত্ব কমাতে না পারলে গুলি করবে আবার ওয়াল্টার। একহাতে ল্যুগার, অপর হাতে বাগিয়ে ধরা লিড সিঙ্কারটা নিয়ে গলহার্ডির দিক থেকে রানার দিকে ফিরল ওয়াল্টার। ডান হাতের মুঠো পাকিয়ে মারল রানা ওয়াল্টারের বাঁ কানের নিচে। কানের পাশ দিয়ে গরম ভাপ ছেড়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। একই সাথে রানার পা দুটো মেঝে থেকে তুলে দিল কেউ শূন্যে। বাস্টার্ড পিরো, ভাবল রানা। সর্বশক্তি দিয়ে রানার মুখের বাঁ পাশে মারল ওয়াল্টার লিড সিঙ্কার দিয়ে। মুহূর্তের জন্যে দপ করে অন্ধকার নামল সামনে। পরমুহূর্তে নিজেকে মেঝের উপর বিধ্বস্ত অবস্থায় আবিষ্কার করল ও। দেখল পিরোর হাতে রয়েছে ল্যুগারটা, কাভার দিচ্ছে সে ওয়াল্টারকে। দাঁত বের করে আক্রোশ ফলাচ্ছে ওয়াল্টার, একপা এগিয়ে এসে রানার মাথার উপর সী-বুটটা তুলল সে। প্রচণ্ড ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে আছে রানা, কাতরানিটা চেপে রাখতে চেষ্টা করছে। দেখছে, কিন্তু করার কিছু নেই ওর। নেমে আসছে ওয়াল্টারের পা, মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবে। তাকে বাধা দিল স্যার ফ্রেডারিক।

'না,' বলল সে। 'ওকে আমাদের দরকার।'

'জানি,' বলল ওয়াল্টার হাঁপাতে হাঁপাতে। 'কিন্তু শেষ করার আগে শুয়োরটাকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার কার পাল্লায় পড়েছে ও। দু'জনকেই আমি পোষা কুকুরের মত পা চাটিয়ে ছাড়ব। চার্ট দেবে না, এত বড় স্পর্ধা? দু'জনকে সার্চ করলেই পাওয়া যাবে সেটা। পেলেই হয়, ফিনিশ করে দেব নিজের হাতে।'

'চুপ করো!' ধমক মারল স্যার ফ্রেডারিক।

'স্যার ফ্রেডারিক, আপনিই বরং কথা বলুন ওর সাথে,' যেন কিছুই হয়নি, গ্রীবা নেড়ে রানাকে দেখিয়ে নিতান্তই স্বাভাবিক ভাবে বলল পিরো।

'ওঠো,' ধমকের সুরে বলল স্যার ফ্রেডারিক রানাকে, তারপর ফিরল ওয়াল্টারের দিকে। 'সার্চ করো ওকে, ওয়াল্টার। ওর কাছে না পেলে আইল্যান্ডারকে।'

রানা উঠে দাঁড়াতে ওয়াল্টারের থাবা ছিঁড়তে শুরু করল ওর কাপড়-চোপড়, পিরো রইল ল্যুগার হাতে বেশ খানিক তফাতে। কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে।

রানাকে ছেড়ে অজ্ঞান আইল্যান্ডারকে সার্চ করল ওয়াল্টার। 'কারও কাছেই নেই,' বলল সে। 'কেবিনের কোথাও নিশ্চয়ই আছে। না থেকে পারে না।'

গণ্ডারের মত এগিয়ে এসে নাটকীয়ভাবে রানার সামনে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল স্যার ফ্রেডারিক। হাত তুলে ধরল সে রানার রিফার জ্যাকেটের কলার। চোখ দুটো থেকে দৃষ্টি যেন নীল আগুনের মত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। চেহারার মধ্যে এমন হিংস্র ভাব খুব কম লোকের মধ্যেই দেখেছে রানা। 'ক্যাপ্টেন নোরিশের চার্টটা কোথায়?' ঝাঁকুনি দিতে দিতে জানতে চাইল সে। 'কোথায়

সেটা, রানা?'

চার্ট কেসের দিকে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওতে।'

'নেই ওতে,' বলল পিরো। 'সব দেখেছি আমি এই কেবিনের। মিথ্যে কথা বলছে ও।'

'বলবেই তো,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'ওর জায়গায় আমি হলেও তাই বলতাম, আমার কাছে যদি থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে ক্যাপ্টেন নোরিশের অরিজিন্যাল লগ এবং চার্ট থাকত।'

'থম্পসন আইল্যান্ড!' রানা ব্যঙ্গের সুরে বলল। 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে। এত তোড়জোড় আর পাঁয়তারা তাহলে থম্পসন আইল্যান্ডকে নিয়ে?'

এই বয়সে লোকটার গায়ে এত জোর থাকতে পারে ভাবতেই পারেনি রানা। কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়েই হঠাৎ ঠেলে দিল সে রানাকে। শক্ত হয়েই ছিল রানা, ভয় ছিল ধাক্কা দিতে পারে, কিন্তু লাভ হলো না কিছু। মেঝে থেকে উঠতে উঠতে দূরত্বটা দেখে বিস্মিত হলো ও, সাত ফিট দূরে ছুঁড়ে দিয়েছে ওকে ষাট বছরের বুড়ো।

'হ্যাঁ, থম্পসন আইল্যান্ড!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। 'টি.এইচ.ও.এম.পি.এস.ও.এন.—এই আটটা শব্দই আমার জীবনের সব। স্প্রাইটলির অরিজিন্যাল লগ আর ট্র্যাক চার্ট, কোথায়? নোরিশ···নরকে পড়ুক ব্যাটাচ্ছেলে! আসল থেকে নকল তৈরি করে দুনিয়াকে ধোঁকা দিয়েছে—আর বদমাশ বিগ জন ওয়েদারবাই। ডুপ্লিকেটটা দেখেছি আমি অ্যাডমিরালটিতে। কোন মূল্য নেই সেটার, সবাই জানে। আমি চাই নোরিশের অরিজিন্যালটা। পটল তোলার আগে জন ওয়েদারবাই সেটা তোমাকে দিয়ে গেছে। তোমাকেও পটল তোলানো হবে, যদি না দাও ওটা আমাকে। যে-কোন মূল্যে, রানা, যে-কোন মূল্যে ওটা আমার চাই-ই।'

থম্পসন আইল্যান্ডের চার্টে এমন কিছুর উল্লেখ নেই যা ফ্রেডারিকের মত একজন কোটিপতিকে উন্মাদ করে তুলতে পারে। রানা দ্রুত ভাবছে। চার্টের বাইরে থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে কিছু জানে লোকটা—কি সেটা? যেভাবেই হোক সেটা জানতে হবে ওকে, স্থির করল ও।

'ফ্যাক্টরিশিপকে আমি দেশলাইয়ের কাঠির মত ছোট ছোট টুকরো করে ফেলব,' খেপে ওঠা ষাঁড়ের মত রানার সামনে এসে দাঁড়াল স্যার ফ্রেডারিক। বিশ্বাস হলো কথাটা রানার। রানাকে মাঝখানে রেখে চক্কর মারতে শুরু করল সে, হাত দুটো পেছনে বাঁধা। 'চার্টটা তবু আমার চাই।' রানার সামনে এসে ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'নিয়ে যাবে তুমি আমাকে থম্পসন আইল্যান্ডে?'

সরাসরি উত্তর দেয়া থেকে বিরত রইল রানা। 'থম্পসন আইল্যান্ড কোথায় তা আমি জানব কিভাবে?'

কিন্তু রানা জানে, একটা সীমা পর্যন্ত ক্যাপ্টেন নোরিশের চার্ট অমূল্য, গলহার্ডির ভাষায়, রত্নই বটে। এতদিন বভেট এবং থম্পসনের রহস্য মাত্র কয়েকজনের কাছে পরিষ্কার ছিল। নোরিশ, বিগ জন ওয়েদারবাই, রাহাত খান, জন

ওয়েদারবাই—ব্যস। হয়তো কোহলার জানত, কিন্তু সে সম্ভবত চোদ্দশিকের ভেতর ঘানি টানছে—নরকে। আর পিরো যে জানে না বোঝাই যাচ্ছে। নোরিশ, দ'ওয়েদারবাই—এঁরা নেই। রাহাত খান ফ্রেডারিকের ধরাছোঁয়ার বাইরে। রানাকে সে ঘটনাচক্রে কাছাকাছি পেয়ে গ্রাস করার মতলব এঁটেছে— কিন্তু অকারণে নয়। নোরিশের চার্টটাই থম্পসন আইল্যান্ড রহস্যের চাবিকাঠি, সেটা রয়েছে বলেই রানার এত মর্যাদা বা অমর্যাদা।

'নোরিশের চার্ট রয়েছে তোমার কাছে, ওতেই দেখানো হয়েছে থম্পসনের সত্যিকার পজিশন।'

কথা না বলে হাসল রানা। দেখেও দেখল না হাসিটা স্যার ফ্রেডারিক। 'নিয়ে যাবে তুমি আমাকে থম্পসন আইল্যান্ডে চার্ট অনুযায়ী?' কাঁপুনি দেখে ওয়াল্টার পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেছে।

'না।'

'না?' কেউ যেন খোঁচা দিয়ে লাফিয়ে উঠতে বাধ্য করল স্যার ফ্রেডারিককে। 'দেখব! দেখব আমরা! ওয়াল্টার। আগে আইল্যান্ডারটাকে। তুমি জানো কি করতে হবে।'

যেন সুযোগটার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল ওয়াল্টার, সোজা এগিয়ে গিয়ে গলহার্ডির মুখে সী-বুট দিয়ে জোরে লাথি মারল সে। দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে পিরো। আবার পা তুলল ওয়াল্টার। রানার দিকে চেয়ে আছে স্যার ফ্রেডারিক। হঠাৎ জলের মত পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, গলহার্ডিকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা, ওর কাছ থেকে চার্টটা আদায় করার জন্যে।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

'কোথায় সেটা?' কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে ফিস্‌ফিস্ করে জানতে চাইল স্যার ফ্রেডারিক।

'ওয়াল্টার,' আশ্চর্য নরম শোনাল রানার গলা। একা যেন কখনও তোমাকে আমি না পাই। মনে রেখো কথাটা। বিশেষ করে আমার কাছে একটা ফ্লেনসিং নাইফ থাকলে।'

চেয়ে রইল ওয়াল্টার। রানার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে তার মনে। কেমন যেন থতমত হয়ে গেছে লোকটা। কিন্তু এসব ব্যাপারে কোন খেয়াল নেই স্যার ফ্রেডারিকের, চক্কর মারছে ফের রানাকে মাঝখানে রেখে।

'হ্যাঁ, কি বলার আছে ঝট্‌পট্ বলো,' কিছু যে বলবে রানা তা যেন ধরেই নিয়েছে স্যার ফ্রেডারিক। 'তবে, প্রসঙ্গটা যেন চার্ট ছাড়া অন্য কিছু না হয়। চার্ট ছাড়া আর কিছু শোনার জন্যে আমার কান খালি নেই।'

'চার্ট অনুযায়ী আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু কেন আপনি থম্পসন আইল্যান্ড খুঁজছেন তা আমাকে জানাতে হবে,' বলল রানা। 'আমরা একটা চুক্তিতে আসতে পারি।' একটা ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তির ওপর দরকষাকষির ফল যাই হোক, রানার আগেভাগেই জানা আছে সীমাহীন এই পানির পৃথিবীতে স্যার ফ্রেডারিকের ভাগ্যে কি আছে আর কি নেই—ওকে ছাড়া চার্ট নিয়ে যদি নিজেও সে চেষ্টা করে,

সেই একই শেয়ার পাবে। রানার মনে পড়ল, বিগ জন ওয়েদারবাইও ওর মত একই অবস্থায় পড়েছিল। নোরিশের আবিষ্কারের ফলে দুনিয়াময় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, সবাই জানতে চায় কোথায় থম্পসন আইল্যান্ড? বিগ জন ওয়েদারবাই কেন গোপন করে রেখেছেন তার পজিশনের রহস্য? কেন গোপন করে রেখেছিলেন তিনি, জানা নেই ওর। বিগ জন ওয়েদারবাই প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়েছিলেন সত্যি, কিন্তু তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি শুরু করেনি কেউ। পার্থক্যটা এখানেই, ওর এবং গলহার্ডির প্রাণ নিয়ে টানাহেঁচড়া করছে স্যার ফ্রেডারিক। অ্যাডমিরালটি বিগ ওয়েদারবাইকে যখন খোঁচাতে খোঁচাতে কাহিল করে ফেলে, তিনি বাধ্য হয়ে নোরিশের অরিজিন্যালটা থেকে একটা নকল চার্ট তৈরি করে অ্যাডমিরালটির হাতে তুলে দেন। নোরিশের অরিজিন্যালে যে রহস্য ছিল সেটা একমাত্র তাঁর কাছেই রয়ে যায়, দুনিয়ার আর কেউ তার হদিস পায়নি আজ পর্যন্ত। জন ওয়েদারবাইয়ের মাধ্যমে সেই রহস্যসহ অরিজিন্যালটা এখন ওর কাছে। স্যার ফ্রেডারিক সেটা হাতে পেলে বর্তে যাবে, কিন্তু চার্টে যা নেই, যা লেখা আছে শুধু রানার মনের পর্দায়, তা কিভাবে জানবে স্যার ফ্রেডারিক? লেখাটার মূল্য কতটুকু, রানা ছাড়া কেউ সেকথা জানে না। চার্টটাকে নিষ্প্রভ, মূল্যহীন করে দেবার জন্যে সেই লেখাটুকু যথেষ্ট। সুতরাং রানা ভাবল, চার্টটা হস্তান্তর করা যেতে পারে। স্যার ফ্রেডারিক অ্যাডমিরালটির নকলটা তো দেখছেই, আসলটাও দেখুক।

'চুক্তি? থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে চুক্তি? অসম্ভব!' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'অন্য কোন ব্যাপারে হতে পারে, থম্পসন সম্পর্কে নয়। তাড়াতাড়ি ভাবো! ওয়াল্টারের হাত-পা নিশপিশ করছে! বুট দিয়ে মেরে কাউকে খুন করা একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে ওর জীবনে। এর চেয়ে ভাল সুযোগ এর পরে ও আর নাও পেতে পারে। একজন আইল্যান্ডারের কি আর দাম!'

'কিংবা একজন বাঙালীর, তাই না?' সময় নষ্ট করাটাই উদ্দেশ্য রানার।

তেরছা ভঙ্গিতে হাসল স্যার ফ্রেডারিক। 'সত্যি বলতে কি, তাই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একজন আইল্যান্ডার কেন, যে-কোন দেশের যে-কোন শ্রেণীর নাগরিককে খুন করার চেয়ে একজন এসপিওনাজ এজেন্টকে খুন করা কঠিন। আই রিপিট, কঠিন—কিন্তু অসম্ভব নয়, মাইন্ড ইট।

ওয়াল্টার ঠোঁট মুড়ে তেঁতুল খাওয়ার মত করে মুখের ভেতর জিভ নাড়ছিল, বলল, 'একটা ফ্যাক্টরিশিপে এত যন্ত্রপাতি, এত রকমের কাটিং মেশিন আর ছোরাছুরি রয়েছে যে, হঠাৎ কোন অ্যাক্সিডেন্ট তো ঘটতেই পারে, ঘটছেও হরহামেশা—আরও না হয় ঘটল একটা-দুটো।' রানার দিক থেকে গলহার্ডির ক্ষতবিক্ষত মুখের দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'কে জানবে মুখ থেকে নাক-চোখ নেই হয়ে গেছে বুটের আঘাতে না একটা ট্যাফল ব্লক পড়ে?'

'লাশ ক'টা হবে, এই যদি হয় প্রশ্ন…,' শুরু করল রানা।

'শাট আপ!' বাতাসে চাবুকের শিস কাটার মত শব্দ বেরিয়ে এল স্যার ফ্রেডারিকের মুখ থেকে। 'ফালতু আর একটা কথাও নয়! চার্ট, না হয়—,' মেঝেতে পড়ে থাকা অজ্ঞান মাংসপিণ্ডটাকে দেখাল সে।

'কপ্টারের ককপিট কেবিনে আছে,' বলল রানা। 'পাইলটের সীটের পেছনে, যেখানটায় রাবার ছিঁড়ে আছে।'

'নীল তিমি নয়, তোমার ভেতর থেকে নিংড়ে তেল বের করব মিথ্যে কথা হলে,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'ওয়াল্টার! কুইক! লে আও চার্ট।'

স্যার ফ্রেডারিক এবং পিরো দু'জনেই দরজার দিকে পিছিয়ে গেল ওয়াল্টার কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে। এক চোখে চেয়ে রইল রানার বুকের দিকে পিরোর হাতের পিস্তলটা আগের মতই। ক্লান্তি লাগছে রানার, গভীর সমুদ্রে ডুয়েলের পর বিধ্বস্ত ব্লু-হোয়েলের মত।

'নীল তিমির গোটা ব্যাপারটাই তাহলে ব্লাফ?

ইতোমধ্যে নিজেকে বশে এনেছে স্যার ফ্রেডারিক খানিকটা। 'সবটা নয়! সবটা নয়!'

'সাথে চারটে ক্যাচারকে তাহলে টেনে আনছেন কেন? চেয়েছিলেন পাঁচটাকে আনতে। থম্পসন আইল্যান্ডকে খুঁজতে ওগুলোর কি দরকার? মাথায় ঢুকছে না।'

ভাবছে রানা। কি আছে থম্পসন আইল্যান্ডে, কোন্ ধরনের প্রলয়? কিং জন ওয়েদারবাই বিড় বিড় করে থম্পসন আইল্যান্ড থম্পসন আইল্যান্ড বলতে বলতে মারা গেছেন। দ্বিতীয়বার থম্পসন আইল্যান্ডকে খুঁজতে গিয়ে ক্যাপ্টেন নোরিশ এবং ওয়েদারবাইদের জাহাজ স্প্রাইটলি ব্যর্থ হয়, হারিয়ে যায় তারা চিরকালের গর্ভে, কোথায় কেউ জানে না। জোসেফ ফুলার, গলহার্ডির আমেরিকান গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার তার স্টোনিং লাইটহাউসে ডুবে মরেছে। ফ্রানসিস অ্যালেন তার নিজের নামে নামওয়ালা জাহাজসহ হারিয়ে গেছেন বরফের মায়া রাজ্যে। কত বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজ আবার একজন হোয়েলিং টাইকুনকে উন্মত্ততায় আর হত্যাযজ্ঞে মাতিয়ে তুলেছে থম্পসন আইল্যান্ড।

'নীল তিমির গল্পটা আসলে একটা আদর্শ কাভার,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'বভেটের আশপাশটা ক্যাচারগুলো চষে বেড়াবে থম্পসন আইল্যান্ডের খোঁজে। ওগুলো আসলে আমার চোখ হিসেবে কাজ করবে। অবশ্য তোমার কাছে চার্টটা আছে তা জানা ছিল না বলেই ওদেরকে সাথে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিই আমি।'

'কিন্তু 'কপ্টার থাকতে...'

স্যার ফ্রেডারিক হাসল। 'বভেট সম্পর্কে কোহলারের ওয়েদার রিপোর্ট পড়েছি আমি, ভুলে যাচ্ছ কেন? দুনিয়া ওলটপালট করে দেবার মত ঝড় যদি না থাকে, তো থাকে কুয়াশা, কুয়াশা যদি না থাকে , তো থাকে নিচু মেঘ, আর মেঘ যদি সাগরের পিঠ ছুঁয়ে না থাকে, তো থাকে টগবগ করে ফুটন্ত সাগর। একটা আমেরিকান কোস্টগার্ড 'কপ্টার বভেটের দিকে গিয়েছিল—দিকে, কাছে নয়—বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা সেটা। আকাশে মাত্র আধঘণ্টা টিকে ছিল, তারপর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বভেটের ওয়েদার সম্পর্কে তোমাকে নিশ্চয়ই নতুন করে শেখাবার কিছু নেই।'

'ক্যাপ্টেন নোরিশের চার্ট আমার কাছে আছে তা জানতেন না, তবু এরমধ্যে আমাকে কেন দরকার হলো?'

'এইচ.এম.এস. স্কট মিটিওরকে ডুবিয়ে দিয়েছিল. তার সিক্রেট রিপোর্টও আমি অ্যাডমিরালটি থেকে সংগ্রহ করতে পারিনি.' স্যার ফ্রেডারিক বলল। 'জানতাম শুধু এইটুকু যে, এইচ.এম.এস. স্কট যখন অ্যাঙ্কোরের জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন মেজর জেনারেল রাহাত খান ল্যান্ড দেখতে পায়। চার্টটা তোমার কাছে আছে জানতে পেরে সিক্রেট রিপোর্ট পাওয়ার আর কোন চেষ্টা করিনি আমি। কেননা, দুটোই সমান জিনিস।'

চোখ সরিয়ে নিল রানা অন্যদিকে. ওর মুখের ভাবের পরিবর্তনটা দেখাতে চায় না ও স্যার ফ্রেডারিককে। দুটো জিনিস এক, ভাবছে ভাবুক। নিজস্ব পন্থায় কোন কালেও সে খুঁজে পাবে না থম্পসন আইল্যান্ডকে। শেষ পর্যন্ত কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যে অমূল্য সূত্রটা জানে ও, বলা যায় না, সেটা হয়তো গলহার্ডির এবং ওর প্রাণের বিনিময়ে হাত ছাড়া করতে হবে।

খুলল না, রানার মনে হলো বিস্ফোরিত হলো দরজাটা। দু'জন একসাথে মরিয়া হয়ে ঢুকতে চাইছে কেবিনের ভেতরে—ওয়াল্টার আর রেবেকা। ওয়াল্টারই পশুশক্তির বলে জিতে গেল। সাফল্যের উল্লাসে ডান হাতটা মাথার ওপর তোলা তার, সেখানে ভাঁজ করা চার্টটা রয়েছে। তার বাঁ হাতটায় তাজা রক্তের লাল স্রোত।

গলহার্ডিকে মেঝেতে দেখে দম আটকে গেল রেবেকার। অকৃত্রিম বিস্ময় আর অবিশ্বাস ফুটে উঠল তার চোখে। পিরো, পিরোর হাতের পিস্তল এবং তারপর রানার দিকে তাকাল সে। নাকের ছিদ্র দুটো ফুলে ফুলে উঠছে। ঝট্ করে তাকাল সে বাবার দিকে। 'ড্যাডি, এ সবের মানে...?' প্রসঙ্গ বদলে ইঙ্গিতে ওয়াল্টারকে দেখাল সে, তীব্র ঝাঁঝ বেরিয়ে এল গলা থেকে, 'আমি জানতে চাই এই খচ্চরটা আমার কেবিনে ঢুকে রাবার ছেঁড়ার সাহস কোত্থেকে পেল? ওটা আমার 'কম্টার, আমার অনুমতি ছাড়া আর কারও ওখানে ঢোকার নিয়ম নেই। রানা! রানা! ও সুজি ওয়াঙকে খুন করেছে।'

'ইউ বাস্টার্ড, ওয়াল্টার!'

'সুজি ওয়াঙ? সে আবার কোন্ জন্তুর নাম?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল স্যার ফ্রেডারিক।

'আমার একটা পোষা পাখি—ওই খচ্চর তাকে খুন করেছে।' আবার বলল রেবেকা। 'কোন্ অধিকারে...'

'ঘাড়টা মটকে ভেঙে দিয়েছি আগে, তারপর টেনে ছিঁড়ে মুণ্ডু আর ধড় আলাদা করে রেখে এসেছি,' বলল ওয়াল্টার। 'ফালতু জঞ্জাল একটা। চার্টটা খুঁজছি, আমার ওপর লাফিয়ে পড়ে পা দিয়ে খামচি মারতে যাচ্ছিল।'

মেয়ের কথায় গুরুত্ব দেয়ার সময় নেই স্যার ফ্রেডারিকের। দাঁড়িয়ে আছে মেসমেরাইজড হয়ে, চকচকে দৃষ্টিতে দেখছে ওয়াল্টারের হাতে ধরা পার্চমেন্টটাকে। 'গেট আউট!' মেয়ের দিকে ফিরে ভেঙচে উঠল সে। 'গেট আউট! পোষা একটা পাখি মাত্র—লজ্জা করা উচিত তোমার, তার জন্যে এত হৈ-চৈ তুলতে চলে এসেছ, যেখানে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সঙ্কটের

মোকাবেলা করছি। পাখি কেন, মানুষের জানেরও এখন কোন মূল্য নেই আমার কাছে।' ওয়াল্টারের হাত থেকে পার্চমেন্টটা নিল সে। 'গেট আউট! এতই যদি শোক, যাও, আরেক আদরের ধন 'কপ্টারটাকে নিয়ে চক্কর মেরে তা প্রকাশ করো গিয়ে!'

থতমত খেয়ে পিছিয়ে গেল রেবেকা বাবার আচরণে। আহত অবলা পশুর মত তার চোখের দৃষ্টি দেখে করুণার উদ্রেক হলো রানার মনে। পিছিয়ে দরজার কাছে গিয়ে থামল রেবেকা। 'হ্যাঁ, ঠিক তাই করব এখন আমি,' গলাটাকে শান্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলল সে, 'তোমাদের উদ্দেশ্য কি বুঝতে না পারলেও, মনে রেখো, এখানের এই ছোট্ট দৃশ্যটা আমি দেখেছি, জাহাজের ক্রুদের মধ্যে যদি আর কেউ দেখে নাও থাকে।'

বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল রেবেকা আস্তে করে। পায়ের আওয়াজ শোনার জন্যে কান খাড়া করল রানা, কিন্তু শুনতে না পেয়ে নিরাশ হলো। কিন্তু মিনিটখানেকও কাটেনি, 'কপ্টার টেক অফের শব্দ পেল ও। ভাঁজ খুলল স্যার ফ্রেডারিক, পার্চমেন্টের মুড় মুড় আওয়াজে সিলিঙের দিক থেকে চোখ নামাল রানা। চার্টের গায়ে আঁকা একটা ছোট বৃত্তের ওপর স্যার ফ্রেডারিক আঙুল ঠুকছে, যে বৃত্তটা থেকে স্প্রাইটলির যাত্রাপথ দেখাবার জন্যে বিন্দুর পর বিন্দু একে রাখা হয়েছে। 'থম্পসন আইল্যান্ড! থম্পসন আইল্যান্ড।'

রানার দিকে মুখ তুলল। চোখের সেই আগুন-ঝরা দৃষ্টি নেই, কিন্তু আরও চকমকে, আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চোখ দুটো। নিজের হাত দুটোকে বশে রাখতে পারছে না। আঙুল দিয়ে পার্চমেন্টের একটা কোনা দেখাল রানাকে, যেখানে মারজিন্যাল নোট: নভেম্বর-ডিসেম্বর, 1825, দ্য লগ অ্যান্ড ট্রাক অভ স্প্রাইটলি।

'থম্পসন আইল্যান্ড।' ফিস্ফিস্ করে উচ্চারণ করল আবার।

ধীরে ধীরে পেছন থেকে ঠেলে দিচ্ছে কেউ যেন পিরোকে, যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে এসে স্যার ফ্রেডারিকের পাশে দাঁড়াল সে। আরেক পাশে চলে গেল ওয়াল্টার। পিরোর চোখ চার্টের দিকে দু'সেকেন্ড, পরমুহূর্তে রানার দিকে। পিস্তলটা আগের মতই চেয়ে আছে রানার বুকের দিকে।

'বভেটও রয়েছে। মাই গড! নোরিশ বলিভিক অ্যাঙ্কোরেজও এঁকে রেখে গেছে।'

নোরিশের লেখা ডিসাইফার করতে গিয়ে তোতলাতে শুরু করল স্যার ফ্রেডারিক, উত্তেজনায় কথাই বেরুতে চাইছে না মুখ থেকে।

'ডিসেম্বর দা থারটিনথ্, 1825, লগ অভ স্প্রাইটলি:

"বেলা ২টা, চোখে ছোট্ট একটা দ্বীপ দেখলাম বিয়ারিঙ পঃ ৬ মাইল।

"৩টা রক পাশাপাশি বিয়ারিঙ উঃ-পঃ!

"আরও একটা রক উঃ-পঃ প্রায় পানির পিঠের সাথে সমতল।

"এই দ্বীপ অক্ষাংশের ৫৩.৫৫ ডিগ্রীতে অবস্থিত, লম্বা ৫.৩০।

"এই দ্বীপটার নাম রাখলাম আমরা থম্পসনের দ্বীপ। বিয়ারিঙ উঃ উঃ পূঃ ১৫।

"লীগ, বভেট দ্বীপ থেকে। তিনটে রক, যেগুলোর আমরা নাম রাখি

চিমনিজ, থম্পসন দ্বীপ থেকে দঃ পুঃ ৪ বা ৫
মাইল দূরে এবং আর একটা।
"রক এগুলোর কাছ থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে।"

অনেকক্ষণ মৌনব্রত পালন করল স্যার ফ্রেডারিক। তারপর উচ্ছ্বাসের বান ডাকল তার 'থম্পসন আইল্যান্ড তাহলে ওখানে! ফিফটিন লীগস, অথবা পঁয়তাল্লিশ মাইল, বভেন্টের উত্তর-উত্তর-পূর্ব দিকে!'

পরবর্তী আধঘণ্টার জন্যে সম্পূর্ণ বোবা হয়ে রইল স্যার ফ্রেডারিক। কেবিনে বাকি তিনজনের উপস্থিতি সম্পর্কে কোন খেয়ালই নেই তার। মাঝেমধ্যে কথা বলছে এরা, কিন্তু কানে কিছুই গেল না তার, মুখ তুলল না ভুলেও। এই সময়ই লোকটার মানসিক সুস্থটা সম্পর্কে প্রথম সন্দেহ দেখা দেয় রানার মনে। শব্দ বলতে একমাত্র গলহার্ডির গোঙানি। তারপর, হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠে ওদের দিকে তাকাল স্যার ফ্রেডারিক। ভুরু কুঁচকে উঠল তার, যেন ওদের কাউকেই চিনতে পারছে না। নাক দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা উহ্ শব্দ করল মুখ নাড়ার সাথে, ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি। পার্চমেন্টটা মাথার ওপর তুলে ধরে কাঁপা গলায় শুরু করল সে, 'গড! কল্পনা করো। নিজের চোখে দেখতে চেষ্টা করো ভোমরা, নোরিশের ছোট জাহাজটা বেলা দুটোর সময় কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে আসতেই মুখোমুখি পড়ে গেল থম্পসন আইল্যান্ডের। এখন এটা আমার ' ফের তালা-চাবি আঁটল সে ঠোঁটে।

পিছিয়ে গিয়ে পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল রানা। বাধা দিতে যাচ্ছিল ওয়াল্টার, কিন্তু স্যার ফ্রেডারিককে এগিয়ে আসতে দেখে থমকে গেল সে। সোজা রানার সামনে এসে দাঁড়াল স্যার ফ্রেডারিক, এত সামনে যে আধ হাত পিছিয়ে যেতে হলো রানাকে। বাঁ হাত তুলে রানার ডান কাঁধ চেপে ধরল সে শক্ত করে। চোখ দেখে বুঝল রানা, নিজের চিন্তাটা ছাড়া দুনিয়ার আর সব ব্যাপারে লোকটা এই মুহূর্তে অজ্ঞান। 'আমাকে বলো, রানা, নোরিশ যেমন বলেছে ঠিক তেমনিই কি দেখতে সেটা—ছোট এবং নিচু? কিন্তু, তাহলে···সেক্ষেত্রে, কিভাবে বভেটের সাথে তালগোল পাকায়? পাহাড়ের খাড়া পাঁচিল আর চূড়া এই হলো বভেট, তাই নয় কি? বলো আমাকে, কি দেখেছিল মেজর জেনারেল? বলো, বলো আমাকে, রানা?'

'তিনি বভেটকে বভেট বলেই চিনতে পেরেছিলেন,' বলল রানা। 'অর্থাৎ থম্পসন আইল্যান্ড দেখেছিলেন তিনি। হ্যাঁ, ছোট এবং নিচু, সেই রকমই দেখেছিলেন।'

গভীরভাবে চিন্তিত মনে হলো স্যার ফ্রেডারিককে। চেয়ে আছে রানার মুখে। একমাত্র জীবিত মানুষ সে।'

রাহাত খানের বর্ণনা থেকে কয়েকটা শব্দ মনে পড়ল রানার: বরফের গোলা, নোংরা পাংশুটে আকাশ, কাফনের মত কুয়াশা। স্যার ফ্রেডারিকের পরবর্তী কণ্ঠস্বর শুনে লোকটার মাথা সম্পর্কে সন্দেহটা আরও বাড়ল রানার।

চার্টে পুরানো সীলার স্প্রাইটলির যাত্রাপথের বিন্দুগুলো থম্পসন আইল্যান্ডকে

ছুঁয়ে বা পাশ কাটিয়ে চলে গেল সামনে, বিন্দুগুলোর ওপর গভীর আদরে আঙুল বুলাচ্ছে স্যার ফ্রেডারিক। মৃদু মৃদু কাঁপছে তার নিচের ঠোঁটটা। 'স্বর্গীয় নীল!' বলল সে। 'হেভেনলি ব্লু! স্বর্গীয় নীল! স্বর্গীয় নীল!'

রানার কাঁধের ওপর থেকে ঘর ঘর শব্দে সজীব হয়ে উঠল হঠাৎ লাউডস্পীকার। 'ব্রিজ থেকে বলছি! ব্রিজ থেকে বলছি! স্যার ফ্রেডারিক সাউল! তৈরি হোন। একটা আর্জেন্ট মেসেজের জন্যে তৈরি হোন। রিপিট করা হচ্ছে রেডিও অফিস থেকে।'

খুঁত নেই কাজে, ভাবল রানা। ব্রিজকে জানিয়ে এসেছে লোকটা, কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, যাতে দরকারের সময় ব্রিজ তাকে মিস না করে।

রেবেকার গলা কানে ঢুকতে চোখের সামনে থেকে ধোঁয়ার একটা পর্দা যেন সরে গেল ওর। রেবেকার কথা শুনে বুঝল ও, থম্পসন আইল্যান্ডের ব্যাপারে বাবার ষড়যন্ত্র যাই হোক, রেবেকা তার সাথে জড়িত নয়, বা এতে তার কোন ভূমিকা নেই। কথাগুলো শোনা গেল স্পষ্ট, তার মানে, ভাবল রানা, ফ্লীটের খুব বেশি দূর থেকে বলছে না রেবেকা।

'আর ফর রেবেকা। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? আর ফর রেবেকা। হেলিকপ্টার এন আর-ডব্লিউ-এইচ ডাকছে ফ্যাক্টরিশিপ অ্যান্টার্কটিকাকে। আর ফর রেবেকা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা···?'

চার

মারমুখো হয়ে ছুটে পিরোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল স্যার ফ্রেডারিক। 'জ্যাম হায়। কিছু একটা করো। যেভাবেই হোক আকাশ থেকে নামাও ওকে—কুইক!'

ঠিক সেই সময় আবার খোঁচা মারল স্যার ফ্রেডারিককে লাউডস্পীকার।

'আর ফর রেবেকা। পজিশন অ্যাপ্রোক্সিমেটলি,

ফিফটি সিক্স ডিগ্রীজ সাউথ, ওয়ান ডিগ্রী ওয়েস্ট।'

কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল পিরো, থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরল আবার। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখের চেহারা। 'সাদামাঠা ভাষায় ট্র্যানস্মিশন! থোর্সহ্যামার মিস করতে পারে না!'

'ডিয়ার গড ইন হেভেন!' বাজ পড়ল কেবিনে। 'থামাও ওকে, কার্ল!' তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসু হলো স্যার ফ্রেডারিক, 'এমন হতে পারে রেডিও ইন্টারফেয়ারেন্স খুব বেশি বলে শুনতে পাবে না থোর্সহ্যামার?'

'নো,' দৃঢ় গলায় বলল পিরো। 'নেভার!'

'বভেট ইজ এ ডেড-স্পট—'

'ত্রিশ বছর আগের যন্ত্রপাতির জন্যে ডেড-স্পট।' শুধরে দিয়ে বলল পিরো।

রেবেকার যান্ত্রিক স্বর শোনা গেল। 'কোথায় ওদের শেষ সীমা দেখতে পাচ্ছি

না আমি। সংখ্যায় ওরা হাজার হাজার। যেদিকে চোখ পড়ছে সেদিকেই নীল তিমির বিশাল সব দঙ্গল। বড়, ছোট, ধাড়ি, বাছুর, শিশু। এরকম দৃশ্য জীবনে কখনও দেখিনি!'

'গুলি করে ফেলে দাও ওকে!' গর্জে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। 'ফেলে দাও! ফেলে দাও! ফেলে দাও! এত সময় থাকতে এই সময়! এখান থেকে সাউথ জর্জিয়া পর্যন্ত যেখানে যে আছে সবাই আমাদের পজিশন জেনে ফেলেছে।'

পিস্তল হাতে পিরোকে দেখে মনে হচ্ছে মনস্থির করতে পারছে না সে। রেবেকার ব্যাপারটা তিনজনকেই বেতাল করে দিয়েছে। কিন্তু সুযোগটা পেতে পেতেও পেল না রানা।

'পিস্তলটা দাও আমাকে,' স্যার ফ্রেডারিক বলল। 'রেডিওতে ফিরে যাও তুমি। ডু সামথিং।' ছুটে বেরিয়ে গেল পিরো। 'এরা এখানে নিরাপদেই থাকবে আপাতত তালা মারা কেবিনে,' ওয়াল্টারকে বলল সে। 'কত বছর লাগবে আর ট্রিসটানের দাঁড় কাকটার জ্ঞান ফিরতে?'

'এক ঘণ্টা--দু'ঘণ্টাও লাগতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ওয়াল্টার। 'মাথা ঘামিয়ে লাভ কি!'

'ঠিক,' প্রতিধ্বনি তুলল স্যার ফ্রেডারিক, 'মাথা ঘামিয়ে লাভ কি! সমস্যা রানাকে নিয়ে।' হাসিতে কোমলভাবের ছিটেফোঁটা দেখল না রানা। 'ভেবেছিলাম বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর মাস্টার স্পাই মাসুদ রানার সাথে তুমুল লড়াই করে জিততে হবে। এত টাকা খরচ করলাম খামোকা, একসাইটমেন্ট উপভোগ করা গেল না। যুদ্ধ শুরু করার আগেই হেরে বসল মাস্টারস্পাই। বন্ধুর মুখে একটা লাথি মারতে দেখেই কুপোকাৎ। এসো, ওয়াল্টার।'

বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সশব্দে বন্ধ করল দরজা, তালা বন্ধ হবার ক্লিক্ শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। হাঁটু ভাঁজ করে গলহার্ডির মাথার কাছে বসল সে। ক্ষতটা মারাত্মক নয়, চিহ্নটা যদিও সারাজীবন থাকবে সাথে। কেবিনের এদিক ওদিক দেখল রানা। বেরুনোর চেষ্টা করাটা পণ্ডশ্রম। কেবিনটা করিডরের শেষ মাথায়, পুরু ইস্পাতের বাল্কহেডের পিছনে হোয়েল প্রসেসিঙের বিরাট কম্পার্টমেন্ট। পোর্টহোল রয়েছে, কিন্তু ওটা গলে কেবিন থেকে পালানো সম্ভব হলেও সাগরে পড়ে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো অসম্ভব।

নিজেদের বিপদের কথা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে রেবেকার কথা খানিক ভাবল রানা। কেমন বাপ লোকটা। মেয়েকে সে তার নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের একটা উপাদান ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। আস্তে ধীরে এক আধবার নড়াচড়া করল গলহার্ডি, কিন্তু জ্ঞান ফিরল না। জ্যাকেটের আস্তিন ছিঁড়ে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল রানা তার মুখে।

অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আধঘণ্টার মত কাটতে রোটরের আওয়াজ পেল রানা। রেবেকা ল্যান্ড করছে। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে দরজায় নক হলো। জবাব দিল না রানা।

'রানা!' ডাকল রেবেকা। 'রানা! ভাল আছ তুমি?'

'আছি,' বলল রানা। 'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। রেবেকা, যদি পারো একটা পিস্তল কিংবা ছুরি…আর এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা…'

'ড্যাডি নিজের চুল ছিঁড়ছে, ভয়ে পালিয়ে এসেছি আমি—কিন্তু এক্ষুণি খোঁজ পড়বে আমার।' রেবেকার ছুটে চলে যাবার শব্দ পেল রানা।

চমকে লাফিয়ে উঠল রানা লাউডস্পীকারের আওয়াজে। 'এ-এক্স-এম। ক্যানবেরাল ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টার্কটিক ওয়েদার অ্যানালাইসিস সেন্টার। ডব্লিউ-এম-ও কোড ফোর-ফাইভ অন দা ও-ও গ্রীনিচ মীন টাইম অ্যানালাইসিস…।'

মাথার উপর চেয়ে রইল রানা। স্যার ফ্রেডারিক আর পিরো নিশ্চয়ই ভুল করে রেডিও রিপিটারের সুইচ অফ করেনি।

স্যার ফ্রেডারিকের গলা ভেসে এল লাউডস্পীকারে, 'ওয়েদার রিপোর্ট! ওয়েদার রিপোর্ট ছাড়া অ্যান্টার্কটিকায় আর কিছু পাবে না তুমি!'

'আগেই বলেছি আপনাকে, কোন জাহাজ ইলেভেন লেটার সিগন্যাল পাঠাক, তার বিয়ারিঙ পাবই আমি। কিন্তু থোর্সহ্যামার চুপ করে আছে,' পিরোর গলা।

'ছিঃ!' ওয়াল্টার বলছে, 'পজিশন লুকোবার জন্যে এত কিছু করার পর… ছিঃ!'

নার্ভ কেঁপে গেছে স্যার ফ্রেডারিকের। দুশ্চিন্তার সুর তার গলায়। 'চেষ্টা করতে থাকো, দেখো থোর্সহ্যামারের রেডিওকে ক্যাচ করা যায় কিনা। চেঞ্জ ফ্রিকোয়েন্সি। কার্ল, ডু এনি ড্যাম থিং।'

'হের ক্যাপ্টেন মাসুদ রানাকে এখানে দরকার,' ঠাণ্ডা গলায় বলছে পিরো। 'আমরা এইটিন আর টোয়েন্টিফোর মিটারে চেষ্টা করে দেখব—রেইডারের ফ্রিকোয়েন্সি।'

খানিক নিস্তব্ধতা তারপর স্যার ফ্রেডারিকের গলা, 'কি, কার্ল? পেয়েছ থোর্সহ্যামারকে?'

'থোর্সহ্যামার,' উত্তরে বলছে পিরো। 'সে তার সী-প্লেন তুলছে আকাশে।'

টেলিফোন রিসিভার তোলার শব্দটাও পরিষ্কার ভেসে এল রানার কানে লাউডস্পীকারের মাধ্যমে। 'জার্কো!' স্যার ফ্রেডারিকের গলা তীব্র। 'অলটার কোর্স! ঘোরো! দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে। ফুলস্পীড অ্যাহেড!'

গতি বৃদ্ধির কম্পনটা অনুভব করল রানা পায়ে।

'এতে কোন লাভই হবে না,' পিরোর গলা শুনল রানা। 'সী-প্লেন অবশ্যই তার রাডার ব্যবহার করবে। ভেবে অবাক লাগছে আমার এই আবহাওয়ায় থোর্সহ্যামার তার প্লেনকে হারাবার ঝুঁকি নিয়েছে!'

'এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে ওরা আমাদের,' বলছে ওয়াল্টার। 'ধরা দেয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা নেই এখন।'

'মাসুদ রানার স্বভাব তোমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে দেখছি।' ঝাঁঝাল শোনাল স্যার ফ্রেডারিকের গলা। 'থোর্সহ্যামারকে আমি ভয় পাই না। ওটাকে আমি লম্বা এক টুকরো খড়িমাটি ছাড়া আর কিছু মনে করি না। বাই অল দ্যাটস হোলি।' গলার তেজ কমল একটু। 'নিজেও জানে না ছোকরা কি পরিমাণ সাহায্য

করছে সে আমাকে! আমরা লুকাব, তার ভাষায়, অ্যাটমোসফেরিক মেশিনের হার্টের ভেতর। সে যে বর্ণনা দিয়েছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেখানে এত বেশি কুয়াশা আর বরফ থাকবে যে থোর্সহ্যামার জিন্দিগীভর খুঁজে মরলেও আমাদের টিকিটি দেখতে পাবে না। তাছাড়া, এই আবহাওয়ায় সে তার সী-প্লেনও ব্যবহার করতে পারবে না।'

হিমশীতল একটা হাত ছুঁয়ে দিল রানাকে, শিরদাঁড়া বেয়ে সড় সড় করে উঠে এল স্পর্শটা। ঢোক গিলল রানা। পাগল হয়েছে লোকটা! আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে! পরিষ্কার কানে ভেসে এল টেলিফোনের রিসিভার তোলার শব্দ। ক্যাপ্টেন জার্কোকে নির্দেশ দিচ্ছে হাবিয়া দোজখের দিকে ফ্যাক্টরিশিপের নাক ঘোরাতে।

ভাইব্রেশন অনুভব করে রানা বুঝল ফ্যাক্টরিশিপ তার সর্বোচ্চ স্পীডে পুরানো সেই কোর্স ধরে ছুটছে।

'সী-প্লেন থেকে কোন সাড়া পাচ্ছ?' ভেসে এল স্যার ফ্রেডারিকের গলা।

'পাচ্ছি,' বলল পিরো উত্তরে। 'সোজা আসছে এদিকে। আমাদের না দেখতে পাওয়ার কোন কারণই নেই। দু'ঘণ্টাও লাগবে না, মাথার ওপর পৌঁছে যাবে।'

নিস্তব্ধতা। কঠোর বাস্তবকে মেনে নিতে সময় নিচ্ছে ওরা।

'ওয়াল্টার,' বলছে স্যার ফ্রেডারিক। 'রানার সেই ডেঞ্জার এলাকায় এই স্পীডে কতক্ষণে পৌঁছুচ্ছি আমরা?'

'মে বি টুয়েলভ আওয়ারস—অর্থাৎ আগামীকাল...' ওয়াল্টার নীরস কণ্ঠে বলল।

'স্বয়ং থোর্সহ্যামারকে আজ দিনে আমরা এড়িয়ে যেতে পারব, আজ রাতের অন্ধকারে তাকে ফাঁকি দেয়ার সুযোগও থাকবে,' বলে যাচ্ছে স্যার ফ্রেডারিক। 'আগামীকাল ভোরের দিকে আবহাওয়া সম্ভবত খুব খারাপ রূপ নেবে। সী-প্লেনকে বিয়োগের খাতায় ধরলে, বাকি থাকে একা থোর্সহ্যামার। সুযোগ পাব আমরা তাকে এড়িয়ে যাবার।'

'সী-প্লেনকে বিয়োগের খাতায় ধরলে!' নিরুৎসাহী পিরো বলল।

'তোমার Hotchkins Spandau, বুঝলে ওয়াল্টার, খুবই কাজের অস্ত্র, কি বলো?'

'কি!' পিরো যেন আগুনের ছ্যাঁকা খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'যুদ্ধ নয়, কিছু না, ঠাণ্ডা মাথায় ওয়াল্টার একটা প্লেনকে—একটা ন্যাভাল প্লেনকে গুলি করে নামাবে? আপনি বলছেন এই কথা?'

'না-না, ওয়াল্টার কেন—ওয়াল্টার নয়!' বলল স্যার ফ্রেডারিক, গলার স্বর শুনে রানা বুঝতে পারল বুদ্ধিটা এইমাত্র মাথায় গজিয়েছে তার এবং ভাবতে গিয়ে দারুণ মজা পাচ্ছে সে। 'আমরা কেউ গুলি করব না। রানা করবে।'

ভুল শুনছে বা দুঃস্বপ্ন দেখছে কিনা ঠিকমত বোঝার জন্যে মাথা উঁচু করে লাউডস্পীকারের গ্রিলের দিকে এগিয়ে গেল রানা।

'আমি ভয় করছি হের ক্যাপিটানকে,' বলল পিরো। 'আপনি তাকে বাধ্য করছেন প্লেনটাকে গুলি করতে, অনেক চেষ্টা করেও দৃশ্যটা আমি মনের চোখে

ফোটাতে পারছি না! তার সম্পর্কে যতটুকু জানি, ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না!'

'আমিও তাই মনে করি,' বলল ওয়াল্টার। একগুঁয়ে মাছি একটা।'

ওদের গলা দূরে সরে যেতে যেতে অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাফ দিয়ে টেবিলের উপর উঠে লাউডস্পীকারের গ্রিলে কান ঠেকাল রানা।

এখন একটু স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে স্বর। '...অপর হারনেসে। বুঝতেই পারছ, রানার তখন করার কিছুই থাকবে না! গুলি করে নামিয়ে আনবে তুমি ঘুঘুটাকে, কিন্তু দয়া করে খুব বেশি সময় নিয়ো না। বুঝতে পারছ তো, ওয়াল্টার?'

ফিস্ফিস্ গলার আওয়াজ শুধু এরপর, তারপর হঠাৎ পিরোর পরিষ্কার কথা ভেসে এল, 'একেই বলে বুদ্ধিচ্ছটা, স্যার ফ্রেডারিক! আমি আপনার মেধার তোয়াজ করি। তাহলে রানার ঘাড়েই চাপবে সব দোষ থোর্সহ্যামার আমাদেরকে যদি ধরেও ফেলে?'

উত্তরে স্যার ফ্রেডারিক বলল—শেষ অংশটা নিজের দোষে শুনতে পেল না রানা, বাক্যের প্রথম অংশটা অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল ওর—'সব দোষ...এবং সেই সাথে ল্যুগারের একটা বুলেট...।'

ভোমরার মত গুনগুন আওয়াজ ভেসে আসছে, কানে কানে কথা বলছে যেন।

স্যার ফ্রেডারিকের শেষদিকের কথাগুলো শুনতেই পায়নি রানা।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও দৃশ্যটা। Spandau-Hotchkins অপারেট করছে ওয়াল্টার, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো, সী-প্লেনটা পাক খেতে খেতে নেমে আসছে, পানিতে পড়ল সেটা, কানের কাছে আবার আওয়াজ, এবার ল্যুগারের। ওর কপালের এক পাশ দিয়ে ঢুকল বুলেট, বেরিয়ে গেল আরেক পাশ দিয়ে। ওয়াল্টার ওর কব্জির বাঁধন খুলে ফেলে দিল ওর লাশটাকে পানিতে। ওয়াল্টার গলা ছিঁড়ে ফেলছে চেঁচাতে চেঁচাতে। স্টিয়ারিঙম্যানকে নির্দেশ দিচ্ছে সে বিধ্বস্ত সী-প্লেনের দিকে জাহাজের কোর্স অল্টার করার জন্যে। কিছু লোক উদ্ধারের ভুয়া প্রয়াস। ওয়াল্টার জানে, সী-প্লেনের লোকজন তিন মিনিটের বেশি বাঁচবে না ঠাণ্ডা পানিতে। বরফের মূর্তি হয়ে যাবে শরীরগুলো। এরপর হাঁপাতে হাঁপাতে ওয়াল্টার ব্যাখ্যা দিচ্ছে, সী-প্লেনকে গুলি করতে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি সে গুলি করে মেরে ফেলেছে রানাকে।

এক মুহূর্ত সিলিঙের দিকে চেয়ে কি যেন চিন্তা করল রানা। তারপর শার্টের বুক পকেট থেকে কলমটা বের করে সিগারেটের প্যাকেটের উপর খসখস করে কিছু লিখল, প্যাকেটটা রেখে দিল পকেটে।

এতক্ষণ কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। হঠাৎ স্যার ফ্রেডারিক ভেসে এল লাউডস্পীকারে, 'সী-প্লেনকে যদি মিস করো, ওয়াল্টার, কি করতে হবে জানো তো?'

বিস্মিত শোনাল ওয়াল্টারের গলা, 'কি করতে হবে?'

'বলিনি বুঝি?' স্যার ফ্রেডারিককে কঠোর মনে হলো। 'মিস করলে আমার সাথে যোগাযোগ করার দরকার নেই, অনুমতি নেবার দরকার নেই, একমুহূর্ত দেরি না করে তুমি আত্মহত্যা কোরো। নিজের লোক, তোমাকে আমি নিজ হাতে খুন

করতে চাই না।'

টেবিল থেকে নেমে পায়চারি শুরু করল রানা। গলহার্ডির দিকে তাকাল বারবার। বেচারা জানে না, মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তাকে। কিন্তু জেনেই বা কি করতে পারছে ও নিজে?

একটা উপায়, স্যার ফ্রেডারিককে থম্পসন আইল্যান্ডের গোপন সূত্রটা জানিয়ে দেয়া। পরাজয়েরই নামান্তর হবে ব্যাপারটা। তবু, উপায় কি, ওটাই প্রাণে বাঁচবার শেষ পুঁজি।

লাউডস্পীকার থেকে এলোমেলো পদধ্বনি ভেসে আসছে। সশব্দে বন্ধ হলো একটা দরজা। অন করা, কিন্তু নিস্তব্ধ হয়ে রইল স্পীকার। মাঝে মধ্যে মোর্স কোডের যান্ত্রিক শব্দ পাচ্ছে শুধু রানা পিরোর। পায়চারি থামিয়ে গলহার্ডিকে পরীক্ষা করল আর একবার ও। পায়চারি শুরু করল আবার। এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে।

আশা করার সঙ্গত কোন কারণ নেই, তবু একজোড়া পায়ের শব্দ শুনবে বলে ক্রমশ উৎকণ্ঠ হয়ে উঠছে রানা। ফ্যাক্টরিশিপে ওদের একমাত্র মিত্র রেবেকা, কিন্তু সে কি পারবে ওর বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে···বাবার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ কি নেবে সে?

পায়ের শব্দ আসছে না। নিস্তব্ধতা চারদিক থেকে ব্যঙ্গ করছে যেন রানাকে। একটা দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল স্পীকার থেকে, সেই সাথে একটা কণ্ঠস্বর, 'হ্যাঁ!'

পিরো বলছে, 'স্যার ফ্রেডারিক, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, এটুকুই আমার অনুরোধ।'

'ইউ বাস্টার্ড!' অনুরোধের প্রত্যুত্তর দিল স্যার ফ্রেডারিক। 'বলো, কি হয়েছে?'

'এইমাত্র রিপোর্ট দিল সী-প্লেন থোর্সহ্যামারকে,' বলল পিরো ঠাণ্ডা গলায়। 'সে তার রাডারে পাঁচটা জাহাজ দেখতে পেয়েছে।'

'মাই গড! ফ্লীট ধরা পড়ে গেছে! আমরা ধরা পড়ে গেছি! তারপরও বলছ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে?'

'চামড়ার চোখে নয়,' বলল পিরো মৃদুকণ্ঠে। 'রাডারের পর্দায়।' রানা বুঝল রিপোর্ট শীটটা পড়ছে সে। 'রাডার কন্ট্যাক্ট ফাইভ শিপস টু জিরো জিরো ডিগ্রীজ। সারফেস উইন্ড ফরটি ফোর নটস। প্রিপেয়ারিং টু ফ্লীট অ্যাজ সুন অ্যাজ আই মেক ভিসুয়্যাল সাইটিং। উইল রান ইন অ্যান্ড টার্ন অন টার্গেট রোজার।' পিরোর গলা গম্ভীর। 'থোর্সহ্যামার সী-প্লেনকে বলছে—সিগন্যাল ফ্লীটস্ পজিশন অ্যান্ড কোর্স।'

এইবার আমার প্রাণ নিয়ে টান পড়বে, ভাবল রানা।

'ওয়াল্টার!' স্যার ফ্রেডারিক বলছেন 'রানাকে নিয়ে অরোরায় চলে যাও। কি করতে হবে জানো তুমি। একা পারবে তো? ভেবে দেখো···'

'ভাবব? একটা মাছিকে মারার জন্যে ভাবব আবার কি?' তাচ্ছিল্যের সাথে বলছে ওয়াল্টার। 'রানাকে আনতে যাচ্ছি আমি, কাউকে পাঠিয়ে দিন বোটে, স্টার্ট দিয়ে রাখুক। এক হাতে টিলার ধরে রাখব, আরেক হাতে থাকবে ল্যুগারটা—কোন

অসুবিধে নেই।'

'কাজের লোক,' খুশি খুশি গলায় বলল স্যার ফ্রেডারিক।

আসছে ওয়াল্টার, তার সী-বুটের আওয়াজ ঢুকল রানার কানে, রেডিও অফিস থেকে বেরিয়ে মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল মানে দূরে সরে যাচ্ছে না, কাছে এগিয়ে আসছে। এবার, রানা? কি করবে এখন তুমি? শেষ অস্ত্র বা পুঁজি যেটা আছে তোমার মুঠোয়, দু'জনের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কি যথেষ্ট? প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়েও করা যায়—স্যার ফ্রেডারিক কি তোমার গোপন সূত্রটাকে তোমাদের প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্য দেবেন? নিজের সাথে কথা বলছে রানা। অবশ্যই! একটা ব্যাপারে আমি শিওর, থম্পসন আইল্যান্ডে পৌঁছুতে চায় ফ্রেডারিক, যে কোন কিছুর বিনিময়ে। তা পৌঁছুতে হলে আমার গোপন সূত্র তাকে জানতেই হবে। না জানলে থম্পসন আইল্যান্ডে এই জীবনে বা আর কোন জীবনে পৌঁছানো সম্ভব নয় তার পক্ষে।

তবু, খারাপটা আশা করাই ভাল। দ্রুত ভেবে নিল রানা। বোটে ও আর ওয়াল্টার থাকবে। সুযোগ যদি পাওয়া যায়, ওই বোটেই। ওয়াল্টার সতর্ক থাকবে, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে তো আর জানে না যে ওদের কথাবার্তা শুনে ফেলেছে ও! নিজেকে জানিয়ে রাখল রানা, ওয়াল্টার কেবিনে ঢোকার সাথে সাথে কেবিন থেকে তাকে বের করে নিয়ে যেতে হবে, যেভাবে হোক। লাউডস্পীকার অন করা, কোনমতেই তাকে জানতে দেয়া চলবে না। মনে মনে প্রার্থনা করল রানা: ওয়াল্টার যতক্ষণ কেবিনে থাকবে ততক্ষণ যেন পিরো বা স্যার ফ্রেডারিক রেডিওরুমে বোবা হয়ে থাকে!

তালা খোলার শব্দ ঢুকলই না ওর কানে। দু'ফাঁক হয়ে সশব্দে দু'পাশে বাড়ি খেল কবাট দুটো। শয়তানি হাসিতে চোখমুখ কুৎসিত করে তুলেছে ওয়াল্টার। মস্ত থাবার মধ্যে পিস্তলটাকে খেলনা লাগছে। 'তোমাকে এখন আমার অরোরায় যেতে হবে। কোনরকম ফাজলামো কোরো না, পরিণামে আয়ু কমবে মাত্র।' গলহার্ডির দিকে পা বাড়াল সে।

সুযোগটা লুফে নিল রানা। দরজার দিকে লম্বা পা ফেলে বলল, 'গলহার্ডিকে তুমি মেরে ফেলেছ! এর বিহিত আমি করব, সুযোগ আসুক।' বেরিয়ে পড়ল রানা প্রশস্ত করিডরে।

'মরে গেছে! কী মজা।' উল্লাসে লাফ দিয়ে ঘুরল ওয়াল্টার, ছিটকে বেরিয়ে এল করিডরে রানার পিছনে। 'অ্যাই! কোথায় যাচ্ছ?'

রানা ঘুরতে শুরু করতেই এক পা পিছিয়ে চার হাত দূরে সরে গেল ওয়াল্টার। 'ডেকে উঠে যাও সোজা! নো ট্রিকস। হাতে পিস্তল আর সামনে টার্গেট থাকলে তর্জনীকে আমি পোষ মানাতে পারি না। অরোরায় যাব আমরা—অ্যাবাউট টার্ন, কুইক মার্চ!'

'স্যার ফ্রেডারিকের সাথে আগে কথা বলব আমি,' বলল রানা। করিডরের শেষ মাথায় রেবেকা দাঁড়িয়ে আছে অনড়, দেখতে পেল ও।

'স্যার ফ্রেডারিক তোমাকে চিনতে পারবেন না,' দাঁত বের করে হাসল নিঃশব্দে ওয়াল্টার। 'তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন কিনা! যা বলছি...!'

হেলান দিল রানা ইস্পাতের দেয়ালে। ওদের প্ল্যানটা জানা আছে ওর, ফ্যাক্টরিশিপে কুকর্মটি ঘটাবে না। গুলি করবে বড়জোর? করো। স্যার ফ্রেডারিকের সাথে কথা না বলে কোথাও যাচ্ছি না আমি, পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট টেনে নিল রানা, ফেলে দিল প্যাকেটটা করিডরের উপর। লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম না হলে এখানেই উড়িয়ে দিতাম তোমার খুলি,' খুন করার সুযোগ পেয়ে উল্লাস চেপে রাখতে পারছে না ওয়াল্টার। 'কি কথা স্যার ফ্রেডারিকের সাথে?'

'তাকেই বলব।'

'ঠিক আছে,' ভ্রূ বাঁকাল ওয়াল্টার। 'কম্প্যানিয়ন ওয়েতে টেলিফোন আছে, চলো। দেখো, প্রাণ ভিক্ষা পাও কিনা!'

কম্প্যানিয়ন ওয়ে থেকে সিঁড়ি, উপরে যেন ডেক। ইমার্জেন্সী টেলিফোনটা সিঁড়ির কাছেই। ব্রিজে ফোন করল রানা, স্যার ফ্রেডারিককে চাইল। তার ঘেউ ঘেউ আওয়াজটাকে থামিয়ে দিল ও অবিশ্বাস্য শান্ত আর নিচু গলায় কথা শুরু করে। 'শোনো, ফ্রেডারিক,' সম্বোধন পাল্টে বলল রানা। 'তোমার থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে কিছু কথা বলার আছে আমার।'

নিখুঁতভাবে নকল করল স্যার ফ্রেডারিক রানার গলার শান্ত ভাবটা, 'কোন ফায়দা নেই, রানা। জানপ্রাণ দিয়ে খেলেছ তুমি কিন্তু হেরে গেছ। ও চার্টটা এখন আমার। তাই থাকবে।'

'পুরানো বলে মিউজিয়ামে রাখা যেতে পারে,' বলল রানা। 'তাছাড়া ওটার আর কোন মূল্য নেই। ফ্রেডারিক, আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি, যে পজিশন দেয়া আছে চার্টে সেখানে তুমি সারাজীবন খুঁজে মরে গেলেও থম্পসন আইল্যান্ডকে পাবে না। রহস্যের চাবিকাঠি ওতে নেই। একা আমি জানি থম্পসন আইল্যান্ড কোথায়। সেখানে তোমাকে আমি নিয়ে যাব, বিনিময়ে নিঃশর্তে আমাকে আর গলহার্ডিকে তুমি কেপটাউনে নামিয়ে দেবে ফেরার পথে; বহাল-তবিয়তে—এবং ফ্যাক্টরিশিপের কম্যান্ড থাকবে সারাক্ষণ আমার হাতে।'

কানের কাছ থেকে রিসিভার সরিয়ে নিতে হলো রানাকে, এমন অট্টহাসি দিল স্যার ফ্রেডারিক। কৌতুক উদ্গীরণ বন্ধ করে সে বলল, 'এই-ই হয় হে! মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে একটা মিথ্যে কথাও কেউ বিশ্বাস্য ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে পারে না। চার্টটা ফালতু, ওতে থম্পসন আইল্যান্ডের সত্যিকার পজিশন চিহ্নিত করা নেই, না?' আবার রিসিভার সরিয়ে নিতে হলো রানাকে কানের কাছ থেকে।

আধমিনিট পর আবার কথা বলার সুযোগ পেল রানা। 'শোনো, ফ্রেডারিক। চার্ট ফলো করে ফ্লীটটাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে চলো তুমি। যদি থম্পসন আইল্যান্ড পাও, তুলে দিয়ো আমাকে থোর্সহ্যামারে। যা কিছু ঘটেছে, সবকিছুর দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেব আমি। আর যদি না পাও...'

উত্তরটার সাথে লোকটার স্বভাবে মিল পেল রানা। সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখল স্যার ফ্রেডারিক।

'কুইক। সময় নেই।'

করার নেই কিছু ওর। অশুভ ছায়া ওয়াল্টারকে পিছনে নিয়ে পা বাড়াল ও ডেকে উঠতে ছায়াটা আরও কাছে চলে এল। ডান হাত পিস্তলসহ পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল সে। আড়চোখে তাকাতে রানা দেখল, চোখ দুটো চকচক করছে ওয়াল্টারের। সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে সে। খুনের নেশাটা মাতাল করে দিচ্ছে ওকে। হাসছে সে নিঃশব্দে, সামনের দু'পাটি দাঁতের প্রায় সবগুলো বেরিয়ে পড়েছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। মুখটা উল্লাসে উদ্ভাসিত। এখন কোনরকম অজুহাতের দরকার নেই আর রানাকে খুন করার।

বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রাখা হয়েছে। দু'জন বোকাসোকা চেহারার নাবিক কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাছে। ওয়াল্টার বলল, 'আফটার ইউ, ক্যাপ্টেন রানা।'

রানা চড়তে নাবিক দু'জন নিখুঁতভাবে সাগরে নামাল বোটটাকে। একহাতে গিয়্যার ধরে ধাক্কা মারল ওয়াল্টার, অপর হাতটা পকেট থেকে বের করে ফেলল। পিস্তলটা রানার দিকে ধরল সে, এই অবস্থায় ওয়াল্টারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ও—দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল রানা। বোট ডুবে যাবে কন্ট্রোল হারিয়ে। আর একবার পানিতে পড়লে ওরা বড় জোর মিনিট তিনেক বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে, তার বেশি নয়। যেরকম স্রোত, তাতে ফ্যাক্টরিশিপে সাঁতরে উঠতে সময় লাগবে অন্তত দশ মিনিট। নৈপুণ্যের সাথে ক্যাচারের নিচু বুলওয়ার্কের সাথে সমান্তরালভাবে সেট করল ওয়াল্টার বোটকে। চোখের পলকে কাছে চলে এল অরোরা।

'লাফাও!' সহাস্যে বলল ওয়াল্টার। 'জাম্প ফর ইওর লাইফ! ঠিক তোমার পিছনেই থাকব আমি।'

ছুটে গিয়ে বোটের নিচু দেয়ালের মাথায় পা রাখল রানা, লঙ জাম্প দিয়ে পড়ল সশব্দে অরোরার ডেকে। ক্ষিপ্র বেগে অনুসরণ করল ওকে ওয়াল্টার, পরবর্তী ঢেউয়ের জন্যে অপেক্ষাই করল না। রানা ভারসাম্য ফিরে পাবার আগেই ডেকের উপর নামল সে হাতে দড়ি নিয়ে। দু'জন ক্রু বাঁধল বোটটাকে। এই ফাঁকে পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল আবার ওয়াল্টার। কালো মোটা উলের জ্যাকেটের ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে বিশাল বুকটা। দুর্বোধ্য ভাষায় হুঙ্কার ছাড়ল সে, ডেক থেকে পড়িমরি করে ছুটে পালাল ক্রুরা।

'তুমি তো যোদ্ধা, মেজর মাসুদ রানা,' ভুরু নাচিয়ে বলল ওয়াল্টার, 'আমার স্পেশাল অ্যাক-অ্যাক গানের অ্যাকশন দেখে বিস্তর মজা পাবে, বিলিভ মি। একটার হারনেসে বসার সুযোগও দেব আমি তোমাকে।' কেঁপে কেঁপে হাসল সে। 'ব্রিজে চড়ো হে, আমার আগে!'

মই বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। এতক্ষণে ঘামতে শুরু করেছে ওর দু'হাতের তালু। ফার্স্ট মেটকে চোখ রাঙিয়ে কিছু বলল ওয়াল্টার, নিচে নেমে গেল সে তিনটে করে ধাপ টপকে রানার পাশ ঘেঁষে। ডেকের উপর রইল একমাত্র স্টিয়ারিঙ-ম্যান, লুক-আউটটা কাকের বাসা-সমান উঁচুতে। তার দিকেও হাঁক ছাড়ল ওয়াল্টার, লুক আউটের দিকে মুখ তুলতে দূর আকাশের গায়ে ক্ষুদ্র

একটুকরো সিলভার এবং তাতে সূর্যালোকের ঝলকানি দেখতে পেল রানা। ওয়াল্টারের দিকে তাকাতে ও দেখল, স্থির চোখে চেয়ে আছে সেও।

লোহার মইয়ের বাকি দুটো ধাপ পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে টপকাল রানা, উঠে পড়ল ব্রিজ থেকে গান প্ল্যাটফর্মে। উপরে, স্টিয়ারিঙম্যানের চোখের আড়ালে ল্যুগারটা ফের বের করে আনল ওয়াল্টার। ফুলে ফেঁপে ওঠা ভাঁজগুলোয় মুখের চেহারা বীভৎস দেখাচ্ছে, কি এক আক্রোশে হাঁপাতে শুরু করেছে সে। 'হচকিস্স হারনেসের ভেতর—কুইক!' বাঁ হাত দিয়ে খামচে ধরল রানার গলার কাছে জ্যাকেট, হেঁচকা টান মেরে আধহাত নামাল মাথাটা নিচের দিকে, তারপর ছেড়ে দিয়ে রানার মাথা এবং কাঁধ দিয়ে গলিয়ে দিল সজোরে হারনেসটা। স্ট্রেইট-জ্যাকেটের বজ্রকঠিন ফাঁদে আটকা পড়ে গেল রানা! ঘুরে চলে এল ওয়াল্টার ট্রিগারের কাছে। দড়ির একটা লূপ পরিয়ে দিল সে ট্রিগার গার্ডের চারদিকে। দড়িতে টান পড়ায় রানার মুখটা সেঁটে রইল বিদঘুটে ভাবে Hotchkins-এর সাইটে, যেখানে অপারেটরের চোখ রাখার কথা। রানার হাত দুটো ট্রিগারের দিকে বাড়ানো অবস্থায় ঝুলে রইল। ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে রাখল ল্যুগারটাকে ওয়াল্টার, তাড়াহুড়ো করে ঢুকে পড়ল Spandau-এর হারনেসের ভিতর। সুইভেল বারের উপর, রানাকে সহ ঘোরাল সে অস্ত্র দুটো। ফ্লীটের সবচেয়ে দূরের জাহাজ, ক্যাচার ক্রোজেটের মাথার উপর দিয়ে উড়ে আসছে সী-প্লেনটা দেখতে পেল রানা, ফ্যাক্টরিশিপ থেকে এখনও পাঁচ মাইল দূরে রয়েছে। অস্ত্রের মাঝখানে, কুলিঙরিবের উপর হচকিস্সের লম্বা মেটাল সাইটে সম্পূর্ণটা বেরিয়ে আছে। Spandau-এর পিছনে চারদিকে রাবার দিয়ে মোড়া সাইটে ওয়াল্টারের ডান চোখ ঠেকে আছে, কুঁচকে উঠেছে চারপাশ। তার দাঁতের সারি দেখতে পাচ্ছে রানা, বাঁ চোখটা চেপে বন্ধ করে আছে। দু'জনের মুখের মাঝখানে মাত্র নয় ইঞ্চি তফাৎ। ওয়াল্টারের ডানহাতটা তিমির দাঁতের দীর্ঘ ধনুকের নিচে ঠিক ট্রিগারের উপর।

বহুদূর থেকে ডাইভ দিয়েছে সী-প্লেন ফ্যাক্টরিশিপকে লক্ষ্য করে। মুখ ঘুরিয়ে সাইটে চোখ রাখল রানা। মুহূর্তের জন্যে সী-প্লেনটাকে দেখতে পেল ও। ওয়াল্টার এত তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে চাইবে ভাবেনি ও। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল ওর Spandau-এর মিনিটে চারশো রাউন্ড বিস্ফোরণে। করডাইটের কালো ধোঁয়া গ্রাস করল ডাবল উইপনের পিছন দিকটা। নিপুণ যান্ত্রিক কারিগরির সাহায্যে অস্ত্র দুটোকে এমন চমৎকারভাবে সেট করা হয়েছে যে ওয়াল্টার সী-প্লেনকে দেখার জন্যে তার Spandau-কে ঘোরালে Hotchkins-এর সাইটে রানাও দেখতে পাচ্ছে সেটাকে।

সুযোগটা দেখতে পেল রানা।

বাঁ হাত দিয়ে হচকিস্সের ট্রিগার টেনে ধরে ও-ও যদি গুলি ছোঁড়ে, ইজেক্টমেন্ট আউটলেট দিয়ে বেরিয়ে আসবে খরচ হয়ে যাওয়া কার্ট্রিজগুলো। ওর ডান হাতটা মুক্ত না হওয়ার কোন কারণই নেই। হচকিস্স মিনিটে একহাজার চারশো রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। যেই চিন্তা সেই কাজ। ট্রিগার টেনে ধরেই বাঁ হাতটা আউটলেটের কাছে তুলল ও। উত্তপ্ত সাদা গ্যাসের বিস্ফোরণ চোখের পলকে ছিঁড়ে ফেলল

দড়িটা। কব্জিতে ছ্যাঁকা খেয়ে তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা। একই সাথে শরীরের সবটা ওজন হারনেসের গায়ে চাপিয়ে দিয়ে দু'মুখো মারণাস্ত্রটাকে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করল ও। উত্তপ্ত সীসার দুটো ধারা আকাশের গায়ে সরল রেখা এঁকে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু সী-প্লেন থেকে অনেকটা দূর দিয়ে।

ওয়াল্টার খুন করবে ওকে—ভুলেই গেছে কথাটা রানা। সী-প্লেনটাকে বাঁচানো সম্ভব বুঝতে পেরে দ্বিগুণ শক্তি অনুভব করল ও নিজের মধ্যে। ট্রিগার ছেড়ে দিয়ে হচকিসের সেন্টার মেটাল সাপোর্টে ভাঁজ করা হাঁটু গেড়ে সেটাকে অনড় রাখার প্রয়াস পেল ও। সর্বশক্তি দিয়ে রানার কবল থেকে কেড়ে আগের পজিশনে নিয়ে গেল ওয়াল্টার Hotchkins-Spandau-কে, সাইটে চোখ রেখে খুঁজতে শুরু করল সী-প্লেনটাকে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। Spandau-এর ভারী বুলেটগুলো ঝাঁঝরা করে দিল সী-প্লেনের ফিউসিলেজ। ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে আসছে সেটা অরোরার দিকে। বাতাসের ধাক্কায় গোঁত্তা মেরে ফ্যাক্টরিশিপের কাছাকাছি নেমে এল তারপর, শূন্যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ডিগবাজি খেলো কয়েকটা, এবার দুটো চিমনির মাঝখান দিয়ে তীর বেগে নামাতে শুরু করল, ফ্যাক্টরিশিপের পিছনের পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেল পরক্ষণে। চারদিকে পানি লাফিয়ে উঠতে দেখে রানার মনে হলো একদল নীল তিমি মুখে পানি নিয়ে একযোগে পিচকারি ছুঁড়ছে।

হারনেস থেকে বেরুবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে ওয়াল্টার। তার গলাটা দু'হাত দিয়ে বেস্টন করে ধরেছে রানা। ওয়াল্টার হাঁটু তুলে তলপেটে মারতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ডান পা দিয়ে লাথি চালাল ও। হারনেসের কঠিন স্ট্রেইট জ্যাকেটের বন্ধনীর মধ্যে আটকা পড়ে আছে দু'জন। লাথিটাই মুক্ত করল ওয়াল্টারকে। পড়ল চিৎ হয়ে, গড়িয়ে গেল খানিক দূর, একটা কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা তুলে তাকাল রানার দিকে। একটানে বের করে নিল পিস্তলটা ওয়েস্টব্যান্ড থেকে।

রানার কপাল লক্ষ্য করে ল্যুগার তুলল ওয়াল্টার। রানার কানে গুলির শব্দটা শুধু যায়নি এখনও।

ইতোমধ্যে ভয়ঙ্কর অস্ত্র দুটোর জোড়া ইন্টারলকড মাজল ঘুরিয়ে ফেলেছে রানা ম্যাক্সিমাম ডিপ্রেশনে। লক্ষ্য স্থির করেছে ওয়াল্টারের দিকে। সাইটে চোখ রেখে ও দেখল হিপনোটাইজড হয়ে গেছে ওয়াল্টার। চোখের পলকে আতঙ্কে কদাকার করে তুলল জোড়া মাজল ওয়াল্টারের মুখটাকে। ট্রিগার টিপে দিল রানা। বুলেটের ঝাঁক ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে ডেক প্লেটিং। অত্যুজ্জ্বল লাল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারদিক। সেই সাথে কানের পর্দা ফাটানো বিকট শব্দ।

খুব বেশি কাছে রয়েছে ওয়াল্টার। ম্যাক্সিমাম ডিপ্রেশনে ওয়াল্টারের দিকে সোজা লক্ষ্য স্থির করে গুলিবর্ষণ করা সত্ত্বেও যথেষ্ট নিচে পৌঁছাচ্ছে না গুলিগুলো। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল উত্তপ্ত বুলেটের স্রোত বয়ে যাচ্ছে ওয়াল্টারের মাথা থেকে ঠিক বারো ইঞ্চি উপর দিয়ে। ছয় ফিট দূরের ডেক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, টকটকে লাল দেখাচ্ছে ইস্পাতের পাত গরম হয়ে ওঠায়, কিন্তু ওয়াল্টার অক্ষত। মৃত্যুর বাড়ানো হাতের আঙুল ছুঁই ছুঁই করছে ওয়াল্টারকে। মাথা না তুলে দেহটাকে

সামনের দিকে হিঁচড়ে নিয়ে এল সে, নিস্তব্ধ Spandau-এর চেনটা ধরল হাত তুলে ত্যাগ করে। চেনটা টানতে শুরু করল সে। অসুরের শক্তি গায়ে, পিছন দিকে টেনে নামিয়ে ফেলল, সেই সাথে ডবল ব্যারেল উঠে গেল আকাশের দিকে মুখ করে। ঝুলছে রানা, গান প্ল্যাটফর্ম থেকে উঠে গেছে ওর পা দুটো। হারনেসের উপর বসে অসহায়ভাবে অ্যান্টার্কটিকার দিকে তাকাল রানা।

ফ্রেনসিং প্ল্যাটফর্ম থেকে আকাশে উঠছে হেলিকপ্টারটা। রেবেকার উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল রানা খামোকা বোকার মত। ল্যুগার তুলে রানার দিকে লক্ষ্য স্থির করছে ওয়াল্টার। হিংস্র জন্তুর মত দাঁত বেরিয়ে পড়ছে তার, হাঁপাচ্ছে। নিচের দিকে চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠল রানা।

নিচে সাগর। সাগরের পানি মধুতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ভয়ঙ্কর অর্থটা জানা আছে ওর: মৃত্যু, তাৎক্ষণিক মৃত্যু!

ঠিক এমনি সময়ে গর্জে উঠল ল্যুগারটা।

পাঁচ

বাতাসের জন্যে মাছের মত খাবি খাচ্ছে রানা। জেলীর মত দেখতে থোক থোক হলদেটে পদার্থের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে সে। অরোরার গান প্ল্যাটফর্ম থেকে ওগুলো দেখেই আঁৎকে উঠেছিল ও। জ্ঞান হারানো এবং ফিরে পাবার মাঝখানে কোন এক সময় ফুসফুস ভর্তি করে অক্সিজেন টানল, সেই সাথে মনে পড়ল এইচ.এম.এস. স্কটের কথা—এই মধুর মধ্যে পড়ে ডুবতে যাচ্ছিল জাহাজটা। এখন ওকে পেয়েছে, নিয়ে যাচ্ছে ধরে বেঁধে সাগরের অতলতলে।

হাঁ করে মুখ দিয়ে আরও খানিক অক্সিজেন টেনে নিয়ে চোখ মেলল রানা। দেখল মার্কারী অক্সাইডের হলুদ আলো, মধু বা জেলী নয়। অর্ধ-চেতন অবস্থায় ভেবেছিল সাগরে ডুবছে, কিন্তু তা তো নয়—ফ্যাক্টরিশিপে ওর নিজের কেবিনে শুয়ে আছে—আলো মেখে হলুদ হয়ে যাওয়া সিলিং দেখতে পাচ্ছে মাথার উপর। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করে উঠল আবার ও। মনে পড়ল, হচকিঙ্গের হারনেসের সাথে অসহায়ভাবে ঝুলছিল, সেই সময় দেখতে পায় সাগরের সর্বত্র এক ধরনের পদার্থের স্তর। দেখতে ঠিক পিচ্ছিল, চকচকে জেলীর মত। অরোরার রেলিঙের নিচে সাগর প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ওতে, কোন কোন টুকরো দুই বর্গফুট। একই সাথে মনে পড়ল ওর দিকে পিস্তল তুলে গুলি করেছিল ওয়াল্টার।

মধুর মত হলদেটে জেলীর মত দেখতে—বিপদটা উপলব্ধি করেই এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে অন্তরাত্মা কেঁপে গিয়েছিল ওর। যে বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে ও তার সামনে কয়েক হাজার ওয়াল্টারের ল্যুগারও তাৎপর্যহীন, কিছু না। ঝট্ করে বাঙ্কের উপর উঠে বসল বটে, কিন্তু স্থির দেখল না কিছুই। কেবিনটা বনবন করে ঘুরছে ওর চোখের সামনে। একটা হাত তুলে নিজের মাথায় রাখতে

ব্যান্ডেজটা অনুভব করল ও। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, দুটো নরম হাত ধরে ফেলে শুইয়ে দিল ওকে আবার। 'শান্ত থাকার চেষ্টা করো, রানা।'

নিস্প্রভ আলোয় দেখতে পায়নি এতক্ষণ রানা রেবেকাকে। তার গলা শুনে মনে পড়ল, ওয়াল্টার গুলি করার সাথে সাথে মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করে ও। হারনেস থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে দেহটা, ঝুপ করে পড়ে যায় ও সাগরে—পানির উপর বিছানো জেলীর স্তরের মধ্যে। ডুবে যাচ্ছিল, সেই সময়ে রোটর ব্লেডের কানফাটানো গর্জন শুনতে পায় ও। ওকে দেখতে পেয়েই গাঙচিলের মত ডাইভ দিয়ে নেমে এসেছে রেবেকার হেলিকপ্টার। প্রচণ্ড শীত—সেই সাথে বর্ণনার অতীত এক স্বস্তির অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল ওর দেহ মনে 'কপ্টারের 'হর্স কলার' ওকে ছোঁ মেরে হিমশীতল সাগর থেকে তুলে নিতেই। এক মিনিটেরও কম সময় পানিতে ছিল রানা। এইবার নিয়ে দ্বিতীয়বার অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সাথে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে ওকে রেবেকা। এরপর কি ঘটেছে, স্মরণ করতে পারছে না। রেবেকার প্রতি সঙ্গত কারণেই কৃতজ্ঞ বোধ করল সে।

'রেবেকা।' ফের বিপদটার কথা মনে পড়ে যেতে ব্যাকুল হয়ে উঠল রানা। 'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম আমি? ক'টা বাজে এখন?'

'কয়েক ঘণ্টা হবে,' বলল রেবেকা। 'শেষ বিকেল এখন।'

'শেষ বিকেল।' প্রতিধ্বনি তুলল রানা। ফ্যাক্টরিশিপকে বাঁচাবার সম্ভবত আর কোন উপায় নেই অনুমান করে শিউরে উঠল ও। দৃষ্টি আপনা থেকেই গিয়ে পড়ল জাইরো-রিপিটারের উপর। উঠে বসল রানা। নামতে যেতেই বাধা দিল ওকে রেবেকা। নড়াচড়ার ফলে মাথার ব্যথাটা এমন বাড়ল যে রানার মনে হলো খুলি ফেটে এখনই সহস্র টুকরো হয়ে যাবে। চিনতেই পারল না ও নিজের গলার আওয়াজ, 'রেবেকা! ছুটে যাও ভয়েস পাইপের কাছে! ফর গডস সেক, জার্কোকে কোর্স অলটার করতে বলো। সরাসরি ভেতরে ঢুকে যাচ্ছি আমরা। ইটস ডেথ! আই টেল ইউ! মৃত্যুর মুখে চলেছি আমরা!'

ম্লান আলোয় রেবেকার অদ্ভুত চোখ দুটো স্থির ব্যগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে, দেখল রানা। গলার আওয়াজ শান্ত তার, 'কোর্সের কথা ছাড়ো, রানা। তোমার মুখ থেকে অন্য কথা শুনতে চাই আমি। কি ঘটছে এখানে? তুমি আহত হলে কেন?'

'সব কথা পরে শুনো।' বলল রানা। 'কোর্স পাল্টাতেই হবে। বরফে আটকে পড়ার বিপদের কথা তোমাকে আগেই বলেছি আমি। পানি হলদেটে জেলীর মত হয়ে যাওয়া জমাট বরফের পূর্বলক্ষণ, ফর গডস সেক! আর বাইরের ওই হলদেটে আলো···ওটা বিপদের দ্বিতীয় সিগন্যাল, তার মানে আমরা ফগের ভেতর ঢুকছি, কুয়াশা ঘিরে ফেলেছে ফ্যাক্টরিশিপকে।

নিজের গলার স্বরে আতঙ্কের সুর টের পেয়ে রানা নিজে শিউরে উঠলেও রেবেকাকে যেন তা স্পর্শই করল না। এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে। 'তাই যদি হয়, সাবধান হওয়ার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। তুমি আহত হয়েছ, আমি কারণটা জানতে চাই। পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তোমাকে আমি,

কেন? ওয়াল্টারের ডাবল উইপনের উপর থেকে পানিতে পড়ে যাও তুমি। তার আগে আমি দেখেছি, ওই অস্ত্র দিয়ে একটা ডিফেন্সলেস সী-প্লেনকে গুলি করে নামানো হয়। তোমাকে উদ্ধার করার পর আমি খোঁজার চেষ্টা করি সী-প্লেন বা তার আরোহীদের, কিন্তু পাইনি, আগেই ডুবে গেছে। কেন আহত হলে তুমি, রানা?'

রানা অনুমান করল ল্যুগারের ভারী বুলেট Spandau-এর গায়ে লেগে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে অন্য কোনদিকে ছুটে চলে যায়, স্প্যানডাওয়ের গা থেকে একটা চল্টা ছিটকে ওর মাথায় আঘাত করায় জ্ঞান হারায় ও। ব্যান্ডেজের ফলে রক্তক্ষরণ থেমেছে, তার মানে ক্ষত গভীর নয়। রেবেকার হাত দুটো ধরে সরিয়ে দিল ও। দেয়াল ধরে ধরে এগোল ক'পা, ভয়েস পাইপে মুখ ঠেকিয়ে ব্রিজকে ডাকল তীক্ষ্ণ গলায়। রেবেকা রানাকে বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করল না এবার। মূর্তির মত বসে দেখল ওকে।

'জার্কো!' বলল রানা। 'রানা বলছি। বর্তমান কোর্স স্রেফ আত্মহত্যা! হয়তো এড়িয়ে যেতে পারি অন্য একটা কোর্স ফলো করলে। স্টিয়ার,' Jyro repeater-এর দিকে চোখ রাখল রানা—'সিক্স-ওহ। ফুলস্পীড অ্যাহেড!

দশ সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর ক্যাপ্টেন জার্কোর গলা পেল রানা, কাকে যেন কি বলছে। আরও খানিকপর রানাকে উদ্দেশ্য করে ব্যঙ্গ করল সে। 'তোমার অ্যাডভাইসের জন্যে ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন রানা। স্যার ফ্রেডারিকও ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তোমাকে। তিনি বলছেন, কঠিন একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর তোমার পরিপূর্ণ রেস্ট দরকার। জাহাজ পাকা হাতে বহাল তবিয়তে আছে, থাকবেও, ধন্যবাদ।'

'পাকা হাত!' রানা শুরু করলে কি হবে, ক্লিক করে যোগাযোগ কেটে দেয়ার শব্দ ভেসে এল ভয়েস-পাইপের অপর প্রান্ত থেকে। 'এইট-ফাইভ ডিগ্রীতে মুভ করছি আমরা,' রেবেকাকে বলল রানা। 'জার্কো বলছে…,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করে ওকে থামিয়ে দিল রেবেকা।

'আমি জানতে চেয়েছি, রানা, কেন সাহায্য চেয়েছিলে চিঠিতে কিভাবে তুমি আহত হলে?'

বাঙ্কে উঠে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল রানা। রেবেকার দিকে তাকাতে দেখল, একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে ওর দিকে। শুরু করল রানা ক্যাপ্টেন নোরিশের চার্ট থেকে। ওর কেবিনে সার্চ করার ঘটনা, লাউড স্পীকারের সাহায্যে কি শুনেছে ও, কেন সিগারেটের প্যাকেটের উপর চিঠি লিখেছে রেবেকাকে, ওয়াল্টার পিস্তল উঁচিয়ে কিভাবে অরোরায় নিয়ে যায় ওকে, গান প্ল্যাটফর্মে কি ঘটে, কে সী-প্লেনকে গুলি করে নামায় এবং ওয়াল্টার কেন ওকে গুলি করে খুন করার চেষ্টা করে—কিছু বাদ না দিয়ে সব বলে গেল রানা। একটা কথাও না বলে চুপচাপ শুনল রেবেকা।

'তোমাকে নিয়ে ফ্যাক্টরিশিপে নামার পর,' রানা থামতে বলল রেবেকা। 'ড্যাডি আমাকে বলল ওয়াল্টার W/T-এর সাহায্যে সব কথা জানিয়েছে তাকে। ওয়াল্টারের বক্তব্য হলো, ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র দেখে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়,

নিজের ওপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলো তুমি। এইরকম নাকি তুখোড় খুনে যোদ্ধাদের বেলায় ঘটতেই পারে। যুদ্ধের সময় কিছু স্মৃতি জমা হয় অবচেতন মনে, তা হঠাৎ করে সজীব হয়ে ওঠে, আর কিছু না বুঝেই যোদ্ধা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ধ্বংস করে দেবার জন্যে। যুদ্ধের সময় তুমি Spandau-Hotchkins অপারেট করেছ সম্ভবত, ড্যাডির বিশ্বাস, তাই দেখার সাথে সাথে পুরানো সেই স্মৃতি জেগে ওঠে তোমার মধ্যে, তুমি সব ভুলে ধ্বংস করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো। ওয়াল্টার বলেছে, ভিয়েতনাম ও কম্বোডীয় কনভয়েও নাকি এরকম ঘটনা ঘটতে দেখেছে সে।'

'আর এটার ব্যাপারে তার বক্তব্য কি?' মাথার ব্যান্ডেজটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'বলছে, Spandau-এর শেল স্প্লিন্টার ছুটে এসে আঘাত করে তোমাকে,' বলল রেবেকা। 'অজ্ঞাত কারণে গানটা তুমি ডেকের দিকে ঘুরিয়ে ফায়ার করতে শুরু করলে। ওয়াল্টারের বক্তব্য, ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে সে।'

'এসব ব্যাপারে তুমি কি ভাবছ? চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল রানা। অন্যরকম দেখাচ্ছে রেবেকাকে, বুঝতে পারলেও, সঠিক কারণটা এই এতক্ষণে দেখতে পেল ও। চামড়ার ফ্লাইং জ্যাকেট নেই এখন গায়ে, তার বদলে 'কপ্টারে থাকার সময় দু'জন মিলে সাগরের যে রঙ দেখেছিল সেই ধূসর রঙের মালবেরী পোশাক পরে আছে রেবেকা। হঠাৎ ব্যগ্র হয়ে উঠল রানা রেবেকার উত্তরটা শোনার জন্যে। যেন অনেক কিছু নির্ভর করছে এই উত্তরটার উপর।

আরও যেন গভীর হয়ে গেছে রেবেকার চোখ দুটো। কিন্তু না, রানা জানে, এ গভীর ছায়া বাইরে থেকে আসছে পোর্টহোল গলে। ফ্যাক্টরিশিপ কুয়াশার জালে জড়িয়ে পড়ছে প্রতি মুহূর্তে, যেখান থেকে তাকে আর বের করা হয়তো সম্ভব নয় এ যাত্রা।

'সাউদার্ন ওশেনের অশুভ স্বভাব আমার ড্যাডির, ওয়াল্টারের, তোমার এবং গলহার্ডির ভেতর আশ্রয় নিয়েছে,' শান্তভাবে বলল রেবেকা। 'মারো অথবা মরো। সে যাক, থম্পসন আইল্যান্ডের ব্যাপারটা কি বলো তো শুনি?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর কি হলো এটা?'

'না,' বলল রেবেকা। 'উত্তরটা সম্ভবত এই যে কয়েক ঘণ্টা ধরে বসেছিলাম আমি যাকে সবাই কোল্ড ব্লাডেড খুনী বলে ঘোষণা করেছে তার জেগে ওঠার অপেক্ষায়। ড্যাডি নিজের বা আমার চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছে আমাকে এখানে আসতে না দেয়ার জন্যে, কিন্তু দেখো, চলে এসেছি আমি। তখন আমার···গান প্ল্যাটফর্ম থেকে তুমি যখন পানিতে পড়ে গেলে, মনে হলো কি যেন একটা ছটফট করতে করতে মরে যাচ্ছে আমার বুকের ভেতর, অনুভব করেছিলাম···।' হঠাৎ থামল রেবেকা। চেয়ে নেই রানার দিকে। মাথা হেঁট করে রেখেছে।

'ঠাণ্ডায় মিনিট আড়াই বেঁচে থাকতাম হয়তো,' বলল রানা।

'আশ্চর্য কি জানো?' বলল রেবেকা। 'বরফে 'কপ্টার নামাতে ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম আমি, অথচ সেই বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে তুমি আমাকে চূড়ায় উঠে থোর্সহ্যামারকে দেখতে বললে—তোমার নির্মমতার সীমা ছাড়িয়ে গেল। সেই

আমি কি করে পারলাম···আমার দ্বারা সম্ভব হলো কিভাবে তোমার মত একজন দয়ামায়াহীন পাষণ্ডকে পানি থেকে তুলে আনা? জানি না।'

চাপ দিয়ে উত্তরটা সরাসরি পেতে চাইছে রানা। 'তুমি বিশ্বাস করো. ব্রেন অকেজো হয়ে গিয়েছিল আমার? ডিফেন্সলেস একটা সী-প্লেনকে গুলি করে নামিয়েছি আমি?'

এবারও উত্তরটা এড়িয়ে গেল রেবেকা। 'নীল তিমি আমি দেখতে পাইনি, রানা। ফ্লীটের পজিশন চারদিকে প্রচার করার জন্যে অমন চেঁচাচ্ছিলাম আমি রেডিওতে।'

'হোয়াট?' আরও একটু পরিষ্কার হতে চায় রানা। 'তোমার বাবাকে তুমি! তাকে নরওয়ের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দিতে চাও তুমি স্বেচ্ছায়?'

'হ্যাঁ.' মৃদু কণ্ঠে বলল রেবেকা।

'তার মানে তুমি আগেই সন্দেহ করেছ তোমার বাবার উদ্দেশ্য মহৎ নয়, এর পিছনে ভয়ঙ্কর খারাপ কিছু একটা আছে, তাই না?'

বাপের সাথে মেয়ের সম্পর্ক কি বোঝেনি রানা, বা ভুল বুঝেছিল। ও থামতেই দু'পায়ে ভর দিয়ে কার্পেটে দাঁড়াল রেবেকা। 'বাজে বোকো না। ড্যাডিকে আমি ভালবাসি, তাকে আমি রক্ষা করতে চাই। ড্যাডির যাতে আর কোন ক্ষতি না হয় সেজন্যেই আমি ফ্যাক্টরিশিপের পজিশন জানিয়ে দিয়েছি। নরওয়ের সমুদ্রসীমার ভেতর আছি তো কি হয়েছে? আমার ড্যাডি জরিমানা দিতে পারবেন, তা সে যে অঙ্কেরই হোক। আধখানা তিমিও তিনি এ পর্যন্ত মারেননি। জানি, থোর্সহ্যামার আমাদের গ্রেফতার করতে পারে। ড্যাডি নীল তিমির ব্রিডিং গ্রাউন্ড আবিষ্কারের ব্যাপারে একটু না হয় বেশি মাত্রায় উৎসাহ দেখিয়েছেন···'

'কিন্তু সী-প্লেন নামানোর ব্যাপারটা?' বলল রানা। 'অন্তত দু'জন লোককে খুন করা হয়েছে ঠাণ্ডা মাথায়, ভুলে যেয়ো না সেকথা।'

'সী-প্লেনকে গুলি করে নামানো বা তার দু'জন পাইলটকে খুন করার ব্যাপারে হয় তুমি নয় ওয়াল্টার অথবা তোমরা দু'জনই দায়ী, আমার ড্যাডি নয়,' বলল রেবেকা। 'পিরো যে তোমাকে ''হের ক্যাপিটান'' বলে, এখন দেখছি সঙ্গত কারণেই ব্যঙ্গ করে সে তোমাকে।'

'কি জানো তুমি পিরো সম্পর্কে?'

'জানার যতটুকু আছে,' বলল রেবেকা। 'একজন প্রথম শ্রেণীর রেডিও অপারেটর।'

পিরোর প্রকৃত পরিচয়টা প্রকাশ করল রানা, বলল, 'কোহলার ওর নাম রেখেছিল ম্যান উইথ দ্য ইম্যাকুলেট হ্যান্ড।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?' বাঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসল রেবেকা।

'আগেই বলেছি, আবারও বলছি—থম্পসন আইল্যান্ড। ব্লু-হোয়েলের ব্রিডিং গ্রাউন্ড একটা কাভার-ভুয়া ব্যাপার। আসল কথা থম্পসন আইল্যান্ড। কি জানো তুমি, রেবেকা? কি জানো তুমি থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে? কেন তোমার বাবা এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে থম্পসন আইল্যান্ড খুঁজে বের করার জন্যে?'

আরও ঘন হয়ে উঠেছে হলুদ আলো। রেবেকার চোখের নিচে আলোটা যেন আরও গভীর ছায়া ফেলেছে। 'তোমার মুখেই প্রথম শুনি. তার আগে থম্পসন আইল্যান্ডের নামও শুনিনি আমি।'

'চার্টটা হাতে পেয়ে স্যার ফ্রেডারিক আমাকে এবং গলহার্ডিকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়,' বলল রানা। 'তাঁকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করি চার্টটা কোন কাজেরই নয়। থম্পসন আইল্যান্ড কোথায় তা যদি কেউ জানে তো সে একমাত্র আমি। চার্ট যেখানে বলছে সেখানে নেই দ্বীপটা।'

কাছে সরে এল রেবেকা। রানার মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে বলল, 'প্লীজ, রানা! থম্পসন আইল্যান্ডের কথা মুখেও এনো না! যতবার শুনেছি নামটা, ততবারই কেমন অশুভ ছায়া পড়ছে মনের পর্দায়। বরফে ঢাকা সাগরের নিচে থেকে খানিকটা পাথুরে মাটি মাথা তুলে যেন রক্ত চাইছে আমাদের সকলের, হাতছানি দিয়ে নিজের দিকে ডাকছে আমাদের সবাইকে—খুন করবে বলে! ভয়ে পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে আমার, রানা: কি যেন প্রকাণ্ড একটা কুৎসিত আর বীভৎস ঘটনার পূর্বাভাস পাচ্ছি! চেয়ে দেখো!' পর্দা সরানো পোর্টহোলের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল সে। 'আকাশের চেহারা কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে!' শিউরে উঠল রেবেকা। 'মাগো! চারদিক কেমন যেন আঁধারে ঢেকে আসছে…।'

'এই কুৎসিত আর বীভৎস ঘটনাটা তোমার বাবাই ঘটাতে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'আমি জানি না, এখনও সময় আছে কিনা! হয়তো…হয়তো এখনও যদি তাকে থামানো যায়…'

'কে জানে, হয়তো সেজন্যেই আমি আমাদের পজিশন জানিয়ে দিয়েছি!' বলল রেবেকা। 'তুমি যা বললে, জানা ছিল না আমার, কিন্তু আমার ইনটিউশন আমাকে বলছিল ড্যাডি বোধ হয়…' নতুন একটা ভয়ের ছায়া পড়ল রেবেকার চোখে, চমকে উঠল সে যেন কি একটা আশঙ্কা করে।

'রেবেকা,' রানা বলল। 'বুঝতে পারছ না? এসব দেখে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায়, তোমার বাবাকে যেভাবে হোক রক্ষা করতে হবে, তার নিজের কবল থেকেই।'

রানার কাঁধে একটা হাত রেখেছিল রেবেকা, সেটা নামাল। দু'হাত দিয়ে ধরল সে রানার দুটো হাত! হাত দুটো বরফের মত ঠাণ্ডা অনুভব করল রানা। 'তুমি, রানা…তুমি বলছ…আমার ড্যাডি পাগল?'

'কোন একটা আগ্রহ বা স্বার্থ যদি উৎকট আকার নেয়, যা তোমার বাবার বেলায় ঘটেছে, সেক্ষেত্রে মনে করতে হবে ব্যাপারটা ম্যানিয়ার আগের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে. তাকে ঠেকাবার এই-ই শেষ সময়, এরপর আর সময় পাওয়া যাবে না। কি কারণে তোমার বাবার আগ্রহ এমন উৎকট হয়ে উঠেছে আমি তা জানি না, শুধু জানি, আগ্রহটা তার থম্পসন আইল্যান্ডকে কেন্দ্র করেই। আসল রহস্যটা কি জানার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারিনি। এই অভিযানের ফলাফলটা দেখতে পাচ্ছি আমি,' হাসল রানা, হলুদ দেখাল ওর দু'পাটি দাঁত। 'কারণটা জানি না।

ফলাফল—মৃত্যু।'

চেয়ে রইল রেবেকা রানার দিকে। পলক নেই চোখে।

'মনে করার চেষ্টা করো,' বলল রানা বিছানা থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে। 'এই অভিযানের আগে কি ঘটেছিল? হঠাৎ করে কোন ঘটনা ঘটেছিল কি না? এমন কিছু বলেছিল তোমার বাবা যা বিস্ময়কর?'

লাইটার জ্বেলে রানার সিগারেট ধরিয়ে দিল রেবেকা। 'দুর্লভ মেটাল সম্পর্কে ড্যাড়ি চিরকাল পাগল। মুখের কি অবস্থা হয়েছে দেখতেই তো পাচ্ছ। মেটাল নিয়ে গবেষণা করার জন্যে সর্বস্ব ঢালে সে।'

'সে তো পনেরো বিশ বছর আগের কথা।'

'দাঁড়াও,' বলল রেবেকা। 'মনে করার চেষ্টা করি। ধরো, বছর পাঁচেক থেকে ড্যাডি অ্যান্টার্কটিকায় ঘোরাফেরা করছে, প্রতিবারেই সাথে নিয়েছে আমাকে। এখন যেমন দেখছ এরকম সে কখনোই ছিল না। অভিযান পছন্দ করত। উপভোগ করত—যার সাথেই দেখা হত তাকেই জিজ্ঞেস করত আশ্চর্য সব জায়গা বা আবিষ্কারের কথা।'

'থম্পসন আইল্যান্ড?'

'না,' বলল রেবেকা। 'ড্যাডির মুখে থম্পসন আইল্যান্ডের কথা কখনও শুনিনি। তবে বভেটের কথা লেগেই থাকত মুখে। আমি '

'কি যেন মনে করার চেষ্টা করছিলে?'

'সে ব্যাপারটা অ্যান্টার্কটিকায় ঘটেইনি,' বলল রেবেকা। 'মাস আঠারো আগে লন্ডনে এক সন্ধ্যায় ড্যাডি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফেরে। আমাকে বলল, অত্যন্ত পুরানো একটা সিলিং ফার্ম কিনেছি, তার পুরানো সব কাগজপত্রের ভেতর থেকে অত্যাশ্চর্য একটা জিনিস বেরিয়েছে।'

অবিশ্বাসের একটা শিহরণ জাগল রানার মনে। ওয়েদারবাইদের সুপ্রাচীন ফার্ম বছর দু'য়েক আগেই তো লাটে উঠেছে। ফার্মটা নিলামে চড়ে, কিনে নেয় স্টুয়ার্টস হোয়েলিং কোম্পানি। ওর সাথে স্যার ফ্রেডারিক জড়িত কিনা জানা নেই ওর।

'সিলিং ফার্মটার নাম জানো?'

'না। আমার তেমন উৎসাহ ছিল না এসব ব্যাপারে। আমার শুধু মনে আছে সেই সন্ধে থেকে গভীর রাত অবধি ড্যাডি বুলস্ আইয়ের মত দেখতে একটা জিনিস পরীক্ষা করে সময় কাটায়।'

'বুলস্ আই?'

'বুলস্ আই। কালো স্বচ্ছ কাচের মত, তাতে সাদা, প্রায়-সাদা ডোরা কাটা দাগ।'

'তারপর?'

'সেই সন্ধের পর সবকিছু বদলে গেল। ড্যাডি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল। চরকির মত ঘুরতে শুরু করল এখানে সেখানে। অভিযানের গন্ধ পেলাম আমি তার উত্তেজনার মধ্যে। ক্যাপ্টেনের সাথে সলাপরামর্শ করল ড্যাডি, জাহাজের স্টোরগুলো ভরা হলো তাড়াহুড়ো করে, ম্যাপ নিয়ে গবেষণা চলল তার গভীর রাত

পর্যন্ত। দেখেশুনে স্বভাবতই আমি ভেবেছিলাম দক্ষিণে যাবার আর একটা প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে মাত্র।'

'বুলস্ আইল্যান্ডকে আর দেখোনি তুমি?'

'না।'

'আসলে কি স্লেগুলো, তোমার বাবা বলেনি তোমাকে?'

'না,' বলল রেবেকা। 'প্রচুর সময় কাটায় ড্যাডি অ্যাডমিরালটিতে ধর্না দিয়ে, জার্মানীতেই ছিল প্রায় মাসখানেক।'

'পিরো এল কোত্থেকে এই অভিযানে?'

'নোঙর তোলার আগের দিন সে যোগ দেয় আমাদের সাথে। তুমি না বলা পর্যন্ত আমি জানতাম ও প্রথম শ্রেণীর একজন রেডিও অপারেটর, কখনও সন্দেহ হয়নি...।'

'গলহার্ডি কোথায় জানো?'

'একটা সেলের ভিতর বন্দী, কেবিনগুলোর অপজিটে,' বলল রেবেকা। 'যথাসম্ভব শুশ্রূষা করেছি ওর, এখন ভাল আছে মোটামুটি।'

'তোমার বাবা কি ভেবে চাবি দিয়েছে তোমাকে? তুমি আমাদের ছেড়ে দিতে পারো এ ভয় মনে জাগেনি তার?'

'তোমাদের দু'জনের যা অবস্থা, ছেড়ে দিলেই বা কতটুকু কি করতে পারবে?' হাসল রেবেকা। 'ড্যাডি আমাকে তোমাদের নার্স নিযুক্ত করেছে। বুঝতে পারছ কিছু এ থেকে? আসলে ড্যাডি আমাকে সেই যন্ত্র হিসাবেই বিবেচনা করছে এ ক্ষেত্রেও।'

রেবেকাকে বলল রানা, 'তোমার বাবাকে যেভাবে হোক থামাতে হবে।' অ্যাশট্রেতে সিগারেট ঠেকিয়ে চাপ দিয়ে ঘষল রানা, গুঁড়িয়ে দিল অবশিষ্টাংশটা। 'একটা কাজ করলেই শুধু তা সম্ভব—ফ্লীটের কম্যান্ড তুলে নিতে হবে আমাকে নিজের হাতে। রেবেকা, তোমার সাহায্য দরকার।'

'কি করতে চাইছ?' চোখ বড় বড় করে জানতে চাইল রেবেকা। 'ড্যাডিকে...ড্যাডির কোন ক্ষতি করতে চাইছ?'

'না,' বলল রানা। 'ওয়াল্টারের ব্যাপারে অবশ্য কোন কথা দিতে পারছি না।' বাঙ্ক থেকে নেমে নিজেকে পরীক্ষা করার জন্যে হাঁটাহাঁটি শুরু করল রানা। দেখল, পারছে—মাথা ঘুরছে না। 'একটা ফ্লেনসিং নাইফ আর একটা হ্যাক্স চাই আমি,' গ্রীবা নেড়ে বাল্কহেড দেখাল ও, যেটার ওদিকে হোয়েল প্রসেসিং কমপার্টমেন্টগুলো রয়েছে। 'ঠিক জানো তো দরজায় গার্ড নেই?'

'জানি, নেই, রানা!' আচমকা আঁৎকে উঠল রেবেকা। 'রানা। থামছি আমরা। ফ্যাক্টরিশিপ থেমে যাচ্ছে!'

ছয়

অ্যান্টার্কটিকার হার্টবিট মন্থর হয়ে আসছে, টের পেয়েছে রানাও। 'হ্যাঁ' মৃদু, শান্ত গলায় বলল ও। 'তোমাদের ফ্যাক্টরিশিপের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, রেবেকা শ্বাস কষ্ট দেখা দিয়েছে তার, ফুরিয়ে এসেছে সময়।'

'কি বলছ তুমি?'

'সাগরে হলুদ পদার্থ,' বলল রানা। 'সাউদার্ন ওশেনের হানিজেলী। তোমাকে তো বলেছি, জিনিসটার সহজ অর্থ হলো, সামনেই অজেয় বরফ।'

'হানি-জেলী—কি সেটা?'

'অতি ক্ষুদ্র কোটি কোটি প্রাণী, নাম অস্ট্রাকড। এক হাজার, কখনও দু'হাজার ফ্যাদম নিচের পানি থেকে উঠে আসে এরা।'

'প্রাণী? জীবন্ত প্রাণী?' রেবেকা সবিস্ময়ে জানতে চায়।

'না, বেঁচে নেই ওরা। মরে গেছে বলেই ভেসে উঠেছে পানির ওপর। সেজন্যেই বলেছিলাম, বরফের কাছে চলে এসেছি আমরা। শোনো, অস্ট্রাকড জীবিত কি মৃত সেটা বড় নয়। কোটি কোটি অস্ট্রাকডের মৃতদেহ পানির ওপর ভেসে উঠেছে—কেন? প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, রেবেকা। পানি হঠাৎ করে অসহ্য শীতল হয়ে গেছে, তারই ফলে বংশ উজাড় হয়ে গেছে ওদের। শীতের শেষ দিক থেকে এদিকের পানি যখন গরম হতে শুরু করে, এরা লক্ষ কোটি হারে বংশ বৃদ্ধি করে। ঠাণ্ডা ফিরে এসেছে আবার...'

'ঠাণ্ডা ফিরে এসেছে বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও?'

'বরফ, বরফ,' বলল রানা। 'বরফ, রেবেকা, বরফ। আমি বরফের কথা বলতে চাইছি। বরফ ফিরে এসেছে। এই একটা কথাই বার বার করে তোমাদের সবাইকে আমি বোঝাতে চেয়েছি।' অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল রানা। 'বরফের রাজ্যে সেঁধিয়ে গেছি আমরা। এই বরফই বভেটের নিজস্ব জমাট বরফ। আইস, প্যাক আইস।' অসহায়ভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওহ গড!'

'কিন্তু গ্রীষ্মের শুরু এখন, রানা।' প্রতিবাদের সুরে জোর গলায় বলল রেবেকা। 'এসব কি প্রলাপ বকছ তুমি! বরফ? প্যাক আইস? তার তো পাঁচশো মাইল দূরে থাকার কথা গ্রীষ্মকালে, অ্যান্টার্কটিক মেইনল্যান্ডে।'

'কার ভেতর ঢুকছি আমরা, বলিনি আগে?' বলল রানা। 'বভেটের আশ্চর্য অ্যাটমোসফেরিক মেশিনের হার্ট—এই হলো সেই হার্ট।' ওর দু'হাতের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে টের পেল রানা। 'অরোরার গান প্ল্যাটফর্ম থেকে সাগরের পানি মধুর মত দেখেই বুঝতে পারি আমাদের ফ্লীট দ্রুত বেড়ে ওঠা বরফের জায়গান্টিক ডানার আওতায় পড়ে গেছে। বভেটের চারদিকে বরফ এইভাবেই জমাট বাঁধে। বিশাল দুটো ডানার মত দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ে বরফের দুটো শাখা, মাঝখানে একশো

মাইলের মত ব্যবধান। বরফ জমাট বাঁধতে শুরু করে চোখের পলকে, এক শাখা থেকে আরেক শাখা পর্যন্ত. মাঝখানে তরল পানি বলতে কিছু থাকেই না একরকম সর্বনাশের দিকে এগোচ্ছি বুঝতে পেরেই জার্কোকে জাহাজের কোর্স অল্টার করে সিক্সটি ডিগ্রীতে ঘোরাতে বলেছিলাম, অর্থাৎ পুব দিকে সরে যেতে চেয়েছিলাম আমি, পূর্ণ গতিতে—শাখা থেকে আরেক শাখার মাঝখানটা শক্ত কঠিন হয়ে ওঠার আগে বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম। শোনেনি ওরা আমার কথা। আমরা শেষ হয়ে গেছি, রেবেকা।' ঢোক গিলল রানা পরপর দু'বার। কপালের ঘাম মুছল জ্যাকেটের আস্তিনে। পায়চারি থামিয়ে ফিরে এল রেবেকার সামনে।

'যা বলছ সব সত্যি?' গলা কেঁপে গেল রেবেকার। 'কোন সন্দেহ নেই তোমার মনে?'

'মিথ্যে আমি সাধারণত বলি না রেবেকা। না, একবিন্দু সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'অপেক্ষা করো, নিজেই দেখতে পাবে।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রেবেকা। ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে সে।

'ব্যারোমিটারের দিকে তাকাও শুধু একবার,' বলল রানা।

প্রথম রানার দিকে, তারপর ব্যারোমিটারের দিকে তাকাল রেবেকা। এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রাখল কাচে। এক পলকে নগ্ন অবিশ্বাস ফুটে উঠল চোখেমুখে। 'মানে? তিন ঘণ্টায় কুড়ি মিলিবার নেমেছে—এ কিভাবে সম্ভব। প্রেশারের এরকম ড্রপ-এর অর্থ...,' ছুটে চলে এল ও রানার বুকের উপর। 'রানা। যে ঝড়টা আসছে তাতে আমরা কেন, গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যারোমিটার...।' রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রেখে থরথর করে কেঁপে উঠল রেবেকা। শব্দ করে হাসল রানা, কিন্তু সেটা ওর নিজের কানেই কান্নার মত শোনাল। 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আরও খানিক দক্ষিণে ছয় ঘণ্টায় ব্যারোমিটারের কাঁটা নেমেছিল টোয়েনটি সেভেন মিলিবার। তার তুলনায় এখনকার অবস্থা কতটা খারাপ বুঝতেই পারছ।'

রানার বুক থেকে মুখ তুলল রেবেকা। 'ভয় করছে আমার, রানা। নিজের জন্যে নয়। ড্যাডি আর...ড্যাডি আর তোমার জন্যে। কি হবে, রানা?'

আশ্চর্য একটা রোমাঞ্চ অনুভব করল রানা রেবেকার কথা কানে ঢুকতে।

'ওয়েদার অ্যাটম বম্ব তৈরি করা হয়ে গেছে, প্রস্তুতি পর্বও শেষ,' বলল রানা। 'বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই। কেউ দেখতে উৎসাহী হলে সে দেখতে পাবে দুদিক থেকে ধেয়ে আসা উন্মত্ত ঝড় পরস্পরের সাথে চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষায় নামছে। ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হবার অপেক্ষা শুধু এখন।'

'রানা!' দু'হাত দিয়ে রানার দু'কাঁধ খামচে ধরে তীব্রভাবে ঝাঁকুনি দিল রেবেকা। 'কিছু একটা করো। তোমার শান্ত গলা থেকে এমন সব ভয়ঙ্কর কথা কিভাবে বেরুচ্ছে। কিছু একটা করো। তোমার মত মানুষ এই পরিস্থিতিতে চুপচাপ মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করবে, আমি ভাবতে পারি না। তুমি না একজন দুর্ধর্ষ

স্পাই?'

হেসে ফেলল রানা। 'স্পাই তো কি হয়েছে? আমার কথা শুনবে কেন ওয়েদার? এ শত্রু আমার নাগ্যালের বাইরে, রেবেকা।' অসহায় দেখাল রানাকে।

'কিছু করবে না? কিছুই নেই করার?' কাঁদো কাঁদো শোনাল রেবেকার গলা। 'নিজেকে বাঁচাবার কথাও ভাবছ না তুমি?' কেঁপে উঠল আবার ও। 'জাহাজ দাঁড়িয়ে পড়েছে—অথচ বাতাস নেই একটু, স্রোত নেই। রানা!'

'নিজেদের আমরা এমন একটা যন্ত্রের ভেতর ঢুকিয়েছি যে যন্ত্রটা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আবহাওয়ার জন্ম দেয়,' উত্তরে নীরস কণ্ঠে বলল রানা। 'এখন যে শান্ত পরিবেশ দেখছ, একটা প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে আরেকটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের যুদ্ধ বেধে যাবার পূর্বলক্ষণ এটা—দু'তরফের গাম্ভীর্য বলতে পারো এটাকে। প্রায় এইরকম একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল একবার এইচ.এম.এস. স্কট এই পানিতেই। একটা ডেস্ট্রয়ার তার শক্তির শেষ বিন্দু ব্যবহার করে, থার্টি নটসে, চেষ্টা করেছিল কয়েক হাজার উন্মাদ মৃত্যুদূতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। ঝড়গুলো এক হপ্তা বা কয়েক হপ্তা টিকে থাকবে, সাড়ে চারশো মাইল জুড়ে চলবে তাদের মহাপ্রলয়ঙ্করী তাণ্ডব নাচ। দুঃখিত, রেবেকা, মিথ্যে আশ্বাস তোমাকে আমি দিতে চাই না। বিশ্বাস করো কিছু করার সময় পেরিয়ে এসেছি আমরা।'

'তার মানে পাঁচটা জাহাজ চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে?'

পোর্টহোলের ওধারে অন্ধকার নামছে। পাঁচটা জাহাজ। মাথাটা ঘুরে উঠল রানার? 'রেবেকা!' বিদ্যুৎ চমকের মত একটা উপায় দেখতে পেল সে মনের চোখ দিয়ে। 'বোধহয় শেষ চেষ্টা করা যায়! জানি না। ঠিক বুঝতে পারছি না চেষ্টা করে কোন লাভ হবে কিনা!'

'কি করার কথা ভাবছ?'

'ফ্যাক্টরিশিপের সামনে ক্যাচারগুলোকে যদি আনা যায়,' আপন মনে বিড় বিড় করছে রানা। 'ফ্যাক্টরিশিপের চারদিকে যদি বরফ জমাটও বেঁধে যায়, ক্যাচারগুলো পথ করে দিতে পারে। ওগুলো আকারে ছোট, অনেক বেশি মোবাইল, জমাট বরফের মাঝখানে সামান্য পানি পেলেও এগোতে পারবে, ছোট টুকরোগুলোকে সরিয়ে দিয়ে পথ তৈরি করতে পারবে ফ্যাক্টরিশিপের জন্যে...' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'রেবেকা! সম্ভব। বিপজ্জনক, বুদ্ধির দরকার হবে—কিন্তু সম্ভব,' চোখের সামনে রানা দেখতে পেল ফ্যাক্টরিশিপকে কিভাবে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে ক্যাচারদের তৈরি করা পথ দিয়ে। 'কপ্টার নিয়ে সাহায্য করবে তুমি আমাকে। পারবে এই কুয়াশায় ফ্লাই করতে?'

রানার চোখে চোখ রেখে অদ্ভুত মায়াময় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রেবেকা। কে জানে কেন অঢেল আনন্দে নেচে উঠল তার মন। হেসে উঠল রেবেকা। 'কিচ্ছু ভেব না তুমি। ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতির জন্যে বছরের পর বছর ধরে নিজেকে আমি তৈরি করেছি।'

নিজের সী-বুটের জন্যে এদিক ওদিক তাকাল রানা। 'কোথায় জানো? খুললই বা কে পা থেকে?'

চোখে ধরা পড়ে কি পড়ে না, একটু লাল হলো রেবেকার মুখ। 'বাঙ্কের নিচে তোমার সী-বুট, শুকিয়ে রেখেছি আমি। তোমার সোয়েটার আর শার্ট ড্রয়ারে, আয়রন করা আছে।'

নিঃশব্দে চেয়ে রইল রানা রেবেকার দিকে ঝাড়া দু'সেকেন্ড। মৃদু ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটল ওর ঠোঁটে। তারপর ছুটল ড্রয়ারের দিকে। সোয়েটার পরতে পরতে বলল, 'গলহার্ডিকে সাথে নেব আমরা।'

'ছুরি আর হ্যাক-স নিয়ে আসি আমি আগে,' ছুটে বেরিয়ে গেল রেবেকা কেবিনের দরজা খুলে।

তিন মিনিটের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল রেবেকা। ছুরি পেয়েছে, কিন্তু হ্যাক-স-এর বদলে নিয়ে এসেছে বালিন—তিমি মাছের কাঁটাওয়ালা লম্বা, ভারী একটা হাড়। 'এতেই চলবে,' বলল রানা। তারপর রেবেকাকে নিয়ে নির্জন করিডরে বেরিয়ে এল ও। করিডর পেরিয়ে দাঁড়াল একটা সেলের সামনে। করিডরেও জমতে শুরু করেছে কুয়াশা। দিনের আলো থাকার কথা পুরোপুরি, কিন্তু নেই কোথাও। তালা খুলে রেবেকা রানার হাত ধরে টেনে ঢুকিয়ে নিল ওকে অন্ধকারে সেলের ভিতর। 'গলহার্ডি, আমি রানা,' বলল রানা। 'অবস্থা কি?'

'তোমার কথা ভেবে বুক টিপ টিপ করছিল,' গলহার্ডি বলল অন্ধকার থেকে। 'জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে কেন, রানা?'

সংক্ষেপে কি করতে চায় ও, বুঝিয়ে বলল রানা। প্রথমে পিরোকে রেডিওরুমে কাৎ করতে হবে, তারপর ওরা চড়াও হবে ব্রিজে স্যার ফ্রেডারিক এবং ক্যাপ্টেন জার্কোকে আটক করার জন্যে।

'আর ওয়াল্টারকে?' বলল রেবেকা। 'সে-ও তো ব্রিজে থাকে। তুমি যখন অজ্ঞান ছিলে ড্যাডি আমাকে হুকুম দিয়ে ওকে অরোরা থেকে ফ্যাক্টরিশিপে নিয়ে আসতে বাধ্য করে।'

'একটা সুখবর পেলাম,' বলল গলহার্ডি। 'অরোরায় আর যেতে হবে না কষ্ট করে। রানা, ওয়াল্টার কিন্তু আমার! আমার একার!'

'ধকলের পর সামলাতে পারবে তো ওকে? আমি চাই না আর কিছু ঘটুক।'

'দেখোই না আগে পারি কিনা!' বলল গলহার্ডি। 'ওর মত ডজন খানেক ছোকরার জন্মদাতা আমি, ইচ্ছে করলে মৃত্যুদাতাও হতে পারি! সে যাক জাহাজ নড়ছে না কেন?'

'হানি-জেলী!'

'মাই গড!' গলহার্ডি আঁৎকে উঠল। 'বরফ ঘিরে ফেলেছে নিশ্চয়ই?'

'না,' গলহার্ডিকে ব্যাখ্যা করে শোনাল রানা ফ্যাক্টরিশিপকে রক্ষা করার জন্যে কি উপায় বের করেছে ও।

'ওয়াটার-স্কাই এখনও কি আছে?'

'সম্ভবত,' বলল রানা। 'পোর্টহোল দিয়ে ভাল করে দেখার সুযোগ পাইনি।'

'ওয়াটার-স্কাই?' রেবেকা অবাক। 'সে আবার কি?'

'কুয়াশার মধ্যে যেখানে আকাশ থাকার কথা সেখানে সীসা রঙের ছায়া পড়ে,'

বলল রানা। 'এর অর্থ নিচে তরল পানি, বরফহীন সাগর, তারই ছায়া পড়ে ওপরে।' গলহার্ডির স্বর অনুসরণ করে হাত বাড়াল রানা, ছুরি দিয়ে কেটে দিল তার হাতের বাঁধন। 'সময় নষ্ট করছি আমরা। গলহার্ডি, পিরোর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। চলো।'

করিডরের আবছা আলোয় ক্ষতবিক্ষত গলহার্ডির মুখটা বীভৎস দেখাল রানার চোখে। শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে তার মুখে সর্বত্র। 'তুমি আমাদের পেছনে, বিপদ-আপদের বাইরে থাকো,' রেবেকাকে বলল রানা।

অস্ফুটে রেবেকা বলল, 'নিজের দিকে লক্ষ রেখো রানা।'

গলহার্ডি তারপর রেবেকাকে পিছনে নিয়ে এক সারিতে এগোল রানা লোহার মইয়ের দিকে। স্যার ফ্রেডারিকের কেবিনের কাছটা নিঃশব্দে পা টিপে টিপে পেরিয়ে গেল ওরা। মই বেয়ে ওঠার সময় কয়েকবার থামল। কোথাও কোন শব্দ হয় কি না শুনল। রেডিও অফিসের দরজাটা বন্ধ দেখতে পেল রানা দূর থেকেই। কাছাকাছি যেতে দেখল, বন্ধ নয়, কবাট ভেজানো রয়েছে। ছুরিটা ডান হাতে নিয়ে কবাট খুলে ধীরেসুস্থে ভিতরে ঢুকল ও। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে পিরো, বিশাল পিঠটা দেখা যাচ্ছে তার। মাথায় সেঁটে বসে আছে হেডফোন। স্ট্র্যাপের নিচে, ঘাড়ের পিছন দিকের নরম মাংসের উপর ছুরির ডগাটা ঠেকাল রানা।

জার্মান ভাষায় বলল ও, 'দ্য ম্যান উইথ দ্য ইম্যাকুলেট হ্যান্ড।'

রানার কথা শেষ হবার আগেই গলহার্ডি মস্ত অজগরের মত পিরোর ডানদিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের পাশে গরম নিঃশ্বাস ছাড়তে শুরু করেছে। ভূত দেখার মত চমকে উঠল পিরো গলহার্ডির রক্তাক্ত বীভৎস মুখ দেখে। 'হের ক্যাপিটান!' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল পিরো। 'হের ক্যাপিটান। কিছুই জানি না আমি, দিব্বি কেটে বলছি। হেভেনলি ব্লু—ব্যস, তার বেশি আর কিছু জানি না আমি। রহস্যটা স্যার ফ্রেডারিকের, আমার নয়, আমি শুধু জানি,···স্বর্গীয় নীল! স্বর্গীয় নীল!'

'কি, পিরো?' বলল রানা। 'কি স্বর্গীয় নীল?' ছুরিটা ঘুরিয়ে পিরোর সামনের দিকে নিয়ে গেল রানা, ব্লেডটা ধরল গলার উপর। হাঁটু মুড়ে পিছন থেকে পিরোর পাঁজরে গুঁতো মারল ও। তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল পিরো।

'এসো,' বলল রানা। 'ব্রিজে উঠবে তুমি আগে, ঠিক পিছনেই থাকব আমি। ওয়াল্টার যদি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে প্রথম বুলেটটা ঠেকাবে তুমিই।'

রেডিও রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রেবেকা। থমথম করছে মুখের চেহারা। তার পাশ ঘেঁষে চলে গেল পিরো। তাকাল না রেবেকার দিকে, কিন্তু মাথাটা তার দিকে ঘুরিয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে দ্রুত হেঁট করল একবার। পিরোর পিছনেই রানা। রানা শেষ মুহূর্তেও পিরোর দিক থেকে চোখ সরাল না দেখে রেবেকা বলল, 'সাবধান, রানা!'

স্যার ফ্রেডারিকের কেবিনে ঢুকল ওরা। বার বার রানাকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে যাচ্ছে গলহার্ডি, ভুল বুঝতে পেরে থামছে কখনও, সুযোগ দিচ্ছে রানাকে এগিয়ে যাওয়ার। গলহার্ডির ব্যগ্রতা দেখে মনে মনে করুণাবোধ করল রানা ওয়াল্টারের জন্যে।

ব্রিজে ওঠার ছোট্ট সিঁড়িটায় আর একবার রানাকে ছাড়িয়ে একধাপ বেশি উঠে গেল গলহার্ডি। 'মেরে ফেলো না,' বলল রানা। 'কাউকে খুন করার অধিকার আমাদের নেই।'

'আচ্ছা, আচ্ছা!' গায়ে মাখল না গলহার্ডি রানার কথাটা।

নিঃশব্দে ব্রিজে উঠল পিরো। রানার ছুরি তার গলার পিছনে ঠেকে আছে সারাক্ষণ, রানাকে ছাড়িয়ে এবার ইচ্ছাকৃতভাবে এগিয়ে গেল গলহার্ডি। হাতে ভোঁতা কাঁটাওয়ালা তিমি মাছের লম্বা হাড়। একটা হেলম ইন্ডিকেটারের সামনে ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াল্টার, কুয়াশা পরিমাপ করার চেষ্টা করছে সে। স্যার ফ্রেডারিক এবং জার্কো স্টারবোর্ড উইঙের কাছে, সম্পূর্ণ মনোযোগ বাইরে ঝোলানো ঘন, ধূসর কুয়াশার পর্দায়।

'ওয়াল্টার, এদিকে তাকাও!' বাঁ হাত দিয়ে পিরোকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে বলল রানা।

চরকির মত ঘুরে গলার স্বর অনুসরণ করে তাকাল বলে রানাকেই প্রথমে দেখতে পেল ওয়াল্টার। স্যার ফ্রেডারিক এবং জার্কো চমকে উঠল, আর চমকটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে সাথে সাথে ঘুরে তাকাবার শক্তিও পেল না তারা।

ওয়াল্টার তীক্ষ্ণ চোখে দেখল রানার হাতের ছুরিটাকে। ক্ষেপে ওঠা সিংহের মত হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'ইউ বাস্টার্ড!' পকেটে হাত ঢুকিয়ে ল্যুগারটা বের করতে গেল সে, হঠাৎ ডানপাশে ঝট করে তাকাল গলহার্ডি নড়ে উঠতেই। দেখল, দাঁত বের করে হাসছে ক্ষতবিক্ষত একটা মুখ। কাঁটাওয়ালা হাড়টা মাথার উপর থেকে সবেগে নামিয়ে আনল গলহার্ডি। দুটো হাতই পকেটের কাছে ছিল ওয়াল্টারের, প্রচণ্ড বাড়ি পড়ল সে দুটোর উপর। ল্যুগারটা ছিটকে পড়ে গেল। হাত দুটো ঝাড়তে ঝাড়তে ককিয়ে উঠল ওয়াল্টার। বসে পড়ল সে উবু হয়ে। দুটো হাতের প্রায় সবগুলো আঙুলের চামড়া তুলে নিয়েছে গলহার্ডির আঘাত! অন্তত তিনটে আঙুল ভেঙেছে, অনুমান করল রানা। পিরোকে রেখে পিছিয়ে গেল ও তারপর পা তুলে শিরদাঁড়ার উপর লাথি মারল সী-বুট দিয়ে।

ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল পিরোর পিঠ, ছিটকে গিয়ে পড়ল সে ওয়াল্টারের মাথার উপর। তিন পা এগিয়ে ল্যুগারটা কুড়িয়ে নিল রানা। ইচ্ছা না থাকলেও গলহার্ডিকে শোধ নেবার একটা সুযোগ দেয়া উচিত বলে মনে হলো ওর। কিন্তু গলহার্ডি ওয়াল্টারকে গোটা তিনেক লাথি মারতেই রানা ইঙ্গিতে ক্ষান্ত হতে বলল তাকে।

রানা কিছু বলতে যাবে তার আগেই ফ্যাক্টরিশিপের ফরওয়ার্ড বো প্রচণ্ডভাবে বাম্প করল। ধাক্কাটা কিসের সাথে বুঝল না রানা প্রথমে, পরমুহূর্তে অনুমান করতে পারল ব্যাপারটা। আলোর মধ্যে যে অস্পষ্টতা অপরিচ্ছন্নতা ছিল এক পলকে কেটে গেল সেটা। কেউ যেন টেনে সরিয়ে নিল ধূসর রঙের কুয়াশার এই বিস্তারিত পর্দা। আলো এখন পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল। পাহাড়ের খাড়া গায়ের মত কুয়াশার দেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে জাহাজের ঠিক পিছনেই। আচমকা বেরিয়ে এসেছে ওরা ধূসর জগৎটা থেকে।

চেয়ে আছে ওরা সামনের দিকে, স্তম্ভিত। সূর্য ঝুলছে রক্তভর্তি আঙুরের মত, তার নিচে—গোটা দুনিয়াটাই নীল, নীল আর নীল।

সাত

বরফের উঁচু পাঁচিলটার সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে অ্যান্টার্কটিকা যদি ধ্বংস হয়ে যেত তাহলেও এতটা আতঙ্কের কিছু ছিল না। সামনে বরফের বিশাল বিস্তার দেখে ভয়ে হাত-পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যাবার অবস্থা হলো এখন সকলের। চারদিকে এই বরফ, এর একটাই অর্থ: ধীরে ধীরে, একটু একটু করে, বিড়ালের মত ইঁদুর খেলিয়ে মৃত্যু ওদের শিকার করবে। পিছনে ঘোলাটে কুয়াশার খাড়া পর্দাটা সামনের ভয়াবহ বিপদটাকে স্রেফ ইন্ধন যুগিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর করে তুলেছে মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার বুঝল ওরা, এটা একটা ফাঁদ, বজ্র আঁটুনির মত প্রকৃতির ফাঁদ, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণ অকল্পনীয় এক ব্যাপার। বুনো হিংস্র জন্তুর মত চার হাত-পা দিয়ে বৈরী প্রকৃতি ওদের ঘেরাও করে ফেলেছে চারদিক থেকে। ঠিক এই বিপদটার কথাই স্যার ফ্রেডারিককে বারবার করে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিল রানা। ও জানত। কিন্তু জানা থাকতে যে আর কারও চেয়ে কম ভয় পেয়েছে ও তা নয়। থালার মত বরফের টুকরোগুলো অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে পরস্পরের সাথে জোড়া লেগে আইস বেল্টে পরিণত হচ্ছে, এরই নাম বভেটস কিলার। প্যাক আইসের ভ্রাম্যমাণ অর্ধবৃত্তের মাঝখানের ঠেক্‌টাকে স্পর্শ করেছে অ্যান্টার্কটিকা, অনুমান করল রানা। বাম দিকে বরফের খাড়া দেয়াল একটা ব্যারিয়ারের মত দৃশ্য আড়াল করে রেখেছে, কিন্তু ডান দিকে বরফের ওপরের সকল নিচু মাঠ সাগরের গা থেকে বড়জোর দুই ফিটের মত উঁচু। ছোট টুকরো নীল বরফ নিয়ে তৈরি হয়েছে এক একটা স্তূপ, সেই স্তূপের সারিগুলো চলে গেছে দল বেঁধে দিগন্তরেখার যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছায়, তাদের সাথে যোগ দিয়েছে সমতল মাথাওয়ালা অপেক্ষাকৃত হালকা নীল-রঙা বরফের পর্বতশ্রেণী। বরফের কিনারা থেকে একশো গজের মত দূরে মস্ত মিনারওয়ালা একটা কৃত্রিম পাহাড়, বাতাসের ঘষা খেয়ে খেয়ে সুগঠিত আর মসৃণ হয়ে রয়েছে। সাদা বরফের লেশমাত্র নেই কোথাও। নীলেরই নানা বিচিত্র সমাবেশ চারদিকে। সূর্যরশ্মি তার আসল চেহারা হারিয়ে যেখানে বিছিয়ে পড়েছে সেখানটা হালকা নীল, যেখানটায় তির্যকভাবে পড়েছে সেখানে রাজকীয়-ব্লু বাম দিকে সীসার মত নীলচে সাগর, তার উপর দাঁড়িয়ে আছে ব্লু-ব্ল্যাক আর রয়্যাল ব্লুতে মেশানো গভীর নীল-রঙা বরফের হিমালয়। ওদের পিছনে ঝুলছে কুয়াশার হলুদাভ পর্দা।

ছুরিটা যেন জমে গেছে রানার হাতে। নীল আইসফিল্ড থেকে বরফ ছুঁয়ে আসা বাতাস ছুরির ফলার মত ঠাণ্ডা হিম আর ধারাল। গলায় বেঁধে যেতে খক্ খক্ করে কেশে উঠল রানা। আতঙ্কে সাদা পিরোর মুখটা কবর থেকে উঠে আসা ভূতের মত

দেখাচ্ছে নীলচে আলোয়। স্যার ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার বা পিরো, কাউকে পাহারা দেবার প্রয়োজন দেখল না রানা, চারদিকের নারকীয় দৃশ্য দেখে তিনজনের কারও আত্মাই যেন দেহের ভিতর নেই।

'এর কথাই বলেছিলাম,' স্যার ফ্রেডারিককে বলল রানা। 'সাবধান করতে চেয়েছি, কিন্তু আমার কথা শোনোনি তুমি।'

লোকটা যে সত্যি পাগল, নিঃসন্দেহ হলো রানা এবার। ওর হাতে একটা পিস্তল, একটা ছুরি রয়েছে কিন্তু সে-সবকে গ্রাহ্য না করে সেই প্রথম সাক্ষাতের সময়ের মত সহজভাবে, সুন্দরভাবে বলল সে, 'রানা, মাই বয়! বিপদের সময় তোমার ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যায় এটুকু না জেনে কি তোমাকে আমি এতদূর এনেছি? হ্যাঁ, তোমার কথা শোনা উচিত ছিল বটে আমার, কিন্তু যা ঘটে গেছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ কি? আমাদের জীবন-মরণ, ফ্যাক্টরিশিপ, বভেট আইল্যান্ড, থম্পসন আইল্যান্ড, আলব্যাট্রস ফুট—সবই এখন তোমার ব্যাপার, তোমার একার ব্যাপার—যা খুশি তাই করো তুমি, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। ওগুলোর আর কোন প্রয়োজন নেই, হাতের খেলনাগুলো ফেলে দাও দেখি ছুঁড়ে!' আইসফিল্ডের দিকে মাথা ঝাঁকাল সে। 'এইমুহূর্তে মাথা ঘামাতে হবে ওটাকে নিয়ে।' মুখের পিউটার স্কিনে ধাক্কা খেয়ে নীল আলোর ছটা ঠিকরে বেরুচ্ছে, সোনালী দাঁতটার সাথে নীলচে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল ঠোঁট ফাঁক করে হেসে ওঠায়। কুৎসিত লাগল চেহারাটা রানার চোখে, সেই সাথে বেসুরো হাসিটা যেন আধাভৌতিক করে তুলল পরিবেশটাকে।

বাঁ দিকের পাহাড় থেকে ঢালু হয়ে নেমে আসা বাঁধের সাথে ধাক্কা লাগায় ঝাঁকুনি খাচ্ছে ফ্যাক্টরিশিপ। নিশ্চল সাগরে ঠিক এই মুহূর্তে তার বিপদের কোন ভয় নেই। বিপদটা লুকিয়ে আছে ভাসমান লক্ষ কোটি গুঁড়ো, টুকরো, বিচ্ছিন্ন বরফগুলোর জমাট বাঁধার প্রথম পর্যায়ের ভিতর। পরস্পরের সাথে জোট বাঁধতে খুব বেশি দেরি নেই আর, দেখতে দেখতে বাকি তিনদিকে তৈরি হয়ে যাবে পাঁচিল, টিলা, ঢিবি, পর্বতশ্রেণী, পাহাড়ের খাড়া গা, সেই সময় চিড় ধরবে ফ্যাক্টরিশিপের স্টীল প্লেটে, জমাট বরফ চাপ দেবে দু'দিক থেকে, তিনদিক থেকে, চারদিক থেকে। এই মুহূর্তে সর্বত্র অদ্ভুত প্রশান্তি লক্ষ করছে রানা, সব কিছুই নিঃসাড়, নিস্তব্ধতা ভাঙছে শুধু টুকরো বরফ মাছের মত জাহাজের গায়ে ঘাই মারার সময়। জাহাজের বো এখনও বরফের থালা ভেঙে পথ করে নিতে পারে, কিন্তু আর মাত্র ঘণ্টা দু'য়েক পর শক্ত-কঠিন লোহা হয়ে যাবে সাগর। অন্যমনস্কভাবে অনেক কথা ভাবছে রানা। বিসিআই...রাহাত খান...চাকরি শেষ, সেই সাথে জীবনটাও। কি হলো এটা—ভাল, না মন্দ? হাতের অস্ত্র দুটো ভুরু কুঁচকে দেখল ও। যে ঘন ঠাণ্ডা ওদের মুঠোয় ভরে পিষছে, তার প্রভাবে অস্ত্র দুটোর উপাদান খনিজ পদার্থও গুণাগুণ হারাচ্ছে, খানিকপরই এগুলো কাচের মত ভঙ্গুর হয়ে যাবে। ঠিক একই অবস্থা হবে ফ্যাক্টরিশিপের স্টীল প্লেটের।

স্যার ফ্রেডারিক ক্যাপ্টেন নোরিশের লগের পিছনটা পড়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে, ধারণা করল রানা। খুঁত খুঁতে ব্যক্তি ছিলেন নোরিশ, তাঁর স্কেচ দেখে তাই মনে হয়। এই বরফের তিনি বর্ণনা দিয়ে গেছেন নিখুঁতভাবে। নোরিশ

জানতেন এই বরফের একমাত্র অর্থ, মৃত্যু। কে জানে, দ্বিতীয়বার অভিযানে এলে, তাঁকে তাঁর স্প্রাইটলিকে হয়তো এই বরফই গ্রাস করেছিল। চোখ বুজলে দেখতে পায় রানা লগের পিছনের লেখাগুলো, প্রতিটি অক্ষর যেন ওর চোখের সামনে জলজল করে জ্বলতে থাকে:

থম্পসন আইল্যান্ডকে আমি দেখি ১৮২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর, ঠিক দুপুর বেলা। কুয়াশা ছিল, ভাসমান বরফ ছিল, উত্তর-পশ্চিম থেকে বাতাস ছিল। ফোর্স এইট ছিল বাতাসের গতিবেগ। দ্বীপটা লম্বা এবং সাগরের ।ঠ থেকে খুব বেশি উঁচু নয়। পরিষ্কার দেখা যায় দ্বীপটার পাহাড়টাকে, চূড়াটা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। অর্ধেক উঁচুতে, দু'পাশে দুটো বিশাল কাঁধ আছে বলে মনে হয়েছে আমার। কাঁধ দুটো দেখার উপায় নেই, কারণ বরফে ঢাকা থাকে। দুর্ধর্ষ ক্রুরা বজ্রাহতের মত তাকিয়ে ছিল নরকতুল্য বৈরী সাগরের মাঝখানে বরফ দিয়ে ঘেরা অপরিচিত স্বর্গটার দিকে। বিশাল যে গ্লেসিয়ারটা থম্পসন আইল্যান্ডের মাথাটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, সেটা জমাট নীলচে ইস্পাতরঙা বরফের দীর্ঘ জিভে রূপান্তরিত হয়ে সাগরে নেমে এসে, দক্ষিণ দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অটুট বরফের তেপান্তরের সাথে মিশেছে। নিঃসঙ্গ হিমবাহের প্রকাণ্ড জিভটার চেহারা এমনই বীভৎস এবং কুৎসিত যে দেখে আমার মনে হয়েছে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিদারুণ সজাগ সে, মন ভরে আছে তার পাপে, ধারে কাছে ঘেঁষলে কাউকে সে রেহাই দিতে প্রস্তুত নয়। দক্ষিণ সাগরের ভয়ঙ্কর রূপের সাথে আমার ক্রুদের পরিচয় অনেক দিনের হলেও সম্মুখের এই বর্ণনাতীত দৃশ্যটা তাদের ভেতর একটা শীতল হিমাতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়, ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করে সবাই, কেউ কেউ মূর্ছিত হয়ে পড়ে। থম্পসন আইল্যান্ড ক্ষ্যাপা সাউদার্ন ওশেনের বিষফোঁড়া, তাকে ঘাঁটানো ধ্বংস ডেকে আনারই নামান্তর।"

একটা শীতল আতঙ্ক। শরীরের রোম খাড়া হয়ে উঠল রানার দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অটুট নীল আইস ফিল্ডের দিকে চোখ রাখতে গিয়ে। 'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বলল রানা স্যার ফ্রেডারিককে। 'এখন তো একথা তুমি বলবেই,' গলহার্ডির দিকে ফিরল ও। 'ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার আর জার্কোকে নিয়ে যাও। ফ্রেডারিকের কেবিনে শিকলের সাথে বেঁধে রাখো সবাইকে। পিরোকেও, কিন্তু আলাদা জায়গায়, ওর রেডিও অফিসে—পরে ওকে দরকার হবে।'

ল্যুগারটা নেবার জন্যে সামনে চলে এল গলহার্ডি। এমন সময় বজ্রপাতের মত কান ফাটানো গর্জন, একই সাথে ফ্যাক্টরিশিপের প্রতিটি ইঞ্চি থর থর করে কাঁপতে শুরু করল। বরফের মাঠ কোথাও কোথাও অত্যধিক চাপ খেয়ে ফাটছে। নীল পাহাড়ের দূরবর্তী বাঁকটা, কুয়াশার ভিতর দিকে, ধসে পড়ছে মাথার কাছ থেকে অনায়াস, ধীর স্থির ভঙ্গিমায়। রানা অনুমান করল ধসটার ওজন হবে কমপক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টন। দশ হাত দূরত্ব উড়ন্ত বাদুড়ের মত পেরিয়ে রানার বুকে আছড়ে পড়ল রেবেকা, ভয়ে মুখ লুকাল ও। সমতল আইসফিল্ডের মাঝখানে নতুন

একটা পাহাড় মাথা তুলছে, বিস্ফারিত চোখে দেখল রানা। চোখের পলকে ঘটে যাচ্ছে বিস্ময়কর ঘটনাটা, দ্রুতগতিতে, যেন নিচ থেকে কোন রহস্যময় শক্তি প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে তুলে নিচ্ছে নতুন আরেকটা হিমালয়। মাত্র পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ড অতিবাহিত হয়েছে, এরই মধ্যে আইফেল টাওয়ারের দ্বিগুণ দাঁড়িয়েছে নবীন হিমগিরির উচ্চতা। পাহাড়টার গা থেকে খসে পড়েছে আলগা টুকরোগুলো, কোন কোনটার ওজন হবে পঞ্চাশ-ষাট টন। হালকা নীল বাষ্প ঘিরে রেখেছে নবজাত শিশুকে, প্রতি মুহূর্তে বয়স বাড়ছে তার, যুবক হয়ে উঠছে—এরই নাম বভেটের প্রহরী। প্রহরী যদি ফ্যাক্টরিশিপের অনধিকার প্রবেশ টের পায় একবার, মাথা থেকে যদি ছুঁড়ে দেয় খানিকটা ধস, গোটা বিশেক এই রকম জাহাজকে বরফ চাপা দেয়ার জন্যে তাই হবে যথেষ্ট। দ্রুত ভাবছে রানা। ফ্যাক্টরিশিপ ধ্বংস হতে যাচ্ছে দেখলে জমাট বরফে নেমে সাময়িকভাবে প্রাণ রক্ষা করতে পারবে ওরা, আয়ু আরও ক'দিন বাড়াবার প্রয়োজনে স্টোররুমের খাবার-দাবারও সাথে নেয়া সম্ভব, কিন্তু জমাট বরফে আশ্রয় নিয়ে শ্যাকলটন বা অন্যান্যরা বেঁচে গেলেও ওদের বাঁচার কোনই আশা নেই। তাদের বরফ শেষ পর্যন্ত জমাট থেকে গিয়েছিল। রানা জানে, ওদের বরফও তাই থাকবে, যতক্ষণ না আলব্যাট্রস ফুটের সেকেন্ড প্রঙের আবির্ভাব ঘটে। গরম স্রোতে দ্বিতীয় শাখাটা আসার আগেই জমাট বরফের চাপে গুঁড়ো হয়ে যাবে ফ্যাক্টরিশিপ, তারপর সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করবে আলব্যাট্রস ফুট এসে বরফ গলিয়ে দিয়ে—নিরুপায় ওরা সবাই ডুববে সাগরে। অ্যান্টার্কটিকাকে রক্ষা করতে হবে, ভাবল রানা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ স্পৃহা জেগে উঠল ওর মধ্যে। মনে মনে নিজের অজ্ঞাতেই, যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল ও। নবজাত হিমগিরির কান ফাটানো গর্জন আর কুয়াশার ভিতর ধ্বংস পতনের গুরুগম্ভীর আওয়াজকে ছাড়িয়ে গেল রানার চিৎকার। 'পিরো! সিগনাল দা ক্যাচারস্। পাশাপাশি চলে এসে পিছনের একটা লাইন বরাবর দাঁড়াক জাহাজগুলো, তারপর একযোগে সামনে বাড়ুক ওই পর্যন্ত,' যে পথ ছেড়ে এসেছে ফ্যাক্টরিশিপ সেদিকে আঙুল তুলে বিশাল-ধূম্র কুণ্ডলীর মত বাষ্পরাশিকে দেখাল রানা। 'নির্দেশ পাওয়া মাত্র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো ওদের। লিড খোলা রাখতে হবে। ফ্যাক্টরিশিপ থেকে তিন কেবল দূরত্ব পর্যন্ত আসবে ওরা, তারপর পিছু হটবে ফুল স্পীডে। আমরাও তখন ফুল স্পীডে পিছু হটব বরফ ভেঙে ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে, বুঝতে পেয়েছ?'

'ইয়েস, হের ক্যাপিটান।'

আহত ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে ওয়াল্টার, তার পিছু পিছু জার্কো এবং স্যার ফ্রেডারিক বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। গলহার্ডি ল্যুগারটা খেলনার মত করে ধরেছে দেখে নিশ্চিত হলো রানা, প্রয়োজনে গুলি করতে দ্বিধা করবে না আইল্যান্ডার।

বুক থেকে মুখ তুলে রানার চোখে চোখ রাখল রেবেকা। 'রানা! কোন আশাই দেখতে পাচ্ছি না আমি!'

'দূর বোকা,' বলল রানা। 'এখনও তরল পানি রয়েছে কোথাও কোথাও।

আইসফিল্ডের ওপর ওই মেঘগুলোর দিকে তাকাও, কালো ছোপ ছোপ দাগ দেখতে পাচ্ছ না? ওই হলো ওয়াটার স্কাই। যার অর্থ বরফ ছাড়া খালি চোখে আর কিছু দেখা না গেলেও, কোথাও না কোথাও পানি তরল আছে, জমাট বাঁধেনি এখনও।'

কাজের একটা ফর্দ তৈরি করল রানা মনে মনে। সামনের বরফের কবল থেকে ফ্যাক্টরিশিপের নাক বাঁচাতে হবে, পিছিয়ে যেতে হবে পিছন দিকে। ক্যাচারগুলোর সাহায্য পেলে মুক্ত পানিতে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টাটা সফল হলেও হতে পারে। শেষ পর্যন্ত তা যদি সম্ভব নাও হয়, ক্যাচারগুলো তো রয়েছে, আশ্রয় নেয়া যাবে ওগুলোয়। আকারে ছোট বলে জাহাজগুলো স্বল্প পরিসর পেলেও ছুটে বেরিয়ে যেতে পারবে ফাঁকফোকর গলে। ফ্যাক্টরিশিপের পক্ষে তা সম্ভব নয় তার মস্ত শরীরের জন্যে। কিন্তু এসব পরের কথা। এই মুহূর্তে অ্যান্টার্কটিকার ওপর অনেক কাজ করার আছে। ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতার কথা মনে রেখে একটা স্টীম হোসের সাহায্যে মেন ডেকের পানির ট্যাঙ্কগুলো গরম করে তুলতে হবে, তা না হলে সবগুলো ট্যাঙ্কের টিনের গা বরফ হয়ে যাবে, খাবার পানি থাকবে না কোথাও এক ফোঁটা। মোটা তার দিয়ে বাঁধতে হবে জাহাজের পিছনের সমতল মেটাল প্লেটটা, তা না হলে পিছু হটার সময় বরফের সাথে সংঘর্ষে স্ক্রু খুলে জাহাজের গা থেকে খসে যেতে পারে সেটা। ফ্যাক্টরিশিপকে বরফের মধ্যে চলাচলের উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে কিনা জানা নেই ওর, তা করা হয়ে থাকলে প্রপেলারের ব্লেড বদলাবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে। বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলে অন্তত একটা ব্লেড যে ড্যামেজ হবে বরফের গায়ে অবিরত বিদ্ধ হয়ে, তাতে কোন সন্দেহ নেই রানার।

'রানা,' রেবেকা চেয়ে আছে রানার দিকে। 'ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছ তুমি। কফি খাবে?'

তাকাল রানা। 'খাব,' বলল ও। 'কিন্তু তার আগে যত গরম কাপড় পরা সম্ভব পরে নাও। বিপদ ঠাণ্ডাকে। ছোট্ট একটা সুটকেসে দরকারী জিনিসগুলো ভরে রাখো, হঠাৎ জাহাজ ছাড়তে হলে খুঁজতে না হয় যেন কিছু। দামী কিছুর চেয়ে একজোড়া গরম হাতমোজা আয়ু বাড়াবার জন্যে অনেক বেশি কাজ দেবে এখন, মনে রেখো।'

'বিনা যুদ্ধে জাহাজ ত্যাগ করার কথা ভাবছ তুমি?'

'যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'তাড়াতাড়ি! কাজটা সেরেই এসো এখানে।'

ব্রিজে এল গলহার্ডি। গম্ভীর, কিন্তু চোখাচোখি হতে হাসল সে। 'খুব অসহায় দেখাচ্ছে ফ্যাক্টরিশিপকে, না?'

'পিছনে গিয়ে ইস্পাতের পাতটাকে কেবল দিয়ে বাঁধো,' হুকুমের সুর বেরিয়ে পড়ল রানার গলা থেকে। 'মাই গড।' ইকো সাউন্ডিং ইকুইপমেন্টের দিকে অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকাল ও, নিডল নির্দেশ করছে ফিফটিন ফ্যাদমস্। এর অর্থ শীতের প্রকোপ এত বেশি যে এমন কি ট্র্যান্সমিটার এবং রিসিভারের ভিতর অ্যান্টি ফ্রিজ ট্যাঙ্কগুলো বরফে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। রানা যা ভেবেছিল তার চেয়ে

অনেক দ্রুত বেগে বাড়ছে ঠাণ্ডা।

ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিয়ে মেন ডেকে নির্দেশ পাঠাল রানা। 'গেট স্টীম থ্রু দি মেনস!' কথাটা শেষ হতে না হতে ব্রিজের ঠিক নিচেই শক্ত খনিজ পদার্থ ফেটে যাবার শব্দ কানে ঢুকল ওর। স্টীম যে উইঙটার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবে সেটার ঘাড় মটকে গেছে স্টীমের মাথাটা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতেই। তারপরই শক্ত পাইপটা আগা থেকে মাথা পর্যন্ত কাগজের মত ছিঁড়ে গেল, যেন পেপারকাটিং ছুরি দিয়ে কেউ কেটে দিল ভিতর থেকে। আগে থেকেই বরফ হয়ে ছিল পাইপের ভিতরের গা, স্টীম ধাক্কা দিতেই খসে পড়েছে মাত্র।

চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে তৈরি ভারী সামুদ্রিক কোট গায়ে দিয়ে ফিরে এল রেবেকা ব্রিজে। মুখ দেখে আতঙ্কিত কিনা বোঝা গেল না। সম্পূর্ণ নতুন চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে যেন সে। রানার গায়ে চড়িয়ে দিল একটা ওভারকোট চিতাবাঘেরই চামড়া দিয়ে তৈরি দুটো হাতমোজা আর ক্যাপও আনতে ভোলেনি। সেগুলো পরে নিয়ে ব্রিজের পোর্ট উইঙের দিকে ছুটল রানা। সাগরে দিকে তাকিয়ে সাগর কোথাও দেখতে পেল না ও। শুধু বরফ।

'গলহার্ডি!' বলল ও। 'সব কাজ ফেলে নিচে থেকে মেন ডেকে ক্রো-বার, অ্যাক্স, বোটহুক আর পোল আনাও। ড্রিলটা জানা আছে তোমার, সব ক'জন লোককে রেলিঙের কাছে সার বেঁধে দাঁড় করাও। পোল দিয়ে ঠেলা দিয়ে বরফ সরিয়ে রাখতে বলো দু'দিকের গা থেকে। তারপর একটা বোট আর ডিনামাইট নিয়ে নেমে পড়ো তুমি, পিছন দিকে বিশ গজ পরপর বিস্ফোরণ ঘটাও। যেভাবে হোক, আই রিপিট, যেভাবে হোক ফ্যাক্টরিশিপের পিছনটা মুক্ত রাখতেই হবে।'

'অলরাইট, রানা!' সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দমকা বাতাসের মত বেরিয়ে গেল গলহার্ডি।

রেবেকা পিছন দিকে তাকিয়ে আছে। 'কুয়াশা পিছিয়ে যাচ্ছে, রানা, কিন্তু ক্যাচারগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'পিছিয়ে যাচ্ছে, এর অর্থ ঠাণ্ডা ছড়িয়ে পড়ছে,' বলল রানা। রেডিও অফিসে ফোন করল রানা। 'পিরো! আমি জানতে চাই ক্যাচারগুলো করছেটা কি?

শীতল কণ্ঠস্বর পিরোর, নিষ্কম্প, 'আমার সিগন্যালের কোন জবাব নেই, হের ক্যাপিটান। ওরা W/T-তে কথা বলছে নিজেদের সাথে।'

মেন ডেক থেকে বাধা দিল গলহার্ডির ডাক। 'চার্জের সাইজ কি হবে, রানা?'

সাথে সাথে উত্তরে বলল রানা, 'বিশ পাউন্ড প্রত্যেকটা। ফিউজ দেম রাইট আপ। সর্ট।' পিরোর কাছে ফিরে এল আবার ও। 'পিরো! কিছুক্ষণ পরই ফুল স্পীডে পিছন দিকে ছুটতে যাচ্ছি আমরা। আইসবার্গে ধাক্কা লেগে চ্যাপ্টা হয়ে যেতে পারে ফ্যাক্টরিশিপ। রাডার কিছু বলতে পারছে?'

'অসম্ভব সাব-রিফ্র্যাকশন,' মৃদু কণ্ঠে বলল পিরো। 'রাডারের পর্দায় আমি কিছু দেখতে পাবার আগেই জাহাজ তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়বে। সরি, হের ক্যাপিটান। এইরকম পরিস্থিতিতে নরম্যাল ডিটেকশন রেঞ্জ যে কোন অর্থেই ব্যর্থ।'

রেবেকা রানার অজ্ঞাতে বেরিয়ে গিয়েছিল, কিচেন থেকে ফিরল সে একটু

পরই একটা ট্রে নিয়ে। দুটো কাপ আর একটা থার্মোফ্লাস্ক রয়েছে তাতে। ব্রিজের স্টারবোর্ড উয়িং-এ রানার পাশে এসে দাঁড়াল ও। ফ্যাক্টরিশিপ আর বরফের মেনবডির মাঝখানে কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করছে রানা ঝুঁকে পড়ে।

'দেখো!' বলল ও। যেখানটায় বাঁক নিয়েছে পাহাড়টা সেখান থেকে খানিক দূরে সাগরের নিচে থেকে বরফের কুচির একটা প্রশস্ত ঝর্না তীরবেগে উঠে আসছে উপরে, প্রায় পঁচিশ গজ পর্যন্ত উঠছে শূন্যে, চারদিকে ছড়িয়ে নামছে নীল ফুলপরীর মত। তারও পিছনে আর একটা, তারপর আরও দুটো। খুব কাছেই একসাথে জেগে উঠল আরও কয়েকটা বরফকুচির ঝর্না।

'কি ওগুলো?' কাপে ধূমায়িত কফি ঢালতে ঢালতে থমকে গেছে রেবেকা।

'অপেক্ষা করা যায় না আর,' বলল রানা। 'প্রপেলারের ব্লেডে ঝর্নার ছোঁয়া লাগামাত্র ভাঙা কাচের মত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ওই ব্লেড।' ছুটল ও ইঞ্জিন টেলিফোনের দিকে।

রিসিভার তুলতেই ভেসে এল গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'চীফ ইঞ্জিনিয়ার!'

'চীফ,' বলল রানা। 'বিপদ একটা নয়। চারদিকে গুঁড়ো, কুচি টুকরো, কাদার মত বরফ দেখতে পাচ্ছি আমি। দশ মিনিটের মধ্যে তোমার কনডেনসার ইনলেটের দম বন্ধ হয়ে যাবে গলায় বরফ আটকে। তার আগে তোমার ইঞ্জিন থেকে যতটুকু সম্ভব তার সবটুকু শক্তি আমি পেতে চাই। বুঝেছ? একটা স্টীম হোসকে কাজে লাগাও, কনডেনসারগুলোর চারদিকে গরম পানি ঘোরাতে থাকো। মেন স্টীম পাইপে কোন কনডেনসেশন যেন না থাকে, নিজের স্বার্থে দেখে নাও সেটা, তা না হলে বিস্ফোরণের পর তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। খানিকক্ষণের মধ্যে আমি ফুলস্পীডে সামনে এগোব ফুলস্পীডে পিছু হটব—ঝাঁকুনি দিয়ে জাহাজকে মুক্ত করার জন্যে। সাদাটে বরফে ইনলেট যদি ব্লক হয়ে যায়, অপেক্ষা করার সময় পাব না আমি। পারবে?'

'পারব,' বলল চীফ ইঞ্জিনিয়ার। 'পাঁচটা মিনিট সময় দিন আমাকে, ক্যাপ্টেন।'

'পাঁচ মিনিট,' বলল রানা। 'এক সেকেন্ডও বেশি নয়। রিঙ করব আমি।'

ডেকে গলহার্ডির সাথে যোগাযোগ করল রানা। 'ডিনামাইট আপাতত বাদ দাও। ট্যাকলগুলোকে তৈরি করে রাখো, যদি পারো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্রিজে চাই তোমাকে।'

কাপে ঢালা কফি ফেলে দিয়ে রানার পিছনে চলে এসেছে রেবেকা। তৈরি হয়ে আছে সে আবার কাপ ভর্তি করার জন্যে, কিন্তু রানা সময় না পেলে আবার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ভেবে ঢালতে সাহস পাচ্ছে না সে। রিসিভার রেখে দিয়ে তার দিকে ঘুরল রানা। কফি ঢালছে রেবেকা, রানা দেখল ফ্লাস্ক ধরা হাতটা কাঁপছে তার। 'তুমি চাও 'কপ্টার নিয়ে উড়ি···?' অদম্য কাশি বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। রানাও বাতাসের ধারাল ছোঁয়া অনুভব করল মুখে। বাতাসটা এল প্রথমে নরম হয়ে, অল্পঅল্প—দক্ষিণ দিক থেকে। ওভারকোট কোট, সোয়েটার, শার্ট এবং গেঞ্জি ভেদ করে চামড়ায় ছ্যাঁকা দিল আলতোভাবে। চমকে উঠল রানা। ষোলোকলায় পূর্ণ হতে যাচ্ছে বভেটের আবহাওয়া। ঝড় হলো সর্বশেষ অস্ত্র,

এইমাত্র যা প্রয়োগ করতে শুরু করল বভেট।

'পাঁচ মিনিট সময়ও দিতে পারলাম না চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে!' অসহায়ভাবে মাথা দোলাল রানা। গলহার্ডিকে ফোন করল ব্রিজে ফিরে আসার জন্যে। কালবিলম্ব না করে ছুটে চলে এল সে। রেবেকার হাত থেকে কফির কাপ নেবার সময় গম্ভীর গলায় বলল, 'দক্ষিণের বাতাস, না, রানা?'

উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। গলহার্ডি নিজেই বুঝতে পারছে। রেবেকা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, পা দুটো কাঁপছে—বসে পড়তে যাবে তখনই গলহার্ডি দুটো মস্ত হাত দিয়ে তার দু'দিকের কাঁধ ধরে ফেলল, 'বসা চলবে না, ম্যাডাম। এই জাহাজকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে তো সে রানা। জাহাজটা যদি মরেও, যুঝে মরবে, লড়ে মরবে—আপনার কাজ এই লোককে অনুপ্রাণিত রাখা, তবেই সে পারবে...।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ রেবেকা। স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা সে যখন উন্মাদিনীর মত চিৎকার করে উঠল, 'রানা। রানা, আমি বাঁচতে চাই। তোমাকে নিয়ে আমি বাঁচতে চাই। রানা! রানা! রানা, আমি বাঁচতে চাই!' গলহার্ডির শক্ত বাঁধন থেকে নিজেকে হিংস্র বিড়ালের মত মুক্ত করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রেবেকা রানার উপর। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণীর মত মাথা, মুখ ঘষছে সে রানার বুকে। 'এতদিন চাইনি, কিন্তু আজ আমি বাঁচতে চাই! রানা! নাউ আই ওয়ান্ট টু লিভ...।'

নির্মমভাবে দু'হাত দিয়ে কাঁধ ধরে রেবেকার মুখটা সরিয়ে দিল রানা বুকের কাছ থেকে, তারপর সশব্দে চড় মারল তার গালে। 'চুপ করো!' তীব্রকণ্ঠে বলল ও। 'শাট আপ!'

মাথা ঝাঁকানো বন্ধ করে চেয়ে রইল রেবেকা রানার দিকে। চোখ বেয়ে নেমে আসছে পানি। বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে যেন।

মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, 'মাথা খারাপ কোরো না, রেবেকা। প্লীজ। তোমাকে বলেছি, এখনও নিরাশ হইনি।' কথা বলার সময় ক্যাপ্টেন নোরিশের লগের পিছনে লেখা কয়েকটা শব্দ যেন ওর কানের কাছে উচ্চারণ করে গেল কেউ ফিসফিস করে—তাদের ভিতর একটা শীতল হিমাতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে।

সশব্দে কাঁপা কাঁপা নিশ্বাস ছেড়ে রেবেকা বলল, 'আমাকে মাফ করো, রানা! তোমাকে আমি আর বাধা দেব না কাজে।'

অভিমান, নাকি আস্থার প্রকাশ বুঝল না রানা। বোঝার সময়ও নেই তখন। সাগরের জমাট পিঠে একটা আলোড়ন দেখা দিচ্ছে। জমাট বরফের বিশাল দেহ ধীরে সুস্থে আড়মোড়া ভাঙছে। সকল আশার অবসান ঘটতে যাচ্ছে, ফ্যাক্টরিশিপের আয়ু আর কতক্ষণ তা বলার ক্ষমতা নেই এখন আর রানার। যেদিকে তাকাচ্ছে ও, বাতাসের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। বাতাস আসার সংবাদ পেয়েই যেন নড়েচড়ে উঠেছে জমাট বরফের মাঠ, সেই সাথে চারদিক থেকে কয়েক রকম নীল রঙের বাষ্প উঠছে, বাতাস তাদের পিঠে নিয়ে ছুটে আসছে ফ্যাক্টরিশিপের দিকে।

'গলহার্ডি!' বলল রানা। 'হুইল!' বলতে বলতে ছুটল ও ব্রিজ টেলিগ্রাফের দিকে। 'ফুল অ্যাহেড। পোর্ট টোয়েনটি।' কোয়ার্টার মাস্টারের কাছ থেকে

গলহার্ডি হুইলের দায়িত্ব নিয়ে নিল নিজের হাতে। 'জানি না' এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'জানি না আদৌ সাড়া দেবে কিনা ফ্যাক্টরিশিপ!'

ফোন তুলে নিল রানা। 'পিরো! ক্যাচারগুলোর হলো কি? আমাদের সাহায্যে আসছে না কেন তারা?'

'আমার সিগন্যালের জবাব দিচ্ছে না ওরা, হের ক্যাপিটান,' সেই শীতল, অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল পিরো।

'সেভ: স্ট্যান্ড বাই টু রেন্ডার ইমিডিয়েট অ্যাসিসট্যান্স ফ্যাক্টরিশিপ ইন গ্রেভ ডেঞ্জার।'

রানার কানে ভেসে এল চাবি টিপে দ্রুত মেসেজ পাঠাবার শব্দ। পনেরো সেকেন্ড পর পিরোর গলা পেল রানা। 'কোন উত্তর নেই, হের ক্যাপিটান!'

'উদ্দেশ্য কি ওদের? তোমার রাডারের অবস্থা কি? দেখতে পাচ্ছ পর্দায় ওদের?'

'ইয়েস, হের ক্যাপিটান,' বলল পিরো। 'ফাইভ রাডার কন্ট্যাক্টস—শিপ কন্ট্যাক্টস—বিয়ারিঙ এইট-ওহ ডিগ্রীজ। রিসিভিং।'

নিজের গলার স্বর চিনতে পারল না রানা। 'কি!' অবিশ্বাসে আঁতকে উঠল রানা। 'ওরা আমাদের ফেলে পালাচ্ছে?'

'ইয়েস, হের ক্যাপিটান।'

'কতটা পিছনে?'

'চার-পাঁচ মাইল—সম্ভবত।'

'চলমান?'

'ইয়েস, হের ক্যাপিটান! ফাস্ট। টুয়েলভ নটস, আমার ধারণা।'

তার মানে, মুক্ত পানিতে রয়েছে ওরা।

'মে ডে কল দেব, হের ক্যাপিটান?' অনুমতি চাইল পিরো, যেন ক'টা বাজে জানতে চাইছে, এমনই স্বাভাবিক সুর গলায়। 'কলটা থোর্সহ্যামারও শুনতে পাবে, হের ক্যাপিটান!'

May day সাহায্যের জন্যে একটা জাহাজের সর্বশেষ ব্যাকুল আবেদন। 'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। রিসিভার নামিয়ে রাখতে গিয়ে শুনতে পেল ও কথাটা: May Day! May Day!

শিউরে শিউরে উঠছে ফ্যাক্টরিশিপ, কিন্তু কোন দিকে নড়াচড়া করার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে তার। স্পোক ঘুরিয়ে কোন ফল পাচ্ছে না গলহার্ডি। তার অসহায় দৃষ্টি দেখে যা বোঝার বুঝে নিল রানা। ঝাঁকুনি খাইয়ে জাহাজটাকে পিছন দিকে মুক্ত করার চেষ্টা করে দেখব, মরিয়া হয়ে ভাবল রানা। ইঞ্জিনরূমকে ডাকল ও। 'চীফ। দুঃখিত। ফুল অ্যাস্টার্ন!'

'দি শ্যাফট···,' রানার নির্দেশ প্রচার করছে চীফ ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনরূমে, শুনতে পেল রানা। সশব্দে নামিয়ে রাখল ও ইয়ারপীস। সেই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে ফ্যাক্টরিশিপ পিছু হটতে শুরু করল। সামনের দিকের পানিতে মসৃণ একটা স্রোত তৈরি করতে করতে পিছিয়ে যাচ্ছে জাহাজ, স্রোতটার সাথে সাথে একটা বরফের

গ্রাউলার অনুসরণ করে আসছে তাকে। জমাট বরফ থেকে পানির টানে খসে এসেছে গ্রাউলারটা।

'স্টারবোর্ড!' চেঁচাল রানা। 'হার্ড স্টারবোর্ড, গলহার্ডি!' আবার সামনে ছুটল জাহাজ।

পারল না গলহার্ডি। দশ ভাগের সাত ভাগ সাগরই বরফ হয়ে গেছে। ছোট বড় নানান আকারের বাধা তার সামনের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। অসহ্য কাঁপুনিতে ফ্যাক্টরিশিপের প্রতিটি নাটবল্টু নড়ে উঠছে সশব্দে। গ্রাউলারের সাথে ধাক্কাটা সামলে নিয়ে টিকে গেছে জাহাজের নাক। পূর্ণ শক্তিতে ষাঁড়ের মত গুঁতো মেরে গ্রাউলারটাকে ভেঙে ভিতরে সেঁধিয়ে গেল নাকটা, ঘুরে গেল সেটা পরক্ষণে চরকির মত, একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে বাঁ পাশের হিমগিরির দিকে লাফ দিয়ে ছুটল। মাথার উপরের রড ধরে প্রায় ঝুলছে রানা, এক হাতে রিসিভার। গলহার্ডিকে নির্দেশ দিতে গিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল না ও, চাপা পড়ে গেল ফ্যাক্টরিশিপের বটম প্লেটের সাথে ওত্ পেতে থাকা জমাট বরফের সংঘর্ষের আওয়াজে। কাৎ হয়ে গেল ব্রিজের মেঝে একদিকে। গায়ের কাছ দিয়ে স্যাৎ করে সরে যাচ্ছে দেখে রিসিভার ফেলে দিয়ে রেবেকাকে ধরে ফেলল রানা, তীব্রগতি রোধ করতে গিয়ে রড থেকে হাতটা একটুর জন্যে খসল না।

নিচের ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠা জমাট বরফে আটকে গেছে ফ্যাক্টরিশিপ। উঁচু হয়ে গেছে সামনের দিকটা। রেবেকাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে রড ধরে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রানা।

বরফের এমন উত্থান আর বোধ হয় কারও দেখার দুর্ভাগ্য হয়নি। প্রচণ্ড ভূমিকম্পও বুঝি এতটা ভয়ঙ্কর নয়! হিমগিরির চারদিকটা ছাড়া সামনের বিস্তৃত বরফের মাঠ সারি সারি ফাঁক হয়ে যাচ্ছে চোখের পলকে, এক একটা ফাঁক আধ মাইল, সিকি মাইল চওড়া, সেই ফাঁক গলে মাথা তুলছে হিমগিরি—একটা নয়, একের পর এক, অসংখ্য। সবচেয়ে কাছেরটা ফ্যাক্টরিশিপের চিমনিকে ছাড়িয়ে উঠে গেছে ইতোমধ্যে, আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টায় উঠে যাচ্ছে আরও।

ইঞ্জিন এখনও চালু রয়েছে। ক্ষীণ একটা আশা যেন উঁকি দিল রানার মনে। হিমগিরির ধস ঠেকিয়ে রাখা যখন সম্ভব নয়, ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় যতটা সম্ভব পিছিয়ে যাওয়া। 'ফুল অ্যাস্টার্ন।' নির্দেশ দিল রানা। প্রপেলারের শব্দ হঠাৎ করে বদলে যাওয়ার সাথে সাথেই রানার কানের ভিতর বজ্রপাত ঘটল যেন। শক্ত ধাতু দুমড়ে মুচড়ে তুবড়ে গিয়ে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ইঞ্জিনরুমের নিচে, নতুন শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। মেন শ্যাফট আর্তনাদ করছে, ফেটে গেছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। একমুহূর্ত পরই আবার বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল ইঞ্জিনরুম থেকে। স্টারবোর্ড উয়িঙ-এর দিকে ছুটে গেল রানা, টলতে টলতে তার পাশে এসে দাঁড়াল রেবেকা। ফ্যাক্টরিশিপের বহিরাবরণ, স্টীল প্লেটিং ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, ফাঁকের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেল ভিতরে, একজন গ্রীজারকে দেখতে পেল রানা, কয়েক সেকেন্ড আগেও বেঁচে ছিল লোকটা, গ্রীজের স্রোতের মধ্যে পুড়ে মরে গেছে। মোটা সিলিন্ডার পাইপটা বিস্ফোরিত হয়েছে, উড়ে যাওয়ার পর

যে অংশটা রয়েছে তার ভিতর থেকে তীব্র স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে ফুটন্ত তেল।

মেন ডেকের দিকে চোখ পড়তে আঁতকে উঠল রেবেকা, 'ডিয়ার গড!'

পলকের জন্যে দেখতে পেল রানা দৃশ্যটা। আপাদমস্তক তেলে ভেজা লোকটা তীব্র যন্ত্রণায় লাটিমের মত বনবন করে ঘুরছে, সেই সাথে লাফাচ্ছে। তিন লাফ দিয়ে রেলিং টপকাল। শূন্যে দেহের ঘূর্ণনটা স্তিমিত হতে রানা দেখল হাত-মুখ বলতে কিছু নেই, বড় বড় ফোস্কা শুধু। বরফের উপর পড়ে গলিয়ে পানিতে পড়ল, কিন্তু তিন ফিটের বেশি ডুবল না লাশটা।

গলহার্ডির বিকট চিৎকার শুনে ঘাড় ফেরাল ওরা। সাথে সাথে দেখল রানা, আসল বিপদটা আসছে এবার। কাছাকাছি হিমগিরিটা ঝুঁকে পড়েছে ফ্যাক্টরিশিপের দিকে। ঝুঁকে পড়ে শকুনের মত গলা বাড়িয়ে তীব্র চোখে দেখছে যেন সে।

মাথাটা ভেঙে পড়তে সময় নিল। রেবেকার দিকে তাকাল রানা। চেয়ে আছে হিমগিরির মাথার দিকে, কিন্তু হিস্টিরিয়ার কোন লক্ষণ নেই। নিজের মধ্যে আশ্চর্য এক শান্ত ভাব বোধ করল রানা। মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তাকে সহজভাবেই গ্রহণ করা দরকার।

করার কিছুই নেই। ধসটার আকার দেখে ওজন অনুমান করার উৎসাহ পর্যন্ত পেল না রানা। হিসেব ছাড়াই বলা যায় পাশাপাশি আরও গোটা দশেক ফ্যাক্টরিশিপ থাকলেও চাপা দেয়ার জন্যে যথেষ্ট বরফ নিয়ে নামছে সে।

ঠোঁট কাঁপছে রেবেকার। 'তুমি আমাকে শিখিয়েছ···তোমার পাশে থেকে মরতে ভয় করছে না আমার, রানা।'

'চুপ!' দাঁতে দাঁত চেপে ঝুঁকে পড়ল রানা, কোমর বাঁকা করায় পিঠটা ওর ঢালু হয়ে গেছে, মাথা তুলে চেয়ে আছে একশো গজ দূরের হিমগিরির দিকে, পাহাড়টার মাঝখান বরাবর দৃষ্টি ওর। পেটটা ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত, অনেকটা তেকোনা দেখতে। ধসটা নামতে নামতে ফুলে ওঠা পেটের সাথে ধাক্কা খেয়ে দিক পরিবর্তন করছে।

দু'মিনিট পর আক্রান্ত হলো ফ্যাক্টরিশিপ। ধসের প্রথম ঢেউটা ফ্যাক্টরিশিপের পিছন দিকটাকে পানির সাথে দোলাতে শুরু করল তুমুল বেগে। সামনের দিকটা পিছলে নামতে শুরু করল পানির নিচের জমাট বরফের ঢালু গা বেয়ে। দশ ডিগ্রীর মত সরে এল ফ্যাক্টরিশিপ। এরপর একের পর এক বরফের ঢেউ এসে পড়তে শুরু করল ডেকের উপর।

হিমগিরির উঁচু হয়ে থাকা পেটটা বাঁচিয়ে দিয়েছে এযাত্রা ওদেরকে। ধসের দিক পরিবর্তন না হলে এতক্ষণে চিহ্ন থাকত না ফ্যাক্টরিশিপের। বরফের ঢেউগুলোর কয়েকটা মাত্র মেন ডেক পর্যন্ত এল। সিলিন্ডার পাইপ থেকে উত্তপ্ত তেল বেরুনো বন্ধ হয়ে গেছে। গোটা ডেক বরফের কুচিতে ভরপুর।

'পাম্পমেশিন চালু করে দেব, রানা?' জানতে চাইল গলহার্ডি।

বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা, অপরিচিত লাগল নিজের গলা, 'দরকার নেই। চারদিকের কঠিন বরফই এখন আটক রাখবে ওকে। ডুববে না। বভেটের

প্যাক আইস মুঠোয় ভরে নিয়েছে ফ্যাক্টরিশিপকে, গলহার্ডি।'

'ক্যাচারগুলোর খবর কি?' প্রশ্ন করল রেবেকা।

নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে ব্রিজ মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে গোটা জাহাজের লাউডস্পীকার সিস্টেম অন করল রানা বোতাম টিপে। 'জাহাজ থেকে নেমে পড়ার জন্য প্রস্তুত হও সবাই,' নির্দেশ দিল ও। 'স্টোরের সব খাবার ডেকে এনে জমা করতে হবে। ইমিডিয়েটলি। এই মুহূর্তে ডুবে যাবার কোন ভয় নেই আমাদের। কাজে লাগতে পারে এমন সব জিনিস ফ্যাক্টরিশিপ থেকে বরফে নামানো হবে।' বোতাম টিপে সিস্টেমটা অফ করে দিয়ে পিরোকে ফোন করল রানা, উত্তর পাবার আগে রানা শুনতে পেল May Day, May Day কল বেরিয়ে যাচ্ছে।

'কোন সাড়া নেই ক্যাচারদের,' উত্তরে বলল পিরো সংক্ষেপে, 'কিন্তু ওরা যোগাযোগ করছে থোর্সহ্যামারের সঙ্গে, হের ক্যাপিটান।'

'গলহার্ডিকে পাঠাচ্ছি তোমাকে ব্রিজে আনার জন্যে,' বলল রানা। 'কি বলছে ওরা?'

'আমাদের জন্যে খুব খারাপ, হের ক্যাপিটান,' উত্তরে বলল পিরো। 'খুব খারাপ সকলের জন্যে।'

কতটা খারাপ শোনার অপেক্ষায় না থেকে রিসিভার নামিয়ে রেখে গলহার্ডিকে নির্দেশ দিল রানা বন্দীদের সবাইকে ব্রিজে নিয়ে আসার জন্যে।

রেবেকাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা, সামনের দিকে উদাস দৃষ্টি। নীল হিমগিরির চূড়ার পিছনে নিষ্প্রভ সূর্য রয়েছে আকাশে কিন্তু আঁধার নেমে আসছে দ্রুত। তীব্র শীত হুল ফোটানোর মত লাগছে গায়ে। ফ্যাক্টরিশিপের তোবড়ানো বো-এর সাথে আটকে আছে একটা গ্রাউলার, তাতে জাহাজটার রঙিন একাংশের প্রতিবিম্ব ফুটেছে। জাহাজের ব্ল্যাক ফোরপিক পচা ঘামের মত সবুজাভ রঙ ধারণ করেছে, সেই রঙ ছড়িয়ে পড়েছে বোটগুলোকে ঢেকে রাখা তারপুলিনে। বোটগুলো একটাও অক্ষত নেই, মনে পড়ল রানার। কোয়ার্টার মাস্টার জানিয়েছে। থাকার কথাও নয়, বোটগুলো যেখানে রয়েছে ঠিক তার নিচেই ঘটেছে বিস্ফোরণটা।

অনেকক্ষণ কথা নেই কারও মুখে। তারপর শোনা গেল রেবেকার গলা, 'শক্ত বরফের ওপর দিয়ে কোথাও আমরা হেঁটে চলে যেতে পারি না, রানা?'

উত্তর দিল না রানা। কি যেন ভাবছিল ও। যখন উত্তর দিতে গেল, কান ফাটানো শব্দের সাথে দুলে উঠল ফ্যাক্টরিশিপ। নিচের বরফ সরে গিয়ে ভারসাম্য হারাতে বাধ্য করছে ফ্যাক্টরিশিপকে। কড় কড়-কড়াৎ—বজ্রপাতের মত শব্দ করে ফ্যাক্টরিশিপের একটা ইস্পাতের প্লেট ভাঙল।

মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না রানার। বিস্ময়বোধের কিছু আর অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে যেন। যাই ঘটুক, এখন থেকে সহজভাবেই গ্রহণ করবে ও, ঠিক করল মনে মনে। বারবার শুধু মনে পড়ে যাচ্ছে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত রেবেকার সংলাপটা—তোমাকে নিয়ে আমি বাঁচতে চাই, রানা!

ক্ষীণ একটা ম্লান হাসির রেখা ফুটল ওর ঠোঁটে। মাথা দোলাল একবার আপন মনে এদিক ওদিক। আর একটা প্লেট অসহ্য যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেই বিকট শব্দে ফাটল।

ক্যাপ্টেন নোরিশ এবং তার জাহাজ স্প্রাইটলির কথা মনে পড়ল রানার। ওরা সবাই ক্যাপ্টেন নোরিশকে অনুসরণ করতে যাচ্ছে, আর ফ্যাক্টরিশিপও যাচ্ছে ওদের সাথে, স্প্রাইটলির সাথে মিলিত হবে পরপারে।

রেবেকা কেঁপে উঠল একবার। রোমকূপ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে অসহ্য শীত। বাতাস বেড়ে উঠছে—শীতল এক আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে সকলের ভিতর। একটু আগেই নিবে গেছে আলো।

আট

পরদিন সকালে অ্যান্টার্কটিকাকে দেখে চেনাই গেল না। মেন ডেকের তিন জায়গায় ফাটল দিয়ে হাতি নামিয়ে দেয়া চলে। নিদন্ত বুড়ো মানুষের মুখের মত তুবড়ে গেছে চেহারাটা।

রানার অর্ডার আর গলহার্ডির তত্ত্বাবধানে সারারাত ধরে স্টোররূমের মালপত্তর বয়ে নিয়ে এসে জমা করা হয়েছে ডেকের উপর। গরম কাপড়, কম্বল এবং খাবার কোন জিনিসই বাদ পড়েনি। ইঞ্জিনরূম বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে মেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইমার্জেন্সী পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করিয়েছে রানা। কয়েক টন জিনিস-পত্রে ডেক এখন ভর্তি। সকাল হবার খানিক পর ব্রিজ ডেক মেন ডেকের উপর চোখ বুলিয়ে নেয়ার সময় রানা দেখল তুষার আর বরফের কুচির একটা পাতলা স্তর জমেছে সর্বত্র। ক্লান্ত, ভূতুড়ে চেহারার ক্রুরা ছুটোছুটি চেঁচামেচি করে এখনও মালপত্তর তুলছে।

ভোরের প্রথম অস্পষ্ট আলো দেখা দিতেই যুৎসই একটা প্ল্যাটফর্ম খুঁজে বের করার জন্যে গলহার্ডিকে নিয়ে ফ্যাক্টরিশিপ থেকে নেমে গিয়েছিল রানা। সারারাত ধরে চারদিকের বরফ পরস্পরের সাথে জোড়া লেগে জমাট হয়ে গেছে, বরফ এখন কুচি নয়, টুকরো নয়, গ্রাউলার নয়, একটা দিগন্তবিস্তৃত মাঠের সাথে মিশে একদেহ একপ্রাণ হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্যেও মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি ফ্যাক্টরিশিপ, সারাটা রাত তার আর্তনাদ শোনা গেছে। নাট-বল্টু, কাঠের পাটাতন, স্টীল প্লেট, মাস্তুল, চিমনি, ক্রেন, রেলিং—এক এক করে সব দুমড়ে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে।

একশো গজের মধ্যে চলনসই একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে ওরা। জায়গাটার নিরাপদতম এলাকা চিহ্নিত করে রেখে এসেছে মাথায় স্কারলেট ফ্ল্যাগওয়ালা লম্বা আইস পোল বরফে গেঁথে। প্রস্থের তুলনায় প্ল্যাটফর্মটা দৈর্ঘ্যে বেশি। সূর্যের আলো পড়ে তিন-চারটে রঙ ফুটেছে তার গায়ে, সবই নীলের রকমফের। ফ্যাক্টরিশিপ

থেকে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুবার নিরাপদ পথটাও কয়েকটা ফ্ল্যাগের সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সারারাত ব্রিজে ছিল রানা। মালপত্তর ডেকে তোলার ব্যাপারে যখন যেরকম প্রয়োজন নির্দেশ দিতে হয়েছে ওকে, সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হয়েছে বরফের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, হিমগিরির ধস নামছে কিনা দেখতে হয়েছে কিছুক্ষণ পর পর সার্চ লাইট জ্বেলে। কাছ ছাড়া হয়নি রেবেকা ওর। ব্রিজে হিটার অন করে বার বার কফি তৈরি করে খাইয়েছে সারারাত।

রাত থাকতেই দুঃসাহসিক একটা কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে জেদ ধরে গলহার্ডি, অনেক বুঝিয়েও তাকে ক্ষান্ত করতে পারেনি রানা। শেষ পর্যন্ত রেবেকা যখন তার সঙ্গ নিতে চায়, ক্ষান্ত হয় সে। ভোরের আলোয় প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে প্রথম কাজটিই ছিল গলহার্ডির মাঝখানে একটা norse ফ্ল্যাগ তোলা, হাফ-মাস্ট উচ্চতায়, আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্যাক্টরিশিপের মৃত্যুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে।

অকস্মাৎ বিপদের তেমন কোন ভয় নেই বুঝতে পেরে আবার স্যার ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার আর জার্কোকে নিচের কেবিনে তালাচাবির ভিতর পাঠিয়ে দিয়েছে রানা। স্যার ফ্রেডারিক কথা বলেনি একটাও, কোন চেষ্টাও করেনি সুযোগ বুঝে কিছু একটা মতলব হাসিল করার। বদমেজাজী লোকটার কান ঝালাপালা করা চিৎকারের হাত থেকে অন্তত রেহাই পেয়েছে রানা। মেয়ের সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, তার দিকে চোখ তুলে তাকায়ওনি ভুলে। কিন্তু পিরোর প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজের প্রতি এমন আন্তরিকতা আর কারও মধ্যে দেখেনি রানা। ক্লান্তি বলে কোন জিনিস নেই তার মধ্যে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্যের সাথে রেডিও সামনে নিয়ে চেয়ারে বসে সিগন্যাল পাঠিয়ে গেছে সে। রানা যে চেনের সাথে তার পা বেঁধে রেখেছে, যেন খেয়ালই নেই সেদিকে। মাঝে মাঝে মুখ তুলেছে সে শুধু রিপোর্ট দেবার জন্যে।

রাত ন'টার দিকে বিপজ্জনক রিপোর্টটা দেয় সে রানাকে। থোর্সহ্যামার রেইডার মনোকোন বুল, ক্লারিয়াস হ্যানসেন এবং লার্স ব্রুনভালকে অর্ডার করেছে রানাকে সহ স্যার ফ্রেডারিক, পিরো এবং ওয়াল্টারকে আটক করার জন্যে। স্কিপাররা বভেটে মিলিত হবে ডেস্ট্রয়ারের সাথে, সেখানেই হস্তান্তর করবে তারা বন্দীদের।

স্কিপারদের আসার অপেক্ষায় থাকা ছাড়া করার কিছুই নেই ওদের। পালিয়ে যাবার কথা ভাবতে যাওয়াও হাস্যকর। শুধু গলহার্ডি আর রেবেকাকে জানিয়েছে ব্যাপারটা রানা। শুনে ওরা যে প্রশ্নটা করল সেই প্রশ্নটা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিল সে অনেক আগে থেকে, কিন্তু সম্ভাব্য কোন উত্তর পাচ্ছিল না ও, এখনও পায়নি। ক্যাচারদের পাঠাচ্ছে কেন ওদের অ্যারেস্ট করার জন্যে? থোর্সহ্যামার নিজে আসছে না কেন? কোথায় সে এখন? এর চেয়ে আর কি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত সে? এ ব্যাপারে পিরোর তরফ থেকে কোন সাহায্য পেল না রানা। উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায় এমন সব দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল সে রেডিও কেন যথাযথ কাজ করছে না, রানা তাকে থামিয়ে দিয়ে রেহাই পেয়েছে।

রেবেকা আর গলহার্ডিকে দু'পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা ব্রিজে। বোঝা মাথায় নিয়ে প্রথম দলটা তাড়াহুড়োর মধ্যে তৈরি করা গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে নেমে যাচ্ছে ফ্যাক্টরিশিপ থেকে। বাতাস তেমন বাড়েনি, যতটা বাড়বে বলে ভয় করেছিল রানা। ... বরফের কুচি নিয়ে উড়ে আসছে দক্ষিণ দিক থেকে অবিরত, ফলে দু'তিনশো ...জের পরের দৃশ্য সব অস্পষ্ট, ঝাপসা লাগছে চোখে। ক্যাচারগুলো এই মুহূর্তে কোথায় জানা নেই ওদের। সারারাতে আইসফিল্ডের বিস্তার কমেছে না বেড়েছে তাও বোঝার কোন উপায় নেই। গত চার ঘণ্টা ধরে নতুন উদ্যমে চেষ্টা করছে পিরো ক্যাচারগুলোকে পিনপয়েন্ট করার জন্যে।

প্রথম দলটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুতে অধৈর্য হয়ে উঠল রানা। রেডিও অফিসে ফোন করল ও, 'পেয়েছ কোন রেডিও কন্ট্যাক্ট? জাহাজগুলো গেল কোথায়, পিরো? নাগালের মধ্যে থাকলে হয় রাডার না হয় রেডিওর মাধ্যমে আর কেউ না পাক তুমি তো পাবেই খোঁজ।'

গলার স্বরে কোন উত্থান নেই পিরোর, কোন পতনও নেই। 'নো কন্ট্যাক্ট, হের ক্যাপিটান,' একটু বিরতির পর বলল আবার, 'ধন্যবাদ, হের ক্যাপিটান, প্রশংসার জন্যে।'

'চেষ্টা করে যাও,' বলল রানা। 'আভাস পাওয়া মাত্র জানাবে আমাকে।'

'তাই হবে, হের ক্যাপিটান।'

রেবেকা বলল, 'তুমি বললে 'কপ্টার নিয়ে খোঁজ করতে পারি আমি। কোথায়, কি করছে জানতে পারলে নিজেদের জন্যে যা করার নিশ্চিতভাবে করতে পারব আমরা।'

'না,' মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে চোখ রেখে বলল রানা। 'বড়জোর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত যেতে পারো তুমি, যখন অনুমতি দেব। আমার ধারণা, দমকা বাতাস বিকেলের মধ্যেই শুরু হবে। থোর্সহ্যামার যদি আমাদের অ্যারেস্ট করতে চায়, আসুক, নয় ক্যাচারদের পাঠাক। তুমি কোথাও যেতে পারবে না।'

'কিছু একটা করতে দাও আমাকে!' বলল রেবেকা। 'হাত-পা গুটিয়ে এভাবে বসে থাকলে কোন লাভ হবে?'

'বসে থাকতে কে বলেছে তোমাকে?' হাসতে শুরু করল রানা। 'যাও তোমার ফড়িঙটাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামো।'

'ধন্যবাদ, হের ক্যাপিটান!' পিরোর সুর নকল করে ঠাট্টা করল রেবেকা।

'সাবধানে, রেবেকা,' বলল রানা। 'আগে খোঁজ নাও ফুয়েল ভর্তি যে ড্রামগুলো নিয়ে যেতে বলেছিলাম সেগুলো প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিনা

'ফুয়েল ড্রাম?' বিস্মিত হলো রেবেকা। 'কি হবে ও দিয়ে?'

'তোমার ফড়িঙকে বাঁধবে কিসের সাথে, বোলার্ড পাবে কোথায় প্ল্যাটফর্মে?'

'মাই গড!' রেবেকা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। 'এত কথাও মনে থাকে তোমার?'

ব্রিজ থেকে বিদায় নেবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না রেবেকার। রানার সঙ্গ ছেড়ে থাকতে পারেনি সে গতরাতে। রানা অনেক বলেও কেবিনে পাঠাতে পারেনি। হালকা কথাবার্তার মধ্যে, ঠিক ব্রিজ থেকে বেরোবার আগে ম্লান হেসে

সে জানতে চাইল, 'স্কিপাররা এলে ড্যাডির ব্যাপারে কি করবে তুমি ভেবেছ, রানা?'

'না,' গম্ভীর হলো রানা। 'প্রথম সমস্যা বেঁচে থাকা। সেটার সমাধান হলে আর সব কথা ভাবব।'

'না মানে, আমি জানতে চাইছি শেষ পর্যন্ত তুমি কি ড্যাডিকে তুলে দেবে থোর্সহ্যামারের হাতে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল রানা। 'থোর্সহ্যামার তোমার বাবাকে একা নয়, ওয়াল্টার এবং আমাকেও চায়। তুমি ভুলে যাচ্ছ, সী-প্লেনকে গুলি করে নামানোর সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করবে ওরা দু'জন।'

চিন্তিতভাবে বেরিয়ে গেল রেবেকা।

ফাটল ধরায় যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ধসে পড়তে পারে মেন ডেক। রেবেকা নিরাপদে টেক-অফ করতে পারে কিনা দেখার জন্যে এমনই মগ্ন হয়ে পড়ল রানা যে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কে বোঝা মাথায় নেয়া ক্রুদের দলটা হুড়মুড় করে পিছিয়ে আসছে তা খেয়ালই করল না ও। নিখুঁত কৌশলে ডেক ছেড়ে আকাশে উঠল রেবেকা, ব্রিজের উপর শূন্যে দাঁড় করাল সে 'কপ্টারকে। হাত বের করে কিছু একটা দেখাতে চাইছে রানাকে। ঘাড় ফেরাতেই সামনে দু'জন স্কিপারের মুখোমুখি হলো রানা। বুল, আর ব্রুনভাল। বুলের হাতে একটা পিস্তল দেখেই চিনল রানা, বেরেটা। হ্যানসেন তখনও ব্রিজে ওঠেনি, মেন ডেকে রয়েছে। বোঝা মাথায় নিয়ে একজন ক্রু তার সামনে পড়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পা তুলেছে হ্যানসেন। চেঁচিয়ে ওঠার আগেই তলপেটে সী-বুটের লাথি খেয়ে ডেকের উপর আছাড় খেয়ে তিন হাত গড়িয়ে গেল লোকটা। মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল হ্যানসেন, চিৎকার করে বলল, 'চোপ! একটা আওয়াজ মুখ থেকে বেরিয়েছে তো ঘুসি মেরে নাক ভেঙে দেব শালা তোমার। ক্যাপ্টেনগিরি ফলাতে এসেছ দক্ষিণ আটলান্টিকে, না?'

অতিকষ্টে নিজেকে দমন করল রানা। তাকাল বুল, আর ব্রুনভালের দিকে। লোহার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে আসছে হ্যানসেন, বুঝতে পেরেও সেদিকে তাকাল না ও।

বেরেটা চেপে ধরল বুল রানার বুকের মাঝখানটায়। 'আর সবাই কোথায়?'

'বন্দী,' বলল রানা। 'পিরো রেডিও অফিসে। বাকি তিনজন ফ্রেডারিকের কেবিনে।' গলায় ঝাঁঝ এনে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল ও। 'বুকে পিস্তল ধরেছ, বাহাদুর বটে! কাপুরুষ বাস্টার্ড কোথাকার! আমার নির্দেশ যদি শুনতে জাহাজটাকে রক্ষা করা যেত তখন।'

'থামো!' সাদা হয়ে ওঠা খোঁচা খোঁচা দাড়ি থেকে তুষার ঝরে পড়ল বুল মাথা ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে। 'ক্যাপ্টেন হও আর লাটসাহেব হও, তুমি আর তোমার গোটা ডাকাত পার্টি আমাদের হাতে বন্দী, বুঝেছ? আমরা তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি...।'

থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'জানি। বভেটে। রেডিওতে সব শুনেছি আমরা।

কিন্তু, ভুলটা তোমাদের ভাঙা দরকার। সী-প্লেনকে গুলি আমি করিনি…।'

'প্যাঁচাল বন্ধ করো,' ব্রুনভালের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল হ্যানসেন। 'আমরা নরওয়ের নাগরিক। আমাদের দু'জন যুবক পাইলটের রক্ত তোমাদের হাতে লেগেছে। তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করেনি, তবু খুন করেছ। সী-প্লেনটাকে যদি গুলি না করতে, বিদ্রোহ করতাম না আমরা। সে যাক, আমরা বেশি কথা বলতে বা শুনতে চাই না। নিয়ে যেতে এসেছি, নিয়ে যাব, তুলে দেব আমাদের ডেস্ট্রয়ারের হাতে—ব্যস!'

ব্রুনভাল বলল, 'হ্যানসেন, তুমি ক্রুদের সামলাও, যাও। ব্যাটারা নিজেদের মধ্যে কি মতলব আঁটছে কে জানে!'

বুল বলল, 'তার আগে তোমরা দু'জন মিলে বুড়ো শয়তানটাকে আর সবার সাথে নিচের ওই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাও, আমি আমার বন্দীদের নিয়ে রওনা হয়ে যাচ্ছি এখুনি।' রানার উদ্দেশে বলল সে। 'নামো, কুইক!'

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে বুলের পিস্তলের মুখে অপেক্ষা করে রইল গলহার্ডি আর রানা। ওরা পৌঁছুতে 'কপ্টারের ককপিট থেকে নিঃশব্দে নেমে এসেছে রেবেকা। একটা কথাও বলছে না সে। একবার শুধু রানার সাথে চোখাচোখি হতে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা নেড়েছে, কিন্তু মাথা নাড়ার অর্থটা বোধগম্য হয়নি রানার। দশমিনিট অপেক্ষা করার পর হ্যানসেন আর ব্রুনভাল এল স্যার ফ্রেডারিক, জার্কো, ওয়াল্টার আর পিরোকে নিয়ে। বুলকে দেখেই স্যার ফ্রেডারিক তার উজ্জ্বল নীল রঙের ওয়েদারপ্রুফ জ্যাকেটের হুডটা মাথা থেকে নামিয়ে পিছন দিকে সরিয়ে দিল। 'মনোকোন বুল, মাই বয়!' ভরাট গলায় বলল সে। 'তোমাকে দেখে কি যে খুশি লাগছে আমার তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব! ঠিক, ঠিক করেছ ওই ছোকরা আর আইল্যান্ডারটাকে গ্রেফতার করে।' শিকল পরানো হাত দুটো বুলের মুখের সামনে তুলে ধরল সে! 'দাও তো বাবা চেনটা কেটে। তাড়াতাড়ি করো, অনেক কাজ করার রয়েছে। তোমাদের সাথে নতুন করে একটা চুক্তিতে আসতে হবে, জানি আমি…।'

প্রতিক্রিয়া নেই বুলের চেহারায়।

রানা বুঝল, হ্যানসেন বা ব্রুনভাল ফ্রেডারিককে থোর্সহ্যামারের কথাটা বলেনি এখনও।

'আপনারা সবাই আন্ডার অ্যারেস্ট, স্যার ফ্রেডারিক—না, আপনি অ্যারেস্ট নন, ক্যাপ্টেন জার্কো। কিন্তু এই বন্দীদের আপনি কোন রকম সাহায্য করতে চেষ্টা করবেন না, বুঝেছেন?'

ধীরে ধীরে শিকল পরা হাত দুটো তলপেটের কাছে নামিয়ে নিল স্যার ফ্রেডারিক। গলার স্বরটা চ্যালেঞ্জের মত শোনাল তার, 'কার হুকুমে, রেইডার বুল?'

'থোর্সহ্যামারের,' কঠিন শোনাল উচ্চারণটা।

একে একে তিনজন স্কিপারের দিকে তাকাল স্যার ফ্রেডারিক। 'হুঁহ্! তোমরা

আবার নিজেদেরকে পুরু- মানুষ বলে দাবি কর। ছিঃ, লজ্জা হওয়া উচিত তোমাদের। আশ্চর্য! তি্ জেনের একজনের মধ্যেও বভেট অভিযানে যাওয়ার যোগ্যতা নেই। যেই যাত্রাপথে একটু বিঘ্ন দেখা দিয়েছে অমনি লেজ তুলে পিছন দিকে দে ছুট। সব বরবাদ করে দিয়েছ ব্যাটারা। নীল তিমি যে টাকার পাহাড় উপহার দেবে, বেমালুম ভুলে বসে আছ!'

'আপনি এবং আপনার নীল তিমি—ফুহ্!' বলল বুল। 'খামোকা লোভ দেখাচ্ছেন, ওতে কোন কাজ হবে না। নীল তিমি যে ভুয়া একটা অজুহাত এটুকুর অন্তত প্রমাণ পেয়েছি আমরা, আপনার আসল কু-মতলবটা কি জানতে না পারলেও।'

'নীল তিমি ভুয়া?' স্যার ফ্রেডারিক আকাশ থেকে পড়ল, ফিরল ওয়াল্টারের দিকে। 'শুনলে, ওয়াল্টার? ব্যাটারা গাঁজা খেয়ে কি বলছে শুনতে পাচ্ছ? নীল তিমি ভুয়া। একটা অজুহাত।' বুলের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল সে। 'প্রমাণ? নীল তিমি ভুয়া, কি তার প্রমাণ?'

'আপনার মেয়েই তার প্রমাণ,' বলল বুল। 'সে কাছাকাছি নীল তিমির ব্রিডিং গ্রাউন্ড আবিষ্কার করেছে বলে রেডিওতে চেঁচিয়ে দক্ষিণ আটলান্টিক মাত করে ফেলল, অথচ ফ্যাক্টরিশিপ থেকে আমরা নির্দেশ পেলাম হাই স্পীডে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক সাগর এলাকায় ঢুকে পড়ার—কেন?'

ব্রুনভালেরও কিছু বক্তব্য রয়েছে, শুরু করল সে, 'নিজের দেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে তিমি শিকার করে কিছু অতিরিক্ত টাকা রোজগার করতে রাজি হয়েছিলাম আমরা, বেলাইনে যাওয়ার ওইটুকুই আমাদের নির্দিষ্ট সীমা। আপনি যখন আমাদের দেশেরই একটা সী-প্লেনকে অকারণে গুলি করে ফেলে দিলেন, সহ্য করার বাইরে চলে গেল ব্যাপারটা। আপনারা সবাই খুনী, একজোট হয়েছেন কোন খারাপ উদ্দেশ্যে। তার শাস্তি আপনাদের পেতেই হবে।'

রানা বলল, 'গুলি করার ব্যাপারে গলহার্ডির কোন ভূমিকা ছিল না। ওকে তোমরা গ্রেফতার করতে পারো না।'

হ্যানসেন বলল, 'আমরা জানি। গলহার্ডি, তোমাকে আমরা গ্রেফতার করছি না, কিন্তু তোমার ক্যাপ্টেনকে যদি সাহায্য করতে চেষ্টা করো, কপালে খারাবি আছে তোমার তা বলে দিচ্ছি।'

গলহার্ডি এমনভাবে শব্দ করে হেসে উঠল যে হ্যানসেন যেন ছেলেমানুষির চূড়ান্ত করেছে কথাটা বলে। 'রানার কথা বলছ? ও যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। ক্যাচারে ওকে নিয়ে গেলে আমাকেও যেতে হবে সাথে।'

'আমি...,' শব্দ হাতড়াতে লাগল রেবেকা, বাপের সামনে আমিও রানার সাথে যাব বলতে বাধছিল তার, হঠাৎ ইচ্ছেটা প্রকাশ করার সুন্দর একটা পথ দেখতে পেল সে, 'আমি যাব গলহার্ডির সাথে, যেখানে ও যাবে সেখানেই।'

'আবার বলছি বুল, ভুলটা তোমাদের ভাঙা উচিত,' বলল রানা। 'সী-প্লেনকে গুলি আমি করিনি। অরোরার স্টিয়ারিং-ম্যানকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো...।'

'দেখেছি,' বলল হ্যানসেন। 'সে তোমাকে আর ওয়াল্টারকে দেখেছে গান

প্ল্যাটফর্মে উঠতে। তারপরই শব্দ শুনেছে গুলির।'

হ্যানসেন থামতেই বুল কঠিন কণ্ঠে বলল, 'একজনের নয়, অস্ত্রটা দু'জন অপারেট করার জন্য। স্টিয়ারিং-ম্যান Spandau-এবং Hotchkins দুটো থেকেই গুলির শব্দ শোনার সাক্ষ্য দিয়েছে। অস্ত্রটা চালাতে দু'জনই অংশগ্রহণ করেছ তোমরা।'

এরপর ওয়াল্টার শুরু করল নিজের ব্যাখ্যা। সাত মিনিট ধরে একনাগাড়ে যা বলল সে তার মধ্যে একটা কথাও সত্য নয়। বুল, ব্রুনভাল বা হ্যানসেন কথাগুলো শুনল চুপচাপ, কিন্তু বোঝা গেল আরেক কান দিয়ে বের করে দিল প্রতিটি শব্দ ওয়াল্টার থামতে মৃদু হেসে বলল বুল, 'যা বললে তার একটা কথাও মনে নেই আমার, ওয়াল্টার।' হ্যানসেন আর ব্রুনভালের দিকে ফিরল সে। 'তোমাদের?'

'কিচ্ছু মনে নেই,' একযোগে বলল দু'জন।

'আর একবার বলো তাহলে,' বলল বুল, 'এমন চিৎকার করে বলো যাতে গলার রগ ছিঁড়ে যায়, তা না হলে ফের সব ভুলে যাব, ফের তোমাকে কষ্ট করে রিপিট করতে হবে···।'

অপমানটা বুঝতে একটু দেরি করে ফেলেছে ওয়াল্টার। আবার শুরু করতে যাচ্ছিল, তিনজন একযোগে হেসে উঠতে বোকার মত চেয়ে রইল সে।

হাসি থামতে বুল বলল, 'আসল কথা, কারও কোন ব্যাখ্যা আমরা শুনতে চাই না। আমরা জানি, সী-প্লেনকে গুলি করেছে রানা আর ওয়াল্টার—এটাই সত্য।'

প্রতিবাদ করল রানা, 'না। সত্য এটা নয়। আমি সী-প্লেনকে গুলি করিনি।'

'ফের সেই তর্ক?' বুল দাঁতে দাঁত চাপল। 'একবার বলেছি না, কারও কথা শুনতে চাই না?' পিরোর দিকে ফিরল সে। 'কপ্টারে চড়ে থোর্সহ্যামারকে সিগন্যাল দাও। নো ট্রিকস।' বেরেটা ছুঁড়ে দিল সে, লুফে নিল হ্যানসেন। 'ওর সাথে যাও, হ্যানসেন। পিরো, থোর্সহ্যামারকে বলো আমি রেইডার মনোকোন বুল, সী-প্লেনকে যারা গুলি করে নামিয়েছিল তাদের অ্যারেস্ট করেছি এবং পূর্ব-নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে বভেটে তার সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।'

পিরোকে নিরাসক্ত, নির্বিকার দেখাচ্ছিল এতক্ষণ। বুলের কথার মধ্যে কি সে আবিষ্কার করল সেই জানে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। স্যার ফ্রেডারিকের দিকে একবার তাকাল সে, শ্রাগ করল খানিকক্ষণের ব্যবধানে দু'বার। তারপর ফিরল রানার দিকে। 'হের ক্যাপিটান মাসুদ রানা মোর্স পড়তে পারেন,' বলল সে বুলকে হাসতে হাসতে। 'ইচ্ছে করলে হের ক্যাপিটানকে ককপিটের দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে নজর রাখতে বলতে পারো আমি কারেক্ট মেসেজ পাঠাচ্ছি কিনা।'

বুল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল পিরোর অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে।

রেবেকা দলছুট বাছুরের মত দূরে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে রানার দিকে করুণ চোখে। তার পাশ ঘেঁষে এগোল রানা পিরোর পিছু পিছু। কিছু বলতে গিয়েও বলল না রেবেকা, রানাও দমন করে রাখল নিজেকে।

কপ্টারে উঠে রেডিও অন করে বসল পিরো। হ্যানসেন দাঁড়াল তার পিছনে।

রানা দরজার কাছে রইল। ডেস্ট্রয়ারকে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল দ্য ম্যান উইথ ইম্যাকুলেট হ্যান্ড।

রেইডার বুল স্কিপার ক্যাচার ক্রোজেট টু থোর্সহ্যামার স্টপ
আই হ্যাভ দ্য মেন হু শট ডাউন অ্যান্ড কিলড্ ইওর সী-প্লেন
ক্রু অন্ডার অ্যারেস্ট স্টপ আই উইল মিট ইউ অ্যাট বভেট
অ্যাজ অ্যারেঞ্জড্ স্টপ।

ছলচাতুরীর চেষ্টাই করল না পিরো। থোর্সহ্যামারকে টেরই পেতে দিল না সে নিজের পরিচয়। খুঁত খুঁত করছে রানার মন। কোথাও কোন রহস্য আছে, কিন্তু ঠিক কোথায় তা ধরতে পারছে না। বুলের মেসেজটা পাঠাতে এত কেন আগ্রহ পিরোর? প্রস্তাবটা পেয়ে খুশি হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে তার? ক্রেডারিকের সাথে পিরোও এই ষড়যন্ত্রে জড়িত, থোর্সহ্যামার তাকেও গ্রেফতার করবে। সেক্ষেত্রে কেন...?

এমন সময় থোর্সহ্যামারের উত্তর আসতে শুরু করল:

থোর্সহ্যামার টু রেইডার বুল ক্যাচার ক্রোজেট স্টপ মিট অ্যাট বভেট অ্যাজ অর্ডারড্ স্টপ পার্ট অভ ইওর মেসেজ নট আন্ডারস্টুড স্টপ থোর্সহ্যামার'স সী-প্লেন রান আউট অভ ফুয়েল স্টপ ক্রু অন লাইফক্র্যাফট স্টপ পজিশন অ্যাপ্রোক্সিমেটলি হান্ড্রেড মাইলস ওয়েস্ট অভ বভেট স্টপ অ্যাম সার্চিং ফর ফ্লায়ার্স স্টপ।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না রানা। সী-প্লেনের ফুয়েল শেষ হয়ে গেছে। ক্রুরা নিরাপদ আছে লাইফক্র্যাফটে! অসম্ভব! ভাবল রানা। নিজের চোখে দেখেছি আমি সী-প্লেনকে Spandau-এর গুলি খেয়ে পানিতে পড়তে!

স্তম্ভিত রানাকে ধাক্কা দিয়ে ককপিটে উঠে গেল ব্রুনভাল। 'কি! কি বলছে?'

খবরটা রটিয়ে দিয়েছে হ্যানসেন জানালা দিয়ে ইতোমধ্যে।

'অসম্ভব!' ব্রুনভাল চেঁচিয়ে উঠল। 'নিজের চোখে দেখেছি আমি গুলি খেয়ে...'

পিরোর দিকে চেয়ে আছে রানা। দাঁত বের করে হাসছে সে রানার দিকে চেয়ে।

'সী-প্লেন ডোবেনি! পিরো, ব্যাপার কি? সী-প্লেন সিগন্যাল দিচ্ছে কিভাবে?'

বোতাম টিপে সেটটা অফ করে দিল পিরো, কিন্তু আবার কী-এর উপর হাত রাখল। তার মানে শুধু রানাকে বোঝাবার জন্যে মরা সেটের চাবি টিপতে শুরু করল।

মোর্স সিগন্যাল। কীগুলোর উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে আঙুল চালিয়ে যাচ্ছে পিরো। দশ সেকেন্ডে বুঝে নিল রানা রহস্যটা। পিরোর মেধা সত্যিই মুগ্ধ এবং বিস্মিত করল ওকে। না, কোহলারের উপযুক্ত শিষ্য বটে লোকটা, একটা ট্যালেন্ট, সন্দেহ নেই।

সী-প্লেন নয়, থোর্সহ্যামারকে সিগন্যাল পাঠিয়েছে পিরোই, সী-প্লেনের নামে। থোর্সহ্যামার টের পায়নি জালিয়াতিটা।

জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল সব। থোর্সহ্যামার সী-প্লেনের পাইলটদের

উদ্ধার করার চেষ্টা করছে, তাই সে নিজে আসতে পারেনি ওদের গ্রেফতার করতে। ক্যাচারগুলো যখন থোর্সহ্যামারকে সিগন্যাল পাঠাচ্ছিল পিরোর মাথায় সম্ভবত তারও আগে বুদ্ধিটা ঢোকে। ডেস্ট্রয়ারটা এখন সাগরের কাল্পনিক এলাকায় খুঁজছে পাইলট দু'জনকে, যাদের কোন অস্তিত্বই নেই! পিরো যে শুধু থোর্সহ্যামারকে ধোঁকা দিতে সফল হয়েছে তাই নয়, আসলে সে প্রমাণ করেছে ওয়াল্টার কোন ক্রাইম করেনি, কারণ থোর্সহ্যামারের রেডিও লগ সাক্ষ্য দেবে সী-প্লেন থোর্সহ্যামারের উদ্দেশে সিগন্যাল পাঠিয়েছে গুলিবিদ্ধ হওয়ার অনেক আগে থেকে। থোর্সহ্যামার ওদের গ্রেফতার করতে চাইছে এবং পারে শুধু একটি মাত্র অভিযোগে: ওরা নরওয়ের সমুদ্র-সীমায় অনুপ্রবেশ করেছে। অপরাধটা তেমন কিছু নয়। কিন্তু বুল, হ্যানসেন, ব্রুনভাল এরা জানে, নিজের চোখে দেখেছে সী-প্লেনকে গুলি খেয়ে সাগরে পড়তে। থোর্সহ্যামারের সাথে দেখা হলে এরা সত্য ঘটনাটা প্রমাণ করার জন্যে কম চেষ্টা করবে না। তখনই হয়তো থোর্সহ্যামারের রেডিও অপারেটর রহস্যটা আঁচ করতে পারবে।

গ্রেফতার হলে সমূহ বিপদ, ভাবল রানা। ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে ওয়াল্টার, স্যার ফ্রেডারিক, জার্কো, ফ্যাক্টরিশিপের নাবিক আর ক্রুরা, সাক্ষ্য দেবে অরোরার স্টিয়ারিংম্যান। বুল, হ্যানসেন এবং ব্রুনভাল যা বলবে, ওর বিরুদ্ধেই যাবে সব। গলহার্ডি একা শুধু রানার পক্ষ নেবে, কিন্তু তার সাক্ষ্যের দাম কি? ঘটনাটা যখন ঘটে তখন সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। বাকি থাকে রেবেকা। বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে সে, এমন আশা করা উচিত নয়। তাছাড়া দিলেই বা কি, সকলের কথা অবিশ্বাস করে একা রেবেকার কথা বিশ্বাস করবে কেন নরওয়ে বিচারপতিরা?

ককপিট থেকে নিচে নামল রানা। বুল দাঁড়িয়ে আছে অদূরে। ওকে দেখে এগিয়ে এল সে সামনে স্যার ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টারকে নিয়ে। গলহার্ডি, জার্কো এবং রেবেকাও কাছাকাছি চলে এল। 'কপ্টার থেকে নেমে এল বাকি তিনজন।

'শুনেছ, বুল?' বলল রানা। 'এইমাত্র সিগন্যাল পাঠিয়েছে থোর্সহ্যামার। সী-প্লেনের নাকি ফুয়েল ফুরিয়ে গেছে, গুলি খেয়ে পড়েনি। তার পাইলটরা বেঁচে আছে, যোগাযোগ রাখছে থোর্সহ্যামারের সঙ্গে।'

'বিশ্বাস করি না!' বুল মাথা দোলাল এদিক ওদিক। 'এর মধ্যে কোথাও ঘাপলা আছে। নিজের চোখে দেখেছি সী-প্লেন গুলি খেয়ে...'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ঘাপলাটা কোথায় বলছি আমি।'

পিরোর চাতুরীটা সংক্ষেপে প্রকাশ করে দিল রানা। এই ফাঁকে ও যে নির্দোষ, ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টারের ষড়যন্ত্রের শিকার, ব্যাখ্যা করে আর একবার বলার চেষ্টা করতে বাধা দিল বুল। 'কোন ব্যাখ্যা শুনতে আমি রাজি নই। আমার দায়িত্ব আমি পালন করব। বভেটে যাচ্ছি আমরা। সবাইকে তুলে দিচ্ছি থোর্সহ্যামারের হাতে।'

'পিরোর সিগন্যাল পাবার পর থোর্সহ্যামার আর তোমাদের সিগন্যালে কান দেবে না,' বলল রানা। 'বভেটে পৌঁছাতে চাও ভাল কথা, কিন্তু থোর্সহ্যামারের দেখা কবে পাবে তার ঠিক নেই—কারণ, সে তার পাইলটদের খুঁজে না পেলে

দ্বিতীয় কোন কাজের কথা ভাববে না।'

স্যার ফ্রেডারিক বলল, 'ওদের আরও একটা কথা বোঝাবার চেষ্টা করো, রানা। অ্যান্টার্কটিকায় হত্যাকাণ্ড ঘটলেও কেউ হত্যাকারীকে কারও হাতে তুলে দিতে বাধ্য নয়। এটা আমার মনগড়া কথা নয়, অ্যান্টার্কটিক ট্রিটির একটা ধারা, যে ট্রিটিতে তোমার দেশ সই করেছে, রেইডার বুল।'

বুলের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সে তার কর্তব্য পালনে অনড়! 'এসব প্যাঁচ আমি বুঝি না, বুঝতে চাইও না। আমি একটা কথাই জানি, বভেটে যেতে হবে! তোমরা সবাই যার যার ছোটখাট জিনিস সঙ্গে নিতে পারো,' স্যার ফ্রেডারিকের দিকে তাকাল বুল। 'আপনি আগে। কিছু নেবেন সঙ্গে?'

'আমার ডেস্ক ড্রয়ারে পুরানো একটা চার্ট আছে, ওটা আনাও। পাশেই আছে ছোট একটা লেদার ব্যাগ। ওই ড্রয়ারেই পাবে একটা ফার্স্ট-এইড কিট, হাইপোডারমিক সিরিঞ্জসহ। আর লিকার কেবিনেট থেকে আমার গুয়ারানা চাই। ব্যস!'

'তুমি, রানা?'

'আমার সেক্সট্যান্ট,' বলল রানা। 'আর কিছু নয়।' রানার এই সেক্সট্যান্টেই থম্পসন আইল্যান্ডের আসল পজিশন চিহ্নিত করা আছে।

জার্কো আর ওয়াল্টারকে হাত দিয়ে দু'পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বুক চিতিয়ে বুলের সামনে এসে দাঁড়াল গলহার্ডি। তার বাঁ হাতের তালুতে বড় বড় নখসহ আঙুলগুলো সেঁধিয়ে যাচ্ছে। 'ক্যাপ্টেন রানার সাথে আমিও যাচ্ছি, তুমি জানো, রেইডার বুল,' গলহার্ডির গলা অসম্ভব গম্ভীর। 'তোমরা সবাই সেইলর এবং তোমাদের প্রত্যেকের একটা করে জাহাজ আছে। সেই রকম আমারও একটা পালতোলা জাহাজ আছে। এতবড় দুনিয়ায় আমার নিজের বলতে ওই একটাই জিনিস। একজন ট্রিসটান ডা চানহা দ্বীপবাসীর কাছে তার বোট তার প্রাণের চেয়ে এতটুকু কম প্রিয় নয়। আমি যাব, কিন্তু সাথে নেব আমার বোটটাকে।'

এই প্রথম বুলের চেহারার মধ্যে কোমল ভাবের দেখা মিলল। 'এতক্ষণে একজন মানুষের মত মানুষ পেলাম। দুঃখ এই যে, আইল্যান্ডার গলহার্ডি, তুমি একজন মার্ডারারের বন্ধু, আমার নও।' একজন সেইলর তার জাহাজকে কতটা ভালবাসে বুল নিজে সেইলর বলে জানে ভাল করেই, অন্যান্যরাও গলহার্ডির দাবির মধ্যে আপত্তির কিছু দেখল না। 'তুমি আমার জাহাজে তোমারটা তুলতে পারো।' বুলের প্রস্তাবে মাথা নেড়ে সায় দিল হ্যানসেন আর ব্রুনভাল! 'না—দাঁড়াও! তার কি দরকার?' ফের বলল বুল। 'জাহাজটাকে রানা কাঁধে করে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না, সেক্ষেত্রে কোনরকম গোলযোগ করার চান্স পাবে না ও।' সঙ্গীদের দিকে তাকাতে হোঃ হোঃ করে হাসল তারা।

'ছোট একটা সুটকেস তৈরি করা আছে আমার,' বলল রেবেকা। 'জাহাজ ছাড়তে হতে পারে মনে করে রানা প্রয়োজনীয় জিনিস ভরে নিতে বলেছিল। ব্রিজে আছে।'

বুলের চেহারা আবার কঠিন হলো। 'তুমি এখানেই থাকবে, মিস। ক্যাপ্টেন

জার্কোও থাকবেন, ফ্যাক্টরিশিপ থেকে মালপত্তর নামানো তদারকি করার জন্যে। বরফের কিনারায় পৌঁছে আমরা ওয়াকিটকির সাহায্যে সিগন্যাল পাঠাব, তখন তুমি 'কপ্টার নিয়ে আমাদের কাছে যাবে। 'কপ্টারটা কাজে লাগতে পারে আমাদের। ক্যাচারগুলোর পাশে উঁচু বরফের প্ল্যাটফর্মে নামাবে তুমি 'কপ্টার, আমরা সবাই মিলে যে-কোন একটাতে টেনে তুলে নেব ওটাকে।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল রেবেকা, কিন্তু বুল তাকে কোন সুযোগ দিল না। 'হ্যানসেন, যে যা চেয়েছে নিয়ে এসো সব। বী কুইক! আবহাওয়া ক্ষেপে ওঠার আগেই এই জায়গা ছাড়তে চাই আমি।' জার্কোর দিকে ফিরল সে। 'বভেটে থোর্সহ্যামারের হাতে এদের তুলে দিয়েই ফিরে আসব আমরা। তার নির্দেশ, আমাদের তিনজনকেই বভেটে যেতে হবে। ওয়াল্টার অপরাধীদের একজন, তাই তার ক্যাচারকেও নিয়ে যেতে হচ্ছে। ফিরে এসে অ্যান্টার্কটিকার ক্রুদের তুলে নেব আমরা। চারটে ক্যাচার, জায়গার কোন অভাব হবে না। মাত্র ক'টা দিনের ব্যাপার, এর মধ্যে বরফ গলতে শুরু করবে না। নিরাপদেই থাকবেন আপনারা।'

ক্যাপ্টেন দোনোভান জার্কো মুখ ঘুরিয়ে নিল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তুষার কণায় ঝাপসা ফ্যাক্টরিশিপকে দেখল রানা।

'এত বরফ কখনও দেখিনি,' ম্লান গলায় বলল জার্কো। 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। ভাল ঠেকছে না আমার।'

রেবেকার দিকে রানা পা বাড়াতে বুল ওর বুকের দিকে আড়াআড়িভাবে হাত তুলে বাধা দিল। সকলের মনোযোগ এখন স্যার ফ্রেডারিকের দিকে। কি যেন আশা করছে সে। তার উত্তেজনা সংক্রামিত হচ্ছে সকলের মধ্যে। পিরো ফিরে গেল 'কপ্টারে। তাকে পাহারা দিতে গেল ব্রুনভাল। হ্যানসেনকে ফ্ল্যাগের মাঝখান দিয়ে ফিরে আসতে দেখে বুলের বাড়ানো হাতকে অগ্রাহ্য করে কয়েক পা এগিয়ে গেল স্যার ফ্রেডারিক, হ্যানসেনের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল সে ক্যাপ্টেন নোরিশের চার্টটা। কারও দিকে তাকাল না সে। বরফের উপর হাঁটু গেড়ে বসল সে, চার্টটা খুলে রাখল ঢালু উরুর উপর। 'এদিকে এসো, রেইডার বুল,' হুকুমের সুরে কাছে ডাকল স্যার ফ্রেডারিক। সব ক'টা পা এগিয়ে গেল, যেন চুম্বকের মত টানছে নোরিশের চার্ট সবাইকে। স্যার ফ্রেডারিকের চারধারে গিয়ে দাঁড়াল সবাই, ঝুঁকে পড়ল।

'শুনেছ কখনও থম্পসন আইল্যান্ডের নাম?' ধমকের সুরে প্রশ্নটা করল স্যার ফ্রেডারিক।

রেইডার বুল বাঁকা চোখে দেখছে ক্যাপ্টেন নোরিশের চার্টটাকে। শ্রাগ করে বলল, 'শুনেছি। Scotic sea-এর অরোরা আইল্যান্ডের নামও শুনেছি আমি, দু'শো বছর ধরে খুঁজেও মানুষ তাকে আর পায়নি। আসলে এই সব দ্বীপগুলোর অস্তিত্ব আছে শুধু মানুষের কল্পনায়, বাস্তবে নেই একটাও।'

শীতে সবুজ হয়ে ওঠা চোখ তুলে স্যার ফ্রেডারিক ঝাড়া চার সেকেন্ড দেখল বুলকে। পাত্তা দিল না বুল স্যার ফ্রেডারিকের তীব্র ভর্ৎসনা মাখা দৃষ্টিকে। 'উঠুন!' কঠোর শোনাল তার নির্দেশ। 'স্ট্যান্ড আপ!'

চোখ নামিয়ে নিয়ে চার্টের দিকে তাকাল স্যার ফ্রেডারিক। চার্ট ধরা হাত দুটো কাঁপছে। মৃদু শব্দে আওয়াজ করছে লোহার চেনটা।

'ড্যাডি,' রেবেকা টের পেয়ে গেছে বুল অপমানকর কিছু একটা ঘটাতে যাচ্ছে। ভীষণ বিরক্ত দেখাচ্ছে তাকে, গায়ে হাত তুলতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। 'ওঠো,' ব্যস্ত হয়ে বলল রেবেকা। 'থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে পরে মাথা ঘামালেও চলবে।'

আবার যখন মুখ তুলল স্যার ফ্রেডারিক, সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিল তার চোখ দুটো। সবুজ দু'টুকরো আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে মণি দুটো, চারপাশে নীল বরফের প্রতিচ্ছায়া। 'মাথা ঘামাবার এই তো সময় রে, পাগলি।' থর থর করে কাঁপছে স্যার ফ্রেডারিকের গলা। 'দূর থেকে মাথা ঘামিয়েছি গত ত্রিশ বছর ধরে, আজ এত কাছে এসে মাথা ঘামাব না বলতে চাস?' হ্যানসেন আর বুলের দিকে তাকাল সে। 'রেইডার বুল। হ্যানসেন। থম্পসন আইল্যান্ড আছে। থম্পসন আইল্যান্ড কল্পনা নয়। এই যে, এই দেখো তার পজিশন,' ক্যাপ্টেন নোরিশের চার্টটা শূন্যে তুলে পতাকার মত নাড়ল কয়েকবার। 'ক্যাপ্টেন রানা তোমার সামনে উপস্থিত, ওকে জিজ্ঞেস করো। মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাছ থেকে এসেছে ও। তিনি দেখেছেন, নিজের চোখে দেখেছেন, বুঝতে পারছ আমার কথা?' গলা চড়ল তার। 'শোনো! শোনো ক্যাপ্টেন নোরিশ কি বলেছে! ক্যাপ্টেন নোরিশ তো আর বাজে কথা বলার মানুষ ছিল না। সে-ই থম্পসন আইল্যান্ডের আবিষ্কারক!' পুরানো চার্টটা উল্টে পড়তে শুরু করল স্যার ফ্রেডারিক।

শুনছে না রানা। শোনার দরকার নেই ওর। ক্যাপ্টেন নোরিশ যা লিখে রেখে গেছেন মুখস্থ হয়ে গেছে ওর।

'থম্পসন আইল্যান্ড খাড়া একটা পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। দূর থেকে দেখে মনে হয় পোড়া কাঠের মত, কয়লা আর ছাইয়ের স্তূপ পাথরটার খাঁজে খাঁজে জমে আছে। তার ওপর দিয়ে মোটা মোটা লাভার শিরা উপশিরা নেমে এসেছে, যেগুলো দেখতে কালো রঙের কাচের মত, কিন্তু তার বেশিরভাগগুলোর ওপরই সাদা রঙের রগ জেগে আছে।'

দাঁত দিয়ে বরফ ভাঙার মত শব্দ বেরিয়ে এল বুলের মুখের ভিতর থেকে দাঁতে দাঁত চাপছে সে। 'রাবিশ। উঠুন বলছি! গেট আপ!'

উঠল না স্যার ফ্রেডারিক। হাত বাড়িয়ে বুলের একটা হাত ধরতে গেল সে, চোখমুখে করুণ আবেদনের ছাপ ফুটে উঠেছে। বুল পিছিয়ে যেতে ভারসাম্য হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল স্যার ফ্রেডারিক বরফের উপর। পড়েও ক্ষান্ত হলো না, বরফের গায়ে সাপের মত হাতটা নাড়ছে সে, বুলের পায়ের দিকে এগোচ্ছে আঙুলগুলো। লম্বা হয়ে গেল বরফের উপর শরীরটা। বুক ঘষে ঘষে এগোচ্ছে সে। বিস্ফারিত হয়ে গেছে রেবেকার চোখের দৃষ্টি। স্যার ফ্রেডারিকের পিউটার স্কিন ভিজে গিয়ে আরও চকচকে হয়ে উঠেছে। দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে আসছে তার গলা থেকে। আতঙ্কে নিজের অজ্ঞাতেই পিছিয়ে গেল রেবেকা এক-পা। ভয়ে পিছিয়ে গেল সবাই। মাঝখানে বরফের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে শুয়ে এগোচ্ছে যেন একটা মস্ত

সরীসৃপ, মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। নীল জিভ বের করে নিচের ঠোঁটটা চেটে নিল ওয়াল্টার।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। করুণা বোধ করছে ও। থম্পসন আইল্যান্ড কাল হয়েছে লোকটার, ব্রেনে কালো একটা দাগ ফেলে দিয়েছে।

এত আস্তে কথাগুলো উচ্চারণ করল স্যার ফ্রেডারিক যে রানা ছাড়া আর কেউ সম্ভবত শুনতেই পেল না, 'থম্পসন আইল্যান্ড চাই! আমি থম্পসন আইল্যান্ড চাই!' দু'চোখ বেয়ে নীল পানি গড়িয়ে নামছে স্যার ফ্রেডারিকের। স্কিপারদের দিকে তাকাল সে। 'দ্বিগুণ টাকা দেবার প্রস্তাব দিচ্ছি আমি তোমাদের, তোমরা যদি আমাকে থম্পসন আইল্যান্ডে নিয়ে যাও।' কেউ সাড়া দিল না তার প্রস্তাবে। মাথা তুলে রানার দিকে ফিরল স্যার ফ্রেডারিক। 'রানা!' ফুঁপিয়ে উঠল সে, শিশুর মত হাত-পা ছুঁড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। 'রানা! তুমি জানো থম্পসন আইল্যান্ড কোথায়? আমি জানি থম্পসন আইল্যান্ড কোথায়! আমাকে নিয়ে চলো সেখানে।'

কথা বলল না রানা। সবাই চুপ। এমন কি বুল পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেছে স্যার ফ্রেডারিককে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে।

'ওহ্, গড!' নিস্তব্ধতা ভাঙল রেবেকা। 'রানা...'

'দাঁড়াও তবে!' সার্কাস পার্টির খেলা দেখছে যেন সবাই, স্যার ফ্রেডারিককে চোখের পলকে তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে দেখে তাই মনে হলো সবার। লেদার ব্যাগটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল সে হ্যানসেনের হাত থেকে, পিছিয়ে এল কয়েক পা আবার। বাঁ হাতের তালুর উপর উপুড় করে ধরল সে ছোট্ট ব্যাগটা। টপ্ টপ্ করে পাঁচটা জিনিস পড়ল তালুর উপর। বুলস আইয়ের মত সেগুলো।

স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে কথা বলে চলেছে স্যার ফ্রেডারিক। 'স্বর্গীয় নীল। হেভেনলি ব্লু, দে কল ইট।' হাত নেড়ে চারদিকের বরফ দেখাল সে। 'এই বরফের মত নীল। আসলে সিলভার-হোয়াইট বলা উচিত রঙটাকে, কিন্তু নামকরণ করা হয়েছে এর স্পেকট্রামে দুটো স্বর্গীয় নীলের রেখা আছে বলে...'

মনোকোন বুল হ্যানসেনের কানে কানে কি যেন বলল। এই সময় 'কপ্টার থেকে নেমে আসতে দেখা গেল ব্রুনভালকে। ব্যাপারটা কি ঘটছে জানতে চায় সে।

'এরপরও অভিযানে যেতে আপত্তি, রেইডার বুল?' একে একে সকলের দিকে তাকাল সে। 'রানা? ব্রুনভাল? হ্যানসেন?' পিউটার স্কিন ফুলে উঠল দু'দিকে স্যার ফ্রেডারিক হাসতে শুরু করতে। 'টাকার অঙ্কটা আমি আর উচ্চারণ করতে চাই না। যে কোন পরিমাণ টাকা চাইতে পারো তোমরা। আই রিপিট, যে কোন অঙ্কের। না দিয়ে করব কি অত টাকা? তোমরাই বলো, কত লক্ষ কোটি ডলার দরকার একজন মানুষের?'

'কি বলছেন? আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি না।' অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে বুল?

'যাবে তাহলে, তাই না, বুল?' সানন্দে হাসছে স্যার ফ্রেডারিক, সবজান্তার মত মাথা দোলাচ্ছে সে। 'আমি জানি, যেতে তোমাদের হবেই। নরওয়ের সব

চেয়ে ধনী লোক হবে তোমরা তিনজন।'

'ওগুলো দিয়ে?' বুলস-আইয়ের দিকে তর্জনী তুলে জানতে চাইল বুল, অবিশ্বাসে বুজে এল তার গলা।

মুচকি মুচকি হাসছে স্যার ফ্রেডারিক। 'হেঃ, হেঃ...এগুলো কি জানো? সীজিয়াম দুনিয়ার সব চেয়ে দুর্লভ ধাতু।'

সীজিয়াম! সীজিয়াম? চমকে উঠল রানা। সীজিয়ামকে স্পেস যুগের মেটাল বলা হয়। প্রচুর সীজিয়াম পাওয়া গেলে মহাশূন্যে প্রায় রাতারাতি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের।

এতদিন অনেক কিছুই বোঝেনি রানা, সীজিয়ামের নাম শুনেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। থম্পসন আইল্যান্ডের উপর ফ্রেডারিকের কৌতূহল ভৌগোলিক নয়, এ সন্দেহ প্রথম থেকেই ছিল ওর মনে। এখন বোঝা যাচ্ছে, সীজিয়ামই তার সকল ষড়যন্ত্রের মূলে। স্পেস-শিপ আর স্পেস রকেটের ফুয়েলের জন্যে সীজিয়ামের ভূমিকা এক কথায় ভাইটাল। নামমাত্র পরিমাণে পাওয়া যায় এই জিনিস মাত্র তিন জায়গাতে: নর্দার্ন সুইডেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা আর সোভিয়েট ইউনিয়নের কাজাকিস্থান। অ্যালক্যালি গ্রুপের ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে এর। দুর্লভ বলেই যে অমূল্য জ্ঞান করা হয় তা নয়, খুব সহজে ইলেকট্রিক্যালি চার্জড ফুয়েল গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায় সীজিয়ামকে স্পেস শিপের জন্যে। যতদূর জানে রানা, স্পেস-ফুয়েল হিসেবে বিজ্ঞানীদের স্বপ্নের ধন এই সীজিয়াম, যার কোন বিকল্প আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। স্যার ফ্রেডারিকের দিকে তাকাল রানা, 'তোমার মুখ...সীজিয়াম?'

"সীজিয়াম সম্পর্কে জানো তুমি? রানা?' পিউটার স্কিনে আঙুল ঘষতে ঘষতে হাসল সে। 'হ্যাঁ, সীজিয়াম সম্পর্কে জানতে গিয়েই মুখটা হারাতে হয়েছে আমাকে—কিন্তু দামটা বেশি হয়ে গেছে বলে মনে করি না আমি। সীজিয়ামের জন্যে কয়েক লাখ মুখ কেন, প্রাণও কিছু না। রানা, সীজিয়াম সম্পর্কে দুনিয়ায় আমার চেয়ে বেশি জানে না কেউ। কেউ বিশ্বাস করবে, আজ বিশ বছর ধরে এই ধাতু নিয়ে গবেষণা করছি আমি?'

'কিন্তু জানলে কিভাবে থম্পসন আইল্যান্ডে সীজিয়াম পাওয়া যায়?' প্রশ্ন করল রানা! 'নমুনাগুলো কোথাকার?'

'নোরিশ খুঁড়ে এনেছিল খানিকটা,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'তার লগ পড়েছ তুমি, সুতরাং জানো সে একটা বোট পাঠিয়েছিল স্প্রাইটলি থেকে থম্পসন আইল্যান্ডে। অল্পক্ষণ ছিল তারা তীরে, হঠাৎ করে ফিরে আসতে হয় তাদের খারাপ আবহাওয়ার দরুন। এই পাঁচটা টুকরোর তিনটে নোরিশের। বাকি দুটো পিরোর। অনেকেই জানে না, কোহলার মিটিওরের বেস হিসেবে থম্পসন আইল্যান্ডকে ব্যবহার করেছিল। পিরো ছিল তার সাথে, কিন্তু সে-ও জানে না দ্বীপটা ঠিক কোথায় অবস্থিত—বভেটের কাছাকাছি কোথাও, এইটুকু শুধু বলতে পারে। আসলে, কোহলার সুযোগ দেয়নি জানার।'

রেবেকা মৃদু গলায় বলল বাপকে উদ্দেশ্য করে, 'কিন্তু, ড্যাডি, থম্পসন

আইল্যান্ড আবিষ্কার করবার জন্যে তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ তার কি কোন দরকার ছিল?'

বারুদ মাখা ফিতেতে যেন আগুন ধরিয়ে দিল রেবেকা, স্যার ফ্রেডারিক বোমার মত ফাটল, 'থম্পসন আইল্যান্ড আমার! কোন ব্লাডি গভর্নমেন্টাল কমিটি সাজেশন দেবে অমুক অমুক জায়গায় অভিযানে যাও তা আমি শুনতে রাজি ছিলাম না। আর ওই লজ্জাস্কর অ্যান্টার্কটিকা ট্রিটি...'

রেইডার বুল, হ্যানসেন আর ব্রুনভাল থ হয়ে গেছে। কর্তব্য পালনের পবিত্র দায়িত্ব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে তিনজনই, লোভে চকচক করছে চোখমুখ।

'ক্যাপ্টেন নোরিশের নমুনা তোমার হাতে এল কি ভাবে?'

রানার দিকে ফিরে হাসল স্যার ফ্রেডারিক। 'জন ওয়েদারবাইয়ের কাছ থেকে এসেছে। একটা কোম্পানি ওয়েদারবাইয়ের সিলিং ফার্মটা কিনে নেয়, জানো তো? স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানি—আমারই কোম্পানি। না, জানার কথা নয় কারও। ভুলে যেয়ো না, আমার জানা ছিল দুনিয়ায় একজন অন্তত বেঁচে আছে, পিরো ছাড়া, যে থম্পসন আইল্যান্ড দেখেছে—মেজর জেনারেল রাহাত খান। সুতরাং যা কিছু করেছি, অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে করেছি। পিরো আমার সাথে যোগ দেয় পরে, আমি জার্মান ন্যাভাল হেডকোয়ার্টারে কোহলারের লগে চোখ বুলাতে যাই। সে যাক, সব সীজিয়াম আমার! এই সীজিয়ামের জন্যে আমি পারি না এমন কোন কাজ নেই...।'

'দু'জনকে তো খুন করেছ, আরও করতে চাও?'

শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। 'রানা! তুমি একটা পাগল! দু'জন মানুষ মরেছে তো কি হয়েছে? ভেবে দেখো একবার সীজিয়ামের কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে সুপার পাওয়ারগুলোর মধ্যে অ্যাটমিক ওয়ার বেধে যেতে ক'সেকেন্ড লাগবে? তাতে ক'লক্ষ মানুষ মারা যাবে? দু'জন কেন, দু'শো মানুষকে খুন করেও যদি সীজিয়াম নিজের মুঠোয় আনতে পারি, নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে ফেলতে পারি—মানুষ এবং সভ্যতার কি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত হবে না আমার প্রতি? তাদের এতবড় উপকার কোন্‌কালে কোন্ মহাপুরুষ আর করার চেষ্টা করেছে? আমি কি আমার এই অভিযানের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হাতে তুলে বাঁচাবার মহান দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি না? অস্বীকার করতে পারো তোমরা কেউ?'

বুলের দিকে ফিরল রানা। 'লোকটা উন্মাদ!' তীক্ষ্ণ শোনাল রানার গলা। 'তোমাদের উচিত ক্যাচারের একটা কেবিনে ওকে তালাচাবির ভিতর আটকে রাখা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে যাও তোমরা ওকে নিয়ে, তুলে দাও তোমাদের সরকারের হাতে।' দম নিয়ে আবার বলল রানা, 'ক্যাপ্টেন নোরিশের চার্টে থম্পসন আইল্যান্ডের যে পজিশন দেখানো হয়েছে তা সঠিক নয়, চার্ট ধরে খুঁজলে দ্বীপটাকে কোনকালে পাওয়া যাবে না।' ফ্রেডারিকের দিকে ফিরল রানা স্কিপারদের তরফ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে। 'কথাটা বিশ্বাস করো, স্যার ফ্রেডারিক।'

অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুনো লোকটা রানার উপর। তাল সামলে কোনরকমে দাঁড়িয়ে রইল রানা। দু'হাত তুলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেও শিকল পরা জোড়া হাতের আঘাত পড়তে লাগল ওর বুকের উপর বিদ্যুতের মত দ্রুত। ঝাঁপিয়ে পড়েছে বুল আর ব্রুনভাল, টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল তারা রানার সামনে থেকে স্যার ফ্রেডারিককে। নিজেকে মুক্ত করে রানার দিকে ছুটে আসার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে সে। 'বেঈমানী করেছ তুমি!' চেঁচাচ্ছে সে ষাঁড়ের মত। 'তোমরা সবাই বেঈমান! বিগ জন ছিল এক বেঈমান, কাউকে জানতে দেয়নি সে। জনও তাই—আর এক বেঈমান তোমার মেজর জেনারেল…'

'মুখ সামলে কথা বলো!' হঠাৎ রক্ত চড়ে গেল রানার মাথায়। 'কথাটা শেষ করলে জিভ টেনে ছিঁড়ে আনব!' বুলের দিকে ফিরল ও। 'ঠিক আছে, আমার যা হবার হবে, বভেটেই নিয়ে চলো—থোর্সহ্যামারের হাতে তুলে দাও আমাদের সবাইকে। নাকি লোভ সামলাতে পারবে না বলে মনে করছ?'

বুল মাথা নিচু করে ভাবল খানিকক্ষণ। ভয়েই সম্ভবত তাকাল না সে সঙ্গীদের দিকে, যদি তারা বভেটে যাওয়ার বিরুদ্ধে কিছু উচ্চারণ করে বসে!

'বেশ,' বলল বুল রানার দিকে মুখ তুলে। 'তাই চলো।'

গলহার্ডির সাথে তার বোট নিল রানা কাঁধে। রওনা হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত একটা কথাও হলো না রানার সাথে রেবেকার। কিন্তু রওনা হওয়ার পর পদশব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা।

রেবেকা ছুটে আসছে। দশহাত দূরে দাঁড়াল সে, কাছে এল না। 'আবার দেখা হবে…?'

'জানি না,' সত্যি কথাটাই বলল রানা। 'তোমার বাবার পাগলামি বন্ধ করার জন্যে জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমি, কি হবে শেষ পর্যন্ত জানি না। নরওয়ে সরকার আমাকে ফাঁসি দিলেও আমি অবাক হব না। সাক্ষ্য প্রমাণ সব আমার বিরুদ্ধে।'

'রানা, এখনও পারো তুমি বিপদটা এড়িয়ে যেতে…।'

কি বলতে চাইছে বুঝতে পেরে কঠোর হয়ে উঠল রানার মুখের চেহারা। বাপের সাথে থম্পসন আইল্যান্ডে যেতে বলছে ওকে। 'না। তা সম্ভব নয়। নোরিশ চাননি, বিগ জন চাননি, জন চাননি, মেজর জেনারেল চাননি—আমিও চাই না থম্পসন আইল্যান্ডের সীজিয়ামে কারও হাত পড়ুক।'

'রানা…!'

'দুঃখিত, রেবেকা।'

'কিন্তু মৃত্যুকে তুমি এভাবে বরণ করে নেবে তাই বলে?'

'কেউ তা নেয় না। আমিও চাইছি না। কিন্তু উপায় নেই। চেষ্টা করব নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে, জানি না কি হবে।'

পিছন থেকে গলহার্ডি বলল, 'হ্যানসেন পাগলামি করছে, রানা। বভেটে যেতে হচ্ছে বলে এমনিতেই খেপে আছে…'

'চলি, রেবেকা,' বলল রানা। 'সুযোগ যদি পাই, দেখা হবে।'

'আমি চাই, রানা,' আর কিছু না বলে ঘুরে ছুটতে শুরু করল রেবেকা।

দুপুরে ওরা বরফের কিনারায় দেখতে পেল ক্যাচারগুলোকে। আধমাইলটাক দূরে তখনও। পিরো পিছিয়ে পড়ল, রানার পাশে চলে এসেছে সে। কিছু যেন বলতে চায় সে।

'কি?' চোখাচোখি হতে জানতে চাইল রানা।

'হের ক্যাপিটান,' বলল পিরো। 'ডেস্ট্রয়ারের সাথে কোথায় মিলিত হচ্ছে ক্যাচারগুলো, জানেন?'

পিরোর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'মানে? আগেই তো বলা হয়েছে, বভেটে। জানো, তবু জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'জানি,' বলল পিরো। 'কিন্তু ঠিক কোথায়, হের ক্যাপিটান! বভেটের কোনদিকে?'

'অ্যাঙ্কোরেজ একটাই, দক্ষিণ-পশ্চিমে, বলিভিকায়।'

রানার একটা হাত ধরে ফেলল পিরো যেন নিজেকে সামলে নিল পড়ে যাওয়া থেকে।

'ব্যাপার কি, পিরো?' পিরোকে ঘন ঘন ঢোক গিলতে দেখে প্রশ্ন করল রানা।

'অ্যাঙ্কোরেজ আর বলিভিকার চারদিকের পানিতে মিটিওর অনেকগুলো মাইন ছেড়েছিল, হের ক্যাপিটান,' বলল পিরো। 'বভেটে আমরা পৌঁছতে পারছি না। সে চেষ্টা করলে কেউ বাঁচব না আমরা।'

(তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

বিদায় রানা-৩

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৮

এক

মাত্র একটা অ্যাঙ্কোরেজ। বলিভিকা। মাইন যদি সত্যিই থেকে থাকে, বভেটে যাওয়া শিকেয় উঠল। পিরো কি মিথ্যে কথা বলছে? মনে হয় না। বাঘের চামড়ায় মোড়া রেবেকা চোখের সামনে আসছে বারবার। বরফের মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে রানা, মনে পড়ে যাচ্ছে সব। শারীরিক, মানসিক এবং নার্ভাস ফেটিগের অজুহাত তুলে জোর করে ছুটি দেয়া হয়েছে ওকে। ছুটি? না, ছুটি নয়—ছুটির নাম করে আসলে বিদায় করে দেয়া হয়েছে ওকে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে। বন্ধু বান্ধবদের করুণার পাত্র ও। তারও আগে দূরে সরে গেছে সোহানা—

ভাবনা রেখে বর্তমানে ফিরে এল রানা। সাগর, ট্রিসটান ডা চানহা, আলব্যাট্রস ফুট, রেবেকা, ফ্যাক্টরি শিপ, ক্যাচার, থোর্সহ্যামার, ওয়াল্টার, সী-প্লেন, বরফ, ফের ক্যাচার, থম্পসন, আইল্যান্ড এবং অমূল্য রত্ন সীজিয়াম, এখন থোর্সহ্যামার এবং বভেট, একে একে সব মনে পড়ে গেল ওর। চোখের সামনে আবার এসে দাঁড়াল রেবেকা। বিদায় দৃশ্যটা মনে পড়ে যেতে মোচড় দিয়ে উঠল বুকটা।

আর কি দেখা হবে? হিমশীতল বাতাস কানের কাছে ঝড় তুলছে, না, না, না। রেইডার বুল 'কপ্টার নিয়ে রেবেকাকে আসতে বললেও, রেবেকা আসবে না। আসবে না বলেই সে রওনা হবার সময় ওকে প্রশ্ন করেছিল, দেখা হবে না আর? ক্যাচারগুলোর সাথে মিলিত না হবার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছে রেবেকা, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। বুল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে তাকে, রানার মত বন্দী করা না হলেও তার সাথেও খুব একটা মধুর ব্যবহার করা হবে না। কিছু একটা করবে রেবেকা, রানা জানে। কিন্তু কি করার আছেই বা তার? ফ্যাক্টরি শিপের কাছে থাকার সিদ্ধান্ত যদি নেয়, আলব্যাট্রস ফুট আসার সাথে সাথে মৃত্যু অবধারিত। থোর্সহ্যামারকে খুঁজে পেলে সে হয়তো চেষ্টা করবে সেখানে যেতে, কিন্তু লাভ কি? থোর্সহ্যামারের ক্যাপ্টেন তার কথা না রেইডারদের কথা বিশ্বাস করবে? স্যার ফ্রেডারিকের মেয়ে সে, অবিশ্বাসের জন্যে এর চেয়ে বড় কোন পরিচয়ের দরকার হবে না।

নিজের অবস্থার কথা ভাবতে না চাইলেও না ভেবে পারছে না রানা। বুল ওকে থোর্সহ্যামারের হাতে তুলে দিক, এ প্রস্তাব ও-ই দিয়েছে। পরিস্থিতিটা নিজের পক্ষে এমন দ্রুত তৈরি করে ফেলছিল ফ্রেডারিক, আর একটু হলেই রেইডারদের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিল আর কি! ওরা একমত হলে থম্পসন আইল্যান্ডে না গিয়ে কোন উপায় ছিল না। সেই যাওয়াটা বন্ধ করার জন্যে ঝুঁকিটা নিতে হয়েছে ওকে।

যেচে পড়ে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে কিনা কে জানে! কিন্তু থম্পসন আইল্যান্ডে যাওয়ার চেয়ে নিজের ওপর দিয়েই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাওয়া ভাল। দু'জনকে কথা দিয়েছে, কাউকে সঙ্গে নিয়েই থম্পসন আইল্যান্ডে যাবে না ও। এঁদের একজন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্যে ওর কাছ থেকে জবাবদিহি চাইবেন না কখনও, তিনি বেঁচে নেই। আর একজনের সাথে হয়তো আর কোনদিন দেখাই হবে না, কেননা ওকে তিনি ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন নিজের কাছ থেকে দূরে। সুতরাং, এক্ষেত্রেও জবাবদিহি দিতে নাও হতে পারে। কিন্তু কথার মর্যাদা আলাদা জিনিস। প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছে, প্রাণের বিনিময়ে হলেও তা রক্ষা করতে হবে ওকে, তাই করছে রানা। থম্পসন আইল্যান্ডে না গিয়ে যাচ্ছে ও থোর্সহ্যামারে, স্বেচ্ছায় বন্দী হতে, খুনের দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে।

কোমরের বেল্টের উল্টো পিঠে হাতের আঙুল নিয়ে গিয়ে সেক্সট্যান্ট কেসটা অনুভব করল রানা। থম্পসন আইল্যান্ড রহস্যের চাবিকাঠি এই সেক্সট্যান্ট। কিছু না, ভেরনিয়ারে, মাপ নির্দিষ্ট করার খুদে রেখার উপর ছোট্ট একটা নখের আঁচড়। সূর্য আর নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ে সাহায্য করে সেক্সট্যান্ট, সুতরাং একটা যদি রানার কাছে থাকে, কারও মনে সন্দেহ জাগার কথা নয়। কারও হাতে পড়লেও দুশ্চিন্তার কিছু নেই—রানা ছাড়া আঁচড়টার অর্থ বুঝবে না কেউ। কাউকে বুঝতে দিতে চায়ও না ও। থম্পসন আইল্যান্ড দুর্বোধ্য হয়েই থাকুক চিরকাল।

দস্তানা পরা হাত দুটো এক করে ঘষাতে জমাট বেঁধে যাওয়া তুষার মুড় মুড় করে ভেঙে খসে পড়ল পায়ের উপর। চোখ তুলে তাকাল রানা। মাঠের শেষ প্রান্তে পাশাপাশি পানিতে ভাসছে চারটে ক্যাচার। চিমনিগুলো থেকে সাদাটে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে বরফ থেকে ওঠা বাষ্পের মত। ডেস্ট্রয়ার এইচ.এম.এস স্কটের লগ বুকে রেকর্ড করা আছে, একটা ড্যামেজ শিপকে বভেটের বলিভিকায় নোঙর ফেলার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। জাহাজটা থেকে মেসেজ আসে—'আন্ডারওয়াটার এক্সপ্লোশন...' সেই শেষ। পরদিন আরেকটা মার্চেন্ট শিপ ডুবে যায় এক হাজার মাইল দূরে, ডেস্ট্রয়ার মরিয়া হয়ে সেদিকে ছুটে যায় কোহলারকে পাকড়াও করার জন্যে—জন ওয়েদারবাই মনে করেছিলেন সাবমেরিনের সাহায্যে কোহলার এই সব ধ্বংসকাণ্ড ঘটাচ্ছে। ভুল! কিন্তু ভুলটা ধরা পড়েনি এতদিনেও। পিরো না বললে রানার কাছেও ব্যাপারটা অজ্ঞাত থেকে যেত। সাবমেরিন নয়, মাইন—মাইনের ফাঁদ পেতে রেখেছিল কোহলার বভেটের একমাত্র অ্যাঙ্কোরেজে এবং আফ্রিকা মেইনল্যান্ডের গোটা উপকূল এলাকায়।

রানাকে এতক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে পিরো আপন মনে হাসতে শুরু করেছে। 'অবিশ্বাস করছেন, হের ক্যাপিটান?'

ঘাড় ফেরাল রানা। কথা বলল না।

'হের ক্যাপিটান, কোহলার সাউথ আফ্রিকা কোস্টে হান্ড্রেড ফ্যাদম লাইনে মাইন ফেলেন। মিটিওরে একশো পঁচানব্বইটা মাইন ছিল। দেড়শো ব্যবহার করি আমরা সাউথ আফ্রিকা কোস্টে। তারপর বভেটে আসি। বাকি পঁয়তাল্লিশটা ব্যবহার করি বভেটে, হের ক্যাপিটান।'

'স্কিপারদের জানাতে হবে—এখুনি,' বলল রানা। 'পঁয়তাল্লিশটা সী-মাইন,

তার মানে মৃত্যু-জাল ফেলে রাখা হয়েছে বলিভিকা অ্যাঙ্কোরেজে!'

'হ্যাঁ, হের ক্যাপিটান,' বলল পিরো। 'ঢুকতে গেলে কি ঘটবে বুঝতেই পারছেন।'

একাধিক লগ বুকে পড়েছে রানা, দ্বীপটাকে আইসবার্গ ঘিরে রেখেছে ফিতের মত, জায়গায় জায়গায় আঁকাবাঁকা তরল পানির অস্তিত্ব। হঠাৎ আঁতকে উঠল রানা। থোর্সহ্যামারের কথা এতক্ষণ মনেই পড়েনি ওর। বলিভিকায় পৌঁছুতে চেষ্টা করবে সে···

'রেইডার বুল!' ডাকল রানা। 'এদিকে এসো!'

সন্দেহে কোঁচকানো ভুরু আর হাতে বেরেটা নিয়ে পিছিয়ে এল বুল। রানার কাছ থেকে পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আস্তিন দিয়ে চোখের পাপড়িতে জমে ওঠা তুষার মুছল। পিরোর দেয়া তথ্যটা প্রকাশ করল রানা সংক্ষেপে।

'হ্যানসেন! ব্রুনভাল!' বুলের প্রতিক্রিয়া দেখে বিরক্ত বোধ করল রানা। 'শোনো, শুনে যাও, শত্রুপক্ষ কি বলতে চাইছে! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী নাকি বলিভিকা অ্যাঙ্কোরেজে মাইন ছেড়ে গেছে!'

হ্যানসেন আর ব্রুনভাল কাছে এসে দাঁড়াল। পিছিয়ে এল স্যার ফ্রেডারিকও। কিন্তু ওদের দিকে ফিরল না। দূরাকাশের দিকে মুখ তুলে উদাস চোখে কি যেন দেখছে।

'ঠাট্টা কোরো না,' পিরো গম্ভীর। 'পঁয়তাল্লিশটা ডীপ সী কন্ট্যাক্ট মাইন আছে ওখানে।'

'কিন্তু ওই ব্যাটা ক্যাপ্টেনকে কথাটা তুমি বললে কি মনে করে?' জানতে চাইল ব্রুনভাল। 'সে কে? কেন সে আগে জানবে? এই পার্টির কমান্ড কি ওর হাতে?'

হ্যানসেন বলল, 'ব্যাপারটা তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছ, ব্রুনভাল। দু'জনে মিলে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। ওদের একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।'

হঠাৎ হাসতে শুরু করল রেইডার বুল। 'বিশ্বাস করা বা না করা কোনটারই দরকার নেই। সহজেই আমরা প্রমাণ করতে পারি মাইন আছে কি নেই।'

ব্রুনভাল বলল, 'কিভাবে?'

'সবগুলোর আগে থাকবে অরোরা। পিরোর কথা যদি সত্যি হয়, মাইনের সাথে ধাক্কা খাবে সে। কথাটা মিথ্যে হলে কোন ক্ষতিই হবে না তার।'

নীল বরফের মাঠ দেখে পিরো যেমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল তেমনি হতভম্ব দেখাল তাকে। 'বোকা··· বোকার মত কথা বোলো না! আমি নিজে ছিলাম মিটিওরে, আমি জানি···'

স্যার ফ্রেডারিক নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিক্রিয়াহীন। দুটো মস্ত কাঁধে তুষারের স্তূপ জমেছে তার, আর সকলের মত ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে না সে। ওয়াল্টারকে ডাকা হয়নি, এগিয়েও আসেনি সে নিজে থেকে। দূরে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে সে ভিড়টার দিকে।

'আমরা বোকা হতে পারি, কিন্তু ক্রিমিন্যাল বা ম্যানিয়াক নই,' বলল ব্রুনভাল। 'ঠিক বলেছ বুল, অরোরাকে আগে পাঠাব আমরা, ওতে থাকবে

বন্দীরা। তারপর দেখব, কি ঘটে। যাই ঘটুক, আমরা নিরাপদেই থাকব।'

'তবে, অরোরার ক্রুদের নামিয়ে নিতে হবে,' বলল বুল। 'এই ষড়যন্ত্রে ওদের কোন হাত নেই। মরলে শত্রুরা মরুক।'

'আজ রাতে আমরা নোঙর তুললে সকালে পৌঁছে যাব বভেটের কাছে,' বলল হ্যানসেন। 'অ্যাঙ্কোরেজে ঢোকার আগে ক্রুদের নামিয়ে নেব আমাদের ক্যাচারে। মাত্র দু'চার মাইল দূরত্ব, ওয়াল্টার একাই ম্যানেজ করতে পারবে ইঞ্জিন। আর ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা থাকবে হুইলে।'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন রানার হাতে একটা জাহাজ ছেড়ে দিতে মন সায় দিচ্ছে না আমার,' বলল বুল। 'কত কিছুই তো ঘটতে পারে—তুষারঘূর্ণি, কুয়াশার মোটা পর্দা—হঠাৎ দেখব অরোরা নেই কোথাও। চোখে-চোখে যদি কাউকে রাখতে হয়, ওই বাঙালী ক্যাপ্টেনকেই।'

'চোখে চোখে ঠিকই রাখব আমরা অরোরাকে,' বলল হ্যানসেন। 'অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট দুটোকে নামিয়ে আমার ক্যাচারের হার্পুন প্লাটফর্মে দাঁড় করাতে হবে, দু'ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। অ্যাঙ্কোরেজে ঢোকার সময় অরোরার আধ মাইল পিছনে থাকবে ফারগুসেন। ক্যাপ্টেন রানা যদি বেতাল কিছু করার চেষ্টা করে, সী-প্লেনের পরিণতি হবে অরোরার।'

স্কিপারদের মেজাজ দেখে তর্ক করার প্রবৃত্তি হলো না রানার। ল্যুগারটা নেই, কেড়ে নিয়েছে ওরা। পিরোর দিকে ফিরল ও। 'মনে করতে পারো, ক্যাপ্টেন কোহলার কিভাবে বলিভিকায় মাইন ছেড়েছিল? নির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ন ছিল? তীরের কোন জিনিসের বিয়ারিঙ সংগ্রহ করেছিল? নাকি রেগুলার লাইন ধরে মাইন ছাড়ে সে? কতক্ষণ বিরতির পর একটা করে মাইন ছাড়া হয়? আবছাভাবেও কি এসব মনে পড়ে না?'

পিরোকে ম্রিয়মাণ দেখাল। 'না। তবে আফ্রিকার Agulhas Bank এ মাইন ছাড়ার সময় হের ক্যাপিটান কোহলার খুব হেসেছিল। ইনশোরের একটা পরিত্যক্ত লাইট হাউসের কাছে মিটিওর পৌঁছুবার পর থেকে মাইন ছাড়া শুরু হয়। হান্ড্রেড ফ্যাদম মার্কে, তীরের দিকে আঁকাবাঁকা লাইন ধরে। হের ক্যাপিটান বলেছিলেন, মাইনগুলোর প্লট আমি ছাড়া আর কেউ জানল না। হের ক্যাপিটান বভেটেও এই পদ্ধতিতে মাইন ছাড়েন। আমার ধারণা তাই, হের ক্যাপিটান। আর একটা কথা, হের ক্যাপিটান মাইনগুলোকে যে কোন ডেপথে ভাসার উপযোগী করে ছেড়েছিলেন।'

মাইন স্থাপন করার জার্মান যুদ্ধবাজদের কায়দাটা জানা আছে রানার। কোহলার নিশ্চয়ই Y টাইপ মাইন ব্যবহার করেছিল। এই টাইপের মাইনগুলোর সাথে ফিট করা থাকে সেলফ্ ডেসট্রয়িং ডিভাইস। মাইনগুলো যাতে ভেসে যেতে না পারে তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। মাইনগুলো গভীর পানিতে ছাড়া হয়ে থাকলে কোহলার নিশ্চয়ই সেগুলোকে হালকা তার দিয়ে বেঁধে নেয়। বভেটের দুরন্ত সাগর এতদিনে তার-টার ছিঁড়ে মাইনগুলোকে আত্মহত্যার সুযোগ করে দিয়েছে, অনুমান করল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে ও। অরোরাকে যদি হাতে পাওয়া যায়··· কিন্তু সেই সাথে গলহার্ডি এবং তার বোটটাকেও দরকার ওর।

আইল্যান্ডারের দিকে ফিরল রানা। 'পিরো কি বলছে, শুনেছ, গলহার্ডি? তোমাকে সঙ্গী হতে আর বলতে পারি না। বুঝতেই পারছ, ঝুঁকিটা প্রাণের ওপর দিয়ে যাবে। কিন্তু তোমার বোটটা আমার দরকার।'

মৃদু হাসল গলহার্ডি। 'মাইনগুলো কি Y টাইপের, রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'স্কিপাররা সন্দিহান হয়ে উঠেছে। মাইন টাইন তাদের মাথায় ঢোকার কথা নয়।'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছ অকারণে, রানা,' বলল গলহার্ডি। 'ট্রিসটান থেকেই তোমার সাথে ভাগ্যকে বেঁধে নিয়েছি আমি। তুমি যেখানে আমিও সেখানে।'

এদিক ওদিক মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করে বলল বুল, 'না। শুধু তার ক্যাপ্টেনের জন্যে একজন নিরীহ লোক মরতে যাবে এ আমি হতে দিতে পারি না।'

গলহার্ডিও যে ব্যঙ্গ করতে জানে, হাতে নাতে প্রমাণ পেল রানা। 'তাহলে তো রানাকেও মরতে দিতে পারা উচিত নয় তোমার, বুল। নিরীহ কিনা জানি না, তবে রানা নির্দোষ। সী-প্লেনকে গুলি করে যে নামিয়েছে সে রানা নয়।'

কানেই তুলল না বুল তার কথা। ব্রুনভাল বলল, 'তোমার ফারগুসেনকে আমি ফলো করব, হ্যানসেন। আমরা তিনজনই অরোরার বিয়ারিঙ নিয়ে তার কোর্স সম্পর্কে সজাগ থাকব। অসতর্কতার কারণে আমরা কেউ যেন মাইনের সাথে ধাক্কা না খাই।'

'কর্স্টারটাকে আমরা স্পটার হিসেবে আগে পাঠাতে পারি...,' শুরু করল বুল, থামিয়ে দিল তাকে রানা।

'ইউ বাস্টার্ড, রেবেকাকে এর সাথে জড়াবে না,' হুমকির মত শোনাল রানার গলা। 'অন্য কারও প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে খুব মজা লাগে, না? বভেটের আবহাওয়া কি রকম, আমি জানি। কুয়াশা, প্রচণ্ড বাতাস, হাই স্পীড কারেন্ট, হাই-সী জঘন্য ভিজিবিলিটি—অসম্ভব! রেবেকাকে যদি বাধ্য করতে চেষ্টা করো, বভেটে নিয়ে যেতে পারবে না আমাকে। অন্তত জীবিত নয়!'

'তুমি কি বলো, হ্যানসেন?' মতামত চাইল বুল।

হ্যানসেন কাঁধ ঝাঁকাল। উত্তর দিতে পারল না। শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছে রানা, বিশ্বাস করেছে তারা ওর কথা।

ব্রুনভাল বলল, 'ভারি আশ্চর্য তো! ক্যাপ্টেন রানা, তোমার পাষাণ হৃদয়েও তাহলে নরম খানিকটা জায়গা আছে? ওহ্, নরম জায়গাটুকু বুঝি শুধু মেয়েদের জন্যে? নিরীহ মানুষ খুন করার সময় নরম অংশটার কোন ফাংশন নেই, না?'

রানা বলল, 'ফালতু কথা বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। সী-প্লেনটাকে আমি গুলি করিনি, কথাটা তোমাদেরকে বিশ্বাস করাবার কোন ইচ্ছাও আর আমার নেই। তোমাদের কথামত অরোরার দায়িত্ব আমি নেব, তোমাদের আগে ঢুকব বলিভিকা অ্যাঙ্কোরেজে, কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'শর্ত?' বুল আকাশ থেকে পড়ল। 'দর কষাকষির অধিকার তোমাকে কে দিচ্ছে? কোন শর্ত নয়।' হাতের বেরেটা রানার বুক থেকে মাথার দিকে তুলল সে।

'রওনা হবার আগে রেবেকাকে আমি দেখতে চাই,' বুলের কথা গ্রাহ্য না করে বলল রানা। 'এতে যদি রাজি থাকো, আমি যাব। তা না হলে যাব না।'

স্কিপাররা চুপ করে রইল। খুব একটা কঠিন কোন শর্ত দেবে রানা, ধরে নিয়েছিল ওরা। কিন্তু তা না দিলেও, রেবেকার সাথে দেখা করতে চাইবার কারণ কি, চিন্তা করে বোঝার চেষ্টা করছে। তখনও একই জায়গায়, ওদের দিকে পিছন ফিরে, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে স্যার ফ্রেডারিক।

মুচকি হাসল রানা পিরোর ফ্যাকাসে মুখ দেখে। 'কি হে, ভয় করছে খুব? ভয়ের কিছু নেই, মাইনের সাথে যদি ধাক্কা লাগেও, বুঝলে, টেরই পাবে না তুমি কি ঘটল, তার আগেই ফুরিয়ে যাবে জীবন।'

জোর করে হাসল পিরো। বলল, 'রেডিওর সাহায্যে যদি পারতাম মাইনগুলোকে ডিটেক্ট করতে।'

রানার মাথার দিক থেকে নামতে নামতে বুকের দিকে স্থির হলো বুলের বেরেটার নল। বলল, 'তুমি খুব সাহসী লোক, ক্যাপ্টেন রানা। মিকেলসেন তাই বলেছে। সাহসী লোকদের আমি পছন্দ করি। সত্যি, সী-প্লেনটাকে তুমি গুলি না করলে আমার চেয়ে খুশি কেউ হত না! কিন্তু…'

'রেবেকাকে দেখতে পাব কি পাব না?'

সঙ্গীদের দিকে একে একে তাকাল বুল। কেউ কিছু বলল না দেখে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ঠি-ই-ই-ক আছে। হারাবার কিছু নেই যখন এতে আমাদের, তোমাদের মধুর মিলনে বাধা দিতে চাই না। ব্যাপারটা অবশ্য অনেকটা ফাঁসির মঞ্চে ওঠা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর শেষ ইচ্ছা পূরণের মত হয়ে যাচ্ছে। কাল সকালে বলিভিকা অ্যাঙ্কোরেজে ঢুকতে যাচ্ছ তুমি—কে জানে।'

'কে জানে!' প্রতিধ্বনি তুলে বলল রানা। 'সিগন্যাল পাঠাও। রেবেকাকে আসতে বলো ফ্যাক্টরি শিপের কাছ থেকে।'

বুল হাঁক ছাড়ল, 'মার্চ—টু দি ক্যাচারস!'

বাকি পঞ্চাশ গজ দূরত্ব পেরোল ওরা, পৌঁছে গেল সবাই বরফের কিনারায়। ক্রুদের হুকুম দিল বুল অরোরা থেকে Spandau Hotchkins নামাতে, সে নিজে ক্রোজেটে উঠে গেল রেবেকাকে সিগন্যাল দিতে। ওদেরকে গার্ড দিতে রইল ব্রুনভাল আর বেরেটা। স্যার ফ্রেডারিক আগের মতই মৌন, ব্রুনভাল বা হ্যানসেন তার মুখ থেকে আধখানা শব্দও বের করতে পারল না। হাত একত্রিত করে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা দু'জনেরই। পিরোকে বুল বাঁধেনি। রানাকে গলহার্ডির বোট বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে বলে ওকেও বাঁধা সম্ভব হয়নি। পিরো আর একবার রানার পাশে এসে দাঁড়াল।

'হের ক্যাপিটান,' চাপা কণ্ঠে বলল সে, 'থম্পসন আইল্যান্ডে নিরাপদ একটা অ্যাঙ্কোরেজ আছে, গরম পানির ঝর্ণাও আছে ওখানে। হের ক্যাপিটান, আপনি জানেন দ্বীপটা কোথায়…'

'শাট আপ!' ব্রুনভাল গর্জে উঠল। 'ফিসফাস বন্ধ করো। বিশেষ করে তোমাদের দু'জনকে কথা বলতে যেন না দেখি আর!'

নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে রানা। গম্ভীর হয়ে উঠেছে ওর চেহারা ক্রমশ। অরোরা ও ফারগুসেনের ডেকে ফ্লাড ও সার্চলাইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হেভী ট্যাকল স্থাপন করা হচ্ছে দুটো জাহাজেই, ডাবল গান নামিয়ে ফারগুসেনে তোলার

জন্যে। ক্রুদের কথাবার্তা এত দূর থেকে শুনতে না পেলেও, তাদের মনোভাব বুঝতে পারা যাচ্ছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ তুলে দেখছে তারা রানাকে, মাথা নাড়ছে, পরস্পরের সাথে বাক্য বিনিময় হচ্ছে। কঠোর মুখাবয়ব, চোখে শ্যেন দৃষ্টি। রানা যে খুনী এ ব্যাপারে তাদের মনেও কোন সন্দেহ নেই।

কান পেতেই ছিল রানা। মোটরের শব্দ পেল। 'কপ্টারকে দেখতে পাওয়া গেল আরও খানিকপর। তির্যক ভঙ্গিতে অনেকটা আড়াআড়ি ভাবে ঝড়ের বেগে উড়ে আসছে রেবেকা।

রানার মাথার উপর দাঁড়াল 'কপ্টার। মাথার ওপর পিস্তল তুলে নাড়তে লাগল ব্রুনভাল। অল্প দূরে ল্যান্ড করল রেবেকা।

হঠাৎ প্রচণ্ড শীত অনুভব করল রানা। ভয় হলো, পায়ের দিক থেকে বরফ হয়ে যাচ্ছে শরীর। 'কপ্টারের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে রেবেকা। অপেক্ষা করছে সে রানার জন্যে। স্যার ফ্রেডারিক পায়চারি করছে। পায়চারি করছে ওয়াল্টার, পিরো। ব্রুনভালও হাঁটাহাঁটি করছে কাছাকাছি থেকে। জমে যাবার ভয়ে থামতে পারছে না কেউ। রানা অনুমান করল, ফ্রিজিং পয়েন্টের ত্রিশ ডিগ্রী নিচে এখন তাপমাত্রা।

'আধঘণ্টা সময় দেয়া গেল তোমাদের,' কাছে এসে বলল ব্রুনভাল। পিস্তল নেড়ে 'কপ্টারের দিকে এগোতে বলল রানাকে। 'তুমি বেরিয়ে এলে সবাই উঠবে গিয়ে ক্যাচারে। 'কপ্টার নিয়ে পালাবার চেষ্টা কোরো না। অবশ্য পালিয়ে যাবে কোথায় ভেবে পাচ্ছি না—এদিকে পালাবার কোন জায়গা নেই।'

'কপ্টারের দিকে এগোল রানা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় টনটন করছে পা দুটো।

কেবিনের ভিতর জমজমাট উত্তাপ। ক্যাচারগুলোর ডেক থেকে আলো এসে পড়েছে রেবেকার মুখে। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কথা নেই মুখে।

কোন কথা বলল না রেবেকা। রানাও কি বলবে ঠিক করতে পারল না হঠাৎ। চেয়ে রইল ওরা একজনের চোখে আরেকজন। দুনিয়ার অবশিষ্ট সব কিছু কন্ট্রোল কেবিনের বাইরে পড়ে আছে, ভিতরে শুধু ওরা দু'জন। কতক্ষণ কাটল, বলতে পারবে না দু'জনের কেউই।

'এর চেয়ে ভাল ছিল 'কপ্টারটা যদি তখন বরফে পিছলে পানিতে পড়ে গিয়ে সব শেষ করে দিত!'

মাথা দোলাল রানা। 'জানি না,' বলল ও। 'তবে আগামীকাল সকালে সব শেষের ঘটনাটা ঘটে যেতেও পারে।' মিটিওরের মাইনফিল্ড সম্পর্কে সব কথা বলল রানা। চুপ করে রইল রেবেকা খানিকক্ষণ। তারপর রানার দস্তানা পরা হাত দুটো ধরল, চেপে ধরে রাখল দু'হাত দিয়ে।

'কে তুমি! বলো তো, কেন তোমার জন্যে এমন অস্থিরতা আমার?' রুদ্ধ আবেগ বেরিয়ে আসতে পথ খুঁজছে, চঞ্চল হয়ে উঠল রেবেকা। 'তুমি শুধু বলে দাও কি করতে হবে আমাকে, রানা! সাউথ আটলান্টিককে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমি জানি, আমার কাছ থেকে ও তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

ঝুঁকে পড়ে রেবেকার ঠোঁটে চুমু খেল রানা। দিগন্ত-রেখাবর্তী ওই সূর্যের উদ্ভাস মুহূর্তের জন্যে জ্বল জ্বল করে উঠল রেবেকার চোখের জমিতে, দেখতে পেল রানা।

'না!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রেবেকা, সরিয়ে দিল রানাকে ধাক্কা দিয়ে। 'তোমাকে ওরা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে না!' 'কপ্টারের থ্রটল সুইচের দিকে দ্রুত হাত বাড়াল সে। 'তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব আমি, রানা।'

খপ্ করে রেবেকার হাতটা ধরে গ্রীবা নেড়ে ইঙ্গিতে দেখাল রানা ব্রুনভালকে। বেরেটা হাতে নিয়ে দরজার নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'স্কিপাররা সিরিয়াস, রেবেকা। ওরা কোন সুযোগ দেবে না আমাকে।'

'কিন্তু কেন ওরা তোমাকে বাধ্য করছে...'

'তোমার বাবা এসবের জন্যে দায়ী, রেবেকা। ওদের দোষ দিয়ে লাভ কি?'

'জানি,' বলল রেবেকা। 'কিন্তু সব দোষ তুমি ড্যাডির ঘাড়ে চাপাতে পারো না।'

'কি জানি, হয়তো সত্যি পারি না,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, থম্পসন আইল্যান্ডও কম দায়ী নয়।'

'বোলো না, বোলো না!' রানার মুখে হাত চাপা দিল রেবেকা। 'ও নাম আমি শুনতে চাই না।'

'তোমার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিছুই বলা হলো না,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'সময় ফুরিয়ে এসেছে...'

'কাল সকালে আমি অরোরার ওপর থাকব,' বলল রেবেকা রুদ্ধশ্বাসে। 'মাইনে ধাক্কা লেগে জাহাজ যদি ডোবেও, চিন্তা কোরো না। তোমাকে আমি তুলে নেব ছোঁ মেরে।'

মৃদু হাসল রানা। 'তা সম্ভব নয়,' বলল ও। 'বভেটের কাছে সাগর ফুঁসছে, যাতে পড়ে না যায় তাই 'কপ্টারকে আগেই বেঁধে ফেলা হবে। তাছাড়া, ক্যাচারের ডেক থেকে এমনিতেও টেক-অফ করা অসম্ভব, রেবেকা। না, তুমি কোন রকম ঝুঁকি নাও তা আমি চাই না।'

রানার কাঁধে কপাল ঠেকিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল রেবেকা। 'কি করতে বলো তাহলে আমাকে তুমি? অরোরা নিয়ে বলিভিকার দিকে যাচ্ছ তুমি, দেখে আমার মনের অবস্থা কি হবে? তুমি...আমার ড্যাডি, রানা—তুমি কি মনে করো? চিকিৎসা করলে ড্যাডিকে সুস্থ করা যাবে?'

'সে যদি ডাক্তারদের মতে অসুস্থ হয়,' বলল রানা।

নিচে থেকে পিস্তল নেড়ে ইঙ্গিত করল রানাকে ব্রুনভাল। রেবেকার চোখমুখ থমথম করছে। অভিমানী বাচ্চা মেয়ের মত কাঁপছে ঠোঁট। 'সুজি ওয়াঙের কথা মনে আছে তোমার, রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, আছে।

'ওর আত্মা কিন্তু আছে আমাদের সাথে,' বলল রেবেকা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে। 'সে তোমাকে পাহারা দেবে।' অস্ফুট, প্রায় শোনা যায় না রেবেকার গলা। 'আমি জানি! সে জানে কতটা ভালবেসে ফেলেছিলাম তাকে, সে পারলে আমার জন্যে সব করবে।'

রেবেকার কাঁধে মৃদু আশ্বাসের চাপড় মেরে লাফ দিয়ে বরফের উপর নামল রানা। লাইনবন্দী হয়ে অরোরার গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের মাথায় উঠে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে

তাকাল। পার্সপেক্স উইন্ডোর ভিতর বাঘের চামড়ার খানিকটা শুধু দেখতে পেল ও।

ছোট একটা কেবিনে স্যার ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার, পিরো, গলহার্ডি আর রানাকে বন্ধ করে রাখা হলো। অন্ধকার নামল রাতের বেশ খানিক আগে। বাতাসের তেজ বাড়ল। রাত হতেই নোঙর তুলল স্কিপাররা।

যাত্রার এটা নতুন পর্যায়। রওনা হলো ওরা। বলিভিকা না মৃত্যু—কোন্ দিকে কেউ জানে না।

ভয় ছিল রানার, স্কিপাররা চোখের আড়াল হলেই ফ্রেডারিক ওর বিরুদ্ধে ফেটে পড়বে আবার। কিন্তু কোন শব্দই করল না সে। রাতটা কাটল উদ্বেগের মধ্যে, পাগল ফ্রেডারিক কি না কি ঘটিয়ে বসে ভেবে। লোকটা মড়ার মত চুপচাপ থাকলেও, রানার চোখে সে একটা আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা মাত্র বাঙ্ক, সেটা দখল করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে, মুখটা ঢেকে দিল ব্লু হুড দিয়ে। গলহার্ডিকে নিয়ে মেঝের উপর শুলো রানা। ওয়াল্টার আর পিরো আরেক ধারে বসে ফিসফিস করতে লাগল। ওয়াল্টার রানার সাথে বাক্য বিনিময় করার চেষ্টা করল একবার, 'গো টু হেল!' বলে তাকে নিরাশ করল রানা। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে অরোরা প্রতিবার কাত্ হয়ে উল্টে যায় যায় অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু সামলে নিচ্ছে ঠিকই। ক্রুদের স্থানান্তর করা হবে কিভাবে, ভাবতে চেষ্টা করল রানা একবার। ওয়াল্টার সম্ভবত জেগে আছে, কিন্তু কথা বলছে না আর। পিরো কথা বললেও, জেগে নেই। কাকে যেন মরিয়া হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে সে, বলিভিকা অ্যাঙ্কোরেজে ওত্ পেতে আছে মৃত্যু!

সামনে অ্যামবুশ, সেদিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে ওদের—রানার নিজের অনুভূতিটা এই রকম। এক সময় প্রচণ্ড বিরক্তি বোধ করল ও নিজের উপর। রাতটা এভাবে অপব্যয় করার কি মানে? ভেবে কোন কিনারা করা যাবে?

এরপর ঘুমিয়ে পড়ল রানা। কিন্তু জেগে রইল ও সারাটা রাত একটা দুঃস্বপ্নের ভিতর। সেই একটাই স্বপ্ন, ঘুরে ফিরে বারবার দেখতে লাগল: কেউ নেই ধূসর, দিক্‌চিহ্নহীন বরফের মাঠে। পিছনে একটা কালো পাহাড়ের প্রায় মসৃণ খাড়া গা। শুধু রানা একা পাহাড়টার মাথার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার কাছে তুষারের বিশাল বেড়, বাতাসের বেগ বাড়াতে সেই হিমবাহটা হঠাৎ নেমে আসছে দ্রুত। রানা ছুটছে, কিন্তু জানে, নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার আগেই হিমবাহ নেমে এসে চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে ওকে…

দুই

পরদিন দুপুরের খানিক আগে থেকে মন্থর হতে শুরু করল অরোরার স্পীড। পোর্টহোলে তুষার জমায় বাইরের কিছু দেখার উপায় নেই। ঘন ঘন দ্রুত বাঁক নিল কয়েকবার অরোরা, তারপর থেমে গেল একপাশে ধাক্কা খেয়ে। স্কিপারদের বুদ্ধিটা আঁচ করতে অসুবিধে হলো না রানার। ছোটখাট একটা আইসবার্গের একধারে

থামিয়েছে অরোরাকে, আরেকধারে থামবে আরেকটা ক্যাচার, একটা থেকে আরেকটায় বরফের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাবে ক্রুরা।

কেবিনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ব্রুনভাল আর বেঁটে, পেশীবহুল একজন লোক। বেরেটাটা রানার বুক লক্ষ্য করে ধরল ব্রুনভাল। নিঃশব্দে হাসছে সে। 'বভেটের দশ মাইলের মধ্যে চলে এসেছি আমরা। আমাদের বন্ধু পিরোর কথাটা সত্যি কিনা প্রমাণ করার সুযোগ দিচ্ছি আমরা তোমাকে, ক্যাপ্টেন রানা।'

'এই শেষ বার বলছি, ব্রুনভাল শোনো,' পিরো তীব্র গলায় বলল। 'জায়গাটায় মাইনের ছড়াছড়ি...'

'পুরানো কথা,' সঙ্গীকে চাবি দিল ব্রুনভাল। লোকটা এগিয়ে গিয়ে স্যার ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টারের শিকলের তালা খুলে দিল।

স্যার ফ্রেডারিকের চোখ দুটোকে জ্বলন্ত কয়লার দুটো টুকরোর মত দেখাচ্ছে, এই প্রথম কথা বলল সে, 'ব্রুনভাল! ঋণ আমি শোধ করব প্রথমে রানার, গলা দিয়ে বরফ ঢোকাব হাফ টন। তারপর তোমার সাথে হবে আমার বোঝাপড়া, মনে রেখো।'

'ডেকে উঠতে হবে তোমাদের সবাইকে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ব্রুনভাল। 'তার আগে, ক্যাপ্টেন রানা, তোমাকে কয়েকটা কথা বলে রাখি। Spandau-Hotchkins নিয়ে ফারগুসেন অরোরার কোয়ার্টার মাইল পিছনেই থাকবে সারাক্ষণ। ডেকে উঠে দেখতে পাবে, লুকাবার বা পালাবার পথ নেই কোন দিকে। একটা ওপেনওয়াটার প্যাসেজ চলে গেছে শুধু বলিভিকা অ্যাঙ্কোরেজের দিকে এঁকেবেঁকে, তাও প্রায় অর্ধেকটা বরফ অর্ধেকটা পানি। চারদিকে ভিড় করে আছে অসংখ্য আইসবার্গ।'

'তুমি বলতে চাইছ, পালাবার কোন পথ খোলা নেই,' বলল রানা। 'সেক্ষেত্রে যাতে পালিয়ে না যাই তার জন্যে সাবধান করে দেবার দরকার হয় না। সে যাক, ব্রুনভাল, মাইনের সাথে যদি ধাক্কা লাগে, বোটগুলো ব্যবহার করতে পারা যাবে?'

'যাবে,' বলল ব্রুনভাল। 'গতরাতে চেক করে দেখে রেখেছি। গলহার্ডির বোটটাও পাবে তুমি একধারে।' গলহার্ডির দিকে ফিরল সে। 'এদের সাথে তোমার কিন্তু সত্যি ছুঁওয়া উচিত নয়। তুমি কোন অপরাধ করোনি।'

'ক্যাপ্টেন রানারও যাওয়া উচিত নয় এদের সাথে, কারণ সে-ও কোন অপরাধ করেনি,' গম্ভীরভাবে বলল হলহার্ডি।

'বেরিয়ে যাও সবাই তাহলে,' বলল ব্রুনভাল।

যা ভেবেছিল রানা, লম্বাটে একটা ছোট আইসবার্গের গায়ে ঠেকে আছে অরোরার ডান পাশটা, লেজের দিকে ফারগুসেন। আইসবার্গের গায়ে মানুষ সমান উঁচু কয়েকটা বরফের পিলার, তাতেই বেঁধে রাখা হয়েছে জাহাজ দুটোকে। Spandau-Hotchkins এর মুখ অরোরার দিকে হাঁ করে আছে। গান প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে, যে কোন মুহূর্তে নির্দেশের জন্যে তৈরি। ফারগুসেনের পাশেই ব্রুনভালের চিমে, আধমাইলটাক দূরে এখনও ফ্রোজেট মুক্ত আঁকাবাঁকা পানিপথ ধরে ঢেউয়ের সাথে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। ব্রিজে উঠতে যাবে, অকস্মাৎ ঝাপটা লাগায় চোখ বুজে ফেলল রানা।

তুষার আটকে গেল ওভারকোটে, হাতে, মুখে। ঝাড়তে ঝাড়তে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। পিছন থেকে ক্রুনভাল কি যেন বলতে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। কিন্তু ওর দৃষ্টি তখন দূরে, ক্রোজেটের দিকে। ডেকের উপর হেলিকপ্টারটা মস্ত ফড়িংয়ের মত বসে আছে, বরফ আর সাগর থেকে হু হু করে উঠছে বাষ্প, সেইসাথে কুয়াশার পর্দা, তবু লালচে গোলাপীটুকু পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ককপিটে বসে এদিকেই চেয়ে আছে রেবেকা, অনুমান করল রানা।

কি এক আশঙ্কায় বুকটা একবার কেঁপে উঠল রানার। ক্রুনভাল ফের কি যেন বলতে ধাপ ক'টা টপকে ডেকে নেমে এল আবার ও। সামনে প্রকাণ্ড হিমগিরির মত একটা আইসবার্গ দেখল। ওই হলো বভেট। এখনও অনেক দূরে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না দ্বীপটার কিছুই। দুটো চ্যাপ্টা পিলারের মত খাড়া শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে, মাথায় সাদা মুকুট। সাগরে গিজ গিজ করছে বরফের টুকরো। খোলা পানিপথটা, রানা অনুমান করল, আধমাইল চওড়া, আইসবার্গের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে গম্ভীরদর্শন দ্বীপটার দিকে।

'ওয়াল্টার,' ক্রুনভাল বলল, 'নেমে যাও ইঞ্জিনরূমে।' ব্যস্তসমস্তভাবে আইসবার্গের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একজন ক্রু। উঠে গেল তারা ফারগুসেনে। আইসবার্গের উপর রইল মাত্র দু'জন, পিলার থেকে নোঙরের দড়িদড়া খোলার জন্যে। ক্রুনভালের সঙ্গী স্যার ফ্রেডারিক, পিরো আর ওয়াল্টারকে একটা কেবিনে রেখে ফিরে এল।

'অরোরা এখন তোমার হাতে, ক্যাপ্টেন রানা,' বলল ক্রুনভাল। 'আস্তে ধীরে এগোতে হবে তোমাকে।' বরফের দিকে আঙুল নির্দেশ করল সে। 'তা না হলে বড়সড় একটা ধাক্কা লেগে অঘটন ঘটতে পারে। বলিভিকায় পৌঁছে তীর থেকে আধমাইল এদিকে নোঙর ফেলবে তুমি, আবার আমি উঠে আসব এই ডেকে।'

ফারগুসেনের বো-এর দিকে ফিরল ক্রুনভাল। একটা হাত তুলে নাড়ল। গান প্ল্যাটফর্ম থেকে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো গানার দু'জনের একজন উত্তর দিল সাথে সাথে, মাথার উপর হাত তুলে নাড়ল সে-ও। 'ওঠো,' ক্রুনভাল ফিরল রানার দিকে।

ব্রিজে উঠে এল ওরা। আর কোন কথা না বলে ক্রুনভাল আর তার বেঁটে দেহরক্ষী পিছিয়ে গেল লোহার মইয়ের কাছে, নামতে শুরু করল ওদের দিকে মুখ করে। হাসিটা চেপে রাখল রানা অতি কষ্টে। দুটো অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান পাহারা দিচ্ছে, তবু ভয়।

দুটো হাত একত্রিত করে চোঙ তৈরি করল রানা মুখের সামনে। 'কাস্ট অফ!' চেঁচিয়ে বলল ও আইসবার্গের উপর দাঁড়ানো লোক দু'জনকে। তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে নির্দেশ দিল। 'স্লো অ্যাহেড।' অরোরা ধীরে ধীরে সরে এল আইসবার্গের গা থেকে। এগিয়ে চলল বভেটের দিকে।

ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল বভেট। বিশাল মেঘখণ্ডের মত ঘন কুয়াশার একটা পর্দার আড়ালে পড়ে গেল দ্বীপটা। পাঁচ মাইল পেরোবার পর আবার সরে গেল পর্দা। বভেটকে দেখা গেল পরিষ্কার। পাহাড়ের খাড়া গায়ে তুষার জমতে পারেনি, কিন্তু চকচক করছে ভিজে স্যাঁতসেঁতে কালো গা। পাংশুটে আকাশ থেকে নিষ্প্রভ

কমলা রঙের রোদ মেঘের ফাঁক গলে পাহাড়ের খাড়া গায়ে চওড়া ফিতের মত ঝুলে আছে। জোড়া আগ্নেয়গিরি মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে আকাশের গায়ে, তিন হাজার ফিট উপরে, ডান এবং বাঁ দিকে। মাথা দুটোর নাম Christensen এবং Posadowsky। পাহাড়ের বাঁ দিকটার রঙ ব্যাসল্ট রকের মত গাঢ় নয়, জমাট লাভার রঙ ওখানে সালফারের মত হলুদ। জোড়া ছুঁচাল গ্লেসিয়ার থেকে নেমে এসেছে বিশাল একটা জমাট বরফের দেয়াল। দেড় হাজার ফুট উপরে, পাহাড়ের খাড়া গা কোনাকুনি বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেখান অবধি উঠে গেছে সাগর থেকে নিরেট বরফের পাঁজা, মিশেছে গ্লেসিয়ারের সঙ্গে। পাহাড়ের খাড়া, চকচকে গায়ের কালো রঙ লেগেছে বরফে। এখানে সেখানে পাথরের বেঢপ সাইজের মাথা বেরিয়ে আছে বিশাল এক একটা আঙুলের মত। দেখে মনে হয় সাদা-কালো রঙের প্রেত দৈত্যরা আর্তনাদ করছে মৃত্যু যন্ত্রণায়।

বভেট দাঁড়িয়ে আছে বাতাসের দিকে কাঁধ দিয়ে। তার গায়ে আলো নেই বললেই চলে। জোড়া শৃঙ্গের কিনারাগুলো হালকা কমলা রঙ মেখে আছে মেঘের কাছ থেকে ধার করে। বলিভিকার বহির্ভাগে খণ্ড পাথর বিছানো এলাকায় ভিড় করে আছে পঞ্চাশ ষাটটা আইসবার্গ, ফলে তীরচিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বভেট দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে মাথা তুলে, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে প্রকট হয়ে আছে একটা চ্যালেঞ্জ। শত শত মাইল দূর থেকে ধেয়ে আসছে একের পর এক ঢেউ, গায়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে ছত্রাখান হয়ে ভেঙে পড়ছে চারদিকে। বাতাস প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাকে টলাতে, এমন বাতাস যার গতিবেগ পরিমাপ করা অ্যানেমোমিটারেরও সাধ্যের অতীত—কিন্তু সেই একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে বভেট, সেই কবে থেকে কে জানে!

হুইলে গলহার্ডি। টোয়েন্টি ফাইভ ফ্যাদম, ইকোসাউন্ডারের দিকে চোখ রাখতে দেখতে পেল রানা। পোর্ট বো থেকে হেডল্যান্ডের দূরত্ব এবং দিকটা দ্রুত পরিমাপ করে নিল ও। ওই জায়গাতেই সম্ভবত খ্রিস্টেনসেনের দল ইমার্জেন্সী ডিপো স্থাপন করেছিল, খাদ্য ও জ্বালানীসহ। ভাবতে গিয়ে খুব একটা উৎসাহ বোধ করল না রানা। এত বছর পর তা কি আর অটুট আছে, যত মজবুত করেই তৈরি করা হোক না ডিপোটা। স্টারবোর্ডের দিকে, একটু দূরে, বলিভিকা অ্যাঙ্কোরেজ। খ্রিস্টেনসেনের জাহাজ কিভাবে এগিয়েছিল মনে পড়ে গেল রানার। ওকেও হয়তো সেই পন্থা অবলম্বন করতে হবে। মন্থর বেগে আগুপিছু করতে করতে তীরের দিকে এগোতে হবে, তা না হলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ছুটে আসা বাতাস আর ঢেউ অ্যাঙ্কোরেজে ঢুকতেই দেবে না।

গলহার্ডিকে নির্দেশ দেবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় ঘটল বিস্ফোরণ। এক পলকে অরোরার পোর্ট সাইড ছিঁড়ে ফেটে উড়ে গিয়ে ফাঁক হয়ে গেল।

কান ফাটানো শব্দ আর প্রচণ্ড ধাক্কায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রানা। প্রথম ক'সেকেন্ডে বিশ্বাসই হলো না ওর, ঘটনাটা ঘটেছে। অরোরার ডেক, প্লেটিং, বীম, রিভেট সব টুকরো টুকরো হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়েছে, সশব্দে পড়ছে সেগুলো পানিতে। দলা পাকানো ধাতব পদার্থ ইন্ডিয়ান অ্যাপাচীদের নিক্ষিপ্ত তীরের মত

ব্রিজের ইস্পাতের দেয়াল ভেদ করার সময় কর্কশ আর্তনাদ করে উঠল। দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল জিনিসটা, রানা আর গলহার্ডির মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল এক নিমেষে। বেরিয়ে যাবার পথটা যদি এদিক ওদিক যে-দিকেই হোক আধ ফুট সরে যেত, একটা মাথা সাথে নিয়ে যেতে পারত।

কাত্ হতে শুরু করেছে অরোরা। ডেকে হুড় হুড় করে প্যানি উঠতে উঠতে ঢাকা পড়ে গেল সবটা, বরফের চাঁই ছুটে এসে ধাক্কা মারতে শুরু করল রেলিঙে। আধ সেকেন্ডের মধ্যে মড় মড় করে ভেঙে গেল লম্বা রেলিঙের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত।

'কুইক!' চিৎকার করে উঠল রানা। 'হোয়েল বোট! গলহার্ডি, খুব তাড়াতাড়ি ডুববে অরোরা!' হুইল ছেড়ে উঠতেই ধাক্কা দিয়ে মইয়ের দিকে ঠেলে দিল গলহার্ডিকে রানা। 'দেরি হলে আটকা পড়ে যাব ফাঁদে!'

মই বেয়ে নয়, যেন পিছলে নেমে এল ব্রিজ থেকে ওরা ডেকে। 'ওদের নিয়ে এসো।' গলহার্ডিকে বলে ডেকের পানিতে ভাসমান বরফের উপর দিয়ে ছুটল রানা হোয়েল বোটটার দিকে। হোয়েল বোটের দড়িদড়া খোলার জন্যে থামতেই পিছনে শব্দ হলো। দেখল, ওয়াল্টারের এক হাতে একটা রেঞ্চ, অপর হাতে একটা ফ্লেনসিং ছুরি, ঘাড়ের উপর চলে এসেছে প্রায়। চেনা যাচ্ছে না তাকে, তাড়ি খাওয়া মাতালের মত টলছে। রানাকে ছাড়িয়ে চলে গেল, কাটতে শুরু করল দড়িদড়া ফ্লেনসিং ছুরি দিয়ে।

গলহার্ডি ধাক্কা দিতে দিতে ডেকে বের করে আনল স্যার ফ্রেডারিক আর পিরোকে। হাঁটু সমান পানি ভেঙে হেঁটে আসছে স্যার ফ্রেডারিক। ভয়ের কোন চিহ্ন নেই চোখেমুখে, উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করছে ক্যাচারগুলোকে। পিরোর অবস্থা সবচেয়ে কাহিল। সবার আগে হোয়েল বোটে উঠতে চায় সে। সাঁতার কেটে এগোতে চাইছে সে ওইটুকু পানিতে। বরফের টুকরোর ধাক্কা খেয়ে পাঁজর ভাঙবে ভেবে ইঙ্গিত করল রানা গলহার্ডিকে। গলহার্ডি টেনে তুলল পিরোকে পানি থেকে, টেনে হিঁচড়ে আনতে শুরু করল হোয়েল বোটের দিকে। কাছাকাছি এসে গলহার্ডিকে হাতের ঝাপটা মেরে মুক্ত করল সে নিজেকে, লাফ দিয়ে পড়ল এক সেকেন্ডও দেরি না করে। মুখ থুবড়ে পড়ল হোয়েল বোটের উপর।

সবাইকে তুলে দিয়ে হোয়েল বোটকে ঠেলে ডেকের বাইরে বের করে দিল রানা, সজোরে শেষ ধাক্কাটা দিয়ে নিজেও লাফিয়ে উঠে পড়ল বোটে। মাথার উপর ঝুলছে অরোরা, নেমে আসছে দ্রুত।

বৈঠা তুলে নিয়ে বাইতে শুরু করেছে গলহার্ডি। ওয়াল্টারের হাতেও একটা বৈঠা। মস্ত একটা আইসবার্গের পাশ ঘেঁষে সরে যাচ্ছে বোট অরোরার কাছ থেকে। আইসবার্গটা দুলতে দুলতে অরোরার দিকে এগোচ্ছে। ওটাই বাঁচাল ওদের। অরোরার ডেকে গিয়ে ঠেকল, ঠেক্ দিয়ে রাখল মিনিট দুয়েক। ইতোমধ্যে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল বোট।

কাত্ হয়ে পড়ল অরোরা আইসবার্গটার গায়ে। কান ফাটানো শব্দ করে ফাটল তার বয়লার, তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল বডিটা, প্রতিটি ভাগ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বরফের উপর আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

উঠে দাঁড়িয়েছে ওয়াল্টার। কাঁপছে ঠক ঠক করে। 'গেল!' একটা শব্দ দিয়েই বুঝিয়ে দিল সে কতটুকু গেল তার।

বাকি তিনটে ক্যাচার দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফারগুসেনের বো হোয়েল-বোটের দিক থেকে সরে গেছে সাগরের প্রবল চাপের মুখে।

হাই টিলার থেকে পিছন দিকে তাকাল গলহার্ডি। ক্যাচারগুলোকে দেখছে। 'রানা, পাল তুলে দাও,' বলল সে। 'ফারগুসেনে ফিরে যাওয়া সম্ভব এখনও। আড়াআড়িভাবে এগোবার মত যথেষ্ট চওড়া প্যাসেজটা।'

গলহার্ডি যেন বোতাম টিপে জাগিয়ে দিল স্যার ফ্রেডারিকের ভিতর ওত্ পেতে থাকা উন্মাদ পশুটাকে।

তিন

ফার্স্ট-এইডের বাক্সটা ফেলে এক লাফে উঠে দাঁড়াল স্যার ফ্রেডারিক, ওয়াল্টারের হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল ছুরিটা, স্যাঁত করে সরে গিয়ে দাঁড়াল গলহার্ডির সামনে, ছুরিটা চেপে ধরল তার কণ্ঠনালীর উপর। 'পিছিয়ে যাবার কথা ভুলে যাও!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'বোট যাবে অ্যাঙ্কোরেজে। তীরে নামছি আমরা।'

চোখ বড় বড় করে স্যার ফ্রেডারিকের দিকে নয়, মাথা তোলা শৃঙ্গের দিকে চেয়ে আছে রানা। এ পর্যন্ত একটা মাত্র দল বভেটের তীরে নামতে পেরেছে, লার্স খ্রিস্টেনসেনের নেতৃত্বে। সে সময় এমন দুর্লভ আবহাওয়া ছিল যা আর কখনও পাওয়া যাবে না।

'তীরে নামছি!' বলল রানা। 'ফ্রেডারিক! কথাটা না বলে পারছি না, তুমি আস্ত একটা পাগল। ইউ কান্ট ল্যান্ড অন বভেট।'

বভেটের তীরে বালি নেই। কোথাও যদি পাথুরে জায়গা খানিকটা থেকেও থাকে, কয়েক হাতের বেশি চওড়া হবে না সেটা। প্রায় সাগর থেকে উঠে এসেছে পাহাড়ের গা, কাঁধ যদি থেকেও থাকে, সাগরের নিচেই তলিয়ে আছে সেটা। বভেট দ্বীপ নয়, বভেট পাহাড়।

গোঁয়ারের মত মাথা ঝাঁকাল স্যার ফ্রেডারিক। 'না! আমি যা বলছি তাই হবে। ওয়াল্টার! মরা বাচ্চার দিক থেকে চোখ ফেরাও। রেঞ্চটা তুলে নাও হাতে, কেউ নড়লেই মাথায় বসিয়ে খতম করে দেবে।' গলহার্ডির গলার চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে, বুকে গড়িয়ে নামার আগেই ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যাচ্ছে ধারাটা। রক্ত-লাল চোখে গলহার্ডির চোখে তাকাল আবার ফ্রেডারিক। 'তীর! তীর! তীরের দিকে যাব আমি। কানে যাচ্ছে কথা?'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল গলহার্ডি। রানা দেখতে পাচ্ছে, স্যার ফ্রেডারিকের চোখ দুটোয় ফুটে উঠেছে খুনের নেশা। গলহার্ডির নিরাপত্তার কথা ভেবে নিস্তব্ধতা ভাঙল ও। 'পারবে তুমি বোট নিয়ে যেতে, গলহার্ডি?'

'বোট নিয়ে যাওয়াটা সমস্যা নয়, রানা,' বলল গলহার্ডি। 'ওখানে পৌঁছুবার

পর বোটটাকে পাথরের হাত থেকে বাঁচানোই সমস্যা।'

'যা বলছি!' খেঁকিয়ে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। 'পাল তোলো। এক্ষুণি পাল তোলো। স্কিপাররা কিছু একটা করে বসার আগেই রওনা দিতে চাই আমি।'

'কিন্তু তা সম্ভব নয়…'

'সম্ভব!' ঘেউ করে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। 'তুমি ভেবেছ থম্পসন আইল্যান্ডকে লুকিয়ে ফেলতে পেরেছ নিজের পকেটে? ভুল। তুমি জানো না, রানা, থম্পসন আইল্যান্ড আমার সামনে রয়েছে, তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি মনের চোখ দিয়ে। তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি—যাচ্ছি আমরা সেই থম্পসন আইল্যান্ডেই!'

হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না রানা। নিজের গলাই অপরিচিত শোনাল ওর কানে, 'কিসে চড়ে?'

'এই হোয়েল বোটে চড়ে।' শব্দ করে পা ঠুকল স্যার ফ্রেডারিক পাটাতনে। 'নোরিশের চার্ট আছে আমার কাছে, এই যে!' নিজের উইন্ডব্রেকারে টোকা মারল সে। 'বভেটের নর্থ ইস্টে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে থম্পসন আইল্যান্ড। খ্রিস্টেনসেনের দলটা বভেটে একটা ডিপো রেখে গেছে। ডিপো থেকে প্রয়োজনীয় রসদ তুলে নেব আমরা। থোর্সহ্যামার পৌঁছুবার আগেই কেটে পড়ব বভেট থেকে।'

কোন বাধা মানবে না স্যার ফ্রেডারিক, বুঝতে পারছে রানা। তার স্বপ্নের কাছে ঝুঁকিটা তুচ্ছ জ্ঞান করছে সে। দ্রুত ভাবছে রানা। লোকটা ওকে বাধ্য করতে পারে বভেট থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল উত্তর উত্তর-পুবে যেতে, কিন্তু ওখানে ওরা পাবে না থম্পসন আইল্যান্ডকে। থম্পসন আইল্যান্ড কোথায়, একমাত্র ও একা জানে। রহস্যটা নিজের কাছেই চিরকাল জমা রাখতে চায় ও।

'ফোরসেইল তোলো!' হুকুম জারি করল ওয়াল্টার।

গলহার্ডির দিকে চেয়ে চোখ টিপে ইশারা করল রানা। এগিয়ে গিয়ে ফোরসেইলের দড়িদড়া টেনে খুলতে শুরু করল। উঠে দাঁড়িয়েছে গলহার্ডিও। টিলারে পা আটকে হাল ঘোরাচ্ছে সে প্রয়োজন মত, দু'পাশের বরফের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বোটকে। পাল তোলা হতে গতি বেড়ে গেল বোটের। ফারগুসেন থেকে ছুটে এল আগুনের লম্বা একটা রেখা। Spandau বুলেট ছাড়ছে ওদের দিকে। লাফিয়ে পাটাতনের উপর স্তূপীকৃত তুষারে চড়ল স্যার ফ্রেডারিক। ঝাড়া তিন মিনিট অকথ্য, অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করল ক্যাচারগুলোকে। মার্কসম্যান যত বড় এক্সপার্টই হোক টার্গেট হিসেবে হোয়েল বোটটা অত্যন্ত নিচুতে। নীল উইন্ডব্রেকারের হুড মাথার পিছনে ঝুলে পড়েছে, ক্যাচারগুলোর উদ্দেশে হাতের ছুরি নাচিয়ে লাফ-ঝাঁপ মারছে তুষারের উপর স্যার ফ্রেডারিক। 'আয়! আয় শালারা!' কানের পর্দা ফেটে যাবার অবস্থা তার চিৎকারে। 'সাহস থাকে তো এগিয়ে এসে ধাক্কা খা মাইনের সাথে।'

কেউ লক্ষ করেনি, কখন উঠে বসেছে পিরো। তার গলা শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। 'হের ক্যাপিটান কোহলার আমাদের এই অবস্থার কথা ভেবেই যেন মাইন ছেড়েছিল, মাইরি বলছি! বলিভিকায় আর আসতে হবে না ওদের।'

দ্রুত থেকে দ্রুততর ছুটছে হোয়েল বোট। Spandau-Hotchkins-এর গর্জন কোথায় হারিয়ে গেছে বোঝার কোন উপায় নেই। ছোট্ট তীরচিহ্নটাকে আড়ালে পড়তে দিচ্ছে না গলহার্ডি। বরফের দু'পাশের আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সে বোটকে। সাগরের রঙ গাঢ় নীল দেখাচ্ছে, যতই তীরের দিকে এগোচ্ছে ওরা। কাছাকাছি থেকে পাহাড়ের চেহারা আরও গম্ভীর। ফুলে ফেঁপে আছে কোথাও গা, কোথাও বাতাস খামচে তুলে নিয়ে গেছে বিশাল ছাল, কোথাও হিমবাহের ঘষা লেগে মসৃণ টাকের মত হয়ে রয়েছে উপরটা। হোয়েল বোট স্রোতের টানে পড়ে যেতেই এক পলকে তীরের কাছ থেকে দূরত্ব কমে দাঁড়াল এক কেবলের মত। লম্বা একটা ঢেউ নামিয়ে দিয়ে গেল বোটটাকে কয়েকটা চকচকে কালো পাথরের ঠিক মাঝখানে। গলহার্ডি দাঁতে দাঁত চেপে হাল ঘোরাচ্ছে প্রাণপণে। হাতের ফুলে ওঠা পেশীর উপর জেগে উঠেছে নীল শিরা-উপশিরাগুলো। ধনুকের মত অর্ধবৃত্তের আকার নিয়ে দ্রুত ফেরত আসছে ঢেউটা তীরে ধাক্কা খেয়ে। ঠিক তখনই চোখে পড়ল রানার সমতল টেবিলটপ রকটা। এগিয়ে আসছে ঢেউটা, উন্মোচিত হচ্ছে সেই সাথে সমতল পাথরের লম্বা, অপ্রশস্ত মেঝে, সাগরের পিঠ থেকে বড়জোর আধহাত নিচে, কোথাও জেগে আছে পানির উপর ইঞ্চি কয়েক। চিৎকার করে সাবধান করতে যাচ্ছিল রানা। কিন্তু খণ্ড পাথরগুলোর ফাঁক থেকে বেরিয়েই দেখতে পেয়েছে গলহার্ডি টেবিলটপের মত সমতল পাথরের মেঝেটা, সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠল সে। পাহাড়ের গায়ে ঢেউ আছড়ে পড়ল বজ্রপাতের মত গুরুগম্ভীর শব্দে, গলহার্ডির কণ্ঠস্বর যেন ভেসে এল বহুদূর থেকে। ক্ষীণ, অস্পষ্ট শোনাল তার চিৎকার।

'পৌঁছুচ্ছি আমরা—রানা!' ঘাড় ফিরিয়ে ফণা তোলা, মাথায় ফেনার মুকুট পরা একটা ঢেউ বেছে নিল গলহার্ডি। টিলারের পাশে নিচু হলো সে বসার ভঙ্গিতে। স্রোতের সাথে ভেসে যাওয়া বরফের টুকরোর দিকে চোখ তার। থেকে থেকে দেখে নিচ্ছে সমতল পাথরের মেঝেটাকে। মেঝেটা খানিক দূরে থাকতেই পাল খুলে গুটিয়ে রাখল রানা। স্রোতের এমনই টান, গতি কমল কিনা বোঝাই গেল না। হাত নেড়ে ইশারা করল সে রানাকে। বুঝতে পারল রানা, আড়াআড়িভাবে শক্ত মেঝেতে উঠে যেতে চাইছে গলহার্ডি। গম্ভীর সাগর, তারপর পাথরের মেঝে, তারপর তীর, তীর থেকে মাত্র পনেরো হাত দূরে পাহাড়ের খাড়া প্রাচীর।

হাল ঘুরিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইছে গলহার্ডি। বাছাই করা নির্দিষ্ট ঢেউটার পৌঁছুতে কয়েক সেকেন্ড দেরি এখনও। ঢেউটা ধেয়ে এসে মাথায় তুলে নিল ওদের, প্রথম ধাক্কাতেই গভীর সাগর থেকে সমতল মেঝের বর্ডার পেরিয়ে গেল বোট।

'জাম্প!' কানের ভিতর বজ্রপাত ঘটাল গলহার্ডির চিৎকার। 'জাম্প! আউট! আউট! আউট! তীরে যেন কিনারা না ঠেকে বোটের, ফর গডস সেক!'

লাফিয়ে বো টপকাল সবার আগে রানা। স্টার্ন টপকে, প্রায় একই সাথে তীরে নামল গলহার্ডি। বাকি তিনজন এক সঙ্গে আছড়ে পড়ল উপুড় হয়ে। ঢেউটা বোট নিয়ে উঠে এল তীরে। ওরা দু'জন তৈরি হয়েই ছিল, দু'দিক থেকে ধরে বোটটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে পিছিয়ে এল তাল সামলাতে সামলাতে।

লম্বা একটা বারান্দার মত তীরটা। বভেটে এটাই একমাত্র ল্যান্ডিং প্লেস।

জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে তিনদিক থেকে পাহাড়ের গা। বাতাস ও সাগরের সরাসরি আক্রমণ থেকে মুক্ত এলাকা। পাহাড়ের গায়ে একটা ফ্ল্যাগস্টাফ পুঁতে রাখা হয়েছিল, চল্লিশ বছর আগে, ফ্ল্যাগটা এখন নেই, নেই দড়িটাও, কিন্তু মরচে ধরা লোহার দণ্ডটা এখনও আছে। তার নিচেই পাথরের গায়ে খোদাই করা কয়েকটা লাইন, ইংরেজী ও নরওয়ের ভাষায়। চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করল স্যার ফ্রেডারিক।

'ক্যাপ্টেন Harald Horntvedt, Norvegia-এর মাস্টার নরওয়ের নামে বভেটকে গ্রহণ করেন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা ডিসেম্বরে এবং এই জায়গায় নরওয়ের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন নরওয়ের দাবি এবং সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। 'ব্যাটারা হাঁদারাম!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল সে। 'ওরা প্রথম পা রাখে; তার এক বছর পর ব্রিটিশরাও দাবি করে এ অধিকার, কিন্তু কেউ ভুলেও থম্পসন আইল্যান্ডের কথা মুখে আনেনি।'

প্রথম কাজ ডিপোটাকে খুঁজে বের করা, ঠিক করল রানা। ওদের মাথার উপরের ওয়াটার-মার্ক দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না জলোচ্ছ্বাস তীরভূমি ডুবিয়ে দেয় মাঝেমধ্যেই। বিপদটা কখন আবার ফিরে আসবে, কেউ বলতে পারে না।

বোর্ডের একটা টুকরো প্রথম চোখে পড়ল গলহার্ডির। লোহার শিক দিয়ে পাহাড়ের বাঁ দিকের গায়ে আটকানো, যেখানে একটা হেডল্যান্ড পানিতে নেমে গেছে সরাসরি। বোর্ডে একটা মাত্র শব্দ লেখা: Roverhullet. আঁকা তীরটা অস্পষ্ট, যেদিকটা নির্দেশ করছে সেদিকে হয়তো কোনকালে মানুষের তৈরি একটা পথ ছিল, এঁকেবেঁকে উঠেছে প্রাচীরের পাশ দিয়ে। বরফ আর পাথরের টুকরো ছাড়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না আর কিছু। দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে গিয়ে একসময় রানা তাও আর দেখতে পেল না। টাওয়ার অভ লন্ডনের মত বিশাল একটা আলগা পাথরের খণ্ড অন্য কোথাও থেকে তুলে নিয়ে এসে কেউ যেন জোড়া লাগিয়ে দিয়েছে পাহাড়টার গায়ে, সেঁটে আছে ওটা পাহাড়ের পেটে, ফুলে আছে কিম্ভূত এক আকৃতি নিয়ে।

'গা বেয়ে উঠতে হবে যেভাবে হোক,' বলল রানা। 'রোভারহালেট নিশ্চয়ই ওপরে কোথাও আছে—এখনও যদি বাতাস তাকে টিকিয়ে রেখে থাকে দয়া করে। পাথর পড়ে ওপরে ওঠার পথটার বারোটা বেজে গেছে। ওঠা সম্ভব কিনা জানি না। তবে আমি আর গলহার্ডি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'কক্ষনো নয়।' আপত্তি জানাল স্যার ফ্রেডারিক। 'পাথর ছুঁড়ে আমাদের মাথা ফাটাবে খানিকটা উঠেই, কিংবা বন্ধ করে দেবে পথটা—এই মতলব এঁটেছ, বুঝেছি! উঠতে যদি না পারি, খিদেতেই মরে যাব তিন দিনের দিন, তুমি জানো!'

'জানি বৈকি!' বলল রানা। 'আমি আরও জানি, শুধু তোমার জন্যে আমাদের এই অবস্থা! নিজের পজিশন সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই, ফ্রেডারিক। তোমার মাথায় যদি এক বিন্দু ঘিলু থাকে, এখনও সময় আছে, ক্যাচারগুলোয় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নাও।'

যেন শুনতে পায়নি স্যার ফ্রেডারিক রানার কথা। কি বুদ্ধি এঁটেছে সেটা ব্যাখ্যা

করে শোনাল সে। 'আমাদের পাঁচজনকে একত্রে বাঁধার জন্যে যথেষ্ট দড়ি আছে বোটে। তুমি, রানা, সবার আগে উঠবে, কেননা যতসব শয়তানি বুদ্ধি তোমার মাথা থেকেই বেরুচ্ছে। এরপর পিরো, তোমার আর গলহার্ডির মাঝখানে। তার পা যদি ফসকায়, দু'জন বলিষ্ঠ লোক থাকবে তাকে ধরে রাখার জন্যে। তারপর আমি, এবং সবশেষে ওয়াল্টার।'

উদ্বিগ্ন মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল গলহার্ডি। 'বাতাস জোরেশোরে বইতে শুরু করলে সাগর কিন্তু উঠে আসবে তীরে, তা বলে রাখছি। বোটটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে।'

হাসতে শুরু করল স্যার ফ্রেডারিক। 'গলহার্ডি, তোমার আর আমার দুশ্চিন্তা এই বোটের ব্যাপারে সমান সমান। ওটা হারানো মানেই সব শেষ হয়ে যাওয়া। এক কাজ করো, ফ্ল্যাগস্টাফের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে ওর ওপর পাথর চাপিয়ে দাও অনেকগুলো। পথটা যদি খুব দুর্গম না হয়, তুমি আর রানা মিলে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে পারবে পাহাড়ে। সম্ভব নয়, একথা বোলো না। দৃষ্টান্ত রয়েছে—খ্রিস্টেনসেনের লোকেরা গোটা একটা ডিপো তুলতে পেরেছিল।'

কিন্তু তারা এই পরিমাণ বরফ পায়নি পথের কোথাও, ভাবল রানা। বরফ কেটে এগোবার জন্যে কোন যন্ত্রও নেই ওদের।

মাথায় একটা বুদ্ধি এল রানার। 'বোট থেকে রো-লকগুলো নিয়ে এসো, গলহার্ডি,' বলল রানা। গলহার্ডি ইতোমধ্যে বোটের উপর পাথর চাপাতে শুরু করেছে। 'ওপরের পাথর খোদাই করতে কাজে লাগতে পারে ওগুলো।' ওয়াল্টারের দিকে ফিরে গলা নিচু করল রানা। 'তোমার রেঞ্চটা হাতুড়ির কাজ দেবে।'

ওয়াল্টারের প্রকাণ্ড দেহের ভিতর এখন ভয়ে কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে গেছে কলজেটা পাহাড়ে চড়তে হবে ভেবে। পথের অস্পষ্ট রেখার দিকে অসহায় দৃষ্টি তার। 'একজন যদি পিছলে পড়ে, তার সাথে বাকি সবাই যাবে,' বলল সে। 'তার চেয়ে দড়ি না বাঁধলে হয় না?'

'নো!' জবাব দিল স্যার ফ্রেডারিক। 'দড়ি নিয়ে এসো, গলহার্ডি।'

ঘোড়ার খুরের মত দেখতে ছয়টা রো-লক নিল রানা গলহার্ডির হাত থেকে। দস্তানা পরা না থাকলে আঙুলগুলোকে বরফ করে ফেলত, এত ঠাণ্ডা হয়ে আছে লোহার ফ্রেমটা। দড়িটা সম্ভবত ত্রিশ ফিট লম্বা। প্রতিটি গিঁট বাঁধার পর টেনে পরীক্ষা করল গলহার্ডি।

রওনা হবার আগের মুহূর্তে পিরো ওয়াল্টারকে কনুই মেরে সরিয়ে দিয়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল, কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে নত হলো সে রানার দিকে মাথা নামিয়ে। পরিষ্কার বোঝা গেল, সে ভাবছে এ যাত্রায় কারও রেহাই নেই। 'হের ক্যাপিটান, আমি আপনার সাফল্য কামনা করি। আমার নিজের জন্যেও তাই কামনা করি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরল রানা, এগোল। অনুসরণ করল সবাই ওকে। প্রথম ত্রিশ ফিটের পর পথটা চওড়া হয়ে গেছে। প্রায় খাড়া হলেও ঠিক বিপজ্জনক বলা চলে না। একটা মাত্র ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রানা, পিরো হাপরের মত

হাঁপাচ্ছে। এক সময় মাথার উপর হাত তুলে থামল রানা, নির্দেশ দিল, 'স্টপ!' এই প্রথম ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে, নিচের দিকে তাকাল ও।

এইভাবে হঠাৎ করে চক্কর দিয়ে উঠবে মাথাটা, ভাবতেই পারেনি রানা। পাথরের গায়ে এলিয়ে দিল নিজেকে ও, তা না হলে কাত হয়ে যেত শরীর, খসে পড়ত নিচে। ঠিক পাঁচশো ফিট নিচে পাথরের খোঁচা খোঁচা পিলারের সারি দাঁড়িয়ে আছে। হেডল্যান্ডের গোড়া থেকে আরও খানিক দূরে সেগুলো। তীরটা ঢাকা পড়ে গেছে হেডল্যান্ডের আড়ালে। পাঁচজনের যে-কোন একজনের একটা বুট স্লিপ করলেই মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হতে হবে সবাইকে। সাগরের দিকে চেয়ে আইসবার্গ ছাড়া প্রথমে কিছু চোখেই পড়ল না। শেষ প্রান্তে ছুটে গেল ওর দৃষ্টি, তারপর আরও দূরে। তিনটে ক্যাচারকে দেখা যাচ্ছে। কমলা রঙটা চোখে পড়তেই বুকের ভিতর অকস্মাৎ দুলে উঠল হৃৎপিণ্ড। ওই রঙটাই যেন রেবেকা, সম্মোহিত হয়ে চেয়ে রইল রানা। ক্রোজেটের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে ফারগুসেন আর চিমে, খোলা পানি-পথটার মুখে। হোয়েল বোট নিয়ে ওই পথ দিয়ে কিভাবে যাবার কথা ভাবছে ফ্রেডারিক ওর মাথায় ঢুকল না।

পাঁচ মিনিটের বিরতি। কথা বলার শক্তি নেই কারও। তারপর আবার শুরু, উপরে ওঠা। পথ নয়, চিহ্নমাত্র। পাথরের খণ্ড কমতে কমতে শূন্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সামনের দিকটা আরও খাড়া, আরও মসৃণ। তুষার ভেজা পাথরের গা অসম্ভব পিচ্ছিল। পাহাড়ের গায়ে বাতাস ধাক্কা খেয়ে ফিরতিমুখী ঝাপটায় উড়িয়ে নিতে চাইছে ওদের গায়ের কাপড়। আবহাওয়া এখন আরও পরিষ্কার, যার অর্থ রানা বুঝল, অশুভ লক্ষণ। আরও কয়েকশো ফিট উঠল ওরা নিঃশব্দে। বাতাস গলায় আটকে যেতে চাইছে বারবার। ছুরির ডগা দিয়ে যেন উইন্ড-পাইপের গা কাটতে কাটতে ফুসফুসে ঢুকছে বরফ থেকে উঠে আসা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস। রানার নিচে সবাই যার যার হুড যথাসম্ভব নামিয়ে নিয়েছে মুখের উপর। ওয়াল্টারের দাড়িতে বরফের কুচি। তার নিঃশ্বাস ওগুলো, বাইরে বেরিয়ে দাড়িতে আটকে গেছে বরফে রূপান্তরিত হয়ে।

থেমে থেমে উঠে যেতে লাগল ওরা। একটা বাঁকের কাছে পৌঁছে পথের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড পাথরের বাক্সটার পাশে কোথাও হারিয়ে গেছে সেটা। নিচে থেকে বিশাল বপুর মত এটাকেই দেখেছিল রানা পাহাড়ের গায়ে। এখান থেকে উপরের বাকি পাহাড়ের গায়ে তুষারের ঘন স্তর। একটু একটু করে এগোল রানা। তারপর, হঠাৎ দেখতে পেল ও, ছয় ইঞ্চি তুষারের ভিতর থেকে মাথা বের করে রয়েছে স্টীলের মইয়ের খানিকটা অংশ। মাথার উপর মইটার কাঠামো দেখতে পেল ও, ওর মাথার উপর ঝুলে থাকা বিশ ফিট পাথরের একটা খণ্ডকে ছাড়িয়ে চলে গেছে।

'ওয়াল্টার!' ডাকল রানা। 'রেঞ্চটা পাঠাও হাতে হাতে। বরফের নিচে একটা ইস্পাতের মই রয়েছে এখানে, ঘা মেরে মুক্ত করা যায় কিনা দেখি।'

পাথরের খাঁজে পা ঢুকিয়ে পজিশনটা মজবুত করে নিল রানা। ওয়াল্টারের হাত থেকে যন্ত্রটা নিতে এক একজন সময় নিল প্রচুর। সবাই ভয় করছে, নড়তে গিয়ে এই বুঝি পা ফসকাল। নিচের দিকে চেয়ে ঢেউয়ের উচ্চতা টেরই পেল না

রানা এত উপর থেকে, সমতল দেখাচ্ছে সাগরের পিঠ। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে তুষারের উপর আঘাত করল রানা জোরে। আর একটু হলে ঠিকরে বেরিয়ে যেত সেটা হাত থেকে। তুষার জমাট বেঁধে শক্ত লোহা হয়ে গেছে। আবার ঘা মারল সে। স্টীলের ধাপ নাড়া খেয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল রানার চোখের সামনে। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল ও মইটার দিকে। না ছুঁতেই এই অবস্থা! প্রচণ্ড শীত ইস্পাতকেও কাঁচের মত ভঙ্গুর করে তুলেছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।

একটু একটু করে মুখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকাল রানা। 'ফ্রেডারিক! এরপরও কি সম্ভব বলে মনে করো? সকলের প্রাণ নিয়ে তোমাকে জুয়া খেলতে দিতে আমি আর রাজি নই।'

পিউটার স্কিনের মুখটা ভিজে গেছে স্যার ফ্রেডারিকের। মুখোশের দিকে চোখ পড়তে শিউরে উঠল রানা। লোকটা খোদ শয়তান কিনা কে জানে! কষ্ট দিয়ে মারার উদ্দেশ্য নিয়েই যেন ওদের পিছু লেগেছে, তার আগে একটু ক্লান্ত করে নিচ্ছে মাত্র।

'হয় ওঠো না হয় ফিরে এসো এটার ওপর!' হাতের ছুরিটা দেখাল স্যার ফ্রেডারিক রানাকে। 'রেঞ্চ দিয়ে রো-লক গাঁথো বরফে, ওগুলোর ওপর পা দিয়ে উঠে যাও—কুইক!'

'রানা!' গলহার্ডি দ্রুত বলল, 'আমাকে উঠতে দাও। আমি···'

কিন্তু ইতোমধ্যেই কোমর থেকে দড়ির বাঁধন খুলতে শুরু করে দিয়েছে রানা। হাতের দিকে তাকাতে লক্ষ করল ও, কাঁপছে একটু একটু।

রানার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে পিরো। লম্বা হয়ে গেছে তার মুখের আকৃতি। 'যাবেন না, হের ক্যাপিটান।'

জবাব দিল না রানা। মাঝপথ থেকে আর যেখানে হোক, নিচে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ফ্রেডারিককে, জানে ও। উঠতে অস্বীকার করলে এমন কিছু করে বসবে লোকটা, পাঁচজনই মরবে তাতে। এখানে দাঁড়িয়ে মরার চেয়ে উঠতে চেষ্টা করতে গিয়ে মরা তবু ভাল বলে মনে হলো ওর। মৃত্যু অনিবার্য, এ যেন পদ্ধতিটা বেছে নেবার ব্যাপার মাত্র।

'হের ক্যাপিটান, দোহাই আপনার, আমার ঘাড়ে পড়বেন না।'

উত্তরে প্রথম রো-লকটা বরফে বসিয়ে তার উপর রেঞ্চের বাড়ি মারল রানা।

ঘোড়ার খুর আটকে গেল বরফে। হাত দিয়ে টেনে পরীক্ষা করে নিল রানা দু'বার। সেটার উপর দাঁড়াল এক পায়ে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে ওর আর সাগরের মাঝখানে এক হাজার ফিটের মধ্যে কিছুই দেখল না রানা। খুব সাবধানে, ঘোড়ার খুরটায় মাত্রাতিরিক্ত চাপ না দিয়ে আরেকটা গাঁথল শক্ত বরফে।

রো-লকগুলো দিয়ে ধাপ তৈরি করে বারো ফিট উঠে গেল রানা। এরপর ঝুলন্ত পাথরের বিশাল দেহের শুরু। কাঁচের মত বরফের ভিতর পরিষ্কার দেখতে পেল রানা ইস্পাতের খুঁটিগুলো। খ্রিস্টেনসেনের ক্রুরা গেঁথে রেখে গেছে পাথরের গায়ে। মইয়ের সাহায্য এবং নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি বস্তা উপরে তোলার ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা ছিল, ভাবল রানা। রো-লকের উপর দাঁড়িয়ে জুতসই একটা জায়গা বেছে নিতে চেষ্টা করছে রানা আরেকটা গাঁথার জন্যে। কি

মনে করে, একটা খুঁটি ধরে ধীরে ধীরে চাপ বাড়াল রানা, কিন্তু ভাঙল না সেটা বা বেরিয়ে এল না পাথরের ভিতর থেকে। তবু ভরসা করতে পারল না ও। আরেকটা রো-লক গাঁথল বরফে।

ঝুলন্ত পাথর থেকে গলে নামছে কমলা রঙের বরফ। বরফের স্তর এখানে মাত্র ইঞ্চি দুয়েক পুরু। একটা খুঁটির উপর পাঁজর ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। গাঁথছে আরেকটা রো-লক।

হাত থেকে কিভাবে যে খসে পড়ল রেঞ্চটা বলতে পারবে না রানা। তাল হারিয়ে ফেলল সে রেঞ্চটা আবার ধরতে গিয়ে। পারল না—ফসকে বেরিয়ে গেল সেটা, সাঁই সাঁই নামছে নিচে। বরফের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ধাতব শব্দ তুলল একবার, তীরবেগে নেমে যাচ্ছে সাগরের দিকে। মরিয়া হয়ে একটা খুঁটি ধরতে গেল রানা। খুঁটির আধ ইঞ্চি নিচে পড়ল থাবাটা। ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল সেটা। রো-লকের উপর খাড়া হয়ে থাকা পায়ের হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে, সেই সাথে রানা টের পেল পিছলে যাচ্ছে পা-টা।

একপাশে কাত্ হয়ে যাচ্ছে শরীর, ঠাণ্ডা বরফ হাত দিয়ে খামচে ধরল রানাকে চারদিক থেকে ভীষণ একটা আতঙ্ক। মাথার খানিক উপর মস্ত একটা দাঁতের মত বেরিয়ে আছে নতুন একটা খুঁটি। ডান হাতটা সেটার প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে। সেই একই সময়ে ওর বাঁ হাত উদগ্র হয়ে উঠেছে বরফের গায়ে কিছু ধরার জন্যে। কাছেই একটা শিঙের মত বেরিয়ে আছে আরেকটা খুঁটি, হাতে ঠেকতে মুঠো করে ধরল রানা, নিচের রো-লক থেকে পা ছুটে গেল ঠিক তখুনি।

ঝুলে পড়ল রানা খুঁটিটার উপর। তীব্র ঝাঁকুনি সহ্য করে টিকে রইল খুঁটিটা। কিন্তু কতক্ষণ সইবে কে জানে। পা দুটো পাথরের গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলছে, দুলছে জোড়া পেন্ডুলামের মত। বহু নিচে সাগর। নিচে তাকাতেই দেখতে পেল ও চারজোড়া আতঙ্কভরা চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে।

উন্মাদের মত লাগছে নিজেকে রানার।

চার

জীবনে যত বিপদের মুখোমুখি হয়েছে রানা, এই দোদুল্যমান অবস্থা সবগুলোকে যেন ম্লান করে দিল। প্রাণ বাঁচাবার একটা মাত্র উপায়ই দেখতে পেল ও। মাথার উপর দু'ইঞ্চি বরফের স্তর ভেদ করে আরও তিন ইঞ্চি বেরিয়ে আছে যে খুঁটিটা সেটা ধরতে চেষ্টা করা। ধরা সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখার অবকাশ দিল না ও নিজেকে। খুঁটিটা ওর ভার সহ্য করতে পারবে কিনা তাও জানা নেই ওর। ব্যাপারটা হুবহু ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো ধরে ভেসে থাকার চেষ্টার মত। শরীরটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে গেল ও উপর দিকে, হাতটা মাথার উপর খুঁটির দিকে তাক করা। খুঁটির গায়ে আঙুলগুলো আটকে গেল। ঝাঁকুনিটা সহ্য করল খুঁটি। প্রায় পনেরো সেকেন্ড ঝুলে রইল রানা। তারপর শরীরটাকে তুলতে চেষ্টা করল ও হাতটা একটু একটু ভাঁজ করে। হাতের পেশীতে টান বাড়তে শুরু করল ওর। বুঝতে পারছে, সামান্য

কিছুক্ষণ এই চাপ সহ্য করতে পারবে হাতটা, তারপর অবশ হয়ে যাবে। খুঁটির কাছে মুখ তুলল রানা। কাঁপতে শুরু করেছে হাতটা। পা দুটো এখন শূন্যে নয়, পাথরের কিনারায়, ছয় ইঞ্চি পুরু ঝুলন্ত বরফের উপর ঠেকে আছে। হাঁটুর উপর একটা খুঁটির অস্তিত্ব অনুভব করছে ও! ওটার ওপর পা তোলা কিভাবে সম্ভব বুঝতে পারল না রানা। মাথার উপর আরেকটা খুঁটি, কিন্তু সেটা ধরতে হলে আরেকটা লাফ দিতে হবে। ডান পা ভাঁজ করে হাঁটুর উপরের খুঁটিতে তুলতেই আধ মিনিটের উপর লেগে গেল। হাড়ের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চাইছে লোহার খুঁটি। বাঁ পা-টা বরফের গায়ে সেঁটে আছে। ডান হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো ও। হাত বাড়াতেও মাথার উপরের খুঁটিটার নাগাল পাওয়া গেল না।

ডান হাত দিয়ে ধরা খুঁটিটা চোখের সামনে। ব্যথায় টনটন করছে আঙুলগুলো। মুখ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মরচে ধরা গোল খুঁটিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল সে। দাঁতে তেমন কঠিন ঠেকল না ইস্পাতটা। কেন, বুঝতে পারল না রানা। খুঁটি ছেড়ে দিয়ে ডান হাত রাখল ও পাশের পাথরের উপর আড়াআড়িভাবে, তারপর ডান হাতে পাথরের গায়ে চাপ দিয়ে বাঁ হাত ছুঁড়ে দিল মাথার উপরের খুঁটির দিকে, সেই সাথে ছেড়ে দিল কামড়ে ধরা খুঁটিটা। হাতের আঙুল খুঁটির গায়ে ঠেকতেই মুঠ বন্ধ করল ও, চোখের পলকে দেয়ালে টাঙানো লম্বা ক্যালেন্ডারের মত সটান ঝুলে পড়ল শরীরটা।

বরফ আর পাথরের গায়ে সেঁটে আছে নাক-মুখ। হাঁ করে সশব্দে বাতাস গিলছে রানা। জিতে যাবার আশা মাথা তুলছে বুকের ভিতর। বরফের গায়ের সাথে ঘাঁটিয়ে ডান পা তুলতে শুরু করল ও। যেটার উপর হাঁটু রেখেছিল সেটায় ঠেকল পায়ের গোড়ালি।

খুঁটিটার উপর পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়াল রানা। বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছে ইস্পাতের মইটা, উঠে গেছে আরও উপরে। খুঁটি আর মইয়ের পার্থক্যটা এতক্ষণে ধরতে পারল ও। খুঁটির গায়ে বরফের পাতলা স্তর, তার নিচে ইস্পাত নয়, চামড়ার আবরণ। ইস্পাতকে মুড়ে রেখেছে চারদিক থেকে। খুঁটিগুলোর গায়ে চামড়ার এই খোল পরিয়ে রেখে গেছেন খ্রিস্টেনসেন, রানার এ যাত্রা বেঁচে যাবার একমাত্র কারণ ওই চামড়ার খোলটাই। কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল রানার মন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা খুঁটিগুলোর কোন ক্ষতিই করতে পারেনি, কিন্তু উন্মুক্ত বলে মইটাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে চুরচুর করে।

ঝুলে থাকা পাথরটার উঁচু পেটটাকে পাশ কাটিয়ে এবার উঠে যেতে শুরু করল ও। পা রাখতে আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না। কপালের ঘাম জমতে সময় পাচ্ছে না, বরফের কণা হয়ে যাচ্ছে বেরোবার সাথে সাথে। নিচের দিকে না তাকিয়ে খানিক বিশ্রাম নিল রানা। তারপর উঠতে শুরু করল আবার। খুঁটিগুলো এখন আর সরলরেখায় নেই, তির্যক একটা ভঙ্গিতে উঠে গেছে। মিনিট দুয়েক পরই ছোট্ট একটা উপত্যকার কিনারায় হাত ঠেকল ওর। নিচের দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না রানা। পাথরের ফুলে ওঠা পেটে আটকে যাচ্ছে দৃষ্টি। উপত্যকা থেকে উঠে গেছে একটা পথ আবার, চূড়া পর্যন্ত। পাঁচশো ফিট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখতে না পেলেও গলহার্ডির হাঁক-ডাক কানে আসছে ওর। চেষ্টা করল

পাল্টা হাঁক ছেড়ে জবাব দিতে, কিন্তু চেষ্টাই সার, পৌঁছুল না আওয়াজ নিচ পর্যন্ত। শব্দগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দমকা হাওয়া অন্যদিকে। মিনিট পনেরোর মত চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিল রানা। তারপর ঢালু পথ বেয়ে উঠে গেল ও, টেনে তুলল নিজেকে চূড়ার উপর।

কিনারা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, প্রায় সমতল একটা পথের শেষ মাথায়, কাঠের ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে একদিকে কাত হয়ে।

বেশ বড় ঘর, পনেরো জন লোক অনায়াসে থাকতে পারে। পাশেই অতিরিক্ত দুটো আলাদা ঘর, একই চালের নিচে। কাঠের হলেও, চারকোনায় চারটে আর খানিক পর পর প্রত্যেক দেয়ালের সাথে তিনটে করে ইস্পাতের মোটা পিলার পাথরে গাঁথা। দোচালাটার ফ্রেমও ইস্পাতের। সামনেই একটা লোহার ফ্ল্যাগস্টাফ, মাঝখান থেকে মচকে গেছে, মাথাটা নুয়ে পড়েছে পাথরের উপর। পতাকা বা দড়ির কোন চিহ্ন পর্যন্ত রাখেনি বাতাস।

অনুমান করা যায় কেউ নেই দোচালার ভিতর, তবু কেন যেন ল্যুগারটা কাছে থাকলে ভাল হত বলে মনে হলো রানার। রোভারহালেটের দিকে ধীর পায়ে এগোল ও। জানালা নেই বলে ঘরটাকে আরও গম্ভীর, নির্জন দেখাচ্ছে। পিছনেই বিরাট বিশাল খ্রিস্টেনসেন গ্লেসিয়ার। সামনের দরজাটাকে ধরে রেখেছে চারটে বড় বড় স্লাইডিং বোল্ট। তালা নেই। বোল্টগুলোয় কালো গ্রিজ চকচক করছে। বোল্ট ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কবাটে ধাক্কা মেরে দরজা খুলল ও। ভিতরে আধো অন্ধকার। মানুষের লাশ ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। দু'একটা থাকা বিচিত্র নয়। ফারগুসেন আইল্যান্ডে স্যার জেমস ক্লার্ক রস আঠারোশো চল্লিশ সালে দেখতে পেয়েছিলেন একটা লাশ, মনে পড়ে গেল ওর। লাশের হাতে ধরা ছিল একটা বোতল, দু'চোখে স্থির আতঙ্ক, একটা বিরাট পায়ের ছাপ তার কাছে এসে থেমেছে...

মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল রানা ভয়টা। পা বাড়িয়ে ভিতরে ঢুকল ও। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কিছুই। অদ্ভুত একটা গন্ধ পেল ও নাকে, ঠাণ্ডা বরফের মত। চারদিকের দেয়ালে বরফের স্তর জমে আছে। প্রথম ঘরটার মাঝখানে বড় একটা স্টোভ পেল রানা, পাশেই থামের সাথে ঝুলছে একটা নোটিশ বোর্ড। তাতে লেখা:

> 'এই রোভারহালেট পথ হারানো নাবিকদের জন্যে। এখানে খাবার, কাপড়, জ্বালানী এবং আরও সব প্রয়োজনীয় জিনিস পিছনের গুদামে সংরক্ষণ করা হলো। দয়া করে ব্যবহার করার পর যা বাঁচবে আগের মত যত্ন করে রেখে যাবেন।'

বাকি দুটো ঘরেও ঢুকল রানা। গুদামঘরটায় ঢোকার সময় মাথা নিচু করতে হলো ওকে। ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া একটা কাঠের বাক্সের ভিতর স্লীপিং ব্যাগ, কম্বল, কেরোসিন ল্যাম্প দেখল। খ্রিস্টেনসেন প্রথমে চেয়েছিলেন বভেটে একটা ওয়েদার-স্টেশন স্থাপন করবেন, কিন্তু ইচ্ছেটা তিনি ত্যাগ করেন এখানকার এই বুনো পরিবেশ দেখে।

একটা র‍্যাকে গ্রিজ মাখানো আইস-অ্যাক্স, পিটন, স্কি এবং পুরানো আমলের থ্রোয়িং হার্পুন দেখল রানা। প্রত্যেকটি হার্পুনের সাথে একটা করে দড়ির কুণ্ডলী। আলাদা দড়ি পাওয়া গেল আরেক র‍্যাকে, সর্বমোট দু'হাজার ফিটের মত লম্বা হবে,

অনুমান করল ও।

দড়ি, চারটে আইস-অ্যাক্স, একটা হার্পুন আর কয়েকটা পিটন নিয়ে দোচালা থেকে বেরিয়ে এল রানা। প্রথম কাজ দলের বাকি সবাইকে উপরে তোলা। খুঁটি গেঁথে একটা মই তৈরি করা যাবে পরে, আপাতত দড়ির সাহায্যেই উঠতে হবে সবাইকে।

কিনারায় দাঁড়িয়ে দূরের ক্যাচারগুলোকে দেখল রানা। আরগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে ক্রোজেট। বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ও। ক্রোজেট মুভ করছে কিনা বুঝতে পারছে না এতদূর থেকে। গলহার্ডি হলে ধরতে পারত ব্যাপারটা। রানা শুধু দেখতে পাচ্ছে আরগুলোর চেয়ে ক্রোজেট বরফের দিকে বেশি এগিয়ে আছে।

এই সময় একটা জিনিস চোখে পড়ল ওর। একটা হুইলের এদিক ওদিক ছুটে যাওয়া স্পোকের মত কয়েকটা ওপেন-ওয়াটার প্যাসেজ বরফের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়েছে বভেটের উত্তর-পুব দিকে। জাহাজ হয়তো ঢুকতে বা বেরুতে পারবে না, কিন্তু একটা হোয়েলবোট অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারবে।

ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকাল রানা। পাহাড়ের ফোলা পেট অনেক নিচে। পাথরের উপর একটা ফাটলের ভিতর হার্পুনটা ঢুকিয়ে আটকে নিল ও। দড়ির একটা প্রান্ত বাঁধল তার সাথে।

নামতে নামতে পাহাড়ের গায়ের সাথে সেঁটে থাকা বিশাল বাক্সের মত পাথরের পিঠে পৌঁছুল রানা। ওর ডাকে আনন্দে অধীর গলায় সাড়া দিল গলহার্ডি। আরও খানিক নামল রানা। দড়ি বেঁধে আইস-অ্যাক্স ধরিয়ে দিল গলহার্ডির হাতে। তারপর চূড়ায় ফিরে এল।

আইস-অ্যাক্স দিয়ে খুঁটিগুলোকে পুরোপুরি মুক্ত করে ফেলল গলহার্ডি বরফের মোড়ক থেকে। পনেরো মিনিট পর রানার পাশে চলে এল সে। কপালের বরফ কুঁচি ঘসল সে রানার কপালে। হাসছে একত্রিশ পাটি দাঁত বের করে। 'রানা, ডিয়ার বয়!' আনন্দে উত্তেজনায় কেঁপে গেল তার কণ্ঠ। 'ঝুলতে দেখে ভেবেছিলাম, হারালাম বুঝি এবার! বাঁচিয়েছে কে জানো? সেই ছোট্ট পাখিটা, সুজি ওয়াঙের আত্মা। আর ওই মেয়েটার ভালবাসা!'

স্যার ফ্রেডারিক উপরে উঠেই প্রথম জানতে চাইল, 'ওটাই ডিপো? বেশ, বেশ।'

পিয়েরোকে আগের মতই আশ্চর্য রকম ফ্যাকাসে দেখল রানা। ওয়াল্টার দিশেহারার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ওরা তিনজন এক সাথে এগোল কাঠের ঘরটার দিকে। গলহার্ডি অনুসরণ করতে যেতে পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল রানা।

'ক্যাচারগুলোর দিকে তাকাও একবার,' বলল ও। 'বিনকিউলার ফেলে এসেছি ফ্যাক্টরি শিপে. দূরের কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ক্রোজেটকে চিনতে পারবে তুমি, কমলা রঙ আছে ওটার ডেকে। আমার যেন মনে হচ্ছে বরফের সাথে লাগতে চাইছে ক্রোজেট।

কিনারায় দাঁড়িয়ে সাগরের দূর প্রান্তে তাকাল গলহার্ডি। অনেক, অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রানা। চেয়ে আছে ও গলহার্ডির মুখের

দিকে।

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই এতে, এক সময় বলল গলহার্ডি। 'অরোরা যা করেছিল, ক্রোজেটও তাই করছে। একটা স্থির প্ল্যাটফর্ম দরকার ওদের, যতদূর মনে হচ্ছে। একটা আইসবার্গের সাথে বাঁধা হচ্ছে জাহাজটাকে।'

'তুমি বলতে চাইছ...'

'তাছাড়া আর কি কারণে স্থির প্ল্যাটফর্ম দরকার?' জিজ্ঞেস করল গলহার্ডি 'রেবেকা টেক-অফ করতে যাচ্ছে কপ্টার নিয়ে।'

'না!' প্রায় চিৎকার বেরিয়ে এল রানার গলা চিরে। 'মাই গড, আত্মহত্যা করতে চাইছে ও।'

পাঁচ

অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা একবার করবে রেবেকা, এ সন্দেহ আগেই করেছিল রানা। দিগন্তের দক্ষিণ পশ্চিম দিকটা অস্বাভাবিক পরিষ্কার দেখে গম্ভীর হয়ে উঠল ও। কয়েক হাজার মাইলের মধ্যে একমাত্র বভেটই উদ্ধত মাথা তুলে আছে। এর গায়ে কি ভীষণ ঝড় আঘাত হানতে আসছে কল্পনা করতে গিয়ে শিউরে উঠল ও।

'সিগন্যাল পাঠিয়ে নিষেধ করতে হবে ওকে,' বলল রানা। 'ওই ঘরে নিশ্চয়ই ইমার্জেন্সী ফ্লেয়ার আছে।'

'রানা, ওই দেখো!'

দেখল রানাও, কমলা রঙের ঠিক উপরেই আলোর মৃদু ঝলক। বুঝতে অসুবিধে হলো না, কপ্টারের রোটর ঘুরতে শুরু করেছে।

'কুইক!' বলল রানা। 'কাছাকাছি আসতে দেয়া যাবে না ওকে।' হাত বাড়িয়ে কাঠের ঘরের পিছনে ক্রমশ উঠে যাওয়া হিমবাহ দেখাল ও।

ঘরটার দিকে ছুটল ওরা। স্টোররুমে স্যার ফ্রেডারিক ও ওয়াল্টার জিনিসপত্র চেক করছিল। রীতিমত সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে স্যার ফ্রেডারিককে। পিরো সামনের ঘরটায় বসে স্টোভ জ্বালাবার চেষ্টা করছে।

'ফ্লেয়ার আছে এখানে?'

এক নিমেষে সকল সন্তুষ্টি উবে গেল স্যার ফ্রেডারিকের মুখ থেকে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখল রানাকে। 'থোর্সহ্যামার?'

'না,' বলল রানা। 'কপ্টার নিয়ে আসতে চাইছে রেবেকা। বভেটে কপ্টার নিয়ে আসতে চেষ্টা করা মানে মৃত্যু। সিগন্যাল পাঠিয়ে বারণ করতে চাই ওকে আমি।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল স্যার ফ্রেডারিক। পিছিয়ে গেল কয়েক পা, ওদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল একটা হার্পুন। নিজের মাথার উপর তুলল সে লম্বা অস্ত্রটা; 'ওয়াল্টার! এদিকে! তুমি জানো, এই হার্পুন কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। রানা, যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকো তোমরা। কাউকে

সিগন্যাল দেবার কোনও দরকার নেই, বুঝতে পারছ?'

'কিন্তু রেবেকা...'

'রেবেকা! রেবেকা!' রানাকে ভেংচাল স্যার ফ্রেডারিক। 'রেবেকা একা আসছে ভেবেছ, অ্যাঁ? বলিভিকায় জাহাজ বা বোট নিয়ে আসতে পারবে না ওরা. তাই আসছে 'কপ্টার নিয়ে। কিন্তু আমি তো আর গ্রেফতার হতে চাই না!'

'গ্রেফতার হবার ভয়ে নিজের মেয়েকে মরতে দেবে তুমি?'

'পাইলট হিসেবে সারা পৃথিবীতে রেবেকার জুড়ি নেই,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'ওর কথা ভেবে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। নিজেকে সে রক্ষা করতে জানে।'

'বভেটের আবহাওয়াকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন পাইলট জন্মায়নি,' বলল রানা। 'মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করো, ফ্রেডারিক। রেবেকা মরতে যাচ্ছে, বিলিভ মি. ফর গডস সেক।'

র‍্যাক থেকে আরেকটা হার্পুন টেনে নিল ওয়াল্টার। সাউদার্ন ওশেনের সবচেয়ে নিপুণ হার্পুনিস্ট সে, রেইডার বুলকে কথাটা স্বীকার করতে শুনেছে রানা।

কাঠের বাক্সগুলোর দিকে পা বাড়াল ও। ওয়াল্টার নড়ে উঠল কখন, দেখতেই পেল না। হার্পুনের তীক্ষ্ণ মাথাটা রানার মুখের কাছ থেকে তিন ইঞ্চি দূরে কাঠের দেয়ালে গেঁথে গেল। ঝট্ করে তাকাতেই রানা দেখল, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওয়াল্টারের—হাসছে নিঃশব্দে।

গলহার্ডির মুখ থমথম করছে। কিন্তু স্যার ফ্রেডারিক প্রশংসার চোখে চেয়ে আছে ওয়াল্টারের দিকে। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, ওয়াল্টারের নৈপুণ্য মুহূর্তের জন্যে হলেও ঝাঁকি দিয়ে গেছে ওকে।

'বিনকিউলার দিয়ে স্কিপাররা নিশ্চয়ই দেখেছে আমাদের ওপরে উঠতে,' বলল গলহার্ডি। 'তারা জানে আমরা এখানে আছি, এই ঘরটার ভেতর।'

'এবং তাদের কাছে অস্ত্র আছে, কথাটা ভুলে যেয়ো না, ফ্রেডারিক,' বলল রানা।

হাসতে শুরু করল স্যার ফ্রেডারিক। বলল, 'এই ঘরটার কোথাও জানালা নেই. নাকি আছে, রানা? জানালা আছে, গলহার্ডি?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না সে। 'এই ঘর থেকে কেউ নড়বে না—বুঝেছ? ওয়াল্টার...,' আবার শব্দ করে হাসল সে। 'আচ্ছা, মজা করার জন্যে সাধারণ অস্ত্র বাদ দিয়ে হার্পুন ব্যবহার করলে কেমন হয়?'

কথা বলল না কেউ। খানিকপর নিস্তব্ধতা ভাঙল ওয়াল্টার।

'খুব মজা হয়, মাইরি!'

'সামনের দরজা খোলাই থাকবে,' বলে চলল স্যার ফ্রেডারিক। 'মাথার ওপর হেলিকপ্টার এলে আমরা শুনতে পাব। নিচু দিয়ে উড়ে আসবে রেবেকা, আমার ধারণা। তবে, গোটা দ্বীপটা একবার না দেখে ল্যান্ড করবে বলে মনে হয় না। রেইডার বুলই থাকবে ককপিটে, কোন সন্দেহ নেই আমার। পিস্তল থাকবে তার কাছেই। তা থাক, সে তো আর আগেভাগে জানছে না যে হার্পুন গাঁথা হবে তার বুকে। নিরস্ত্র কয়েকজন লোককে পিস্তল দেখিয়ে নত করতে আসছে সে...'

মাথা সমান উঁচুতে হার্পুন তুলে ধরল ওয়াল্টার। ছুঁড়ে দিল সেটা রানার বুকের দিকে। 'মাই গড! আই লাইক ইট! আই লাইক ইট! স্যার ফ্রেডারিক, ব্যাপারটা ভারি পছন্দ হয়েছে আমার।' শেষ মুহূর্তে ছোঁড়েনি সে, ছোঁড়ার ভঙ্গিটা নকল করেছে মাত্র।

'শোনো, ফ্রেডারিক,' বলল রানা। 'তোমার হাতে ইতিমধ্যেই রক্ত লেগেছে। পরিস্থিতি আরও জটিল করতে চাইছ তুমি। তুমি ভুলে যাচ্ছ খোর্সহ্যামারের কথা। ডেস্ট্রয়ার আসবেই, সময়ের ব্যাপার মাত্র। দ্বীপের কাছে না এসেও তার ডেক থেকে শেল ছুঁড়ে এই ঘরটাকে উড়িয়ে দিতে পারে সে, যদি চায়।'

'যদি চায়, পারে,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'হয়তো চাইবেও। কিন্তু সে যখন চাইবে আমরা তখন এখানে থাকব না। ততক্ষণে আমরা হোয়েল বোট নিয়ে থম্পসন আইল্যান্ডে পৌঁছে যাচ্ছি।'

'তুমি ইচ্ছে করলে হোয়েল বোটটা নিয়ে কেপ টাউনেও যেতে পারো,' ব্যঙ্গ করে বলল রানা। 'মাত্র ষোলোশো মাইল উন্মত্ত সাগর পাড়ি দিতে হবে তোমাকে।' উত্তেজিত হয়ে পড়ল রানা হঠাৎ করে। 'থম্পসন আ[illegible]ান্ডে যাবে? থম্পসন আইল্যান্ড কোথায়, জানো তুমি?'

'নোরিশের চার্টে দেখানো হয়েছে, কোথায়। ওসব পুরানো প্যা[illegible] নতুন করে শুনতে চাই না আমি,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। হঠাৎ নরম করল [illegible]লা, তাকাল গলহার্ডির দিকে, হাসল পরম বন্ধুর মত। 'গলহার্ডি, তোমার কি [illegible]য়? তোমার হোয়েল বোট নাকি সত্যি ভারি কাজের। পারবে কেপ টাউন অব[illegible] দিতে? সম্ভব?'

কৌশলটা কাজে লেগে গেল। মুহূর্তে উৎসাহিত হয়ে উঠল গলহার্ডি। হোয়েল বোটের প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাসের কোন অভাব নেই তার। 'সম্ভব। ঢেউয়ের সাথে লড়ার জন্যে একটা হাফ ডেক তৈরি করে নিতে হবে বোটে, তাহলেই সম্ভব। শ্যাকেলটন সাউথ জর্জিয়ায় পৌঁছেছিলেন সাতশো পঞ্চাশ মাইল পাড়ি দিয়ে সাধারণ একটা বোট নিয়ে...'

'বোকার মত কথা বোলো না,' ধমক মেরে গলহার্ডিকে থামিয়ে দিল রানা। 'ফ্রেডারিক...'

এমনি সময়ে সকলের কানে ঢুকল রোটরের আওয়াজ।

'কার্ল!' হুঙ্কার ছাড়ল স্যার ফ্রেডারিক। 'ইধার আও। শুনতা হ্যায় বেওকুবকা বাচ্চা। ইধার আও!'

স্টোররুমে ঢুকে পিরো থমকে দাঁড়াল। ওয়াল্টারের হাতে হার্পুন দেখে চোখ পিট পিট করল সে খানিক, ঠোঁটে একটা প্রশ্ন ঝুলছে, কিন্তু তা বেরুবার আগেই মাথার উপর চলে এল হেলিকপ্টার। কাঠের ঘরটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে রোটরের প্রচণ্ড শব্দ। খানিকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দূরে সরে যেতে লাগল শব্দটা, তারপর আবার ফিরে আসতে শুরু করল, এবার সাগরের দিক থেকে।

মাথার উপর ঝুলছে আওয়াজটা। শব্দের সুর বদলে গেল। নামছে রেবেকা। রেবেকা একা? নাকি বুলও আছে তার সাথে? শক্ত হয়ে উঠল ওয়াল্টারের খাড়া শরীরটা, পরমুহূর্তে ছুটল সে। স্টোররুমের দরজা তখনও পেরিয়ে যায়নি সে,

গলহার্ডির দিকে আড়চোখে তাকাল রানা।

ওয়াল্টার চলে যাওয়ায় স্যার ফ্রেডারিককে কাবু করা সহজ, হার্পুন তার হাতে থাকলেও। আর পিয়েরো তো নিরস্ত্রই—বোঝাতে চাইল গলহার্ডিকে রানা। চোখাচোখি হলো ওদের। পরক্ষণে বিদ্যুৎবেগে ছুটে স্যার ফ্রেডারিকের উপর পড়ল গলহার্ডি, ছিনিয়ে নিল সে হার্পুনটা বৃষস্কন্ধ বুড়োর হাত থেকে। র‍্যাক থেকে একটা আইস-অ্যাক্স তুলে নিয়ে ওয়াল্টারের পিছু পিছু দরজা টপকে স্টোররুম থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

বাইরের ঘরে বেরিয়ে রানা দেখল ওয়াল্টার ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে মাথার উপর হার্পুন তুলে দাঁড়িয়ে আছে। হেলিকপ্টারটা মাটি থেকে পনেরো ফিট উপরে ঝুলছে ঘরের সামনে, একটু তেরছা ভাবে দরজার দিকে তাক করা নাকটা। নেমে গেছে বুল। কেবিনের দরজা খোলা রয়েছে, দরজা থেকে কয়েক ফুট বাইরে ফ্রেম বাঁধানো ছবির মত মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রেইডার বুল, হাতে বেরেটা।

হার্পুন ছুড়ল ওয়াল্টার। পিস্তলের আওয়াজও প্রায় একই সময়ে শোনা গেল। কিন্তু মাটিতে ডাইভ দিয়ে গড়িয়ে চলে গেছে ইতোমধ্যে ওয়াল্টার লাইন অভ ফায়ারের সামনে থেকে।

তীরবেগে ছুটে গিয়ে লক্ষ্যে বিদ্ধ হতে যাচ্ছে হার্পুন, হঠাৎ 'কপ্টার নামল কয়েক ফিট। হতে পারে রেবেকা দেখতে পেয়েছিল হার্পুনটাকে, অথবা বাতাসই 'কপ্টারটাকে নামাল। দড়ির লেজসহ হার্পুনটা ছুটে গেল ঠিকই, কিন্তু ব্যর্থ হলো বুলকে গাঁথতে। হার্পুনের স্টীলের মাথা আর ঘাড় ঘূর্ণায়মান রোটরে গিয়ে ধাক্কা মারল। হার্পুনের লেজের মত লম্বা দড়িটা কেবিনের দরজায় সশব্দে বাড়ি খেল। রোটরের ব্লেড ভাঙার প্রচণ্ড শব্দ ঢুকল কানে। পরের ঘটনাগুলো চোখের পলকে ঘটল। বুল পিস্তল ছুঁড়ছে এলোপাতাড়ি, পরমুহূর্তে রানা দেখতে পেল ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুণ্ডহীন বুল, হার্পুনের লেজটা নিপুণ কায়দায় গলার কাছ থেকে ধড় আলাদা করে দিয়েছে। মুণ্ডটাকে কোথাও পড়তে দেখল না রানা। রোটরের ব্লেডের উপর পড়ে সেটা কয়েক হাজার টুকরো হয়ে গেছে এক নিমেষে। কবন্ধ বুল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও দরজার উপর। 'কপ্টার আবার ক'ফুট নামল নিচে, এবার মুখ থুবড়ে পড়ল লাশটা। পিস্তলটা পড়ল আগে, ঠিক যেখানটায় মাথা থাকার কথা।

ছয়

'কপ্টারটা, সেই সাথে রেবেকা শেষ হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। কাত হয়ে গেছে যন্ত্রটা। একটা মোচড়ানো রোটর মাঝখান থেকে বেঁকে গেছে, ঘুরছে এখনও আপন বেগে। মাটির সাথে ঠেকতেই 'কপ্টারকে উল্টে দিল। নাক মাটিতে রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়াল যন্ত্রটা। তারপর ধীরে সুস্থে আছাড় খেল দূরে গিয়ে।

ধ্বংসস্তূপের দিকে দৌড়ুল রানা। পার্সপেক্সের ওদিকে, কন্ট্রোলের উপর মুখ

থুবড়ে পড়ে আছে বাঘের চামড়াটা। রেবেকাকে দেখা যাচ্ছে না। আইস-অ্যাক্স দিয়ে জানালা ভেঙে ভিতরে ঢুকল রানা। থ্রটল বন্ধ করে দিয়ে বাঘের চামড়া দিয়ে মোড়া অজ্ঞান দেহটা দু'হাতে তুলে নিল ও। আগুন ধরার আগে রেবেকাকে নিয়ে বেরিয়ে আসার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সেফটি বেল্টের কথা মনেই পড়ল না। ঘুরতে গিয়ে টান পড়ায় থামতে হলো ওকে। বেল্টটা খোলার জন্যে রেবেকাকে নামাতে হলো আবার কন্ট্রোলের উপর।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে স্যার ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার, পিরো এবং গলহার্ডি। ওয়াল্টারের তালুতে খেলনার মত দেখাচ্ছে বেরেটাকে, সেটা লুফছে সে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে। দলটার পিছনে পড়ে আছে বুলের ধড়।

রেবেকাকে বুকে করে নিয়ে ওদের সামনে থামল রানা। 'স্টোভটা জ্বালাও,' পিরোকে বলল সে। 'আঘাত মারাত্মক কিনা বুঝতে পারছি না ঠিক।'

স্যার ফ্রেডারিক প্রতিক্রিয়াহীন। 'দেখে তো মনে হচ্ছে না সিরিয়াস কিছু!'

'ইউ কোল্ড ব্লাডেড···' শুরু করল রানা।

কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল স্যার ফ্রেডারিক। 'ওয়াল্টার!' বলল হুমকির সুরে। 'তোমার হাতের বেরেটা শুধু লোফালুফি খেলার জন্যে নয়, দরকার মনে করলে ওটা ব্যবহারও করতে হবে। ঢালাও অর্ডার দিয়ে রাখছি তোমাকে, রানা বা গলহার্ডি যদি কোন রকম চালাকি করার চেষ্টা করে, ঝাঁঝরা করে দেবে তুমি ওদের বুক।'

'স্যার ফ্রেডারিক?' পিরো উত্তেজিত। 'হেলিকপ্টারে একটা রেডিও আছে। গিয়ে দেখে আসি আমি উদ্ধার করা যায় কিনা?'

'দাঁড়াও,' উত্তরে বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'আগুন এখনও যখন ধরেনি, আর ধরবে বলে মনে হয় না, এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বুলের লাশের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ডান পায়ের বুটের ডগা দিয়ে ঠেলা মেরে লাশটাকে উল্টে দিল। মুচকি মুচকি হাসছে ঠোঁট টিপে।

'গলহার্ডি!' স্যার ফ্রেডারিকের ঝাল গলহার্ডির উপর ঝাড়ল রানা। 'তুমি জানোয়ারটার দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করছ। স্টোভটা জ্বালবে কিনা জানতে চাই আমি!'

দাঁত বের করে আপন মনে হাসছে স্যার ফ্রেডারিক। রানার গালাগাল তাকে উত্তেজিত করতে পারেনি। 'জঞ্জালটাকে কিনারায় নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দাও নিচে,' ওয়াল্টারকে বলল সে। 'দাও, পিস্তলটা ততক্ষণ আমার হাতে থাক।'

ইতস্তত করছে ওয়াল্টার। স্যার ফ্রেডারিক তার দিকে হাত বাড়াতে এক পা পিছিয়ে গেল সে। 'ফেলে দেব নিচে?'

'ফেলে দেব নিচে!' ভেঙচাল স্যার ফ্রেডারিক। 'তা নয়তো কি, রোস্ট করে খাবে? যাও, তাড়াতাড়ি করো।'

নড়ল না ওয়াল্টার।

'কি হলো? দাঁড়িয়ে আছ কিসের অপেক্ষায়?'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল ওয়াল্টার। 'না। প্রার্থনা ইত্যাদির ব্যবস্থা কিছু একটা করতে হবে। ক্যাপ্টেন হয়তো পারবেন প্রার্থনা···'

'খ্রিস্ট!' ফেটে পড়ল স্যার ফ্রেডারিক। 'তুমি, ওয়াল্টার? একজন ক্যাচার

স্কিপার? তোমার মুখ থেকে কথাটা শুনছি আমি? প্রার্থনা! হোয়াট প্রার্থনা? এসব কেউ বিশ্বাস করে আজকাল?'

ওয়াল্টার মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ওই অবস্থা যদি আমার হত?'

'ভুলে যাও!' রায় ঘোষণার সুরে বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'আমি এখানে উপস্থিত থাকতে কোন প্রার্থনা আওড়ানো চলবে না।'

ওয়াল্টার পরাজয় মেনে নিয়ে জঘন্য কাজটা করছে তা দেখার জন্যে ওখানে আর দাঁড়াল না রানা। রেবেকাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল ও। গলহার্ডি কম্বল বের করে দিতে তাতে জড়িয়ে নিল অজ্ঞান দেহটা। শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিকঠাক চলছে। হাত দিয়ে হাতড়ে একটা হাড়ও ভাঙা পেল না কোথাও। গলহার্ডির সাথে একমত হলো সে: ঘটনার ভয়ঙ্করত্ব চাক্ষুষ করে জ্ঞান হারিয়েছে রেবেকা—আঘাত পেয়ে নয়।

স্টোররুম থেকে কাঠ এনে আগুন জ্বালল গলহার্ডি। স্টোভটা আগেই ধরিয়েছে। 'দেয়ালের বরফ গলতে কয়েক ঘণ্টা সময় নেবে,' বলল সে।

দশ মিনিটের মাথায় চোখ মেলল রেবেকা।

'রেবেকা!' অস্ফুটে ডাকল রানা। রেবেকার প্রতিক্রিয়ায় বিস্মিত হতে হলো ওকে।

দ্রুত উঠে বসে দু'হাত দিয়ে রানার গলা পেঁচিয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'রানা! মাই ডারলিং! মাই ডারলিং!'

দু'হাত দিয়ে ধরে রেখেছে রানা রেবেকাকে। মৃদু ধাক্কা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে একটু পিছিয়ে গেল সে হঠাৎ। 'বিনকিউলারটা কোথায়?' জানতে চাইল রেবেকা। 'ফ্যাক্টরি শিপ থেকে এনেছি ওটা...'

'জানি,' বলল রানা। 'তোমার গলায় ঝুলছিল, নামিয়ে রেখেছি।'

'আমার 'কপ্টার, রানা? আগুন ধরেছে?'

'না, তা ধরেনি, তবে আর কখনও উড়তে পারবে না সে।' সংক্ষেপে বুলের মৃত্যু সংবাদটা দিল রানা।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল রেবেকার মুখ। 'তার মানে এই দ্বীপ থেকে কোথাও যেতে পারব না আমরা!'

'না,' দরজার চৌকাঠ টপকে আশ্বাস দিল স্যার ফ্রেডারিক মেয়েকে। 'যেতে আমরা পারব, দ্বীপ ছেড়ে খুব তাড়াতাড়িই চলে যাব। 'কপ্টারের কথা যদি জিজ্ঞেস করো, না, ওটা আর উড়তে পারবে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু পুরোটা না হলেও, ওটার অংশবিশেষ যাবে আমাদের সাথে।'

বেরেটা হাতে ভিতরে ঢুকল ওয়াল্টার।

'নতুন কোন পাগলামি মাথায় এসেছে?' জানতে চাইল রানা গম্ভীর গলায়।

'একটা কথা পরিষ্কার জেনে নাও, রানা,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'থম্পসন আইল্যান্ডে আমি যাচ্ছি। যাচ্ছি গলহার্ডির ওই হোয়েল বোট নিয়েই। সাথে যাচ্ছ তুমি—আমরা সবাই যাচ্ছি, মোটকথা! নেভিগেশনের জন্যে তোমাকে আমার প্রয়োজন। আর গলহার্ডিকে দরকার বোট চালাবার জন্যে।'

গলহার্ডি ফিরল স্টোররুম থেকে।

'গলহার্ডি,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'তোমার হোয়েল বোটে হাফ-ডেক

জোড়ার জন্যে মালমশলা পাওয়া গেছে। রাজ্যের অ্যালুমিনিয়াম রয়েছে এখন আমাদের হাতে। কতক্ষণ সময় লাগবে তোমার, বলো দেখি?'

কাঠ নামিয়ে রেখে সমর্থনের জন্যে রানার দিকে তাকাল গলহার্ডি। 'একদিন, সম্ভবত। আবহাওয়া খারাপ থাকলে দু'দিন, খুব খারাপ থাকলে কতদিন জানি না। অ্যালুমিনিয়াম তীরে নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে, বড় সহজ হবে না কাজটা।'

দু'চোখ ভরা অবিশ্বাস রেবেকার। 'ড্যাডি!' মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় সে বলল। 'শুধু তোমার জন্যে আমাদের সকলকে এত দুর্দশা পোহাতে হচ্ছে! থম্পসন আইল্যান্ডের ভূত তুমি এবার ঘাড় থেকে নামাও। থম্পসন আইল্যান্ড দিয়ে কি হবে, প্রাণ যদি হারাতে হয়? আমরা ফিরে যেতে চাই নিরাপদ আশ্রয়ে।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল স্যার ফ্রেডারিক! কপ্টারের রেডিও হাতে নিয়ে এই সময় ঘরে ঢুকল পিরো। 'শুনেছ, পিরো, আমার মেয়ে কি চাইছে? নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে চাইছে। বলি নিরাপত্তার বিঘ্নটা ঘটছে কোথায়, অ্যাঁ? এখান থেকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে থম্পসন আইল্যান্ড, তাই না? নিরাপদে যদি হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসতে পারি, এই পঁয়তাল্লিশ মাইল না পারার কি আছে? আর অভাবটা দেখছ কোথায়, সবাই আমরা শিক্ষিত মানুষ, সাথে রয়েছে টিনের খাবার, বুকে রয়েছে ভাগ্য পরিবর্তনের আশা—এসবই কি শুভ লক্ষণ নয়, মিস রেবেকা সাউল?' নিজের মেয়েকে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে সম্বোধন করল সে। পর মুহূর্তে খেপে উঠে বলল, 'থম্পসন আইল্যান্ডের এত কাছে আগে কখনও আসিনি। এত কাছে এসে ফিরে যেতে হলে আত্মহত্যা করব আমি।'

মাথা নিচু করে নিয়েছে রেবেকা। বুঝতে পারছে, কিছুতেই কিছু হবে না, বাপ তার যাবেই, অন্তত চেষ্টা করবে থম্পসন আইল্যান্ডে যেতে।

রানা ভাবছে ঠিক আছে, না হয় রওনা হওয়া গেল বোট নিয়ে, কিন্তু ফ্রেডারিক যখন নির্দিষ্ট জায়গায় থম্পসন আইল্যান্ডকে খুঁজে পাবে না, তখন কি হবে? এক কাজ করা যায়, থম্পসন আইল্যান্ডকে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হবে ও তখন থোর্সহ্যামারকে নিজেদের পজিশন জানিয়ে দিতে পারে রেডিওটা এক ফাঁকে হাত করে। খোলা সাগরে ছোট একটা হোয়েল বোট নিয়ে কোথায় পালাবে তখন ফ্রেডারিক?

আনন্দ আর ধরে না পিরোর। 'একটু আঁচড়ও লাগেনি রেডিওয়। ব্যাটারি আর এরিয়ালটা এখন শুধু খুঁজে আনলেই হয়,' পাশে দাঁড়ানো স্যার ফ্রেডারিকের দিকে তাকাল সে। 'সী-প্লেনের ক্রুদের কাছ থেকে অনেকক্ষণ হয়ে গেল থোর্সহ্যামার কোন সিগন্যাল পাচ্ছে না। থোর্সহ্যামার ওদের খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না। এখনই সময় তাকে ফের সিগন্যাল দেবার। তা না হলে খুঁজে পাওয়া যাবে না মনে করে সে রওনা হয়ে যাবে যে কোন মুহূর্তে ক্যাচারদের সাথে এখানে মিলিত হবার জন্যে।'

'শুধু ক্যাচারদের সাথে নয়, আমাদের সাথেও।' গম্ভীর ভাবে বলল ওয়াল্টার।

'না! পিরো, যেভাবেই হোক, যেখানে আছে সেখানেই ব্যস্ত রাখতে হবে থোর্সহ্যামারকে। অন্তত আর তিনটে দিন।' মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল স্যার ফ্রেডারিক, 'তোমার পক্ষে সম্ভব, তাই না, পিরো? চাইলেই তুমি বভেটের কাছ

থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারো থোর্সহ্যামারকে। তিনদিন পর বভেটে গোটা ফ্লীট নিয়ে এলেও আপত্তি নেই, আমাদের খুঁজে পাবে না আর।'

'ক্যাচাররা আমাদের উপর সারাক্ষণ নজর রেখেছে,' বলল রানা। 'কি করছি না করছি সবই দেখতে পাবে ওরা। হোয়েল বোট নিয়ে রওনা দেব, বিনকিউলারে তাও ধরা পড়বে।'

'সো হোয়াট?' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'দেখলই বা! ওদেরকে বলিভিকা অ্যাঙ্কোরেজে তো আর আসতে হচ্ছে না! মাইন, মাইন! তাছাড়া, আবহাওয়া জঘন্য রূপ নিতে যাচ্ছে। ওই আবহাওয়াই আমাদের আড়াল করে রাখবে। বভেটে ভাল আবহাওয়া একটা অসাধারণ ঘটনা, তুমি জানো, কোহলারের রিপোর্টেও তাই আছে।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'একই অবস্থা থম্পসন আইল্যান্ডেও।'

'আমাকে নিরাশ করার চেষ্টা কোরো না, রানা, তাতে সফল হবে না তুমি,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'কুয়াশা থাক বা না থাক, ঝড় উঠুক বা না উঠুক, তিন দিনের দিন রওনা হব আমরা।'

এরপর তর্ক করা বৃথা। পিরো বেরিয়ে গিয়ে ব্যাটারি আর এরিয়াল নিয়ে এসে ফিট করল রেডিওতে। আলো ফিকে হয়ে এল, বরফের চওড়া চওড়া সাদা ফিতে ঝোলানো চার দেয়ালের ভিতর আধো আধো অন্ধকার যোগ হলো, অলৌকিক শীতল বাতাসের সাথে। শত্রুমিত্র এক সাথে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে গোল হয়ে ঘিরে বসল স্টোভটাকে, শুধু ওয়াল্টার ছাড়া। রানা ও গলহার্ভির কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে বসেছে সে। পিরো সী-প্লেন ক্রুদের নকল প্রতিনিধি সেজে টোকা মারছে রেডিওতে। গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছে সে। স্লীপিং ব্যাগ আর কম্বলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে রেবেকার মুখটা। সেখানে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের ছায়া।

থেমে থেকে লম্বা আঙুল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দুর্বল সিগন্যাল। ফের মনে মনে দ্য ম্যান উইথ দ্য ইম্যাকুলেট হ্যান্ড এর অসাধারণ নৈপুণ্যের কথা স্বীকার করল রানা। ক্লিক শব্দের সাথে সে বন্ধ করে দিল ট্র্যান্সমীটিং সুইচ, থামল, কান পাতল। রেডিওর ডায়ালে আঙুলগুলো নড়ছে, ভঙ্গীটা হারমোনিয়াম বাজাবার মত।

'জবাব দিচ্ছে থোর্সহ্যামার?' জিজ্ঞেস করল স্যার ফ্রেডারিক।

হাত তুলে চুপ করে থাকতে বলল পিরো। কেরোসিন বার্নারের হলুদ আলো পড়ায় ওর চোখ জোড়াকে দেখাচ্ছে দুটো গভীর গর্তের মত। হঠাৎ কেঁপে উঠল পিরো, তার বাঁ হাত আপনা আপনি চলে গেল সুইচের দিকে, ডান হাত ট্র্যান্সমিটিং কী-র দিকে। এর পরের সিগন্যাল আগের চেয়ে থেমে থেমে, ছন্দহীন ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল। স্টোভ জ্বললেও একটু নড়লেই কামড় দিচ্ছে ঠাণ্ডার বিকট দাঁত, তবু পিরোর কপালে বিন্দু বিন্দু হলদেটে ঘাম ফুটে উঠেছে। চোখে পলক নেই কারও, চেয়ে আছে তার দিকে। হঠাৎ করে হেসে ফেলে উত্তেজনার অবসান ঘটাল সে। 'থোর্সহ্যামার বলছে—সুইচ অন করে রাখো, চাবি নামিয়ে রাখো, সুইচ অন করে রাখো, চাবি নামিয়ে রাখো!—তার মানে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ চাইছে সে। পাইলটদের লাইফ-ক্র্যাফটের পজিশন জানতে হলে যা একান্তই দরকার।'

'খুব বেশিক্ষণ চাবি নামিয়ে রাখোনি তো আবার?'

গুরুত্ব দিল না পিরো স্যার ফ্রেডারিকের কথায়। অফ করা রেডিওর চাবিতে টোকা দিয়ে সিগন্যাল পাঠাবার ভঙ্গিটা নকল করল সে ঘাড় ফিরিয়ে রানার চোখে চোখ রেখে। হাসছে।

'Q Q Q ...Q Q Q...আক্রান্ত হয়েছি আমি...,' পিরোর আঙুলের দিকে চেয়ে মেসেজটা পড়ল রানা।

'চমৎকার একটা অজুহাত, নয় কি, হের ক্যাপিটান? মাত্র তিনটে লেটার।'

উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল রানা। ঘরের ভিতর জমাট বাঁধা উত্তেজনা, স্যার ফ্রেডারিকের অত্যুজ্জ্বল দুটো চোখ, রেবেকার মুখের বিবর্ণ চেহারা, ওয়াল্টারের সদা সতর্ক, সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টি আর তার হাতের পিস্তলের অনড় তাকিয়ে থাকা—অসহ্য লাগছিল ওর। সামনে ছোট্ট উপত্যকার প্রতিটি অনুতে জাঁকিয়ে বসেছে অশরীরী ঠাণ্ডা। আরও একটা দিনের অবসান ঘটছে আটলান্টিকের পশ্চিম আকাশে। আলোর আভা এখনও টের পাওয়া যায়, তবে, ম্লান। বিনকিউলার তুলল রানা ক্যাচারগুলো দেখার জন্যে।

আছে, বোঝা গেল আলো জ্বলতে দেখে। যে আইসবার্গটার গায়ে নোঙর বেঁধেছে তার উপর আলোর প্রতিফলন পড়েছে ক্রোজেটের।

চারদিকে ভীতিকর এক প্রগাঢ় নৈঃশব্দ্য। তাজা বাতাস আসছে অনুমান করল রানা, পঁচিশ নটের কম নয় গতিবেগ। কিন্তু ও আর গলহার্ডি যত তাড়াতাড়ি ঝড়টা দক্ষিণ পশ্চিম থেকে আসবে বলে আশঙ্কা করেছিল তত তাড়াতাড়ি আসবে না বলে মনে হচ্ছে এখন। দেরি করে আসছে, অথচ লক্ষণ পরিষ্কার, এর সম্ভাব্য অর্থ একটাই হতে পারে—যখন আসবে ভয়ঙ্কর একটা রূপ নিয়েই আসবে। প্রকাণ্ড সাগরে হোয়েল বোট নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা। ফ্রেডারিকের পরিকল্পনা আরও বীভৎস হয়ে দেখা দিল ওর চোখে।

পরদিন খুব সকালে ওদের ঘুম ভাঙাল স্যার ফ্রেডারিক। স্টোভটাকে মাঝখানে রেখে সবাই ঘুমিয়েছে ওরা, পালাবদল করে পাহারা দিয়েছে স্যার ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার, পিরো। কেরোসিন ল্যাম্প জ্বেলে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়েছিল ওরা স্যার ফ্রেডারিকের হেঁড়ে গলার তিনটে গান শোনার পরপরই। গলা যাই হোক, উন্মাদ চূড়ামণির ভিতরও সংগীত রস আছে বুঝতে পেরে বিস্মিত হয়েছে রানা। গান তিনটের দুটোই থম্পসন আইল্যাণ্ডকে নিয়ে লেখা। অন্যটার বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা, কুকুরের লেজ। কুকুরের বাচ্চার লেজ সোজা করার চেষ্টা যে হাস্যকর এবং চূড়ান্ত বোকামি, তারই ব্যাখ্যান। থম্পসন আইল্যান্ড রূপকথার সেই জায়গা, যেখানে আছে দুয়োরানী আর তার কন্যার ঘুমন্ত আত্মা, সেই প্রাণ দুটোকে পাহারা দিচ্ছে সুয়োরানীর একহাজার একটা রাক্ষস-সন্তান, ঘুমন্ত আত্মাদের জাগিয়ে সাথে করে আনতে হবে রাক্ষসদের নাগালের বাইরে—প্রথম গান দুটোয় এই কাহিনী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখালেও ভাল ঘুম হয়নি রেবেকার। ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে কি যেন বলেছে রানাকে। মাঝরাতে একটা শব্দ পায় রানা, মনে হয়েছিল গ্লেসিয়ার বুঝি নেমে আসছে ঘরের উপরে, আসলে তা নয়, দেয়ালে সাঁটা বরফের স্তর ভেঙে পড়ার শব্দ ছিল ওটা। স্যার ফ্রেডারিক সকালে যখন ঘুম ভাঙাল, ঘরটা তখন উষ্ণ।

'কপ্টার থেকে বেশ কিছু বড় বড় অ্যালুমিনিয়ামের টুকরো বের করে তীরে নামাতে হবে,' নিজের পরিকল্পনাও প্রকাশ করল স্যার ফ্রেডারিক। 'আজকের দিনটার সিংহভাগ এই কাজেই ব্যয় হবে। আগামীকাল গলহার্ডি আর রানা বোটে হাফ-ডেক জুড়বে, বাকি আমরা সবাই খাবার এবং অন্যান্য দরকারী জিনিস নিচে নামাবার কাজে ব্যস্ত থাকব। পরশু রওনা হব আমরা।'

'যদি আবহাওয়া অনুমতি দেয়,' মন্তব্য করল রানা।

'আবহাওয়া অনুমতি দিক বা না দিক,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'মনস্থির করে ফেলো, পরশুই রওনা হচ্ছি।

'রওনা হচ্ছি, এবং ক্যাচারদের Spandau-Hotckins-এর মুখে পড়ছি,' বলল রানা।

'থাক, থাক, রানা!' হেসে উঠে বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'অত বোকা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা কোরো না নিজেকে! আসলে অতটা বোকা তুমি নও।

তার মানে, অন্যান্য খোলা পানিপথগুলো নজর এড়ায়নি ফ্রেডারিকের, ভাবল রানা।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রেবেকা, 'রানা আর গলহার্ডির সাথে থাকব আমি। 'কপ্টারটা আমার, আমার অনুপস্থিতিতে ওর গায়ে কাউকে হাত দিতে দেব না আমি।'

কি ভাগ্য, ড্যাডি বাগড়া না দেয়ায়, টিকে গেল দাবিটা। রানা তখন অন্য কথা ভাবছে। দু'জনে মিলে অ্যালুমিনিয়ামের পাত নামাবে কিভাবে? বিশেষ করে এই বাতাসে? পাঁচশো ফিট নামার আগেই বাতাস ওদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর খুঁটি, সেখানে তো আরও সমস্যা।

স্যার ফ্রেডারিক যেন রানার মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল, 'স্টোররুমটা ভাল করে দেখোনি তুমি, তাই না? একটা উইন্স মেশিন আছে দেখেছ? স্পষ্ট বোঝা যায় নরওয়েজিয়ানরা এই ঘরের বড় অংশটা ওই মেশিনের সাহায্যেই ওপরে তুলেছিল। প্রচুর দড়িও আছে বাঁধা-ছাঁদার কাজের জন্যে। ওই যে, খানিকটা মাত্র বের করেছি,' আঙুল বাড়িয়ে দেখাল সে। আগুনের পাশেই দুটো বড় আকারের কয়েল দেখল রানা, বরফের পাতলা স্তর গলছে গা থেকে।

বোটের বো এবং স্টার্নে ডেক তৈরির জন্যে মাপ মত অ্যালুমিনিয়াম 'কপ্টারের গা থেকে ছাড়িয়ে নিল ওরা। আইস-অ্যাক্স দিয়ে স্ক্রু পেরেক ইত্যাদি খুবলে তুলে নেয়া হলো। উইন্স মেশিনটা বসাচ্ছে ওয়াল্টার, বেরেটা হাতে স্যার ফ্রেডারিক পাহারায়। 'কপ্টারের ছাল যখন ওরা ছাড়াতে শুরু করল, রেবেকার মুখের দিকে ভয়ে তাকাতেই পারল না রানা। গলহার্ডি হালকা রসিকতা করে তার মুখে হাসি ফোটাতে চাইলেও খানিক চেষ্টার পর সে-ও থেমে গেল। রানার মত তারও মনে হলো, রেবেকা বুঝি কেঁদে ফেলবে।

কিন্তু নিজেই সামলে নিল রেবেকা, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে। দুপুরের পর গলহার্ডি যখন প্রস্তাব দিল রেবেকার চেয়ারটা ভেঙে ঘরের আগুনে ফেললে হয়, বভেটে ওঠার পর প্রথম এই রেবেকাকে হাসতে দেখল ওরা। একা আইস-অ্যাক্স চেয়ে নিল সে, বলল, 'আমিই তাহলে কম্মটা সারি,' বলে ককপিটের চেয়ারটা ভাঙতে চলে গেল। পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম কিস্তির অ্যালুমিনিয়াম নামাতে

গিয়ে বিকল হয়ে গেল উইন্স মেশিনটা। ঘরের সামনে স্যার ফ্রেডারিক বা ওয়াল্টার, কেউ না কেউ বেরেটা হাতে দাঁড়িয়ে আছে, ভিতরে পিরো, রেডিও সিগন্যাল আর খাবার তৈরির কাজে ব্যস্ত।

শেষ দুপুরে খেতে ঢুকল ওরা ঘরে। রানা দেখল, বোটে তোলার জন্যে বাছাই করে রেখেছে স্যার ফ্রেডারিক খাবার এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাক্স। সকালেই গলহার্ডিকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছিল স্যার ফ্রেডারিক, বভেট থেকে থম্পসন আইল্যান্ডের পঁয়তাল্লিশ মাইল পেরোতে কি রকম সময় লাগবে। গলহার্ডি বলেছিল ট্রিসটান ডা চানহা থেকে আঠারো মাইল দূরের নাইটিঙ্গেলে পৌঁছুতে একটা হোয়েল বোট সময় নেয় চার ঘণ্টা—সম্ভবত থম্পসন আইল্যান্ডে পৌঁছুতে সময় নেবে এক বা দেড় দিন। সাগর পিছন থেকে ধাক্কা দেবে বোটকে, বাতাসও। কিন্তু থম্পসন আইল্যান্ড ওদিকে বা পঁয়তাল্লিশ মাইলের মধ্যে নেই জানে বলে রানা স্যার ফ্রেডারিককে দশ দিন চলার মত খাবার পানি সাথে নেবার জন্যে প্ররোচিত করেছে। রানার ধারণা বাতাস ঠেলে বভেটে ফিরতে দিন দশেক লাগবে। সাথে 'কপ্টারের রেডিওটা নিয়ে যাচ্ছে পিরো। থম্পসন আইল্যান্ডকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু তাই বলে ক্ষান্ত হবে না স্যার ফ্রেডারিক। তবে, রানা আশা করছে, হপ্তাখানেক প্রচণ্ড বাতাসের চাপ সহ্য করে হন্যে হয়ে খোঁজার পর সকলের মানসিক ও দৈহিক অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ পেলে হাসি ফুটে উঠবে সকলের মুখে—যদি থোর্সহ্যামার ওদের খুঁজে পায় কিংবা ওরা পেয়ে যায় থোর্সহ্যামারকে। গোটা ব্যাপারটাই ঝুঁকিবহুল, যেভাবেই চিন্তা করা যাক না কেন—বুঝেও করার কিছু নেই ওর।

'কপ্টার থেকে শেষ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে গলহার্ডি হাসল রেবেকার উদ্দেশে। 'সী-এলিফ্যান্টের চামড়ার চেয়ে হাফ-ডেকের জন্যে অ্যালুমিনিয়াম অনেক ভাল।'

'বুঝেছি,' কৃত্রিম ব্যঙ্গের সাথে বলল রেবেকা। 'বভেট থেকে কেপে তোমার এপিক ভয়েজের কথা বলার সময় এই ছিল তোমার মনে!'

ব্যাপারটা কথার কথা হলেও রানা পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ইতোমধ্যেই মনে মনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে গলহার্ডি, বভেট থেকে না হলেও ট্রিসটান থেকে কেপটাউনে একটা অভিযানে যাবার জন্যে। রেবেকার কথা শুনে মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল সে।

'আপনি জানেন না হয়তো, ম্যা'ম, হোয়েল বোট ট্রিসটানেই প্রথম তৈরি হয় সী-এলিফ্যান্টের চামড়া দিয়ে। তিন কি চারটে সী-এলিফ্যান্টই যথেষ্ট একটা হোয়েল বোটের হাফ-ডেক তৈরি করার জন্যে।'

রেবেকা সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। 'বভেটে তুমি সী-এলিফ্যান্ট পাবে কোথায়?'

বলিভিকায় প্রবেশ পথের দক্ষিণ দিকে সাগরে কাত্ হয়ে শুয়ে থাকা ছোট্ট দ্বীপটার দিকে আঙুল তুলল গলহার্ডি। 'বাজি রেখে বলতে পারি, ম্যা'ম, বেশ কিছু সী-এলিফ্যান্ট পাবেন ওদিকে।'

'কোন প্রাণী নেই, বভেটে,' গলহার্ডির কথা বিশ্বাস করতে না পেরে সবিস্ময়ে বলল রেবেকা। 'প্রাণী, পোকা, শেওলা—কিছুই নেই!'

'ভুল, ম্যা'ম,' বলল গলহার্ডি। 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন না বুঝি? পেঙ্গুইন? কিন্তু আমি তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।' দ্বীপটার দিকে তাকাল সে আবার। 'ওই তো, অনেকগুলো হেঁটে বেড়াচ্ছে! অ্যাঙ্কোরেজে ঢোকবার সময়ই ওদের গন্ধ পেয়েছিলাম আমি।' হাত নেড়ে হিমবাহের পিছন দিকটা দেখাতে চাইল সে, 'দ্বীপের নিরাপদ অংশে সীলও আছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমি।'

'আর ভাগ্য যদি খুব ভাল হয়,' বলল রানা, 'দু'একটা রস সীলও চোখে পড়তে পারে। বভেটই ওদের আঁতুড়ঘর।'

'কি সুন্দর চোখের দৃষ্টি ওদের, তাই না, রানা?'

'স্নেহ আর আদর মাখা।'

'সাউদার্ন ওশেনের সবচেয়ে সুন্দর প্রাণী, যাই বলো!' বলল গলহার্ডি।

সশব্দে হেসে ফেলল রেবেকা। 'তোমাদের জোড়া মিলেছে ভাল। কোন ব্যাপারেই মতভেদ দেখলাম না।'

কিন্তু প্রিয় প্রসঙ্গ থেকে সরতে রাজি নয় গলহার্ডি। বলল, 'ম্যা'ম, ওখানে যদি অ্যাডেলিক পেঙ্গুইন থাকে, তাহলে রানাকে আমার নেভিগেটর হিসেবে দরকার হবে না। অ্যান্টার্কটিকা মহাসাগরে Adelic সেরা পাইলট। ট্রিসটানের লোক আমরা জানি ওরা সূর্য এবং নক্ষত্র দেখে পথ চলে। কেপটাউনে যদি সত্যি যাই, পাইলট হিসেবে ওদেরকেই আমি বেছে নেব।'

'দূর!' অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রেবেকা। 'এতটা বোধ হয় সত্যি নয়।'

গলহার্ডির পক্ষ নিল রানা। বলল, 'Mc Murdo Sound-এর আমেরিকানরাও ভেবেছিল অ্যাডেলিকের নেভিগেশন আসলে গালগল্প ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যাপারটাকে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্যে তারা একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। পাঁচটা পেঙ্গুইনের পায়ে আঙটা পরিয়ে ছেড়ে আসা হয় দু'হাজার মাইল দূরে। এক বছর পর আবার দেখা যায় তাদের Mc Murdo-তে। হেসো না।'

তর্জনী দিয়ে নিজের লেপার্ড-সীল কোটে টোকা মারল গলহার্ডি। 'ভয় যদি পেতে হয়, ম্যা'ম, এই চামড়ার ভেতরের ওনাকে ভয় পাওয়া উচিত। বিবর্ণ বরফের মত গায়ের রঙ, আর মাথাটা ঠিক প্রকাণ্ড সাপের মাথার মত। এই মহাশয়ই ধাড়ি বদমাশ।'

'এখন যিনি ওর ভেতর রয়েছেন, তিনিও!' হাসছে রেবেকা। 'দয়া করে থামবে? দু'জন মিলে যথেষ্ট জ্ঞান দান করেছ। কাজ আজকের মত শেষ, আবার কাল দেখা যাবে। এখন আমি চাই রানা আমাকে গ্লেসিয়ারের ঢাল বেয়ে ওপরে নিয়ে যাক খানিকটা।'

বিচ্ছিন্ন অ্যালুমিনিয়ামের শীটটা দেখিয়ে গলহার্ডি বলল, 'স্তূপের ওপর এটাকে রেখে তোমাদের জন্যে ক্র্যাম্পন আর আইস-অ্যাক্স এনে দিচ্ছি।' মাথা তুলে হিমবাহের ক্রমশ উপরে উঠে যাওয়া গায়ে ছড়ানো বোল্ডারগুলোর দিকে তাকাল সে। 'খুব বেশি ওপরে উঠতে পারবেন না, ম্যা'ম।'

'খুব বেশি ওপরে উঠতে চাইও না,' উত্তরে বলল রেবেকা। 'এই যে, সব সময় পাহারার ভেতর আটকা পড়ে আছি—এই অনুভূতিটার হাত থেকে একটু রেহাই

চাই শুধু। প্যাঁচাটাকে বলতে পারো, তাকে আমি সহ্য করতে পারছি না?'

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে চলে গেল গলহার্ডি। মাথা থেকে হুডটা পিছনে নামিয়ে দিল রেবেকা। ঝলমলে চুল বেরিয়ে পড়ল, ঢাকা পড়ে গেল দু'দিকের কাঁধ। নিষ্প্রভ রোদে সোনালী রঙ ফুটেছে চুলে। 'রানা, ব্যাপারটা কি? এমন চুপচাপ কেন তোমরা?'

ওয়াল্টারকে ইশারায় দেখাল রানা। 'ওর হাতের পিস্তল কেড়ে নিতে বলো?'

'জানি না,' বলল রেবেকা। 'সত্যিই কি কিছু করার নেই?'

'আছে,' বলল রানা গম্ভীরভাবে। 'পিস্তল কেড়ে নিলেই হবে না, ওটা দিয়ে গুলি করতে হবে তোমার বাবাকে। দু'এক হাজার মাইলের মধ্যে পাগলাগারদ নেই যখন!'

'আস্তে। শুনতে পাবে যে!' বলল রেবেকা। 'থম্পসন আইল্যান্ড কি...'

'দাঁড়াও খানিকপর বলছি তোমাকে থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে।'

গলহার্ডি রানার জন্যে একটা আইস-অ্যাক্স এবং ওদের দু'জনের জুতোয় লাগাবার জন্যে ক্র্যাম্পন নিয়ে ফিরে এল পাঁচ মিনিট পর। রানা এবং রেবেকার চেহারা দেখে কি বুঝল সেই জানে, গ্লেসিয়ারে ওঠা সম্পর্কে ঠাট্টা করে কিছু বলতে গিয়েও বলল না, গম্ভীর হয়ে উঠল ওদের মতই। কিছু না বলেই ওরা দু'জন উঠতে শুরু করল উপরের দিকে।

মাথার ওপর খ্রিস্টেনসেন গ্লেসিয়ারের প্রকাণ্ড মুকুট। আশ্চর্য এক মহিমায় মহিমান্বিত। শৃঙ্গে জড়ানো মেঘের দিকে চোখ পড়তে আবার মনে পড়ে গেল রানার, ঝড়টা আসতে দেরি করছে। সূর্যের বিপরীতে চলে এসেছে নিচু মেঘের একটা স্তর। দক্ষিণ পশ্চিম থেকে তুলনামূলকভাবে হালকা বাতাসের অর্থ কি ভাবতে গিয়ে সন্দেহ হলো ওর, ঝড়টা উত্তর-পশ্চিম থেকে আসবে না তো? ওদিক থেকে সাইক্লোন এলে, স্রোত ও ঢেউও আসবে ওই একই দিক থেকে, থম্পসন আইল্যান্ডের দিকে ওদের অভিযান উত্তাল সাগরে আরও জটিল অবস্থার মুখোমুখি হবে। সবচেয়ে অসুবিধে সৃষ্টি করবে নিচু মেঘের বিশাল বাহিনী। আর তীরবেগে ছুটে আসা তুষার কণা, একশো গজ দূরের জিনিসও তখন দেখতে পাওয়া যাবে না।

আধ মাইল উপরে উঠে আসার পর সামনে একটা বরফের বড়সড় মুখ দেখল ওরা, দুশো ফিট খাড়া উঠে গেছে। দেড় মানুষ সমান উঁচু একটা নিকষ কালো পাথরের গায়ে হেলান দিল ওরা। রেবেকাকে বিনকিউলারটা গলা থেকে নামিয়ে দিল রানা। উপর থেকে নিচের দৃশ্যগুলো অদ্ভুত সুন্দর। ক্যাচারগুলোকে অনেকক্ষণ লক্ষ করল রেবেকা, তারপর বিনকিউলার ঘোরাল গোটা উত্তর পশ্চিমের বরফ আর সাগরের দিকে। সে দিকটাও অনেকক্ষণ ধরে দেখল রেবেকা, যতদূর দৃষ্টি যায়। হিমবাহের গায়ে দৃষ্টি আটকে যাওয়ায় দু'দিকের নির্দিষ্ট সীমানায় চোখ বুলিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো তাকে।

'বভেটে থেকে গেলে কেমন হয়?' রেবেকার চোখে চোখ রেখে বলল রানা। 'সভ্যতা থেকে অনেক দূরে প্রকৃতি এখানে দুরন্ত দুর্বার, টিকে থাকার জন্যে সারাক্ষণ যুঝতে হবে, তাই না, রেবেকা? কিন্তু রোমাঞ্চও কম নয়, ঠিক কিনা? মাছের অভাবে যখন কয়েকদিন পেটে কিছু পড়বে না আমরা বোট নামাবার সিদ্ধান্ত

নেব। একজন চাইব একজনকে তীরে ে ে যেতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, যদি মরি দু'জনে এক সাথেই মরব এই শর্তে একমত হয়ে বোট নামাব। এই রকম প্রতিমাসে কয়েকবার করে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া। তারপর আসবে শীতকাল। তুষার ঢেকে ফেলবে বভেটকে, এস্কিমোদের মত বরফের ঘর তৈরি করব আমরা। হেঁটে চলে যাব পাঁচ মাইল, দশ মাইল—বরফের গায়ে গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর নামিয়ে দেব সুতো বাঁধা বড়শি। বেড়ানোটাও কম উত্তেজনার হবে না, স্কি করে চলে যাব সাঁ সাঁ একশো দেড়শো মাইল জমাট সাগরের ওপর দিয়ে।'

'ফেরার সময় যদি পথ হারিয়ে ফেলি…'

'ঘরে রেখে যাওয়া ছোট্ট খুকুর জন্যে মনটা হাহাকার করে উঠবে…'

'তারপর অনেক দূর থেকে শুনতে পাব ওর কান্না, শব্দ অনুসরণ করে ছুটে আসব আমরা, ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেব বুকের ধনকে, চুমোয় চুমোয় ভরে দেব…'

রানা অবাক হয়ে চেয়ে আছে রেবেকার মুখের দিকে। অদ্ভুত এক তৃষ্ণা ফুটে উঠেছে তার দু'চোখে।

'কিন্তু না,' রেবেকা বলল। 'বভেটে পালিয়ে থাকা আমার ইচ্ছা নয়।'

'কেন কি হলো হঠাৎ?' আরও অবাক হয়ে বলল রানা। 'বেশ তো এগোচ্ছিল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা।'

'না, রানা, এখানে আমার আজন্মের স্বপ্নটা ফলবে না।'

'আজন্মের স্বপ্ন? কি সেটা?'

'বলব?' রেবেকার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল 'সব মানুষেরই নিজস্ব একটা রঙিন স্বপ্ন থাকে, আমারও আছে। সাউদান ওশেনের রেবেকাকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না তার স্বপ্নটা কি অদ্ভুত রকমের নিরীহ আর কাব্যিক। বলতে পারি, হেসে উঠবে না তো?'

'হাসব কেন?' মৃদু, ভরাট গলায় আন্তরিক ভরসা দিল রানা।

এরপর রেবেকা যা বলল, শুনতে শুনতে আনন্দে উত্তেজনায় দুলতে শুরু করল রানার বুকটা।

'চোখ বুজলেই দেখতে পাই আমার সেই স্বপ্নের খামারটাকে,' রেবেকার চোখে ভাল লাগার নেশা, নেশার ঘোরে চোখ দুটোয় কেমন যেন ঢুলু ঢুলু ভাব। 'যতদূর দেখতে পাওয়া যায় সবুজ গমের চারা, বাতাসের সাথে দুলছে, মাথার ওপর মেঘের ছাতা আর তার নিচ দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা, চিলেরা, বকেরা উড়ে যাচ্ছে নদীর দিকে, তারপর পাকা গমের ভারে নুয়ে পড়বে গাছগুলো, সোনা রঙে ধাঁধিয়ে যাবে চোখ, কৃষকেরা মশাল জ্বেলে রাতভর কাজ করবে খেতে, মদ খাবে, গান গাইবে গলা ছেড়ে। ছিমছাম একটা খামার, নির্জন প্রহর, সময় কেটে যাবে গাই-গাভী, হাঁস-মোরগ আর পাখ-পাখালির সাথে খুনসুটি করে। জোছনা বিছানো খেতে চাঁদকে সাথে নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি জোনাকিদের পিছু পিছু, বুকটা কাঁপিয়ে দেবে কোকিলের সেই পরিচিত কুহু ডাক…,' থর থর করে কেঁপে উঠল রেবেকা। 'কি যে আনন্দ! কি যে আনন্দ! সে আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, রানা।'

মুগ্ধ চোখ রাখল রানা রেবেকার চোখে। 'তুমি…তুমি আমার মনের কথাটা

বলে ফেলেছ, রেবেকা…'

'তাই?' আনন্দে প্রায় নেচে ওঠার উপক্রম করল রেবেকা। ওর দু'কাঁধে দু'হাত রাখল রানা ধরে ফেলার জন্যে। 'গোলা ভরা ধান আর গম, পুকুর ভরা মাছ, শিশির ভেজা খেত আর গোয়াল ভরা গরু, তোমারও কি স্বপ্ন এটা?'

চোখ বুজে এল রানার। 'হ্যা, আমারও। চোখ বুজলেই দেখতে পাই, বিরাট একটা খামার, আমার নিজের, সেখানে ফসল ফলাচ্ছি, প্রকৃতির সাথে মিশে আছি। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়…'

'নীড়?'

'নীড়।' রানার বুকে মাথা রাখল রেবেকা আলতো ভাবে। দূরে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'রানা, আর বোলো না। তোমার স্বপ্ন আমার স্বপ্ন এমনভাবে মিলে যাচ্ছে দেখে ভয় করছে আমার, আদৌ কি…'

রেবেকার মুখে হাত চাপা দিল রানা।

অনেকক্ষণ কথা নেই কারও মুখে। রানা ভাবছে, দৌড়-ঝাঁপ অনেক তো হলো, এবার স্থিতি নয় কেন? বছরের একটা সময়ের জন্যে কেন নয় সুস্থিরতা? মনে পড়ে গেল বি. সি. আই-এর কথা। কে ভুল? ও না রাহাত খান? মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ওর, ভুলটা কি ওরই? মেজর জেনারেল কি সত্যি সত্যি ছুটিই দিয়েছেন ওকে? নাকি… সবটা নতুন করে ভাবতেও উৎসাহ বোধ করে না ও। কিন্তু ভুল একটা যে নিঃসন্দেহে করেছেন ডাক্তার মেহফুজ তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে করে না ও। ক্লান্তি, নার্ভাস ফেটিগ সব মিথ্যে। হাতেনাতে প্রমাণ করেছে ও নিজের কাছে, এখনও রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার অটুট রয়েছে ওর মধ্যে! ও যদি চায়, স্যার ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার আর পিরোকে গলহার্ডির সাহায্য ছাড়া একাই শর্ষে ফুল দেখাতে পারে। কিন্তু কিছু লাভ হবে না, বরং ক্ষতি হবে ভেবেই কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না ও। পিস্তলটার একটা ভূমিকা আছে, কিন্তু রানার কাছে ওটার নিতান্তই ফ্রেডারিকের জন্যে একটা ছেলে ভুলানো ললিপপ ছাড়া কিছু নয়। সে এবং ওয়াল্টার ভাবছে, রানা ওদের কথামত কাজ করছে পিস্তলের ভয়ে, মনে মনে হাসিই পায় ওর। তিন সেকেন্ড মাত্র, পিস্তলটা নিজের হাতে নিয়ে আসতে পারে রানা। কিন্তু ওটাই ফ্রেডারিকের ক্ষমতার উৎস, ওটা নিয়ে ভুলে আছে সব, কেড়ে নিলে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়বে সে, আরও ভয়ঙ্কর কিছু করার কথা ভাববে—হয়তো স্রেফ আত্মহত্যাই করে বসবে উন্মাদ লোকটা। ও তা চায় না।

আর রেবেকা চেয়ে আছে দূর দিগন্তে।

সিগারেট ধরিয়ে ঠাট্টা করল রানা, 'থম্পসন আইল্যান্ডকে খুঁজছ?' মাথার উপর ধোঁয়া উড়িয়ে দিল ও।

পাথরের গায়ে একটা গর্তের ভিতর বরফের পুরু প্লাস্টার, তার উপর বিনকিউলারটা নামিয়ে রাখল রেবেকা। একটা কাঁধ খামচে ধরে আছে সে রানার। সুঠাম গ্রীবা নেড়ে উত্তর-পুব দিকটা দেখাল রানাকে। 'ওদিকে নেই দ্বীপটা, তাই না, রানা? চার্ট তাহলে মিথ্যে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওদিকে নেই থম্পসন আইল্যান্ড। কিন্তু তার মানে এই নয় যে চার্টটা নকল। দ্বীপটাকে দেখতে পাওয়া যাবে না এখান থেকে, আবহাওয়া

পরিষ্কার হলেও। গ্লেসিয়ারটাই বাধা দিচ্ছে দৃষ্টিকে।'

সূর্য, সাগর আর বরফ থেকে উঠে এসে সোনালী, সবুজাভ আর দুধের মত সাদা রঙ এখন খেলা করছে রেবেকার চোখ দুটোয়। 'তুমি বলতে চাইছ, থম্পসন আইল্যান্ড বভেটের দক্ষিণে, উত্তরে নয়?'

'হ্যাঁ, রেবেকা। উত্তরে নয় বা উত্তর উত্তর-পুবেও নয়। চার্টটা মিথ্যে। দক্ষিণ, বরং বলা উচিত, দক্ষিণ, তার মধ্যে একটুখানি পুব। তোমার বাবার চেয়ে অনেক যোগ্য মানুষ আর একটা হোয়েল বোটের চেয়ে ঢের উপযুক্ত অসংখ্য জাহাজ বভেটের উত্তর, উত্তর-পুব এবং উত্তর-পশ্চিমের প্রতিটি ইঞ্চি সাগর চষে ফেলেছে থম্পসন আইল্যান্ডের খোঁজে। ফলাফল কি তা তুমি জানো।'

'কিন্তু তাই বলে দক্ষিণে! দক্ষিণে? কিভাবে তা সম্ভব? কিভাবে!'

'বসো,' বলল রানা। 'কাহিনীটা দীর্ঘ। কিন্তু তার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমাকে—সীজিয়াম। তোমার বাবার কথাও মনে রাখতে হবে। এবং মনে রেখো কাহিনীটা তোমাকে বলছি এই কারণে যে একমাত্র তুমিই...'

'একমাত্র আমিই বিশ্বাস করি যে সী-প্লেনটাকে তুমি গুলি করোনি,' রানার কথা কেড়ে নিয়ে বলল রেবেকা, কণ্ঠস্বর অস্ফুট শোনাল তার। 'শুধু এই জন্যে?'

'হ্যাঁ...না,' বলল রানা। 'আমাকে তুমি নিরপরাধ ভাব শুধু সেজন্যে নয়। রেবেকা, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, সেটাই সবচেয়ে বড় কারণ।' কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ল রানা। এর আগে আর কোথায়, কাকে, কবে ও বলেছিল ঠিক এই কথাটা—খুব বেশি দিন আগের কথা নয়...

'কিন্তু থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে কেন তুমি বলতে চাইছ আমাকে?' রানার চিন্তায় বাধা দিয়ে রেবেকা বলল। 'হৃদয়ের এক আবেগের সঙ্গে থম্পসন আইল্যান্ডের মত জঘন্য একটা অভিশাপকে না জড়ালেই কি নয়? আমি তোমাকে আগেও বলেছি, রানা, ওই দ্বীপটাকে আমি ঘৃণা করি, তার চেয়ে বেশি করি ভয়। কেন জানি না, মন বলছে ও-ই তোমাকে আর আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তাছাড়া, রানা, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, স্যার ফ্রেডারিক সাউলের মেয়ে আমি।'

'ভুলে যাইনি আমি,' বলল রানা। 'থম্পসন আইল্যান্ড আমাদের বিচ্ছিন্ন করবে কিনা জানি না, রেবেকা,' রানা অস্বাভাবিক গম্ভীর। 'তবে এটুকু জানি যে খোলা হোয়েল বোটে আমরা সবাই মারা পড়ব এক হপ্তার মধ্যেই।'

'মাত্র এক হপ্তা!' নৈরাশ্য ছায়া ফেলল রেবেকার নীল মুখে। 'আমি আরও কিছুদিন চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গ।'

ঠাট্টা করছে রেবেকা? মনে মনে আহত বোধ করল রানা। কিন্তু রেবেকার চোখের দিকে তাকাতে ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক। রেবেকার অন্তরে কান্না, তারই ঘনঘটা দু'জোড়া চোখের কোণে। আরও কাছাকাছি হলো রানা, চুমু খেল ওর ঠোঁটে। 'হয়তো তাই,' বলল ও।

'গলহার্ডিরও কি তাই বিশ্বাস?'

'না। ও মনে মনে একটা সাধ লালন করে যে একদিন খোলা বোট নিয়ে শ্যাকেলটন, এমন কি বাউন্টির ব্লাই-এর চেয়েও বড় অভিযানে বেরুবে। ওর এই একান্ত সাধ ওকে অন্ধ করে রেখেছে। সাগর ওর বন্ধু মনে রেখো কথাটা, শত্রু

নয়। থম্পসন আইল্যান্ড মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল, ওর কাছে এটা কোন দূরত্বই নয়।'

'কিন্তু থম্পসন আইল্যান্ড কি সত্যি পঁয়তাল্লিশ মাইল এখান থেকে? নিশ্চয়ই তা নয়। চার্ট অনুযায়ী তাকে পাওয়াও যাবে না।' রেবেকা ফিরল রানার দিকে। 'রানা! কেন, কেন তুমি ড্যাডিকে নিয়ে যাচ্ছ না ওখানে? দ্বীপটা পেতে দাও ওকে···জানি, পেলে ওর চরম সর্বনাশই হয়তো ঘটে যাবে···আমি বলতে চাইছি, ড্যাডি সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যাবে তার এই মহা ইচ্ছাটা পূরণ হওয়া মাত্র। কিন্তু তবু, এতগুলো লোকের জীবন ওর হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না খুন করার জন্যে। থম্পসন আইল্যান্ডকে না পেলে কাউকে ও বাঁচতে দেবে না, রানা!'

'আর পেলে?'

রানার প্রশ্নটা সেই মুহূর্তে বুঝতে পারল না যেন রেবেকা। সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ও রানার মুখের দিকে। তারপর, ধীরে ধীরে বলল, 'হ্যাঁ, পেলেও সেই করুণ পরিণতিই ঘটবে ওর। যখন দেখবে যে সীজিয়াম নেই দ্বীপটায়, ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে তার রঙিন স্বপ্ন—হ্যাঁ, সেই পাগলই হয়ে যাবে ড্যাডি।'

'সীজিয়াম রঙিন স্বপ্ন নয়, রেবেকা,' ভারী শোনাল রেবেকার কানে রানার গলার আওয়াজ।

'রঙিন···স্বপ্ন···নয়? কিন্তু আমি নিজের কানে শুনেছি ড্যাডিকে তুমি সীজিয়াম সম্পর্কে কি বলেছ! বলেছ···'

'বলেছি, নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু নিজে বিশ্বাস করি আছে। নেই বলার কারণটা তোমার বোঝা উচিত। তাকে নিরাশ করার জন্যে বলেছিলাম। রেবেকা, সীজিয়াম আছে বিশ্বাস করি বলেই তোমাকে কথাটা বলছি।' মৃদু কিন্তু দৃঢ় হলো রানার গলা, 'কোনমতেই থম্পসন আইল্যান্ডকে খুঁজে পাওয়া চলবে না—নেভার! বর্তমান দুনিয়ায় সীজিয়ামের অর্থ কি তা তুমি জানো। রীতিমত আণবিক যুদ্ধ বেধে যাবে দ্বীপটাকে দখল করার জন্যে।'

'তার মানে,' আঁতকে উঠল রেবেকা, 'নিজের এবং আরও পাঁচজনের জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা মৃদু গলায়।

'কিন্তু···'

'শেষ চেষ্টা হবে আমার মৃত্যুর চেয়েও জটিল অবস্থায় নিজেকে সঁপে দেয়া, যদি পারি।'

'মানে? ঠিক বুঝতে পারছি না···'

'যদি তাকে পাই,' বলল রানা, 'থোর্সহ্যামারের কাছে আত্মসমর্পণ করব। থম্পসন আইল্যান্ডের পজিশন হলো···'

রেবেকা মুখে হাত চাপা দিল রানার। 'রানা, আরেকবার ভেবে দেখো, সত্যিই কি কথাটা আমাকে বলতে চাও তুমি? ঠিক জানো?'

হাসল রানা। 'তোমাকে বিশ্বাস করি আমি রেবেকা। সত্যিই। বভেটের দক্ষিণ দক্ষিণ-পুবে, ঠিক পঁয়ষট্টি মাইলের মাথায় রয়েছে থম্পসন আইল্যান্ড।'

সাত

সাড়া দিতে কয়েক মিনিট নিল রেবেকা। শব্দগুলো শোনা যায় কি যায় না। 'তুমি জানো কিভাবে?'

'আমার সেক্সট্যান্টের ভেরনিয়ার স্কেলে ছোট্ট একটা দাগ আছে, নখ দিয়ে তৈরি করা। সূর্য আর নক্ষত্রের অ্যাঙ্গেল রীডিংয়ের জন্যে ব্যবহার করা হয় স্কেলটাকে, জানো তো? নখের দাগটাই থম্পসন আইল্যান্ডের ল্যাটিচ্যুড। ওদিকে কেউ কখনও খোঁজেনি থম্পসন আইল্যান্ডকে।'

'কিন্তু কেন...'

'মাত্র অল্প কিছুদিন হলো, আশ্চর্য একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি আমি,' বলল রানা। 'অ্যান্টার্কটিকা মহাসাগর সম্পর্কে এটা আমার দারুণ একটা আবিষ্কার বলে বিবেচনা করছি আমি। অ্যান্টার্কটিকার-ঠাণ্ডা বাতাসে আলোক রশ্মি বেঁকে যায়। শুধু বেঁকে যায় তাই নয়, আলোর ওপর আলোর ছায়া পড়ে দৃষ্টিভ্রম ঘটায়! বেঁকে যাওয়া বা ছায়া পড়ারও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, কিন্তু ব্যাপারটা এমনই জটিল যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আলো যেন এখানে কোন ব্যাকরণ মানছে না। বাতাসের মেজাজ, মেঘের ধরন, কুয়াশার ঘনত্ব, সাগরের গতি এইরকম অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে আলো কি পরিমাণ বাঁকা হবে বা কোন্ অ্যাঙ্গেলে ছায়া ফেলবে। আলোর নিজস্ব প্রকৃতিও একটা বড় ফ্যাক্টর। মোট কথা, এই অবস্থায় যে জিনিসটাকে তুমি দেখতে পাও, সঠিক জায়গায় সেটাকে দেখতে পাও না। আলোর কারসাজিতে কাছেরটা দূরের, দূরেরটা কাছের—নানান রকম ভ্রম সৃষ্টি হয়।'

'তোমার কথাই হয়তো ঠিক...'

'আলো অদ্ভুত ভাবে বেঁকে যাওয়ায় তার ভেতর দূরের জিনিসের পজিশন এবং আকার বদলে যায়। অন্য ভাষায় সেক্সট্যান্ট মিথ্যে হয়ে যায়। বাঁকা আলো, সূর্য এবং নক্ষত্রদের পজিশনও বদলে দেয়। কতটা ভয়ঙ্কর তাৎপর্য, বুঝতে পারছ? নাবিক মাত্রই সূর্য এবং নক্ষত্র দেখে জাহাজ চালায়, দিক নির্ধারণ করে। কিন্তু আলোর ষড়যন্ত্রে বানচাল হয়ে যায় সব। আমি আবিষ্কার করেছি, ভ্রমের দরুন দূরে উত্তর দিকে একশো দশ মাইলের ব্যবধান স্থায়ীভাবে সৃষ্টি হয়ে আছে। সুতরাং আমার হিসেবে, বভেটের পঁয়তাল্লিশ মাইল উত্তর উত্তর-পুবে নয়, দ্বীপটাকে পঁয়ষট্টি মাইল দক্ষিণ দক্ষিণ-পুবে পাওয়া যাবে।'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রেবেকা। 'যা বলছ তার মধ্যে বাস্তবতা কতটুকু জানি না, যদিও তোমার কথা মেনে নিচ্ছি আমি, রানা,' বলল সে। 'কিন্তু যা বুঝতে পারছি না আমি—কেন, সবাই যখন ভুল করছে, এমন কি নোরিশ নিজেও, যখন তিনি প্রথম থম্পসন আইল্যান্ডের পজিশন চিহ্নিত করেন, ভুলটা স্থায়ী হলো না—আমি বলতে চাইছি, থম্পসন আইল্যান্ডের পজিশন যাই হোক, সেটা যদি ভুলই হয়, আলোর কারসাজির কারণে সেই একই ভুল করে আর সবাই কেন

ওখানে পৌঁছুতে পারেনি?'

'চিন্তাটা আমাকেও বিচলিত করে,' বলল রানা। 'তুমি যা বলতে চাইছ···আসলে তুমি ধরে নিচ্ছ পুরানো দিনের একটা সীলারের পক্ষে সম্ভব ছিল নির্ভুল, নিখুঁত দিক চিহ্নিত করা। সেই সাথে ভাবছ, তা না হলে বভেটের পজিশন জানা গেল কিভাবে।'

'কিভাবে?'

'বভেট কোথায় এ বিষয়ে নানা সীলার ক্যাপ্টেনের নানা রকম ধারণা ছিল। আমি একটা ম্যাপ তৈরি করেছিলাম তাতে সাতজন ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মত বভেটকে এঁকেছিলাম সাত জায়গায়। বভেটের পজিশন নির্ধারিত নয়, বভেট থেকে থম্পসন আইল্যান্ড পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে বলাটা বুঝতে পারছ, কি পরিমাণ জটিল ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে? Captain Bouvet De Lazier, বভেটকে যিনি আবিষ্কার করেন, কোথায় তিনি প্রথম দেখেছিলেন বভেটকে, জানো তুমি? ক্যাপ্টেন নোরিশ থম্পসন আইল্যান্ডের যে পজিশন চিহ্নিত করে গেছেন তার খুব কাছাকাছি কোথাও।'

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে, বভেটের পজিশনও মিথ্যে প্রমাণ করে ছাড়ছ!' হেসে উঠল রেবেকা।

হাসল রানাও। বলল, 'হ্যাঁ, তাই। দেখো না, বভেট গ্রীন উইচে নয়, কেপ ভার্দে আইল্যান্ডের সঙ্গে চিহ্নিত দ্রাঘিমায়?'

'জানি।' প্রশংসার সুরে মন্তব্য করল রেবেকা। 'কিন্তু পুরানো দিনের সীলার সম্পর্কে কি যেন বলতে যাচ্ছিলে তুমি?'

'গুরুত্বপূর্ণ দুটো জিনিস: ওয়েদারবাইদের পুরানো রেকর্ডরূমে আমি বেশ অনেক দিন কাটিয়েছি সাউদার্ন-ওশেনের সীলারগুলোর লগ আর সাইটিং রিপোর্ট চেক আর রি-চেক করার কাজে। সংক্ষেপে বলছি, একটা সীলারের অক্ষাংশে দশ মিনিট এগিয়ে থাকার মধ্যে এতটুকু অবাক হওয়ার কিছুই নেই—আবহাওয়ায় সূর্য এবং নক্ষত্র সবচেয়ে অনুকূল থাকলেও। নাকানিচোবানি খাওয়ায় আসলে তাদের দ্রাঘিমা। ভুলে যেয়ো না, এমন কি নেপোলিয়োনিক যুদ্ধের সময়ও ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজগুলোর মধ্যে শুধু মাত্র কনভয় কম্যান্ডারের কাছেই থাকত ক্রনোমিটার—দ্রাঘিমা নির্ধারণ করার জন্যে যে যন্ত্রটি একান্ত দরকার। নেপোলিয়নের মৃত্যুর মাত্র চার বছর পর ক্যাপ্টেন নোরিশ আবিষ্কার করেন থম্পসন আইল্যান্ড। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাই আমি, যে কোন পুরানো হোয়েলারের অবস্থানকে অগ্রাহ্য করে কমবেশি এক ডিগ্রী এবং অর্ধেক দ্রাঘিমা বাড়িয়ে ধরতে হবে—মনে করো, নব্বই মাইল।'

'আলব্যাট্রস ফুট আবিষ্কার করতে চাও এই প্রস্তাব অ্যাডমিরালটিকে দেবার সময় এ কথাটা কেন তোলোনি?'

শ্রাগ করল রানা। 'অ্যাডমিরালটি অট্টহাসি হেসে বিদায় করে দেয় আমাকে,' বলল রানা। 'ওদের সবাই সিরিয়াসলি নিয়েছিল আমাকে, অর্থাৎ···

'অর্থাৎ? হাসছ যে?'

'সিরিয়াসলি নিয়েছিল মানে বদ্ধ পাগল বলে মনে করেছিল। বক্তব্য ছিল ওদের

একটাই, আগে প্রমাণ করো। যার কাছে গেছি, তার মুখ থেকেই বেরিয়েছে শব্দ তিনটে—প্রমাণ করো আগে। হাইড্রোগ্রাফিক ডিপার্টমেন্ট আমাকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়, আমার আবিষ্কারের গোটা ব্যাপারটা এমনই ভয়ঙ্কর যে সাউদার্ন ওশেন এবং অ্যান্টার্কটিকের ওপর এ পর্যন্ত যত ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে সবগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে—এতবড় ক্ষতি নাকি স্বীকার করা সম্ভব নয়। ওদের শেষ কথাটা পরিষ্কার মনে আছে আমার: অনুমান বনাম নির্ভেজাল জ্ঞান, মি. রানা—আমরা নির্ভেজাল জ্ঞানের পূজারী।'

'কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো আর সব সেক্সট্যান্টের মত তোমার নিজেরটাও যখন মিথ্যে দিক নির্দেশ করছে তখন তুমি জানলে কিভাবে থম্পসন আইল্যান্ডের আসল পজিশন?'

'সূর্যকে নয়, নক্ষত্রগুলোকে চারটে আলাদা আলাদা সেক্সট্যান্ট দিয়ে জরিপ করার মধ্যে দিয়ে, বাঁকা আলোর ত্রুটিকে চারভাগে ভাগ করে একটা স্থিতিশীল সত্যে পৌঁছুবার জন্যে,' বলল রানা। 'ক্যাপ্টেন নোরিশ কিন্তু…'

'রানা!' হঠাৎ রানাকে থামিয়ে দিয়ে দ্রুত বলল রেবেকা। 'রানা! লুক!'

ওদের মাথা থেকে কম করেও চারশো ফিট উপরে যে পাথরটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সেটার মাথার উপর বরফের ঝুলন্ত একটা ধনুকের মত বাঁকা ব্যালকনি। রেলিংহীন ঐ ব্যালকনির দিকে রেবেকার তোলা আঙুল অনুসরণ করে তাকাতেই কিনারায় দেখতে পেল রানা সাপের মত সামুদ্রিক লেপার্ডের মাথাটা। ব্যালকনির যে দু'প্রান্ত দেখা যাচ্ছে না সেদিকের কোথাও দিয়ে যদি নামার রাস্তা না থাকে, এই মুহূর্তে বিপদের কোন ভয় নেই ওদের।

'ফিরে গিয়ে ওদেরকে সাবধান করে দিতে হবে,' বলল রানা।

প্রকাণ্ড মাথা আর বিশাল দুটো কাঁধ আগুপিছু করছে দ্রুত, যেন নিচে নামার পথ খুঁজছে। অকস্মাৎ আকাশ ছোঁয়া গ্লেসিয়ারের শৃঙ্গের কোথাও থেকে সাদা কি যেন একটা বিচ্ছিন্ন হলো।

প্রথমে ভাবল রানা, বরফের চাঙ-টাঙ হবে বোধ হয়। 'দেখো, রেবেকা! সী-লেপার্ডের ওপর কি যেন খসে পড়ছে!'

পরক্ষণে ভুলটা বুঝতে পারল রানা। বরফ নয়, প্রকাণ্ড একটা পাখি—গলাটা লম্বা হয়ে বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। সী-লেপার্ড তার লক্ষ্য হতে পারে না, দ্রুত ভাবল রানা, ব্যালকনির উপর অন্য কোন শিকার নিশ্চয়ই আছে, নিচে থেকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

'আলব্যাট্রস!' মুগ্ধ বিস্ময় রেবেকার কণ্ঠস্বরে।

তীরবেগে গোত্তা খাওয়ায় স্টুকা ডাইভ-বম্বারের মত সী-লেপার্ডের মাথার কাছে চলে এসেছে পাখিটা। শেষ মুহূর্তে পাখা ভাঁজ করে, কাত্ হয়ে সাপের মত মাথাটায় যাতে ধাক্কা না লাগে চেষ্টা করল সে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আলোর একটা ঝলক দেখল ওরা, একটা পায়ের থাবা নিক্ষিপ্ত হলো উপর দিকে। ফড়ফড় করে কাপড় ছেঁড়ার মত অকস্মাৎ শোনা গেল পালক ছেঁড়ার শব্দ। সেই সাথে আলব্যাট্রসের ধবধবে সাদা পাখার নিচ থেকে ছাল উঠে যেতেই দেখা গেল টকটকে লাল মাংস। এতদূর থেকেও রানা পরিষ্কার দেখতে পেল পাখিটার গলার

পেশী টানটান হয়ে উঠেছে, প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে নিজেকে শূন্যে তুলতে। হয়তো পারত, কিন্তু বরফের গা থেকে বেরিয়ে থাকা ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সারের মত লম্বাটে আলু আকৃতির একটা বরফের সিলিংয়ে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে। আহত, তাই নিচে থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। ব্যালকনি থেকে খসে পড়ল সে। পাথরে পাখা বাধিয়ে চেষ্টা করছে নিজেকে থামাতে, পারছে না, সবেগে নেমে আসছে মসৃণ গা বেয়ে। অগোছাল স্তূপের মত সশব্দে পড়ল সে ওদের থেকে হাত পনেরো দূরে।

দৌড়ুতে শুরু করল রেবেকা। হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে দেহটা তুলে ফেলেছে ইতোমধ্যে আলব্যাট্রস, গলাটা লম্বা করে দিয়ে চেষ্টা করছে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে। বাঁ দিকের ডানায় লম্বা ক্ষত, মাংস তুলে নিয়েছে সী-লেপার্ড থাবা মেরে।

হঠাৎ থেমে ঘাড় ফেরাল রেবেকা। 'রানা, কিভাবে ব্যবহার করা যায় ওকে...' রানার মুখের ভাব, আর ওর হাতের আইস-অ্যাক্স দেখে থেমে গেল সে।

'না, রেবেকা,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'এক মিনিট আগে ও ছিল একজন অ্যাডভেঞ্চারার, এখান থেকে সাউথ পোলে গিয়ে ফিরে আসতে পারত আবার। এখন একটা পালকের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।' এগোল রানা আইস-অ্যাক্সটা হাতে নিয়ে। 'ওকে এখানে এই অবস্থায় ফেলে গেলে ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরবে ও, কিন্তু আমি যদি উচিত কাজটা করি, কষ্ট না পেয়ে মুহূর্তে ও শান্তি পাবে মরে। মরতে যাচ্ছে ও, যেভাবেই হোক। সরো দেখি?'

যুক্তিটা বুঝতে পেরেও মেনে নিতে পারছে না রেবেকা, হৃদয়ভরা ব্যথা টলমল করছে দু'চোখে। চোখ ফিরিয়ে আইস-অ্যাক্স নিয়ে এগোল রানা। গলা ছোট করে ঘাড় ফেরাল আলব্যাট্রস, সাগরের যাযাবর, মিনতিভরা চোখ রাখল রানার দু'চোখে। আইস-অ্যাক্সটাকে নামিয়ে ফেলল রানা শরীরের পাশে, ফিরল রেবেকার দিকে। এগিয়ে গিয়ে আধ খোলা ডানাটা পরীক্ষা করল সে।

আরও কাছে গেল রানা। শক্তিশালী ঠোঁট থেকে মারাত্মক একটা ঠোকর আশা করল ও। তার বদলে মাথা দোলাচ্ছে আলব্যাট্রস, একবার রেবেকার দিকে আরেকবার রানার দিকে চেয়ে।

'গলহার্ডিকে নিয়ে ফিরে আসব আমি,' বলল রানা। 'দড়ি দিয়ে বেঁধে নিচে নামানো হয়তো সম্ভব। তীর থেকে কাল কিছু মাছ ধরে দেয়া যাবে ওকে, যদি পাওয়া যায়। চলো, এখানে আর থাকা উচিত নয়।'

তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করল ওরা।

আলব্যাট্রসকে বাঁচাতে হবে শুনে গলহার্ডির সে কি উৎসাহ। 'দড়ি? দূর, দূর! দোচালার সামনে পাথরের উপর ওটা কি দেখছ?'

মাছ ধরার জাল। সেটা গুটিয়ে নিল গলহার্ডি। পিস্তল হাতে নিয়ে দেখল-শুনল, কিন্তু ফোড়ন কাটল না ওয়াল্টার।

আলব্যাট্রসকে জালে ভরে নিচে নামিয়ে আনতে না আনতে সূর্য ডুবে গিয়ে ছাড়পত্র দিল সন্ধ্যাকে। শুরু হলো বভেটে ওদের দ্বিতীয় রাত।

পরদিন ভোরের প্রথম আলোয় স্যার ফ্রেডারিক অ্যালুমিনিয়ামের শেষ কিস্তিটা নামাবার ব্যবস্থা করল। গলহার্ডি, রেবেকা আর রানা নিচে নামতে শুরু করল।

পিছনে ওয়াল্টার এবং পিস্তল।

বীচ যখন আর মাত্র তিনশো ফিট নিচে, গলহার্ডি চিৎকার ছাড়ল, 'দেখো-দেখো! ক্যাচারগুলো বোট নামাচ্ছে!'

গোটা দলটা সেই মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রেবেকা, পা ফসকে পড়ে যাবার ভয়ে হাত দুটো কাঁপছে তার। রানার কোমরের সাথে বাঁধা একটা দড়ি, অপর প্রান্তটা রেবেকার কোমরে। রানার ঠিক নিচেই রেবেকা। সে যদি পিছলায়, রানার কোমরে হেঁচকা টান পড়বে, আর একবার টান পড়লে…

বিনকিউলার চোখে তুলে দেখছে রানা। 'মাথা খারাপ! কি করছে ওরা?'

রেবেকার মাথার উপর থেকে ওয়াল্টার বলল, 'লার্স ব্রুনভাল ওর নাম। বদলা নিতে আসছে,' উপর দিকে তাকাতে দেখল রানা ভুরু নাচাচ্ছে ওয়াল্টার। 'বুলকে খুন করিনি আমরা কেউ, ব্রুনভাল, তুমি কার উপর প্রতিশোধ নেবে?' চেয়ে আছে সে ক্যাচারগুলোর দিকে।

তীরে, তীর-সংলগ্ন পাথরের রাজ্যে সাগর ভাঙছে তুমুল বেগে, সেদিকে আঙুল বাড়াল গলহার্ডি। বলল, 'সাধারণ ওই বোট নিয়ে এখানে কেউ আসতে চাইলে তার জন্যে আমরা কেবল দুঃখ প্রকাশ করতে পারি।'

'আগামীকালও কিন্তু ওখানকার অবস্থা ওই রকম থাকবে,' বলল রানা। 'আরও খারাপ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

'কিন্তু আমাদের কাছে ট্রিসটান হোয়েল বোট রয়েছে, রানা।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে আরেকবার তাকাল রেবেকা নিচের দিকে। সাদা ফেনার মুকুট মাথায় নিয়ে তীব্রবেগে ছুটে আসা ঢেউগুলো দেখেই আঁতকে উঠল সে, 'মাই গড!'

সন্তুষ্ট দেখাল গলহার্ডিকে, আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'খোলা সাগরে তেমন কোন অসুবিধে হবে না। ঢেউয়ের মাঝ থেকে ওঠা-নামার সময় ঝাঁকুনি খাবে ঠিক, কিন্তু বোটটা এতই ছোট যে দুটো ঢেউয়ের মাঝখানে লম্বা হয়ে থাকবে না। তাতে সুবিধে অনেক।'

ব্রুনভালের ক্যাচার চিমের গায়ে চোখ রাখল রানা বিনকিউলারের মধ্য দিয়ে। 'রওনা হয়ে গেছে বোট।'

ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে বোটটাকে। বিন্দুর মত ছোট্ট দুটো মাথা দেখা যাচ্ছে বোটের দু'পাশে, বৈঠা চালাচ্ছে পানিতে। টিলারে দাঁড়ানো লোকটা ব্রুনভাল হতে পারে, কিন্তু নিশ্চিত নয় রানা। ক্যাচারের বাঁ পাশ থেকে সরে যাচ্ছে বোটটা, হঠাৎ ফেনার স্তূপে ঢাকা পড়ে গেল, তারপর বেরিয়ে এল আবার। পরবর্তী ফেনার মাথায় ফের হারিয়ে গেল সেটা। মাথায় থাকতেই দেখা গেল আবার তাকে, নিচ থেকে কেউ যেন ছুঁড়ে দিয়েছে শূন্যে। পাঁচটা বিন্দু দেখা গেল পানির উপর, বোট থেকে ছিটকে পড়েছে।

'খেল্ খতম!' ঘোষণা করল রানা।

গলহার্ডি বলল, 'এক্ষুণি পানি থেকে তুলতে পারলে ভাল, তা না হলে পাঁচজনই বরফ!'

বিনকিউলার দিয়ে দেখতে পাচ্ছে রানা, চিমের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে ঘন

হয়ে। ডেকে আলপিনের মত দেখা যাচ্ছে ক্রুদের। পানি থেকে তোলার চেষ্টা করছে তারা বোটম্যানদের।

'আর দেখতে হবে না ' বলল ওয়াল্টার, 'নামো! নামো! অনেক কাজ পড়ে আছে আমাদের।

হোয়েল বোটটাকে সেই জায়গায় একই অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল। উপর দিকে তাকাতে রানা দেখল দীর্ঘ দড়ির শেষ মাথায় ঝুলছে অ্যালুমিনিয়ামের শেষ প্রকাণ্ড টুকরোটা, চূড়া থেকে নেমে আসছে দুলতে দুলতে। বোটের দিকে এগোল ওরা। তিনজনের বুট নুড়ি পাথরে পড়ার শব্দে ছোট্ট একটা মাথা জেগে উঠল হোয়েল বোটের বিপরীত পাশ থেকে। নরম, আলোকোজ্জ্বল দুটো চোখ, চেয়ে আছে ওদের দিকে।

'রস সীল!' অস্ফুটে বলল গলহার্ডি।

অ্যান্টার্কটিকার দুর্লভতম এবং সুন্দরতম এই প্রাণীটাকে রানা বা গলহার্ডি কেউ দেখেনি এর আগে। ছবি দেখেছে শুধু। রেবেকা পা বাড়াতে আঁতকে উঠল গলহার্ডি, 'না, ম্যা'ম।'

কিন্তু দ্রুত পৌঁছে গেছে রেবেকা, ছোট্ট প্রাণীটাও সানন্দে তার বাড়িয়ে দেয়া হাতে উঠে পড়েছে। পিঙ্ক গ্রে রঙের ফার, পিঠের চেয়ে পেটের কাছে বেশি গাঢ়।

আনন্দে চকচক করছে রেবেকার চোখ দুটো, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখল হাসছে রানা। 'রানা! দেখো, কি রকম বিশ্বাস আমার ওপর!'

'ওটাই ওদের দুর্বলতা,' বলল রানা, 'মানুষকে বড় বিশ্বাস! প্রাচীন সীলাররা কিভাবে ওদের শিকার করত, জানো? ধরে ধরে মাথায় ঘুসি মেরে।' সীলটার মাথায় মৃদু ঘুসি মেরে দেখাল রানা।

রেবেকা ছেড়ে দিতেই ছোট্ট প্রাণীটা নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে রানার কাছে, তারপর গলহার্ডির কাছে গেল। ভেজা পাথরে পিছলে পড়ল না দেখে অবাক হলো রানা, আর কোন সীলের পায়ের তলায় ফার দিয়ে মোড়া থাকতে দেখেনি ও। দু'হাত একত্রিত করে তুলে নিল আবার তাকে রেবেকা। 'এমন সুন্দর প্রাণী আর কখনও দেখিনি আমি,' হাসল সে। মাথা নিচু করে চুমু খেল, রানার চোখে দৃশ্যটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অন্য এক তাৎপর্য নিয়ে। রেবেকাকে কোলে শিশু নিয়ে আদর করতে দেখছে যেন ও।

'ওকে সাথে রাখলে হয়,' বলল ওয়াল্টার ভুরু নাচিয়ে। 'খাবার-দাবার যত বেশি সম্ভব সাথে থাকা ভাল বৈকি!'

প্রথমে রেবেকা ধরতেই পারল না বক্তব্যটা। তারপর, কি যে হলো, হঠাৎ সব ভুলে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল, 'ওয়াল্টার! এর গায়ে যদি হাত দাও···এর গায়ে যদি হাত দাও···,' কি বলবে খুঁজে না পেয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল সে উত্তেজনায়। শেষ মুহূর্তে বলে ফেলল, 'রানাকে অনুরোধ করব ও যেন তোমাকে খালি হাতে খুন করে।'

রেবেকার কণ্ঠে এমন একটা কিছু ছিল, ওয়াল্টারের হাতের পিস্তল আপনি উঠে গেল রানার দিকে। রানা একচুলও নড়েনি, তবু পিছিয়ে যেতে যেতে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'কীপ ব্যাক! পিছু হটো! নিজেই তুমি ওকে খুন করবে, রানা, যখন

খাবার বলতে থাকবে নিজেদের মাংস আর ওই সীল।'

'আর একবার বলো কথাটা।'

এক পা সামনে বাড়ল রানা। তাতেই অবস্থা খারাপ হয়ে গেল ওয়াল্টারের। পিস্তলধরা হাতটা নড়ে গেল দ্রুত। রানার দিক থেকে নলটা ঘুরল রেবেকার দিকে। 'নিষেধ করো ওকে, রেবেকা। তা না হলে গুলি করব আমি তোমাকে।'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল রানা। বলল, 'দুটো কারণে তা তুমি পারবে না, ওয়াল্টার। এক, গুলি করার তিন সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু ঘটবে তোমার। দুই, ফ্রেডারিকের মেয়েকে গুলি করতে হলে ফ্রেডারিকের অনুমতি নিতে হবে তোমাকে।' কথা শেষ করে আরও এক পা সামনে বাড়ল রানা।

দ্রুত পিছোতে গিয়ে হোঁচট খেল ওয়াল্টার। মাথার উপর দু'হাত উঠে গেল তার, বেঁকেচুরে গেল শরীরটা, কোনমতে তালটা সামলে নিল। রেবেকাকে গুলি করতে হলে সত্যি অনুমতি লাগবে, কথাটা বেসামাল করে তুলল তাকে। রেবেকার দিক থেকে আবার রানার দিকে পিস্তল ধরল সে। 'ঠাট্টা নয়, গুলি বেরিয়ে যাবে কিন্তু!'

অট্টহাসিটা দমন করা সম্ভব হলো না রানার পক্ষে।

মাথার উপর এসে পড়ায় অ্যালুমিনিয়ামের শীটটাকে ধরে নামাল রানা আর গলহার্ডি। কাজে হাত দিতে গিয়ে দেখা গেল মাত্র চারটে শীট দিয়েই বোটের সামনের আর পিছনের হাফ-ডেক তৈরি করা যায়। যন্ত্রপাতি যা সাথে করে নিয়ে এসেছে ওরা তাই দিয়ে অ্যালুমিনিয়াম বাঁকা করে, সাইজ করে বোটের ক্যানভাস আর কাঠের পাঁজরের সাথে আটকানো হলো। সারাদিন কাজ করল ওরা। বিকেলের দিকে হাফ-ডেকসহ তৈরি হয়ে গেল বোট। কিন্তু গলহার্ডির মনঃপূত হলো না কাজটা।

আবহাওয়া আরও খারাপ হওয়ার আগেই ঘরে ফিরে যেতে চাইছিল রানা। সূর্য বেরুলই না ওদের সামনে। মেঘের ভিড় সারাদিন ধরে ভেসে গেল জোড়া শৃঙ্গের দু'পাশ দিয়ে। থেকে থেকে তুষারকণাবাহী ঝড়ো হাওয়া শৃঙ্গ দুটোকে ঢেকে ফেলল। মুহূর্তের জন্যে বিরাম নেই রেবেকারও, স্টোর বলতে যা নামানো হয়েছে সব সে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখল পাহাড়ের কালো গা ঘেঁষে, সাগরের ফেনামাখা জিভের নাগালের বাইরে। সীলটা তাকে অনুসরণ করল সর্বক্ষণ।

রানা চিন্তিত হয়ে উঠলেও, গলহার্ডি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চোখ রেখে দীর্ঘসময় ধরে গম্ভীর প্রকৃতির আবহাওয়াটা দেখে নিয়ে ফের কাজে হাত লাগাল। স্টিয়ারিং লাইন আর রাডার তৈরির কাজে আরও একঘন্টা ব্যয় করল সে। গর্তের ভিতর দিয়ে এরপর মসৃণ করল সাপ্লাই লাইনটা। ঠিক মত কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করল কয়েকবার খুঁত খুঁতে মন নিয়ে। কোন কিছুতেই তাড়াহুড়ো নেই তার।

গলহার্ডি কাজ করছে আর পাহারায় দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে ওয়াল্টার, এই অবসরে রেবেকাকে নিয়ে রানা রক-পুলে মাছ ধরার চেষ্টা করল, সাথে শিশু সীলটা। কড়ের মত নটোবেনিয়া মাছ ধরে তোলার সময় তার সে কি আনন্দ যেন বেশ এক খেলা পেয়েছে। গলহার্ডির কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত ছোট-খাট একটা স্তূপ জমিয়ে ফেলল ওরা মাছের। বোটে তোলা হলো সেগুলো অন্যান্য সাপ্লাইয়ের সাথে।

গত রাতে স্যার ফ্রেডারিক আলব্যাট্রসকে সাথে নিতে রাজি হয়েছে, তার একমাত্র কারণ গলহার্ডির বক্তব্যটা: উড়তে পারলে গ্রেট বার্ড আলব্যাট্রস মাটি খুঁজে বের করার কাজে অমূল্য অবদান রাখবে। গলহার্ডি নিশ্চয়তা দিয়েছে, বড় জোর এক হপ্তার মধ্যে সেরে উঠবে পাখিটা—সুতরাং ওদের সে সরাসরি সাহায্য করবে থম্পসন আইল্যান্ড খুঁজে বের করতে। নিজেদের চোখে থম্পসন আইল্যান্ড ধরা নাও পড়তে পারে, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে সে স্যার ফ্রেডারিককে, কেননা খারাপ আবহাওয়ায় ছোট্ট একটা বোট থেকে খানিকদূর এবং মাত্র কয়েকটা জিনিসই দেখতে পাওয়া সম্ভব। কয়েকটা জিনিস কি কি? কুয়াশা, তুষার কণা, মেঘ আর বরফ। এগুলোই যথেষ্ট নয় কি থম্পসন আইল্যান্ডকে ওদের চোখের আড়াল করে রাখতে? তবে রানার মন থেকে সন্দেহ কখনও দূর হয়নি, গলহার্ডি থম্পসন আইল্যান্ডকে খুঁজে বের করার চেয়ে পাখিটাকে বাঁচাতেই বেশি আগ্রহী, এ কথাই মনে হয়েছিল ওর। খানিকপরই বুদ্ধি বের করে ফেলল সে কিভাবে নামানো হবে আলব্যাট্রসকে। জালেই ভরা হবে পাখিটাকে, তারপর দড়ির শেষ প্রান্তের সাথে জালটাকে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। একটু একটু করে দড়ি ঢিল দিয়ে নামিয়ে আনা হলো তাকে তীরে।

বোটের দিকে ফিরছে ওরা। কাজ সেরে চেয়ে আছে গলহার্ডি ওদের দিকে।

'দেখছ কি?' সকৌতুকে জানতে চাইল রেবেকা বোটের সামনে থেকে।

'দেখছি আর ভাবছি, পারব কিনা! পারব কিনা এমন সুন্দর পরিবারটাকে নিরাপদে কোথাও পৌঁছে দিতে!'

মুচকি হাসল রানা রেবেকার পাশ থেকে। নাবিক হিসেবে গলহার্ডির নিজের উপর আস্থা আকাশচুম্বী। তার নেভিগেশন সম্পর্কে জানা আছে ওর। লম্বা ডানা পেটরেলের ঝাঁক কোন দিকে বাঁক নিচ্ছে দেখে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় পানিতে হাত দিয়ে সাগরের উষ্ণতা অনুভব করে, সাগরের রঙ লক্ষ্য করে এবং এই ধরনের সুপ্রাচীন অভিজ্ঞতালব্ধ নিয়মগুলোর মাধ্যমে স্থির করে সে তার বোটের কোর্স। মানুষের তৈরি একটিমাত্র যন্ত্র থাকে তার কাছে, কাঠের একটা ব্যাকস্টাফ, যেটার সাহায্যে নক্ষত্রদের—সূর্যের নয়, কৌণিক অবস্থিতি পরিমাপ করে সে। তার হিসেব রানার যন্ত্রের মতই নিখুঁত এবং নিপুণ।

ফের পাহাড়ে চড়ার সময় বাতাসের ধাক্কাই যেন ওদেরকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। হাত পা ছেড়ে দিলেও শরীর সেঁটে থাকার কথা পাথরের খাড়া গায়ের সাথে, পিছন থেকে বাতাসের এমন চাপ। বিপদটা এরই মধ্যে নিহিত। আগাম নোটিশ না দিয়ে হঠাৎ করে বাঁক নিচ্ছে তীব্র বাতাস, চাপ কমে যাওয়ার সাথে সাথে ওদের শরীর ধরে পিছন থেকে কে যেন টান মারছে। বারবার করে সাবধান করে দিল রানা প্রত্যেককে।

মাথার দিকে বাতাসের বেপরোয়া রুদ্র মূর্তির আভাস পাওয়া গেল, সেই সাথে ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ ফুটল স্যার ফ্রেডারিকের দু'চোখে। পিউটার স্কিনে রেখা আর ভাঁজের সংখ্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই। কথা বলার মত মানসিক অবস্থা কারুরই নেই, বললও না বিশেষ কেউ। দুটো ঝড়ের ভয় পাঁচজনের মনে। একটা বাইরে তৈরি হচ্ছে, আরেকটা ঘরের ভিতর। স্যার ফ্রেডারিক সান্ধ্য-ভোজের পর ক্যাপ্টেন

নোরিশের চার্টটা বের করে স্টোভের সামনে বসল বাকি সবাইকে নিয়ে। কারও সাথেই কথা বলল না সে। কারও দিকে তাকালও না। মাঝেমাঝেই উঠে দরজা খুলে বাইরেটা দেখে নিয়ে ফিরে এল, প্রতিবার বাড়ছে চেহারার থমথমে ভাব। দরজাটা একবার খোলার সময় রানার চোখে ক্যাচারগুলোর আলোর মৃদু ঝলক ধরা পড়ল, উঠছে আর নামছে। রাতটা কালো অন্ধকার, তার সাথে মিশেছে নিচ থেকে উঠে আসা হ্যান্ড-গ্রেনেড ফাটার মত তীরে ঢেউ ভাঙার অবিরাম শব্দ আর সাগরের একটানা শোঁ শোঁ গর্জন। মাথার উপর গ্লেসিয়ারটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে বাতাস। স্যার ফ্রেডারিকের সাথে দরজা পর্যন্ত গেল রানা। সামনের দেয়ালের সাথে জড়োসড়ো হয়ে আছে আলব্যাট্রস। গলহার্ডিকে ডেকে পাখিটাকে স্টোররুমের ভিতরে পাঠিয়ে দিল ও। কেউ কাউকে ব্যাখ্যা করে বলল না যে আগামীকাল বভেট ত্যাগ করা সম্ভব কিনা, বুঝতে কারুরই বাকি নেই।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ওর। যে যার স্লীপিং ব্যাগে শুয়ে আছে। স্টোভের মৃদু আলোয় ওয়াল্টারের কাঠামোটা শুধু পরিষ্কার। দাড়ির জায়গাটা কালো একটা গর্তের মত দেখাচ্ছে। কোটরের অনেক পিছনে যেন মণি দুটো। সবাই ঘুমিয়ে, কিন্তু পিস্তল উরুর উপর ফেলে তার ওপর একটা হাত চাপা দিয়ে বসে আছে সে পদ্মাসনে, শিরদাঁড়া খাড়া রেখে। ভূত না শয়তান, কেমন দেখাচ্ছে ঠিক করতে পারল না রানা।

ওর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে আছে রেবেকা। স্লীপিং ব্যাগের ফ্ল্যাপে ছড়িয়ে থাকা চুলের রঙ আরও যেন কোমল হয়ে উঠেছে স্টোভের হলুদ আলোয়। পিরো পাশ ফিরল ইতস্তত করতে করতে, যেন কি এক দুশ্চিন্তায় স্থির হতে পারছে না সে।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা পিউটার স্কিনের দিকে চোখ পড়তে। ভাঁজহীন, রেখাহীন, মসৃণ নীলচে ধাতব মুখটার মধ্যে এমন কিছু আছে, গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল রানার। বয়সের কোন চিহ্ন নেই মুখে। কোথাও একটা শিরা নড়ছে না, একটা রগ কাঁপছে না, চোখের পাতা পলক ফেলছে না: কেমন যেন টানটান, ঠাণ্ডা—মুখটা যেন একটা মড়ার, তার স্বপ্নগুলো যেন ফুটে আছে সেই মৃত মুখে।

শুনতে গলহার্ডিও পেয়েছে, উঠে বসেছে সে-ও। দু'জনেই বুঝতে পারছে ঘটনাটা কি। ঘরটাকে বেঁধে রেখেছে যে ইস্পাতের মোটা তারগুলো তার একটা ছিঁড়ে গেছে। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত গুঁতো মারছে বাতাস দেয়ালে, সেই সাথে মোটা তারটা অক্টোপাসের শুঁড়ের মত করে ঘরটাকে পেঁচিয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিরামহীন।

স্লীপিং ব্যাগ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল দু'জন, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল ওয়াল্টারের দিকে। আস্তে করে কথা বলল রানা, যেন আর কারও ঘুম ভেঙে না যায়। 'কিসের শব্দ, জানো?'

শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে থাকার কারণটা ওয়াল্টারের আর কিছু নয়। উত্তেজনা। ভয়ে শুকিয়ে গেছে তার মুখ।

'দেখো, রানা, দলের লোক না হলেও সোজাসুজি বলছি কথাটা তোমাকে, বাতাসের এই চালচলন মোটেই ভাল ঠেকছে না আমার। সকালের মধ্যে পুরো

ঝড়টা হয়তো পৌঁছে যাবে। হা ঈশ্বর! সাগরের চেহারাটা দেখার সাহসই হচ্ছে না আমার!'

'তোমার বসকে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করো,' বলল রানা। তীরে ঢেউ-ভাঙা বিস্ফোরণের শব্দগুলো উড়িয়ে নিয়ে আসছে বাতাস। 'ঝড় না এলেও খোলা সাগরে দু'দিনের বেশি বাঁচব না আমরা এই রকম অবস্থায়।'

'রানা!' পাশ থেকে মাথা উঁচু করে বলল গলহার্ডি। 'নতুন একটা স্টীলের তার বাঁধতে হবে—এখুনি!' ফিসফিস করে কথা বলছে সে। 'আরও একটা যদি ছেঁড়ে, কিনারা থেকে সোজা নিচে খসে পড়বে ঘরটা।' আরও খাদে নামল তার গলা, প্রায় শোনাই যায় না। 'এখানে থাকার চেয়ে সাগরে থাকা তবু ভাল মনে করছি আমি।'

'কিছু করতে চাইলে আর দেরি করার কোন মানে হয় না!'

ওয়াল্টারের কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে দু'জন। স্টোররূমে মোটা দড়ির একটা কুণ্ডলী পাওয়া গেল, যেটা দিয়ে বেঁধে অ্যালুমিনিয়ামের পাত নামানো হয়েছে তীরে।

দরজা খুলতেই ওদের নিঃশ্বাসকে বরফের কণা করে দিয়ে চলে গেল হিম বাতাস। কপাল পর্যন্ত নামিয়ে নিল ওরা উইন্ডব্রেকারের হুড। বাতাসের সাথে রয়েছে তুষার কণা, চোখেমুখে বিঁধছে বর্শার মত। অন্ধের মত কোনমতে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের কোনাটার দিকে এগোল ওরা ভাঙা তারটা আবিষ্কারের জন্যে।

সামনের দুটো তারের একটা গেছে। গলহার্ডিকে সেটা ধরতে যেতে দেবে না রানা। ওদিকে রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে গলহার্ডিরও ওই একই ইচ্ছা। দু'জনেরই ধারণা, তারের চাবুক কিছু টের পাওয়ার আগেই মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে যাবে।

উপায় বের করে ফেলল গলহার্ডি। আগার দিকটা নয়, ধরতে হবে গোড়ার দিকটা, যেদিকটা ঘরের আরেক কোনার পিলারের সাথে বাঁধা আছে এখনও। গোটা ঘরটা একবার চক্কর মারল ওরা। পাওয়া গেল তারের গোড়াটা, সেখান থেকে কাজটা শুরু করল দু'জন মিলে। দু'জনের চারটে হাতের পেশী ফুলে ফুলে উঠছে। প্রাণপণ শক্তিতে তারটাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছে ওরা, সেই সাথে এগোচ্ছে একটু একটু করে। বাতাসের প্রকোপে সেটা মাটিতে পড়ছেই না একবারও, ড্রাগনের লম্বা জিভের মত লকলক করছে শূন্যে। গলহার্ডিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল রানা। আধ হাত আধ হাত করে আয়ত্তে আনল ওরা তারটাকে। মজবুত করে বাঁধা সম্ভব নয়, তাই মাটিতে নামিয়ে সেটার উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখল আপাতত। পাথরে গাঁথা আয়রন পোলের সাথে ছাদ থেকে নেমে আসা লোহার পিলার দড়ি দিয়ে বাঁধতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল ওরা। হাতে দস্তানা থাকলেও গিঁট বাঁধতে বিশেষ অসুবিধে হলো না গলহার্ডির। ঘণ্টাখানেক পর ঘরে ফিরল ওরা।

স্টোভের কাছে সেই জায়গাতেই বসে আছে স্যার ফ্রেডারিক। পিরো উঠে বসেছে। রেবেকারও ঘুম ভেঙে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে শক্ত হয়ে। ওদেরকে ঢুকতে দেখে স্বাভাবিক হলো সে।

'কুবুদ্ধিটা মাথা থেকে এখনও কি নামেনি, ফ্রেডারিক?' প্রশ্ন করল রানা ক্ষোভ এবং ব্যঙ্গের সাথে।

'না,' মৃদু কণ্ঠে বলল স্যার ফ্রেডারিক, যেন যেভাবেই বলা হোক কথাটা, যা বলা হবে সেটাই চূড়ান্ত। 'নামেনি। মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছ তুমি, রানা?'

'তুমি পাওনি?'

স্যার ফ্রেডারিক হাসল মৃদু শব্দে, 'পেয়েছি, রানা। তবে প্রকৃতির এই রুদ্রমূর্তিকে নয়।'

'তবে কাকে?'

'আমার মনকে,' ঠোঁট বাঁকা করে হাসছে স্যার ফ্রেডারিক। এরপর কথা বলতে শুরু করল যেন অন্য প্রসঙ্গে, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ, রানা? আমার মনের একটা দিক আছে, যে দিকটা অভিযান ছাড়া আর কিছু বোঝে না। বলতে পারো দু'ভাগে বিভক্ত আমার মন। একটা অভিযানপ্রিয়, আরেকটা···কি বলব? ধরো, আরেকটা লোভী।'

অবাক চোখে দেখছে সবাই স্যার ফ্রেডারিককে।

'সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনের উচ্চাশা, তোমরা যাকে লোভ বলো, দেখে আমি নিজেই মাঝে মধ্যে হতভম্ব হয়ে যাই—কি পরিমাণ লোভ যে লুকিয়ে আছে এর পরতে পরতে, তোমাকে এটা চিরে দেখাতে না পারলে ঠিক বুঝবে না মুখের কথায়। তোমাদের কথা ভেবে এই মনটাকেই আমার ভয় হয়, রানা।'

এতক্ষণে বুঝল রানা, লোকটা ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে ওকে।

'কি বলতে চাও?'

'থম্পসন আইল্যান্ড। ও মাই থম্পসন আইল্যান্ড, আই লাভ ইউ!'

'আমরা সবাই যদি ঠিক করি, যাব না, কি করবে তুমি, ফ্রেডারিক?' রেবেকাকে একবার দেখে নিয়ে প্রশ্নটা করল রানা।

'এটা আমার হাতে থাকলে তোমরা কি কেউ যেতে অস্বীকার করার সাহস পাবে? আমি তো মনে করি না।' ওয়াল্টারের হাত থেকে ছোঁ মেরে বেরেটা কেড়ে নিয়ে দেখাল স্যার ফ্রেডারিক রানাকে। 'আমরা সবাই যাব, রানা। রক্ত ঝরবে, কিন্তু সে তো এখানে নয়!'

'পাগল হয়ে গেছ তুমি!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'আমাদের না হয় বাধ্য করলে পিস্তলের মুখে যেতে কিন্তু সাগরকেও নত করবে নাকি ওটা দেখিয়ে? বোট নামিয়ে দু'গজও এগোতে হবে না এই অবস্থায়, পরের ঢেউ এসে পাথরে আছড়ে ভাঙবে সেটাকে, মনে রেখো।'

'আমাকে থামাবার বৃথা চেষ্টা করছ কেন?' স্যার ফ্রেডারিক মৃদু হেসে বলল। 'পিছিয়ে আসিনি কখনও কোন কাজে নেমে, না জানলেও এতদিন ধরে দেখে তোমার অনুমান করে নেয়া উচিত ছিল। ঝড় হোক বা না হোক, ঢেউ থাক বা না থাক—ভোর হলেই আমরা রওনা দিচ্ছি, রানা।'

'শোনো···'

'একটা ভেতো বাঙালীর কথা আমি আর শুনতে চাই না!' মুহূর্তে বীভৎস হয়ে উঠল স্যার ফ্রেডারিকের চেহারা। রানার দিকে চেয়ে আছে, যেন দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাবে ওর কাঁচা মাংস। 'থম্পসন আইল্যান্ড আমার, আই টেল ইউ!' উন্মাদের মত চেঁচিয়ে বলল সে।

তর্ক করা বৃথা। কিন্তু ভোর হতে তীরে নামার পর স্যার ফ্রেডারিক বুঝতে পারল রানার ভয়ের কারণটা, অথবা বুঝেও বুঝল না।

এক ধারে বোটটাকে সরিয়ে রেখে তার ওপর মালপত্তর তোলা হয়েছিল গতকাল, সব চাপা পড়ে গেছে তুষারে। বোট আছে মনেই হয় না। চেনা গেল শুধু দু'পাশের উঁচু কিনারা দেখে।

পাহাড়ের গায়ে বিধ্বস্ত হচ্ছে সাগর। চারপাশের যেদিকেই চোখ পড়ে, ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপক আয়োজন ছাড়া দেখার নেই কিছু। অনুকূল পরিস্থিতিতেই বোটটা এখন যে রকম ভারী, বিশেষ করে স্টার্নে পিরোর রেডিয়ো ফিট করায়, কম করেও ছয়জন লোক লাগার কথা ওটাকে পানিতে নামাবার জন্যে। স্যার ফ্রেডারিক আর পিরো রেডিয়ো ফেলে যেতে রাজি নয়। গলহার্ডি রেবেকার সাথে হাত লাগিয়ে আলব্যাট্রসের আস্তানা তৈরি করেছে রেডিয়োর সাথে জাল দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘিরে নিয়ে। রাতের বেলা খুদে সীলটা ছিল রেবেকার স্লীপিং ব্যাগে। এখন সে রেবেকার কোটের ভিতর দেহ লুকিয়ে বের করে রেখেছে মুখটা। স্যার ফ্রেডারিক ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে বার কয়েক, কিন্তু উচ্চবাচ্য করেনি তাকে নিয়ে।

'এ অসম্ভব!' বলল রানা। 'এমন কাঁচা কাজ পাগল ছাড়া আর কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়, ফ্রেডারিক। এখনও সম্ভব, চলো ওপরে ফিরে যাই।'

'শাট আপ, ড্যাম ইউ।' ধমক মারল স্যার ফ্রেডারিক। 'আমার আনন্দ উত্তেজনা নষ্ট কোরো না তুমি বলে দিচ্ছি, থম্পসন আইল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হচ্ছি আমি, আজই। এতে কোনও ভুল নেই।'

সময়টা মধ্য-সকাল কিন্তু আলো এখন আবছা। ওপর আকাশ দিয়ে ভেসে যাওয়া পুরু, ঘন মেঘের সিলিংটা এত নিচে যে দেখে মনে হয় পাহাড়ের চূড়ায় ঠেকে যাবে। বাতাসের সাথে জুটেছে নতুন আইসবার্গ, ভিড় করে আছে এখানে সেখানে—তবে খোলা পানি-পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়নি তাতে।

রানা অনুমান করল গলহার্ডিও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অভিযানের নিরাপত্তার কথা ভেবে, যদিও তার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

'যা অবস্থা তাতে পানিতে বোট নামাবার একটাই উপায় আছে,' বলল ওয়াল্টার। 'প্রপার ডেভিট এবং জাহাজের একটা মজবুত কিনারা।'

সবেগে ঘুরতে নীল উইন্ডব্রেকারের ফিতেটা মুখের সাথে বাড়ি খেল স্যার ফ্রেডারিকের। 'ডেভিট! মাই গড, ওয়াল্টার, ডেভিট দিচ্ছি তোমাকে, এতক্ষণ াওনি কেন?'

'ডেভিট দিচ্ছেন?' সন্দেহে কুঁচকে উঠল ওয়াল্টারের ভুরু। স্যার ফ্রেডারিক াত্যিই কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, ভাবল সে। 'যন্ত্রপাতির সাহায্যে জাহাজ থেকে ঝুলিয়ে নামানো হয় বোটকে...' হঠাৎ তার খেয়াল হলো, বোকার মত কথা বলছে সে নিজেও। স্যার ফ্রেডারিককে ডেভিট কাকে বলে বোঝাতে যাওয়াটা চূড়ান্ত হাস্যকর।

'ওই দেখো!' স্যার ফ্রেডারিক মুখ আর হাত তুলে দেখাল। 'কি ওটা?'

ডেভিট তৈরি হয়ে গেছে খ্যাপা যাদুকরের কথায়, এইরকম একটা আশা নিয়ে

সবাই তাকাল খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাওয়া পথটার দিকে।

'ঝুলন্ত পাথর!' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'যাও, ওপরে ওঠো, ওয়াল্টার। ঝুলন্ত খণ্ডটার দু'পাশে লোহার খুঁটির সাথে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দাও দুটো প্রান্ত। হুবহু ডেভিটের দুটো ঝুঁকে পড়া আয়রন রডের মত কাজ করবে উঁচু পেটটা। আমরা শুধু থোয়ার্টের চারদিকে প্রান্ত দুটো বেঁধে শূন্যে তুলব বোটটাকে, ছেড়ে দিলেই ঝুলতে ঝুলতে ওভারহ্যাঙের নিচে গিয়ে থামবে। ওখান থেকে দড়ি ছেড়ে ঢেউয়ের মাথায় নামা…কি বলো? একেবারে জলবৎ তরলং!'

অসম্ভব! মনে হলো রানার। 'বোট পানি ছোঁবে, সাথে সাথে সে তাকে তুলে আছাড় মারবে পাহাড়ের গায়ে।'

ওয়াল্টারের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রানার দু'চোখের মাঝখানে তাক করে ধরল পিস্তলটা স্যার ফ্রেডারিক। 'বেছে নাও যে-কোন একটা,' ফুঁসে উঠল মুহূর্তে লোকটা। 'ভালয় ভালয় চলো, তা না হলে থেকে যাও এখানে, শরীরে আধ-ডজন বুলেট নিয়ে।'

অসহায়ভাবে রেবেকার দিকে তাকাল রানা। ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে, কথা বলার শক্তি নেই। কাঁধ ঝাঁকাল রানা। করার কিছু নেই ওর।

উঠতে শুরু করেছে ওয়াল্টার বিপজ্জনক পথ ধরে পাহাড়ের উপর। বাকি সবাই দেখছে আর অপেক্ষা করছে। দড়ির দুটো প্রান্ত নেমে এল দু'দিক থেকে খানিকপরই। গলহার্ডি আর রানা থোয়ার্টের সাথে বাঁধল সে দুটোকে। ওয়াল্টার নেমে আসতে, পিরোর সাহায্য নিয়ে ওরা তিনজন বোটটাকে কাঁধ পর্যন্ত তুলে দড়ি টেনে খাটো করল। রস সীলটা কারও অনুমতি না নিয়েই কখন যেন উঠে পড়েছে বোটে। পাহাড়ের খাড়া গায়ের বিপরীতে মাথা সমান উঁচুতে ঝুলে রইল বোটটা, ওরা ছেড়ে দিতেই শূন্যে ভেসে পঞ্চাশ ফিট পর্যন্ত চলে গেল সোজা দ্বিতীয় ক্লিফ পর্যন্ত, যেটা তীরভূমিকে উত্তর দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। সোজা ওভারহ্যাঙের নিচে স্থির হলো হোয়েল বোট। একটু এদিক ওদিক হলেই ক্যানভাস সাইড ছিঁড়ে হাঁ হয়ে যাবে। ওয়াল্টারের কাঁধের উপর ভর দিয়ে স্যার ফ্রেডারিক আর পিরো উঠল। ওরা দু'জন মিলে টেনে তুলল ওয়াল্টারকে। তারপর গলহার্ডি এবং রানাকে। রেবেকাকে আগেই কাঁধে তুলে বোটে নামিয়ে দিয়েছে রানা। ক্লিফ-সাইডের সাথে যাতে ধাক্কা না লাগে বোটের তার জন্যে বৈঠা ঠেকিয়ে রাখল ওরা পাহাড়ের গায়ে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনের দিকে এগিয়ে নিল ওরা বোটটাকে সরাসরি ঢেউয়ের উপর না পৌঁছানো পর্যন্ত। রানা এবং গলহার্ডি স্টার্ন এবং ফরওয়ার্ড থোয়ার্টের দড়ি ঢিল দিচ্ছে একই সাথে। সিগন্যালের জন্যে চেয়ে আছে রানা আইল্যান্ডারের দিকে। হোয়েল বোটের নিচে ফুঁসছে সাগর ঢেউ উঠছে যখন, ছুঁই ছুঁই করছে বোটের তলা, তারপর নেমে যাচ্ছে বিশ পঁচিশ ফিট নিচে। গলহার্ডির পেশী টান টান, বাতাস আর সাগরের দিকে তীক্ষ্ণ নজর তার। 'ছাড়ো!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

সশব্দে পানিতে পড়ল বোট। ডাইভ দিয়ে টিলারের দিকে চলে গেল গলহার্ডি। তাল সামলাতে সামলাতে মেইন সেইলের গুটানো পাল খুলে ফেলল রানা। চুম্বকের মত টানছে বোটকে বভেটের ভিতর ঢুকে যাওয়া একটা অন্ধকার টানেল,

চকচক করছে সাদা বরফ খানিক ভিতরেই। দাঁড়িয়ে পড়েছে আইল্যান্ডার স্টার্ন ডেকিংয়ের উপর, টিলার হেডে ডান পা রেখে সামাল দিচ্ছে সে বোটকে।

হাতের চেয়ে কম যায় না গলহার্ডির পা, টানেলের হাঁ-টার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বোট। গলহার্ডিকে কিছু বলার জন্যে মেইন-সেইল বাঁধাবাঁধির কাজ থামিয়ে ঘাড় ফেরাল রানা। চোখাচোখি হতে দিগন্তরেখার দিকে ঝট করে ফিরল ও, গলহার্ডিকে সেদিকটা দেখাতে চায়। মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গে' আইল্যান্ডারের পা। ধূসর ঝোড়ো আকাশে লোহিত কণার মত অতিক্ষুদ্র বিন্দু দিগন্তরেখা থেকে উঠে এসেছে সবুজ মেঘের নিচ পর্যন্ত। বিন্দুগুলো আগুনের ফুলকির মত ছুটছে যেন, যদিও এতদূর থেকে সঠিক বোঝা যাচ্ছে না ওই ছোটাছুটি।

ঝড়ের ভাঙা মাথাটা ওদের মাথার ওপর চলে এসেছে, বোঝা গেল গ্লেসিয়ারের মাথার সমান উঁচুতে ছেঁড়া আর ভারী মেঘের ভিড় দেখে। দু'পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে পাংশুটে রংয়ের মেঘমালা। উপর দিকে চোখ পড়তেই সাবধান হয়ে গেল ওরা। সবুজাভ আর লালচে রঙের বরফ-বৃষ্টি নামছে হিমবাহের মাথা থেকে। ছেঁড়া মেঘের চেহারা চেনার কোন উপায় নেই। প্রতি সেকেন্ডে একদল চড়াও হচ্ছে আরেকদলের উপর, ভেঙেচুরে নতুন আকৃতি নিচ্ছে নিজেরা, আরেকদলের শিকার হচ্ছে পরক্ষণে। মাথার উপর মেঘের রাজ্যে ঘটে যাচ্ছে প্রচণ্ড আলোড়ন। মধ্যবর্তী ফাঁক-ফোকরে ঘূর্ণায়মান লাটিমের মত ঘুরছে মেঘের টুকরোগুলো। বাঁ দিকে চেয়ে আঁতকে উঠল পিরো। নিজের আয়তনের ভিতর টগবগ করে ফুটছে মাইলখানেক দীর্ঘ একটা মেঘের ভারী পর্দা, প্রস্থে আধ মাইলেরও বেশি, আর সেই সাথে বিপুল বেগে ঝাঁপিয়ে নামছে সাগরের গায়ের দিকে।

হকচকিয়ে গেছে ওরা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সবাই। আকাশ যেন ভয়ঙ্কর সাজে সাজতে চলেছে যেদিকে দু'চোখ যায়। ঘন মেঘের স্তর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে সিকি মাইল, আধমাইল দীর্ঘ এক একটা পাংশুটে কুৎসিত হাত। চরকির মত ঘুরছে গোটা মেঘটা। সাগরের পানি আর বরফ তুলে নিচ্ছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘূর্ণনের মাধ্যমে চারদিকে। কাছে দূরে যেদিকে চোখ পড়ে, মেঘ নেমে আসছে উপর থেকে রুদ্রমূর্তি নিয়ে। সাগরের গা ফুঁড়ে খাড়া হয়ে উঠেছে পানির একশো দেড়শো গজ চওড়া পাহাড়, বাঁকা হয়ে যাচ্ছে মাথার দিকটা বিশাল সাপের ফণার মত।

ফুটন্ত আকাশ আর সাগরের আড়ালে অত বড় আর এত কাছের বভেট গায়েব হয়ে গেছে। ঘন ঘন ঢোক গিলছে রানা। চারদিকের এই আলোড়ন, ওদের নিয়ে প্রকৃতির নির্মম কৌতুক বলে মনে হলো একবার, পরমুহূর্তে ধারণাটা বাতিল করে দিল ও। প্রকৃতি এই মুহূর্তে এখানে মহাপ্রলয়ের মহড়ায় ব্যস্ত—অতি নগণ্য, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বোটটাকে দেখতে পাওয়ার কথা নয় তার। যদি ডোবে ওরা, প্রকৃতির অজ্ঞাতসারেই ডুববে, নিজেকে তার দায়ী মনে করার কোন কারণই থাকবে না।

নিজের আতঙ্ক চেপে রাখার জন্যে যেন অনেক কষ্টে কাজের কথা পাড়ল গলহার্ডি, 'কোর্স ফর থম্পসন আইল্যান্ড?'

'স্টিয়ার...' শুকনো গলা ভিজিয়ে নিতে চেষ্টা করল রানা ফের একবার ঢোক গিলে: 'স্টিয়ার নর্থ-ইস্ট বাই এ হাফ ইস্ট।' হুকুম করল ও।

আট

টিলার ছেড়ে তিনদিন প্রায় উঠলই না গলহার্ডি। ক্যাপ্টেন নোরিশের চার্টে চিহ্নিত থম্পসন আইল্যান্ডে পৌঁছুতে সময়ের যে হিসেব করেছিল ওরা তা ভেস্তে গেছে। চার ঘণ্টায় আঠারো মাইল—ট্রিসটান থেকে নাইটিঙ্গেল, সেক্ষেত্রে বভেট থেকে থম্পসন আইল্যান্ড আড়াইগুণ বেশি দূরে, দশ ঘণ্টার জায়গায় ওরা ধরেছিল পুরো এক এবং আরও অর্ধেক দিন, সাগর আর বাতাসের দিকে লক্ষ্য রেখে। কিন্তু সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে তুফান। বভেট গায়েব হয়ে যাওয়ার পর থেকে সাগর আর ঠাণ্ডা, ভিজে বাতাস নরকের অসহ্য অত্যাচারে কাবু করে ফেলেছে ওদের। সারারাতে কতবার যে গলহার্ডির নৈপুণ্য অবধারিত সলিল সমাধির খপ্পর থেকে ওদের বাঁচিয়েছে, বলতে পারবে না রানা। কিন্তু দিনের আলোয় দেখেছে ও, কম করেও আট দশবার প্রায় পানির তলায় তলিয়ে যাওয়া বোটটাকে ঠিক যেন জাদুমন্ত্রের বলে ফের ঢেউয়ের মাথায় তুলে এনেছে সে। বেশ কয়েক বারই ঝড়ের মুখোমুখি ঘোরাতে হয়েছে বোটকে গলহার্ডির। প্রতিবারই ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় ছিল না তার। বাতাসের মুখোমুখি হওয়া মানে পলকের মধ্যে হোয়েল বোটের বো শূন্যে উঠে যাওয়া, তা গেলে এক সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেই পানির তলায় গেঁথে যাবে বোটের তিন চতুর্থাংশ। কিন্তু ঢেউয়ের মাথার বিশাল মুকুট বোটের ওপর আছড়ে পড়েছে দেখে ঝুঁকিটা না নিয়েও কোন উপায় থাকে না। ঢেউয়ের ছোবল বোটের উপর পড়লেই মুহূর্তে ডুবে যাবে বোট। সুযোগ এবং সুবিধে মত আবার অনেক পরিশ্রমে নির্ধারিত কোর্সে সেট করেছে বোটকে গলহার্ডি। গোটা ব্যাপারটাই চলেছে অনুমানের উপর। থম্পসন আইল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে বোট, না অন্য কোন দিকে যাচ্ছে কেউ বলতে পারে না।

কয়েক ঘণ্টা ধরে আনুমানিক হিসেব কষে রানা ভাবছে চার্ট অনুযায়ী থম্পসন আইল্যান্ড যেখানে থাকার কথা সেই জায়গার কাছাকাছি আছে হোয়েল বোট। সেক্সট্যান্ট ব্যবহার করার মধ্যাহ্নকালীন সময় প্রায় হয়ে এসেছে ওর। যদিও ঢেউয়ের দোলায় উলট-পালট হোয়েল বোটে দাঁড়িয়ে সূর্য আর দিগন্তরেখা দেখে দিক, অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমা নির্ধারণ করা অসম্ভব একটা ব্যাপার। ঝড়ো বাতাসের সাথে ভারী মেঘের মিছিল চলেছে মাথার উপর বিরতিহীন, সূর্যের দেখা পাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। হোয়েল বোট এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় অবস্থান করছে জানা সহজ নয়, জানা গেলেও লাভ নেই কিছু। তবে, স্যার ফ্রেডারিককে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারে ও, থম্পসন আইল্যান্ড যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। নেই যে তা দেখানোও সম্ভব।

স্যার ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার, গলহার্ডি এবং রানা মোটামুটি সুস্থ এখনও। দুশ্চিন্তা রেবেকাকে নিয়ে। বোটের সার্বক্ষণিক উথাল-পাথাল অবস্থা কাহিল করে ফেলেছে ওকে মুখে কথা নেই অনেক আগে থেকেই। যখনই এটা-সেটার সাথে ধাক্কা খাচ্ছে

তার স্লীপিংব্যাগ তখনই ব্যথায় ককিয়ে উঠছে সে। ঝাঁকুনি আর ধাক্কা অবশ্য মিনিটে কয়েকবারই খেতে হচ্ছে তাকে। বোটকে একটানা বিশ সেকেন্ডের জন্যেও স্থির রাখতে পারছে না গলহার্ডি।

পিরো আরও নকল লাইফ-র‍্যাফট সিগন্যাল পাঠিয়েছে থোর্সহ্যামারকে ধোঁকা দেবার জন্যে। বভেট ত্যাগ করার পরদিন সে দাঁত বের করে নিঃশব্দ হাসির সাথে রানাকে জানায়, 'ক্যাচারগুলো ডেস্ট্রয়ারকে আমাদের এস্কেপের ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছে, হের ক্যাপিটান। অবশ্য, আমরা টিকে নেই বা টিকতে পারব না বলে আশ্বাসও দিয়েছে তারা।'

'থোর্সহ্যামারের উত্তর?'

'ডেস্ট্রয়ার বলছে, আমার প্রধান কাজ লাইফ-র‍্যাফট খুঁজে বের করা। বারবার জোর দিয়ে ক্যাচারগুলো তাকে জানিয়েছে যে লাইফ-র‍্যাফটের সিগন্যাল নকল, কিন্তু থোর্সহ্যামার তা বিশ্বাস করতে রাজি হচ্ছে না, হের ক্যাপিটান।'

টিনের এবড়োখেবড়ো গ্র্যাটিংয়ের উপর দিয়ে ক্রল করে এগোল রানা পিরোর খুপরির দিকে। ভিজে যাবার ভয়ে ওখানে রেখেছে রানা ওর সেক্সট্যান্টটা। হাত তুলে গলহার্ডিকে ইশারা করে কিছু বলল ও। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে সে নির্বিকার। তার ডান কাঁধ আর বাহুতে তুষার জমে আছে। হুডের চারদিকের কার্নিসে পুরু বরফের রেলিং তৈরি হয়েছে একটা। মুখটা আরও বড় প্রায় উজ্জ্বল সবুজ রঙ ধারণ করেছে। নিঃশব্দে হেসে জবাব দিল সে।

ফরওয়ার্ড থোয়ার্টে ধড়মড় করে উঠে বসল স্যার ফ্রেডারিক। শূন্য সাগরের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ল সে। দৃষ্টির সীমানা মাইলখানেক মাত্র। 'সময় হয়েছে, রানা? সময় হয়েছে এখন পর্যন্ত সূর্য থেকে রেখা টানার?'

থামল রানা, রিস্টওয়াচ দেখিয়ে সময় দেখাল। 'আরও পনেরো মিনিট পর।'

ওদের গলা শুনে স্লীপিং ব্যাগের ভিতর থেকে মাথা বের করে তাকাল ওয়াল্টার। 'থম্পসন আইল্যান্ডের গা ঘেঁষে গেলেও এই অবস্থায় তাকে আমরা দেখতে পাব না।'

'চোপ্ রও!' ধমক মারল স্যার ফ্রেডারিক। 'কাছাকাছি আছি আমরা, এতে কোন সন্দেহ নেই। চক্কর মেরে যদি পনেরো দিনও খুঁজতে হয় খুঁজব, তাকে পেতেই হবে তবু! পাখিটার খবর কি, অ্যাঁ? উড়তে চাইবার কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছ ওর মধ্যে, রানা?'

বো-র ডেকের উপর পাটাতন আঁকড়ে ধরে তাল সামলে আছে আলব্যাট্রস। দিনে দিনে শক্তি অর্জন করছে। মাছ ধরে ওকে আর সীলের বাচ্চাটাকে খাইয়েছে রানা। রানা উত্তর দিল না দেখে ওয়াল্টার বলল, 'ল্যান্ড কাছাকাছি থাকলে নিশ্চয়ই উড়তে চেষ্টা করত, কিন্তু তার কোন লক্ষণ নেই ওর মধ্যে।'

অস্থির স্বরে স্যার ফ্রেডারিক বলল, 'ব্যাটাচ্ছেলের আরামের জন্যে অনেক বেশি করা হয়ে গেছে। এত আরাম আয়েশ ফেলে উড়তে চাইবে না, এতে আর অবাক হবার কি আছে!'

কেস থেকে সেক্সট্যান্ট বের করে ভিজে ওঠা আইপীসটা মুছল রানা। তুষার কণা আর বৃষ্টির হালকা একটা স্তর ঢেকে রেখেছে সূর্যকে। অ্যামিডশিপ থোয়ার্টের

উপর দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তাল রাখার চেষ্টা করছে ও। দিগন্তরেখা দ্রুত দুলতে শুরু করল চোখের সামনে।

যন্ত্রটা চোখ থেকে নামাল রানা। 'আশা করা বোকামি, ফ্রেডারিক।'

পিস্তল ধরা হাতটা কোলের উপর থেকে তুলে রানার দিকে তাক করল স্যার ফ্রেডারিক। 'চেষ্টা চালিয়ে যাও। চেষ্টা চালিয়ে যাও।'

রেবেকার দিকে ফিরল রানা। বাপের দিকেই চেয়ে আছে সে। মুখের চেহারায় ভয়-আতঙ্ক কিছু নয়, অসহায় একটা ভাব ফুটে রয়েছে শুধু। বাপকে সুস্থ করে তোলার কোন সম্ভাবনা নেই তা পরিষ্কার বুঝতে পেরে হতাশ হয়ে পড়েছে যেন।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কি করতে বলো আমাকে তুমি, ফ্রেডারিক? একটা সূর্য আর একটা দিগন্তরেখা পয়দা করব নাকি?'

'রানা!' স্যার ফ্রেডারিক হুমকির সুরে বলল। 'সময় অপব্যয় করার চেষ্টা করছ তুমি। এর পরিণতি কি হতে পারে তুমি কল্পনাও করতে পারছ না। সব প্রশ্নের উত্তর তোমার জানা আছে। অ্যান্ড আপন গড, তোমার মুখ থেকে সব আমি বের করব।'

'রানা!' হাঁক ছাড়ল গলহার্ডি। চেয়ে আছে সে আকাশের দিকে। উড়ন্ত ধ্বংসযজ্ঞের মাঝখানে একটা ফাঁক তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। 'সূর্যের নিচে চলে আসছে একটা ব্রেক—কুইক।'

ঝট্ করে চোখে লাগাল রানা আইপীসটা। একটা আঙুল ওর ভেরনিয়ার স্কেলে। হরাইজন গ্লাস সিধে রাখার জন্যে লড়াই করছে ও, এই সময় অস্পষ্ট একটু আলো পলকের জন্যে দেখা দিল। হাতের আঙুলগুলো মাইক্রোমিটার স্ক্রুর উপর কিলবিল করে খেলতে শুরু করল। পরক্ষণে মেঘের মিছিল ঢেকে দিল সূর্যকে।

আকাশের দিকে মুখ স্যার ফ্রেডারিকের, হাত দুটো মাথার উপর মুষ্টিবদ্ধ, গাল পাড়ছে মেঘগুলোকে। 'মর! মর! মর! জাহান্নামে যা! জাহান্নামে যা! একটু সময় দিতে শালাদের এত কার্পণ্য! দেখে নেব···,' রানার দিকে নামল মনোযোগ। 'পেয়েছ···'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ফিক্স একটা সংগ্রহ করা গেছে। খুব খারাপ নয়, বর্তমান অবস্থায়।'

'কোথায় থম্পসন আইল্যান্ড?' আরও জোরে চিৎকার করল সে, 'কোথায়? কোন্‌দিকে? হয়্যার ইজ মাই থম্পসন আইল্যান্ড—হুইচ ওয়ে, রানা? থম্পসন আইল্যান্ড ইজ মাইন, আই টেল ইউ!'

ভুলেই গেছে লোকটা ক্যালকুলেশন ছাড়া তার প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয় একজন নেভিগেটরের পক্ষে। হিসেব কষার ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল আর সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাড়াহুড়ো করলে ভুল হবার সম্ভাবনা। উত্তর না দিয়ে সেক্সট্যান্টটা থোয়ার্টের উপর রেখে হোয়েল বোটের পজিশন জানার কাজে মন দিল রানা।

'চার্টটা দেখি?'

উইন্ডব্রেকার থেকে ক্যাপ্টেন নোরিশের চার্টটা বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল স্যার ফ্রেডারিক। চার্টে একটা ক্রস চিহ্ন আঁকল রানা। স্যার ফ্রেডারিককে ভুল

বোঝানো ছাড়া কোন উপায় দেখছে না ও। পুরানো চার্টের ভরসা করা বোকামি—একথা তাকে বোঝানো অসম্ভব।

'এই যে,' বলল রানা, 'আমরা এখন থম্পসন আইল্যান্ডের কাছ থেকে মাত্র এক মাইল উত্তরে রয়েছি।'

চরকির মত ঘুরে সাগরের দিকে শ্যেন দৃষ্টি ফেলে স্যার ফ্রেডারিক গরু খোঁজা শুরু করতেই রেবেকার দিকে ফিরল রানা। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে তখন রেবেকা।

'ঘোরাও তোমার সোনার তরি, ওইদিকে!' উল্লাসের ঠেলায় গান গেয়ে উঠল স্যার ফ্রেডারিক, হুকুম করল গলহার্ডিকে।

বোটের একপাশে উত্তাল ঢেউ চপেটাঘাত হেনে উল্টে দিতে পারে, তবু ঝুঁকিটা নিল গলহার্ডি। সাগর ও বাতাসের বিপরীতে এগোতে শুরু করল ওরা। স্পীড কত তা কেবল অনুমান করা যেতে পারে, নিশ্চয় করে বলার উপায় নেই। আধঘণ্টা অপেক্ষা করল রানা।

থম্পসন আইল্যান্ড যেখানে থাকার কথা সেখানে এতক্ষণে পৌঁছুবার কথা হোয়েল বোটের।

যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন মেঘের ভ্রাম্যমান পর্দার নিচে ততদূর শুধু উত্তাল তরঙ্গের মাথায় দিগ্বিদিক ছুটে যাওয়া রাশি রাশি সাদা ফেনা। গোটা সাগর নিজের সমতল পিঠ ছাড়িয়ে উঠে পড়েছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফিট শূন্যে, আলোড়িত হচ্ছে আহত বিশাল সাপের মত। ঢেউয়ের মাথা থেকে উৎক্ষিপ্ত জলরাশি মুষলধারে বৃষ্টির মত নেমে আসছে নিচে। জলকণা, তুষারকণা আর কুয়াশায় আটকে যাচ্ছে দৃষ্টি খানিক দূর গিয়েই।

'আমার ক্যালকুলেশন যদি ঠিক হয়, এই মুহূর্তে আমরা থম্পসন আইল্যান্ডের কঠিন মাটির ওপর দিয়ে বোট চালাচ্ছি,' বলল রানা।

কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য লক্ষ্য করে এক লাফে রানার সামনে চলে এল স্যার ফ্রেডারিক। 'আরও একটা নোংরা চাল,' মুখ ভেঙচে বলল সে। 'ইউ বাস্টার্ড!' পিস্তলটা চেপে ধরল রানার বুকের বাঁ পাশে, ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপর।

'না! ড্যাডি না!' হিংস্র বিড়ালের মত স্লীপিং ব্যাগ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল রেবেকা। ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে চলে এল বাপের কাছে। বাঁ হাতের কনুই দিয়ে মেয়েকে ঠেকাল স্যার ফ্রেডারিক, নির্মমভাবে সরিয়ে দিল ঠেলে।

'কি করেছ তুমি থম্পসন আইল্যান্ড? কোথায় সেটা? কোথায় ফেলে এসেছ?' কানের পর্দা ফেটে যাবে মনে করে মাথাটা সরিয়ে নিল রানা। 'এখনও বলো, ভাল চাও তো এখনও বলো কোথায়? কোথায় আমার থম্পসন আইল্যান্ড?' বুক থেকে পিস্তলটা সরিয়ে নিয়ে আচমকা রানার মুখের একপাশে বাড়ি মারল স্যার ফ্রেডারিক সেটা দিয়ে। চোয়াল থেকে ঠোঁটের কোনা পর্যন্ত একটা ক্ষত সৃষ্টি হলো। রক্ত বেরুল কিন্তু চিবুক বেয়ে পড়ল না এক ফোঁটাও। ক্ষতের উপর হাত চাপা দিয়ে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে রানা। দু'চোখে পানি বেরিয়ে এসেছে। হাতটা চোখের সামনে ধরল ও। জমাট বেঁধে গেছে রক্ত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়। 'নাক চোখ কান

সব তুলে নেব আমি একটা একটা করে।' রানার মুখের কাছে মুখ এনে হুঙ্কার ছাড়ল স্যার ফ্রেডারিক। 'কোথায় আমার থম্পসন আইল্যান্ড—বলো। তুমি জানো, একমাত্র তুমিই জানো। যদি দরকার হয় তোমার কলজে টেনে বের করে আনব গলায় হাত ঢুকিয়ে।' বিরতি নিয়ে ফোঁস ফোঁস করে দু'বার নিঃশ্বাস ছাড়ল সে রানার মুখের উপর, ক্ষতের জমাট বাঁধা রক্তের উপর তুষারের ক্ষুদ্র কণা হয়ে গেল নিঃশ্বাস দুটো। 'ওহে, মরতে যাচ্ছ তুমি, শুনতে পাচ্ছ? হয় থম্পসন আইল্যান্ড, নয় মৃত্যু! বেছে নাও। দিস ইজ ইয়োর লাস্ট চান্স।' আবার পিস্তল তুলতে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ চোখ পড়ল রানার সেক্সট্যান্টটার উপর।

সেক্সট্যান্ট পড়তে জানে না, তবু কি মনে করে সেটা তুলে নিল স্যার ফ্রেডারিক। লোকটার উপর রাগ করতে পারছে না ও। নিতান্তই করুণার পাত্র, রাগ করে লাভ কি! তাছাড়া, রেবেকার চোখের সামনে গায়ে হাত তোলাও সম্ভব নয়।

সেক্সট্যান্ট চোখের সামনে তুলে রানা যে ফিক্সটা সেট করেছে সেটা পড়তে চেষ্টা করছে স্যার ফ্রেডারিক। কথা যখন বলল, শুনে কে বলবে এই লোকই এইমাত্র ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিল আর হাপরের মত হাঁপাচ্ছিল। হিস্টিরিয়ার কোন লক্ষণ দেখল না রানা। 'কেন?' জিজ্ঞেস করল সে 'একজন লোক তার সেক্সট্যান্টে নখ দিয়ে আঁচড় কাটবে কেন, রানা? কেন, ওয়াল্টার? এক জাতের নেভিগেটর তুমিও, তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি—কেন? কি মানে এর? নখের আঁচড়, সেক্সট্যান্টে—কারণ কি?' রানার দিকে চেয়ে কাঁপছে সে।

'দেখি তো,' বলল ওয়াল্টার। স্যার ফ্রেডারিক সেক্সট্যান্টটা দিল তাকে, কিন্তু চোখ দুটো স্থির হয়ে থাকল রানার মুখের উপর।

'কি এর মানে, ওয়াল্টার? পড়ো দেখি? আচড়ের পজিশনটা কি এখান থেকে কাছাকাছি কোথাও?'

'পুরোদস্তুর ক্যাপ্টেন তো আর আমি নই,' বলল ওয়াল্টার। 'এ ধরনের জিনিস বুঝতে প্রচুর সময় দরকার আমার। এটা একটা ফ্যান্সি ইন্স্ট্রুমেন্ট!'

স্যার ফ্রেডারিকের অসম্ভব শান্ত হাবভাব ভীতিকর ঠেকল রানার কাছে। 'রানা, এক মিনিট সময় দেয়া গেল তোমাকে, বলো, আঁচড়টা কি থম্পসন আইল্যান্ডের পজিশন চিহ্নিত করছে?'

ওয়াল্টারের মগজে ঢুকছে না আঁচড়টার অর্থ, স্যার ফ্রেডারিকও অসহায় বোধ করছে, আর পিরোর পক্ষে এ ব্যাপারে মাথা ঘামানোই সম্ভব নয়—দ্রুত ভাবছে রানা, তার মানে থম্পসন আইল্যান্ডের রহস্য একমাত্র ও-ই জানে, ওকেই গোপন করে রাখতে হবে রহস্যটা। ওয়াল্টারকে বেশি সময় দেয়া উচিত হচ্ছে না—কথাটা মনে হতেই রানা বলল, 'হ্যাঁ। আঁচড়টা থম্পসন আইল্যান্ডের পজিশনই নির্দিষ্ট করছে।' রেবেকা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে রানার দিকে। 'কই দাও, দেখাই তোমাদের।'

লাফ দিয়ে স্যার ফ্রেডারিকের চেয়ে আধ সেকেন্ড আগে পৌঁছুল রানা।

'ওয়াল্টার, দিয়ো না!'

দেরি করে ফেলেছে স্যার ফ্রেডারিক। কিছু না ভেবেই ওয়াল্টার দিয়ে ফেলেছে তখন যন্ত্রটা রানার হাতে। হাতে পেয়েই সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ও হোয়েল বোটের বাইরে।

ঝাড়া দু'মিনিট চুপ করে থাকার পর প্রায় বোজা গলায় কথা বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'ফর গডস নেম, সেক্সট্যান্টের আঁচড়টা কি মীন করছিল, ওয়াল্টার? থম্পসন আইল্যান্ডের সত্যিকার পজিশন কি? থম্পসন আইল্যান্ড কোথায়?'

'কি ভাবে বলব? দেখার সুযোগ পেয়েছি নাকি আমি! ওধরনের সেক্সট্যান্ট আমার বাপের কালেও কেউ দেখেনি,' আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে কথা বলছে ওয়াল্টার, স্যার ফ্রেডারিকের কোপানলে পড়তে চায় না সে। 'তবে এখান থেকে মোটেই খুব একটা দূরে নয় দ্বীপটা, কারণ রানার আজকের রীডিংয়ের কাছেই দাগটা ছিল।'

অদম্য উত্তেজনায় পিস্তল ধরা হাতটা থরথর করে কাঁপছে দেখে ঢোক গিলল রানা, গুলি বেরিয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে, ফ্রেডারিকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। এইমুহূর্তে রানাকে খুন করার আগে নিজেই সে আত্মহত্যা করবে, রানা তার কাছে এতই মূল্যবান। 'কোথায় ছিল দাগটা, রানা? দাগ অনুযায়ী ঠিক কোথায় থম্পসন আইল্যান্ড? হয়্যার, ম্যান, হয়্যার?'

হাসতে শুরু করল রানা, 'নিজের চারদিকে তাকাও, ফ্রেডারিক। ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর বলো, কি দেখতে পাচ্ছ। কিছুই না, কিছুই চোখে পড়বে না তোমার। দ্বীপটা এখানে নেই, তাই না, ফ্রেডারিক? আসলে, নেই-ই। বুঝলে? থম্পসন আইল্যান্ড নেই। বিশ্বাস করো আমার কথা।' ফ্রেডারিকের মুখের সামনে হাত তুলে এদিক ওদিক নাড়ল রানা। 'নেই।'

আবার পিস্তলটা রানার দিকে তুলল স্যার ফ্রেডারিক। 'আছে। তুমি জানো আছে। নিজের চোখে দেখেছে নোরিশ, মেজর জেনারেল রাহাত...'

'বাজে কথা।' গম্ভীর হলো রানা। 'কেউ দেখেনি। সবাই ভুল করেছিল। সত্যি যদি দেখত, গেল কোথায়? নেই কেন এখন? আসলে, বড় আইসবার্গ দেখেছিল ওরা। দ্বীপ নয়। দ্বীপ হলে সেটা এখানেই থাকত, তাই না? কিন্তু নেই, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ।' হাসছে রানা।

'আছে। তা না হলে সীজিয়াম এল কোত্থেকে?' হুঙ্কার ছাড়ল স্যার ফ্রেডারিক। 'পিরো সেখানে গিয়েছিল, ভুলে যেয়ো না কথাটা। আছে। রানা, আমার সাথে ঠাট্টা করছ তুমি—স্পর্ধার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ!' পিস্তলটা ঠেসে ধরল সে রানার বুকে। 'ওখানে আমাকে তুমি নিয়ে যাবে। তোমাকে নিয়ে যেতে হবে...'

থামিয়ে দিল তাকে রানা। 'যার ভেতর রয়েছ, এর চেয়ে খারাপ ঝড় দেখেছ কখনও আগে, ফ্রেডারিক? আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে এটা। তোমার মধ্যে বোধবুদ্ধি যদি এতটুকুও অবশিষ্ট থাকে, এই মুহূর্তে পিরোকে বলো থোর্সহ্যামারকে সিগন্যাল দিতে—যাতে সে এদিকে এসে আমাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। এখনও সময় আছে...'

'নেভার!' চেঁচিয়ে উঠল স্যাব ফ্রেডারিক। 'মাত্র দু'এক মুহূর্তের মধ্যে আমার কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে দামী লোক হয়ে উঠেছ তুমি। তুমি, এবং একমাত্র তুমি একা

জানো থম্পসন আইল্যান্ড কোথায়।'

রেবেকাও জানে, তা যদি জানতে পারে ফ্রেডারিক কি হবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা।

কাঁপছে গলাটা, 'সীজিয়াম আছে এ বিশ্বাস তোমার না থাকলে সেক্সট্যান্ট তুমি ফেলতে না, ফেলতে কি, রানা?' হঠাৎ আবেদনের সুর বেরুল গলা থেকে। 'রানা, মাই ডিয়ার বয়। আমি সীজিয়াম সম্পর্কে জানি, তুমি থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে জানো। গ্রেট একটা টীম হতে পারি আমরা দু'জন...' রানার চোখের দৃষ্টি দেখে থমকে গেল সে।

রানার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্রূর হাসি ফুটল স্যার ফ্রেডারিকের ঠোঁটে। 'নিয়ে যাবে না, না?' আবার বলল সে, পিস্তলটা রানার দিক থেকে সরাল। হাসিটা বিলীন হয়ে গেল ক্রমশ। শরীরের পাশে ঝুলছে এখন পিস্তল ধরা হাতটা। পিউটার স্কিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন বীভৎস মুখাবয়ব। চোখের দৃষ্টিতে পরিষ্কার খুনের নেশা দেখতে পেল রানা। স্যার ফ্রেডারিক অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে পিস্তলটা ফের তুলল। এবার মেয়ের মুখ লক্ষ্য করে। 'আধ মিনিট সময় দিলাম তোমাকে, রানা। এর মধ্যে ঠিক করে নাও, কি করতে চাও,' রেবেকার দিকে পিস্তল, কিন্তু চোখ দুটো রানার দিকে। 'ওয়াল্টার, ঘড়ি দেখে প্রতি পাঁচ সেকেন্ড পর পর ওয়ান, টু করে সিক্স পর্যন্ত গুনবে তুমি। তুমি সিক্স বললেই আমি গুলি করব।'

ঠিক যেন বুঝতে পারছে না, বোবার মত চেয়ে আছে রেবেকা বাবার দিকে। মুখ হাঁ হয়ে গেছে ওয়াল্টারের। স্যার ফ্রেডারিক, রেবেকা আর রানার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা।

'ওয়ান!' সাত সেকেন্ডের মাথায় হুঁশ ফিরতে চিৎকার করে উঠল ওয়াল্টার। অপরিচিত ঠেকল নিজের গলা ওর নিজের কানেই।

'এইটাই আমার শেষ অস্ত্র, রানা,' সোনার দুটো দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ করে বেরিয়ে এল কথাগুলো। 'মেয়েটার ওপর তোমার দুর্বলতা আছে, তোমাদের ফিসফাস করতে দেখেছি আমি—তুমি চাও ওকে আমি মেরে ফেলি?'

'কিন্তু তুমি চাও!'

'থম্পসন আইল্যান্ডের বিনিময়ে ত্যাগ করতে পারি না এমন কিছু নেই, রানা,' কথার সুরে ব্যাকুল ভাব লক্ষ্য করে কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করল রানা। 'ও তো আমারই মেয়ে, কিন্তু থম্পসন আইল্যান্ডের কাছে কিই বা ওর মূল্য। বেঁচে থাকলে গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে পাব। কিন্তু থম্পসন আইল্যান্ড? একটাই আছে, এই এলাকাতেই, এবার না পেলে আর কখনও পাব না।' মেয়ের দিকে তাকাল উন্মাদ চূড়ামণি।

'থ্রী!'

রেবেকার ঠোঁট দুটো কাঁপছে, তাছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া নেই তার মধ্যে। আশ্চর্য মনোবলের সাথে নিজেকে সামলে রেখেছে সে। স্যার ফ্রেডারিক গম্ভীর। রেবেকার দিকে চোখ রেখে বলল, 'দুঃখ কোরো না, বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে

ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন···তোমার তো জানাই আছে ব্যাপারটা।'

'ফোর!' আগের বারের চেয়ে আরও আতঙ্কিত শোনাল ওয়াল্টারের গলা।

পজিশন না জেনে এই উন্মাতাল সাগরে কিছু খুঁজতে যাওয়ার কুবুদ্ধি কোন পাগলের মাথাতেও ঢুকতে পারে না। বিশেষ ধরনের সাজসরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতি নিয়ে দুনিয়ার সেরা নাবিক আর সেরা জাহাজ এসেছে একের পর এক, হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে তারা থম্পসন আইল্যান্ড। ফলাফল, শূন্য। খুদে, নগণ্য একটা ট্রিসটান হোয়েল-বোট নিয়ে খোঁজাখুঁজির অর্থ একটাই—কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যু। সেক্সট্যান্ট নেই, কোর্স ফিক্স করার জন্যে ওকে নির্ভর করতে হবে গলহার্ডির নেভিগেশন মেথডের উপর। দ্রুত ভাবছে রানা, বভেটের দিকে বাঁ পাশ ঘেঁষে যাওয়ার জন্যে বলবে সে গলহার্ডিকে। শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, রোভারহালেটে যদি পৌঁছানো যায়···কোন সন্দেহ নেই ওর, ওই সময়ের মধ্যে সকলের শারীরিক আর মানসিক ক্লান্তি এমন পর্যায়ে চলে যাবে যে স্যার ফ্রেডারিককে নত করা কঠিন হবে না, তারপর ও চেষ্টা করবে থোর্সহ্যামারের সাথে যোগাযোগ করার। আগের মতই অটল রানা থম্পসন আইল্যান্ডের ব্যাপারে, দ্বীপটার সন্ধান কাউকে ও জানতে দিচ্ছে না।

'ফাইভ!' কিন্তু···কিন্তু সত্যিই কি গুলি করবে লোকটা নিজের মেয়ের বুকে? ট্রিগারে চেপে বসা আঙুলের নখটা সাদা হয়ে আসছে। আঙুলের চাপ বাড়াচ্ছে উন্মাদটা।

'বেশ, বেশ,' বলল রানা। 'গলহার্ডিকে নেভিগেট করতে হবে, তার নিজস্ব পদ্ধতিতে।'

'না!' মরিয়া হয়ে বলল রেবেকা। 'ওর কথা শুনো না তুমি রানা, গুলি করতে চায় করুক···'

'তুমি বলতে চাইছ···' রুদ্ধশ্বাসে শুরু করল স্যার ফ্রেডারিক।

গলহার্ডির বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ দুটো থেকে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। 'স্টিয়ার সাউথ—উইথ এ লিটল ইস্ট ইন ইট।'

না তাকিয়েও রানা অনুভব করল অনড় বসে আছে গলহার্ডি টিলারে, চেয়ে আছে ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর, একটাও কথা না বলে ঘুরিয়ে নিয়ে নতুন কোর্সে সেট করল হোয়েল বোট। টানা বাতাস পলকের মধ্যে ওদের নিয়ে ছুটল তীরবেগে। ছোট্ট একটা স্টেসেইল আরও গতি বাড়িয়ে দিল বোটের। তুষার-কণিকা, ফেনারাশি, উৎক্ষিপ্ত পানি আর কুয়াশার পর্দা ছিঁড়েফুঁড়ে সামনে ধেয়ে চলল বোট দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পুব দিকে—থম্পসন আইল্যান্ডের দিকে।

নয়

দুপুরের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ ফিফটি-নটের প্রচণ্ড বিরতিহীন ধাক্কা হয়ে দাঁড়াল, Beaufort উইন্ড স্কেলের প্রায় মাথার কাছে উঠে গেল ইন্ডিকেটর। বেঁচে থাকার

প্রার্থনা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাজের কথা মাথায় ঢুকল না কারও। বোট ভেসেই রইল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেটা গলহার্ডি আর রানার প্রাণপণ চেষ্টারই ফল। তিন দিন একনাগাড়ে হোয়েল বোটটা ভয় পাওয়া তাড়া খাওয়া আহত পশুর মত ছুটল সামনের দিকে মরিয়া হয়ে। বোট পরিচালনা করা বলতে যা বোঝায় তার নামগন্ধ ছিল না। খামাখামিরও ধার ধারেনি মুহূর্তের জন্যে। শুধু ছুটে যাওয়া, একান্ত ভাবে অটল নিষ্ঠার সাথে সামনের দিকে ছুটে যাওয়া।

প্রতিবাদ, ধমক কিছুতেই কাজ হয়নি, টিলারে কোন মতে বসতে দিতে চায়নি রানাকে গলহার্ডি। আইল্যান্ডার জানে টিলার আঁকড়ে বসে থাকা মানে স্বেচ্ছায় নিজেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেয়া, সে এখন যা করছে। বুঝিয়ে কাজ না হওয়ায় শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে রানাকে। তাতেও পরাজয় মানতে চায়নি গলহার্ডি। রানাকে সে মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত নির্মম হতে হয়েছে রানাকে। টানাহেঁচড়া করতে হয়েছে ওকে।

দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিয়ে উঁচু স্টার্নের সিংহাসনে বসে পিঠ পেতে দিয়েছে ওরা বাতাসকে। মাথার পিছনটা ধরে ঘাড়ের উপর ভর করে আছে বাতাস সারাক্ষণ। সেই সাথে খুদে বরফের টুকরো, তুষার আর ফেনা ওদের পিঠে, ঘাড়ে, মাথায় মোটা আস্তরণ তৈরি করেছে। মাঝে মধ্যে পিঠে এঁটে বসা তুষারের প্লাস্টার ভাঙতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তীব্র ব্যথায় নিজেকে ফুঁপিয়ে উঠতে আবিষ্কার করেছে রানা। একনাগাড়ে দীর্ঘস্থায়ী আক্রমণগুলো ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। স্টেনগানের বুলেটের মত পিঠের উপর মুষলধারে গুঁতো মেরেছে বরফ, তুষার আর তীব্র গতিশীল ফেনা। অসহ্য ব্যথায় প্রতিবার পরাজয় স্বীকার করে মৃত্যুকে মেনে নিতে চেয়েছে ও, তারপর হঠাৎ নিষ্কৃতি পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়া থেকে জোর চেষ্টা করেছে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে, সেই সাথে সভয়ে ভেবেছে পরবর্তী আক্রমণটা এই এল বলে—এবং আশঙ্কাটা কোনবারই মিথ্যে হয়নি। বরফের টুকরো, টিলা, গ্রাউলার, ছোট বার্গ, পাঁজা, শৈল ঝড় তুলে দু'পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ বেগে বেরিয়ে গেছে, লক্ষ করেছে কি করেনি ও অনিশ্চিত আলোয়। আলোর রঙ সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা করতে পারেনি ও। দিনের বেলা নিষ্প্রভ সবুজ সম্ভবত, আর রাত্রে নিকষ কালো আলকাতরার মত, এর বেশি কিছু মনে করতে পারে না।

ওদের মুখ, মাস্ট, থোয়ার্ট, গ্র্যাটিং এবং ক্যানভাস সাইডে তুষারের পুরু আস্তরণ এঁটে বসে আছে। বোটের গতিবেগের দরুণ উত্তাপ তৈরি করার সব রাস্তা বন্ধ। আর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা করুণ, দুঃখজনক অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। টিন থেকে খাবার বের করার চেষ্টা করে দু'বার জ্ঞান হারিয়ে গ্র্যাটিংয়ের উপর ঢলে পড়েছে ওয়াল্টার। গতরাতে টিলারে বসে রানা যখন প্রায় মুমূর্ষু, রেবেকার অসাধ্য সাধনের সে কি ব্যাকুল প্রয়াস। তিনবার টের পেয়েছে রানা রেবেকা গ্র্যাটিংয়ের উপর দিয়ে ক্রল করে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে ওর দিকে। টিলার ছেড়ে রেবেকাকে ও ফিরিয়ে দিয়ে গেছে স্লীপিং ব্যাগের ভিতর। তিনবারের মধ্যে দু'বারই কাছে এসে দেখেছে রানা, জ্ঞান নেই রেবেকার।

স্যার ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টার ফরওয়ার্ড ডেকের নিচে আলব্যাট্রসের সাথে আশ্রয় নিয়েছে। পিরো স্টার্ন সেকশনে রেডিয়োর সাথে। তার খুপরির ভিতরটা

অন্ধকার, মরে গেছে কিনা বোঝার কোন উপায় নেই—তবে যখন সন্দেহ গাঢ় হয়েছে রানার তখনই থোর্সহ্যামারকে ধোঁকা দেবার জন্যে রেডিয়োর চাবি টেপাটিপি করে জানান দিয়েছে সে, না, বেঁচে আছি এখনও। উঁচু নিচু পাঁজর আর শক্ত গ্র্যাটিং হারাম করে তুলেছে ঘুম, সেইসাথে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ওদের স্লীপিং ব্যাগের ওয়াটারপ্রুফ চামড়া ভেদ করে ঠাণ্ডা আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে সর্ব শরীরে। হলদে কাদা রঙের মেইনসেইলটা স্টার্ন ডেকিং থেকে একটা থোয়ার্টে বেঁধে টাঙিয়েছে রানা। তার নিচে রেবেকাকে শুইয়ে রেখেছে ও। টিলার ছেড়ে যে-ই নামে আশ্রয় নেয় ওখানে! রস সীলের বাচ্চাটা স্লীপিং ব্যাগের ভিতর থেকে বেরোয়নি বড় একটা, উৎকট ঠাণ্ডায় নিজের শরীরের ক্ষুদ্র এক টুকরো উষ্ণতা দিয়ে সাহায্য করছে সে রেবেকাকে। রেবেকার অবস্থা ক্রমশ বিপদসীমা ছাড়িয়ে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। টিলারের দায়িত্ব নেবার জন্যে গলহার্ডিকে ডেকে তোলার সময় গতরাতে ওকে প্রলাপ বকতে শুনেছে রানা। ওকে সাহায্য করতে পারছে না, সেই প্রসঙ্গেই হা হুতাশ।

এখন এই সাত সকালে প্রায় অচেতন রেবেকার দিকে চোখ রেখে সিদ্ধান্ত নিল রানা, সেক্সট্যান্ট ফেলে দেবার সময় ও যা ভেবেছিল তা কাজে রূপান্তরিত করার সময় হয়েছে: পিরোকে কাবু করে রেডিওটা হাত করতে হবে, সিগন্যাল পাঠাতে হবে থোর্সহ্যামারকে।

রানা জানে না, বোটের পজিশন জানা থাকলেও ডেস্ট্রয়ার ওদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে কিনা। ঝড়ের যা অবস্থা! এই বাতাসে থোর্সহ্যামারের নিজের নিরাপত্তাও লণ্ডভণ্ড, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু যদি পারে, থম্পসন আইল্যান্ডের রহস্য ওর একার মধ্যেই গোপন রাখবে। স্যার ফ্রেডারিকের প্রলাপ কানে তুলবে না কেউ। থোর্সহ্যামারের কাছে আত্মসমর্পণের ফলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠবে ওর, জানে ও। কিন্তু ভবিষ্যৎ যতই বিপদসঙ্কুল হোক, প্রলয়ের ভিতর দিয়ে পঞ্চাশ নট বেগে মহাপ্রলয়ের দিকে এই যে ছুটে যাওয়া এর করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতেই হবে। এবং যা করার করতে হবে আর সময় নষ্ট না করেই, দ্রুত। রানা অনুভব করছে, শরীর থেকে শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, দুর্বল হয়ে পড়ছে ও। শেষবার টিলারের দায়িত্ব গলহার্ডিকে দেবার সময় সাউদার্ন ওশেন কি পরিমাণ চাঁদা আদায় করে নিয়েছে আইল্যান্ডারের প্রচণ্ড শক্তি থেকে তা লক্ষ করে আঁতকে উঠেছিল ও। দীর্ঘ এক হপ্তা ধরে সাগর আর ঝড়ের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে একটানা অনেকক্ষণ চেয়ে থাকায় চোখের মণি দুটো সেঁধিয়ে গেছে কোটরের ভিতর ইঞ্চিখানেক। ক'হাত দূর থেকে মনে হয় চোখের জায়গায় দুটো গভীর কালো গর্ত ছাড়া আর কিছু নেই। বলার কথা যেন ফুরিয়ে গেছে তার। ঠোঁটের দু'পাশের ফাঁক দিয়ে তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে থেকে থেকে, লালা, থুথু, ফেনা। দস্তানা পরা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে তা মুছতে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে সে মুহূর্তে তরল পদার্থটুকু বরফ হয়ে যাওয়ায়।

পিস্তলের মুখে ওদের আটক করে রাখার প্রোগ্রামটা বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছে স্যার ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টার। যা অবস্থা তাতে ওসবের দরকার নেই, সম্ভবও নয়। কিন্তু শ্যেন দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখা বহাল আছে, রানাকে স্লীপিং ব্যাগ

থেকে একবার শুধু বেরুতে দেখলে হয়।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা চোখের সামনে বাঁ হাত তুলে। সাড়ে দশটা। আটটা থেকে টিলারে রয়েছে গলহার্ডি। সে যখন দায়িত্ব নেয় পিরো তখন একটা সংক্ষিপ্ত সিগন্যাল পাঠাচ্ছিল থোর্সহ্যামারকে। দু'ঘণ্টা পর আবার রেডিয়োর কী টেপার শব্দ পেলে স্যার ফ্রেডারিক বা ওয়াল্টারের কোনরকম সন্দেহ জাগার কথা নয়। দ্রুত ভেবে নিল রানা, কাজটা কি হবে ওর। পিরোকে অজ্ঞান করতে হবে, তারপর রেডিয়ো অন করে মেসেজ পাঠাতে হবে ডেস্ট্রয়ারকে। বোটের পজিশন জানার সুযোগ দিতে হলে চাবি নামিয়ে রাখতে হবে বেশ কিছুক্ষণ, তা না হলে বিয়ারিং পাবে না সে। বেশ সময় দরকার। সিগন্যাল পাঠাবার মাঝখানে স্যার ফ্রেডারিক বা ওয়াল্টার নাক না গলালেই হয় এখন।

নিজের শক্তির উপর ভরসা নেই তেমন আর। রেবেকার দিকে তাকাল ও। বন্ধ চোখের চারদিকে তুষারের ছোট্ট রেলিঙ তৈরি হয়েছে আবার। গতরাতে এমন পঁচিশ ত্রিশ বার টিলার ছেড়ে উঠতে হয়েছে রানাকে, গলহার্ডি আর রেবেকার মুখ থেকে এই তুষার সরিয়ে ফেলার জন্যে। খানিক পর পর তুষার সরিয়ে না দিলে ওগুলো জমাট বেঁধে গিয়ে মুখগুলোকে শক্ত বরফে পরিণত করত, টেরও পেত না অজ্ঞান রেবেকা আর গলহার্ডি। বিড় বিড় করে অস্ফুটে কি বলল রেবেকা বুঝতে পারল না রানা, ওর নামটা শুধু কানে ধরা পড়ল অস্পষ্টভাবে। সীলের বাচ্চাটা মুখ বের করে দেখে নিল একবার রানাকে। মাথা নেড়ে কি সে বোঝাতে চাইল বুঝল না রানা। ফরওয়ার্ড ডেকের উপর স্যার ফ্রেডারিক বা ওয়াল্টারের কোন চিহ্ন নেই।

স্লীপিং ব্যাগ থেকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল রানা। রেবেকার মুখ থেকে তুষার সরিয়ে ক্রল করে এগোল গ্র্যাটিংয়ের উপর দিয়ে পিরোর খুপরির দিকে। ভিতরটায় ঘাপটি মেরে বসে আছে পাংশুটে অন্ধকার, ম্যান উইথ দ্য ইম্যাকুলেট হ্যান্ডকে চিনতে এক মিনিট সময় লাগল রানার। তাকে নড়ে উঠতে দেখে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল ও গ্র্যাটিংয়ের উপর। খুট করে আওয়াজের সাথে একটা সুইচ অন হলো। পিরোর সামনে দুর্বল ডায়াল লাইট আলো ছড়াতে রানার সামনে তার কাঠামোটা পরিষ্কার ফুটে উঠল। বসে আছে পিরো রেডিয়ো সামনে নিয়ে। মুখটা দেখতে পাচ্ছে না রানা। কিন্তু ঝুলে পড়া কাঁধ দুটো দেখে বুঝতে বাকি রইল না ওর, পিরোও তার শক্তির শেষ বিন্দুতে ভর করে টিকে আছে এখনও।

প্রাথমিক কাজগুলো সেরে নিক, ভাবল রানা। থোর্সহ্যামারের সাথে যোগাযোগ করুক, তারপর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে।

হাঁপাচ্ছে রানা। গায়ের জোর নয়, মনোবলের সাহায্যে জিততে চাইছে ও। পিরোকে সামনাসামনি সামলাতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কাবু করতে হবে তাকে পিছন থেকে।

দুর্বল সিগন্যাল বেরুতে শুরু করল।

'থোর্সহ্যামার...থোর্সহ্যামার...'

থোর্সহ্যামারকে ধোঁকা দেবার জন্যে এখন আর পিরোর নৈপুণ্যের কোন

দরকার নেই, সিগন্যাল এমনিতেই অত্যন্ত দুর্বল, থেমে থেমে বেরুচ্ছে—লাইফ-র‍্যাফট সিগন্যাল ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত।

রিসিভিং সুইচ অন করল পিরো। থোর্সহ্যামারের জোরাল উত্তর শুনে অবাক হলো রানা। পরিষ্কার, স্পষ্ট—নিশ্চয়ই সে খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।

'থোর্সহ্যামার টু লাইট-র‍্যাফট। পার্সোন্যাল ক্যাপ্টেন সানকিড টু লেফটেন্যান্ট পাইলট মসবি। চাবি নামিয়ে রাখো। তোমার ব্যাটারি শেষ হয়ে যাক। কাছেই আছি আমরা। তোমাদের খুঁজে পাব। চাবি নামিয়ে রাখো। কীপ ইওর কী ডাউন। উই আর ক্লোজ। উই উইল ফাউন্ড ইউ। লেট ইওর ব্যাটারিজ রান আউট।'

বিস্ময় ধ্বনি বেরিয়ে আসছে পিরোর গলা থেকে। ক্রল করে আরও সামনে এগুলো রানা। পিরোর পিঠের কাছে পৌঁছুল। নিঃশ্বাস আটকে রাখতে গিয়ে বুক ফেটে যাবার দশা হয়েছে ওর। বাঁ হাত বাঁকা করে পিরোর চিবুকের নিচে উইন্ড পাইপ মুঠো করে ধরল। শ্বাসনালীর ভিতর বিদঘুটে শব্দ হলো বাতাস বেরুতে না পারায়। ডান হাত দিয়ে রানা ট্র্যান্সমিটিং কী লক করে দিল। কোথায় যেন গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে, মনে হতেই ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল ও। কনুই ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে প্রকাণ্ড একটা পাহাড়ি ভল্লুকের মত হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে বো থেকে ওয়াল্টার, মুঠোয় ধরা ফ্লেনসিং নাইফের বাঁট।

শরীর ঘুরিয়ে বাইরের দিকে ডাইভ দিল রানা। কিন্তু দূরত্বটা কম নয়, উঠে দাঁড়িয়েছে ওয়াল্টার, ওর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল রানা। সুযোগটা পেয়ে এক নিমেষে বুট দিয়ে মেরে রানার মাথাটা গ্র্যাটিংয়ের সাথে থেঁতলে দিতে চাইল সে। ডান পা তুলল রানার মাথার উপর। বিদ্যুৎ বেগে গড়িয়ে একপাশে সরে গিয়ে গোটা শরীরটাকে গুটিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলল রানা। জোড়া পা বেরিয়ে এল রকেটের বেগে, আঘাত হানল ওয়াল্টারের বাঁ পায়ের উপর। হুড়মুড় করে পড়ে গেল ওয়াল্টার। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল আবার। রানাও উঠে দাঁড়িয়েছে। হিংস্র বাইসনের মত মাথা নিচু করে ছুটে এল ওয়াল্টার। ছুরিটা ধরে রেখেছে সামনে।

এক পা তুলে কারাতে কিকের ভঙ্গিতে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল রানা ওয়াল্টারের দিকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়াল্টার। পরমুহূর্তে অনুভব করল ভয়ঙ্কর বেগে কি যেন এসে লাগল তার চোয়ালে, তারপর নাকে, তারপর চিবুকে। চোখে অন্ধকার দেখছে ওয়াল্টার। বুঝতে পারছে, মারছে মাসুদ রানা। কিন্তু এত ব্যথা লাগে কেন? ক্লান্ত, দুর্বল, শুকনো-পাতলা একটা লোকের মারে এত জোর আসে কোত্থেকে? ছুরি! ছুরিটা কই? কখন খসে পড়ে গেছে হাত থেকে! দরদর রক্ত ঝরছে নাক দিয়ে।

হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে ওয়াল্টার। প্রায় অচৈতন্য অবস্থা।

'রানা!' অস্ফুটে শব্দ করল রেবেকা গ্র্যাটিংয়ের উপর ঢলে পড়তে পড়তে। ক্ষান্ত হয়ে পিছিয়ে এল রানা। ঘুরতে যাবে, দেখল ছুরির বাঁটটা মুঠো করে ধরে মাথা তুলতে চেষ্টা করছে ওয়াল্টার। লোকটার একগুঁয়েমি দেখে অবাক হলো রানা। কিন্তু সেদিকে খেয়াল না দিয়ে চট্ করে চলে এল রেবেকার পাশে। সুযোগটা নিল ওয়াল্টার। যতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়েছিল ততটা দুর্বল

সে নয়। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়েছে সে ফ্লেনসিং ছুরি হাতে নিয়ে। এগিয়ে আসছে রানার দিকে।

কোনও সুযোগ দিল না তাকে রানা। রেবেকাকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়েই লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে। ছুরি চালাল ওয়াল্টার। কব্জিটা ধরেই অদ্ভুত কৌশলে হাতটা ভাঁজ করে তুলে ফেলল রানা ওয়াল্টারের পিঠের উপর। মোচড়ান হাতের রগে টান পড়ায় ছুরি ধরা মুঠো আলগা হয়ে গেল ওর—ছেলের হাতের মোয়ার মত ওটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল রানা পানিতে। তারপর ল্যাং মেরে ফেলল ওকে উপুড় করে। পিঠের উপর চড়ে বসে চিবুক ধরে টানতে শুরু করল পিছন দিকে।

ধনুকের মত বাঁকা হয়ে যাচ্ছে ওয়াল্টারের পিঠ, শিড়দাঁড়ায় টান পড়ায় ককিয়ে উঠল সে। পিছনে টানতে গিয়ে হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে রানার, মেরুদণ্ড মট্ করে ভেঙে গেলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না বুঝতে পারছে ও। মুখের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে ওয়াল্টারের, দু'পাটি দাঁতের মাঝখানে দু'ইঞ্চি ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। আতঙ্ক ফেটে বেরুচ্ছে তার দু'চোখ দিয়ে।

'একটা সত্যি কথা বলো দেখি?' গলার স্বর কিছুটা উঁচু করল রানা, 'গলহার্ডি, এসো এদিকে।'

টিলার ছেড়ে উঠে এল গলহার্ডি গ্র্যাটিংয়ের উপর।

'ওয়াল্টার! বাঁচতে যদি চাও সত্যি কথাটা বলে ফেলো, তাড়াতাড়ি! সী-প্লেনটাকে কে গুলি করে নামিয়েছিল? কে? কার অর্ডারে?' রানা দেখতে পাচ্ছে রেবেকাকে, বিস্ফারিত নেত্রে ওর দিকে চেয়ে আছে সে।

ক্লিক!

শব্দটা শুনে ধীরে ধীরে পিছন দিকে তাকাল রানা। স্যার ফ্রেডারিককে বোকা বোকা লাগছে। কপালের পিউটার স্কিনে ভাঁজ ফুটে উঠেছে তার। চেয়ে আছে হাতের পিস্তলের দিকে। মিসফায়ারের কারণটা বুঝতে পারছে না সে. জানে না বুলেটগুলো বের করে নেয়া হয়েছে। তেল বরফ হয়ে যাওয়ায় ফায়ারিঙ মেকানিজম কাজ করছে না, অনুমান করল সে।

'ফ্রেডারিক!' ওয়াল্টারকে ছাড়ল না রানা। 'ফেলে দাও তোমার হাতের খেলনাটা। ওটা এখন আর কোন কাজেরই নয়।' ওয়াল্টারের গলাটা আরও সিকি ইঞ্চি পিছন দিকে টেনে আনল রানা। 'বলো, ওয়াল্টার, সবাইকে শোনাও সত্যি ঘটনাটা! কে গুলি করেছিল সী-প্লেনকে?'

'আমি। আমি গুলি করেছিলাম। স্যার ফ্রেডারিক আমাকে অর্ডার দিয়েছিলেন।' নিচু গলায় বলল ওয়াল্টার, কিন্তু পরিষ্কার শুনতে পেল গলহার্ডি, রেবেকা। ওয়াল্টারকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা টলতে টলতে, একটা ভাঙা ঢেউ তখন তুলে নিচ্ছে বোটটাকে। ডান দিকটা কাত হয়ে যেতেই তাল হারিয়ে ফেলল সে। থোয়ার্টের সাথে সশব্দে ধাক্কা খেল দেহটা। ওয়াল্টার মুখ তুলে দেখল রানাকে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল সে নিরাপদ আশ্রয় নেবার জন্যে—স্যার ফ্রেডারিকের দিকে।

স্যার ফ্রেডারিক এখনও পুরোপুরি সতেজ, ঝড় তাকে কাবু করতে পারেনি।

'নষ্ট পিস্তলটা বন্ধুর কর্তব্য পালন করেছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে রানা উঠে বসতে। 'মুহূর্তের জন্যে আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, রানা, থম্পসন আইল্যান্ডের রহস্য একমাত্র তুমিই জানো। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বুঝলে, মাথা গরম কোরো না, তাতে শক্তিই ক্ষয় হবে শুধু। তোমার সব শক্তি চাই আমি থম্পসন আইল্যান্ডে যাওয়ার জন্যে।'

'ফের সেই থম্পসন আইল্যান্ড? ফর গডস সেক, ফ্রেডারিক! আমরা কোন্‌দিকে চলেছি তার ঠিক নেই···নিজের মেয়েটা মরতে চলেছে···'

'কিন্তু তুমি তো নও!' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'এখন আমি শুধু একা তোমার ব্যাপারেই মাথা ঘামাচ্ছি। তুমি আর আমি, আমরা দু'জন! আবিষ্কার করব থম্পসন আইল্যান্ড!'

দ্রুত একটা হিসেব কষতে শুরু করেছে রানা ইতোমধ্যে। ক্যাপ্টেন নোরিশের দেখানো চার্টে থম্পসন আইল্যান্ডের পজিশন থেকে বোট যদি সোজাসুজি দক্ষিণ-পুব দিকে এসে থাকে···

'বভেট ছেড়ে পাগলামির চূড়ান্ত করেছ তুমি,' বলল রানা। 'শোন, লাভটা হত কি? থম্পসন আইল্যান্ডে পৌঁছে কি লাভ? দুনিয়ার সব সীজিয়াম যদি থাকতও সেখানে, পারতে তুমি ছোট্ট এই বোটে করে সবটা সরিয়ে আনতে? থম্পসন আইল্যান্ডকে খুঁজে যদি পাও-ও, সীজিয়াম উদ্ধার করার জন্যে তার পজিশন রটাতেই হবে তোমার।'

লোকটা যে সুস্থ অবস্থাতেই পুরো উন্মাদ তা বোঝা গেল তার শান্ত সংলাপে। 'ভুল করছ, রানা। থম্পসনে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে জাহাজের বিরাট একটা ফ্লীট। কারও উদ্ধারের অপেক্ষা করতে হবে না আমাদের,' আত্মতৃপ্তির সাথে হাসল সে। 'প্রশ্ন, কোন্‌টা বেছে নেবে—লাইনার, ফ্রিগেট, ট্যাঙ্কার, যে কোন একটা নিতে পারো।'

বিরক্তি বোধ করল রানা। সেই সাথে প্রচণ্ড ক্লান্তি। নিঃশব্দে রেবেকাকে তুলে নিয়ে স্লীপিং ব্যাগের কাছে এসে দাঁড়াল সে। একটা ব্যাগে রেবেকাকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও ঢুকল একটায়। গলহার্ডির কাছ থেকে টিলারের দায়িত্ব নেবার আগে খানিক বিশ্রাম না নিলেই নয়। নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না স্যার ফ্রেডারিক, রানার দিক থেকে তার চোখের দৃষ্টিও সরল না। সোনার দুটো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, নিঃশব্দে হাসছে সে। হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এল রানার সামনেটা, হারিয়ে গেল স্যার ফ্রেডারিক। একবার মনে হলো চিৎকার করে গলার রগ ছিঁড়ছে গলহার্ডি। কুয়াশা নয়, বৃষ্টির মত ফোঁটা ফোঁটা পানি লক্ষ-কোটি তীরের মত উড়ে যাচ্ছে। বাতাসের আচমকা গতি বেড়ে যাওয়ায় দম আটকে এল রানার। ডান হাত দিয়ে হাতড়াচ্ছে ও, রেবেকার স্পর্শ পেয়ে তাকে টেনে আনল বুকের কাছে। পরমুহূর্তে জ্ঞান হারাল।

বারবার যতবার জ্ঞান হারাল এবং ফিরে পেল, প্রতিবার রেবেকাকে বিড় বিড় করতে শুনল ও। চোখ মেলেনি রেবেকা একবারও। জ্ঞান যতক্ষণ রইল, রেবেকার কথাই ভাবল রানা। রাতের কথা ভেবে শিউরে শিউরে উঠল।

ঝড় আর জলোচ্ছ্বাস গলহার্ডিকেও অচেতন করে ফেলেছিল। ব্যাপারটা টের

পেল রানা গলহার্ডি যখন বিকেল উতরে যেতে ওকে টিলারের দায়িত্ব নিতে বলার জন্যে ডেক থেকে নেমে ডাকতে এল। কথা বলার সময় শব্দ আটকে গেল গলায়, পারলই না শেষ পর্যন্ত। ভূতে পাওয়া লোকের মত আতঙ্কিত চোখে সাগরের দিকে চেয়ে হাত তুলে ঝড়, বাতাস আর বিপদ দেখাবার চেষ্টা করছে রানাকে। ট্রিসটান আইল্যান্ডার আত্মসমর্পণ করেছে, লেখা রয়েছে তার চেহারা আর ভঙ্গিতে। চমকে উঠল কেন যেন রানা। ঠাণ্ডা নৈরাশ্যের একটা স্রোত অনুভব করল ও বুকে। কি হবে টিলারে গিয়ে? স্লীপিং ব্যাগের ভিতর তবু একটু আরাম। যাক না বোট যেদিকে ইচ্ছা ভেসে। কি লাভ! এমন তো নয় যে জানা নেই কি আছে ভাগ্যে! এইভাবে শুয়ে থেকে মরা তবু ভাল। আয়ুর শেষ কিছুটা সময় কেন আর খামোকা নিজেকে কষ্ট দেয়া?

হাতড়ে খুঁজে নিল রানা রেবেকার একটা হাত। চাপ দিতে মুট মুট করে ভাঙল দস্তানার উপর শক্ত হয়ে এঁটে বসা তুষারের পাতলা আস্তরণ। সন্দেহ হলো, তারপর সন্দেহ দৃঢ়তর হলো, রেবেকা বেঁচে নেই। তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল রানা বুকের মাঝখানে। পরমুহূর্তে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বিড় বিড় করে বলল, যাও, আমিও যাচ্ছি। কথাটা বলে চোখ মেলল ও। চোখ বুজে ঢুলছে আইল্যান্ডার। মস্ত দেহটা কবে, কখন ছোট্ট হয়ে গেছে, জানে না রানা। স্লীপিং ব্যাগের ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করছে সে, চেষ্টা করছে মানে পাঁচ সাত সেকেন্ড লাগছে তার একটা হাত তুলতেই—তারপর ঝপ্ করে পড়ে যাচ্ছে হাতটা দেহের পাশে, বাতাসের সাথে দুলছে। নড়ার শক্তি পাচ্ছে না গলহার্ডি। মিনিটখানেক পর আবার একটা হাত তুলতে চেষ্টা করছে আইল্যান্ডার। কোনমতে স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে এক সময় কাত হয়ে পড়ে গেল শরীরটা। বসল রানা, কিন্তু স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরুতে তিন মিনিট লেগে গেল। মাথা তুলতে ও দেখল দুটো লাশ হয়ে পড়ে আছে স্যার ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টার। পিরোর খুপরির ভিতরটায়ও প্রাণের কোন সাড়া নেই। জলোচ্ছ্বাস এখন স্তিমিত। দুটো মাত্র প্রাণ জেগে আছে বোটে। রানা আর বো এর কাছে নিঃসাড় দুটো দেহের পাশে আলব্যাট্রস, এক্সারসাইজ করার ভঙ্গিতে ডানা নাড়ছে সে।

বরফ ঢাকা ধাতব ডেকিংয়ের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে টিলারে পৌঁছুল রানা, গলহার্ডির বাঁধা দড়িদড়া খুলে হাল ধরল দস্তানা পরা হাতে। বাতাসের সাথে পিঠে আছাড় খেতে শুরু করেছে পানি, তুষার আর ফেনার স্প্রে। চোখ দুটোয় যেন আগুন ধরে গেছে, তবু দীর্ঘ এক ঘণ্টা খোলা রেখে ঢেউ দেখে চিনে নিয়ে এক একটার সাথে এক এক রকম আচরণ করে বোটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সংগ্রাম চালিয়ে গেল রানা, আলোর ধরন বদলে যাচ্ছে। নিজেকেই ও বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল, অমোঘ রাত নেমে আসছে চারদিক থেকে। কিন্তু ইচ্ছা বা শক্তি কোনটাই নেই গলহার্ডিকে ডেকে ছুটি নেবার বা স্টিয়ারিং আর্ম থেকে হাত খোলার। হোয়েল বোট তীরবেগে ধেয়েই চলেছে। ঢেউ থেকে নামছে নাক নিচু করে, আবার উঠছে, হাজারবার, অসংখ্যবার। আর সারাক্ষণ নির্মম প্রহারে জর্জরিত করছে রানার পিঠ পিছন থেকে বাতাস আর তার সঙ্গী তুষার, ফেনা ও পানির ছিটে।

শক্তি নয়, সাহস নয়, রানা জানে না কিসের জোরে পুরোপুরি জ্ঞান হারায়নি

আবার ও। পরে ও জানতে পারে, সেই অর্ধ-চেতন অবস্থায় একটানা ছয় ঘণ্টা বসে ছিল ও টিলারে। যখন চোখ খুলল পুরোপুরি, হোয়েল বোট থেমে আছে শান্ত সমাহিত সাগরে, ভৌতিক সাদা আলো চারদিকে, তাতে একটুও আটকাচ্ছে না দৃষ্টি। মনে হচ্ছে মৃত্যুর পর অন্য কোন জগতে জ্ঞান ফিরল যেন।

ঝড়ের হিংস্র উন্মত্ততার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

কিন্তু ঝড়ের সেই ভীষণ গর্জনের চেয়েও মারাত্মক আঘাত হানছে স্নায়ুতে এখন অটুট নিস্তব্ধতা।

হাল ধরা রানার হাত কনুইয়ের ভাঁজ খুলে সামনে বাড়ছে না, তির্যক ভঙ্গিতে বুকের ডান দিকে সরে আসছে না, ভাঁজ খুলে আবার সামনে বাড়ছে না বোটের গলুই ঢেউয়ের দিকে রাখার জন্যে। বাতাস মরে গেছে, নিজেকে বলল রানা, আমি নিজেও মরে গিয়েছিলাম। আলোটাও মরা মরা, চেনা যায় না। এ আলো দিনের নয়, রাতের নয়—সাদাটে, সাথে নীলচে আভা। হাত তুলল ও চোখের সামনে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে খানিক আগে। কোত্থেকে এমন আলো আসছে তা এতক্ষণে দেখতে পেল ও। ফিতের মত এক সারি আলো ছড়িয়ে পড়ছে আকাশের গায়ে—সবুজ, লাল আর হলুদ মেশানো আগুনের মত, নীল আর বেগুনী—হঠাৎ মনে পড়ল ওর, এরই নাম সাউদার্ন লাইট! দক্ষিণ মেরুর দিক থেকে একটা ডানা আকাশে উঠে এল লাল আর বেগুনী রঙের বাঁকা তরোয়ালের মত, অলৌকিক আকাশের গায়ে এদিক থেকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার চোখ ঝলসানো মহিমা। অত্যুজ্জ্বল নানান রঙের আলোর ফিতার মাথার উপরের বিশাল গম্বুজটা এখন পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। বিপুল বেগে ঢেউয়ের মত এঁকে বেঁকে উঠে যাচ্ছে আকাশের মাথায়, নামতে নামতে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে, রিকশার চাকার স্পোকের মত দেখাচ্ছে সেগুলোকে, যার যার আলোর উজ্জ্বল ফিতেগুলো, কখনও নিষ্প্রভ নয়, ম্লান নয়। নিজের চারদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাল রানা, এতটুকু বরফ নেই কোথাও। আর একটা জিনিস নজরে পড়ল ওর, কিন্তু কারণটা খুঁজে পেল না। সাদা আলো সাগরের উপর ভাসছে সাউদার্ন লাইট ছাড়াও, কিন্তু উৎসটা দেখতে পাচ্ছে না। বো ডেকিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে আলব্যাট্রস, ডানা মেলছে আর গুটাচ্ছে, চেয়ে আছে সামনে অপলক চোখে।

প্রথম বাস্তব চিন্তা ঢুকল রানার মাথায়: রেবেকা। বোট স্থির হয়ে আছে, সুতরাং একটা স্টোভ জেলে গরম কিছু খাওয়াবার চেষ্টা এখন করা যেতে পারে। হাল থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটুর ভাঁজ খুলে পা দুটো লম্বা করে দিল রানা। আসন ত্যাগ করার আগে দশ মিনিট লাগল ওর হাত আর পায়ের জয়েন্টগুলো মালিশ করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে।

'রেবেকা!' মাথা ধরে ঝাঁকুনি দিল রানা। শুয়েই রইল সে নিঃসাড়। গায়ে হাত দিয়ে এতটুকু উষ্ণতা অনুভব করল না রানা। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যায় না। মুখটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে বরফের আস্তরণে। শিউরে উঠল রানা অমঙ্গল আশঙ্কায়। 'রেবেকা!' মুখ নামিয়ে চুমু খেতে গেল ও, কিন্তু বরফের সাথে বরফের ঘষা লাগার কর্কশ শব্দ আর ঠোঁটের চামড়ায় টান পড়ায় তীব্র ব্যথা ছাড়া আর

কিছুই অনুভব করল না।

স্টোভ আর এক কৌটো স্যুপ পাওয়া যায়। স্টোভটা সহজেই জ্বলল দেখে বাঁচার উৎসাহ এক লাফে চতুর্গুণ বেড়ে গেল ওর। আকাশে অত্যাশ্চর্য আলোর অভূতপূর্ব নৃত্যের চেয়ে একটু উত্তাপ অনেক, অনেক বেশি আরাম আর আশার সঞ্চার করল ওর মনে।

নিঃসাড় পড়ে আছে গলহার্ডি। বেঁচে আছে, তবে নামে মাত্র। ফরওয়ার্ড ডেকে খুট-খাট শব্দ হতে চোখ তুলে রানা দেখল স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরুচ্ছে স্যার ফ্রেডারিক—মানুষ নয়, দানব। যেন কিছুই হয়নি তার, বহাল তবিয়তেই আছে। রানার দিকে, সাগরের দিকে, আকাশের দিকে ঘন ঘন চাইছে। হতভম্ব দেখাচ্ছে, দু'চোখে আতঙ্কিত অবিশ্বাস। ক্রল করে রানার কাছে চলে এল সে। 'পানিতে বরফ নেই কেন, রানা? কি মানে এর? কোথায় এসে পড়লাম আমরা বলো তো?' রানার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলল পর মুহূর্তে। 'বুঝেছি! থম্পসন আইল্যান্ড! তুমি আমাকে থম্পসন আইল্যান্ডে নিয়ে এসেছ।'

হাসতে চাইল রানা, কিন্তু ঠাণ্ডা টেনে ধরে রাখল ওর ঠোঁট আর গ্রীবা। 'আমরা কোথায় রয়েছি সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার, ফ্রেডারিক,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'থম্পসন আইল্যান্ড বা অন্য কোন সী মিস্ট্রি সম্পর্কে এতটুকু উৎসাহ নেই আমার এই মুহূর্তে। আমি শুধু গরম খাবার চাই খানিকটা।' রেবেকার মাথাটা উরুর উপর তুলে নিয়ে গরম এক চামচ স্যুপ ঢালল ও তার ঠোঁটের ফাঁকে। চোখ খুলল না রেবেকা তবে স্যুপটুকু নিল মুখের ভিতর। সীলের বাচ্চাটা স্লীপিংব্যাগ থেকে মাথা বের করে সন্ধানী চোখে চারদিক তাকাচ্ছে। চামচ ভরা গরম স্যুপ গিলল রানা। উষ্ণতা নেমে যাচ্ছে গলা বেয়ে নিচের দিকে, চোখ বুজে সেই স্বর্গীয় মধুরতা অনুভব করল সে। পরে কৌটাটা বাড়িয়ে দিল স্যার ফ্রেডারিকের দিকে। একটু পরই সেটা রানাকে ফিরিয়ে দিল সে, চারভাগের তিনভাগ খালি করে।

'ওখান থেকে আরও একজোড়া নিয়ে এসো,' স্টার্নের একটা খুপরি দেখিয়ে বলল রানা। স্যার ফ্রেডারিক ফিরে এল তাড়াতাড়ি। স্টোভে চড়িয়ে সে-দুটো গরম করতে শুরু করল নিজেই। রেবেকাকে আরও খানিকটা খাওয়াতে চেষ্টা করল রানা। 'গলহার্ডির মুখের ভেতর ঢালো খানিকটা,' স্যার ফ্রেডারিককে বলল সে। 'মরণাপন্ন অবস্থা ওর।'

চোখ মেলল রেবেকা। নিষ্প্রভ, আচ্ছন্ন দৃষ্টি। 'রানা, এ কোথায় আমরা? ওহ্!' ব্যথায়, না অন্য কিছুতে ঠিক বুঝল না রানা, মুখ বিকৃত হয়ে উঠল তার। 'খুঁজে পেয়েছ তাহলে—থম্পসন আইল্যান্ড!'

'আমরা কোথায় তা এখনও জানি না আমি, রেবেকা,' বলল রানা। 'ল্যান্ড দেখতে পাচ্ছি না কোথাও। দেখতে পাচ্ছি শুধু সাগর। একেবারে শান্ত আর কোথাও এক টুকরো বরফ নেই। এই সাদা আলোটা, এর কারণও আমি বুঝতে পারছি না।'

রেবেকা ও গলহার্ডিকে আরও গরম স্যুপ খাওয়াল রানা। গলহার্ডির জ্ঞান ফেরেনি, ফেরার কোন লক্ষণ নেই। ওয়াল্টার আর পিরোর মরণঘুম অনেক কষ্টে

ভাঙাতে পেরেছে স্যার ফ্রেডারিক। মানুষের কোন চেহারাই নয়, সাক্ষাৎ ভূতের মত দেখাচ্ছে দু'জনকে। দ্বিতীয় স্টোভটা নিয়ে এসে জ্বেলেছে স্যার ফ্রেডারিক, পুরোদস্তুর ভোজনের প্রস্তুতি চালানো হচ্ছে বোটে পুরো এক হপ্তা পর। রান্নাবান্না শেষ হতে ভোর হয় হয়।

আলোর রূপ বদল হতে শুরু করল দ্রুত। গোলার্ধের দিকে বাড়ান সাউদার্ন লাইটের অত্যুজ্জ্বল হাতগুলো গুটিয়ে পড়তে লাগল তাদের শীতল গর্তের ভিতর। মাথার পাশে গোটা ঢালু আকাশ চোখের পলকে প্রকাণ্ড একটা আলোর টুকরোয় রূপান্তরিত হলো। রঙধনুর মত ধনুকাকৃতির বিশাল অর্ধবৃত্তটা ছড়িয়ে পড়ল সাউদার্ন লাইটের মত উত্তর দক্ষিণে নয়, পুব-পশ্চিমে। অর্ধবৃত্তটা অস্পষ্ট এবং সাদাটে, কিন্তু আকাশে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে রেখেছে অকৃপণ ভাবে, এবং অর্ধবৃত্তের নেপথ্যে উঠতি রঙের হোলি খেলার মত কিছু একটা ক্রিয়াকলাপ চলেছে যা ঠিক সেই মুহূর্তে পরিষ্কার ধরা পড়ল না কারও চোখে। খানিক বাদেই রানা যা দেখল তা দেখার কথা ভুলেও আশা করেনি ও—দুর্লভ Parry's Arc! গোটা দৃশ্যটায় প্রকৃতির অপার মহিমা পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে, মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল রানা।

জিনিসটা কি বলতেই উঠে বসল রেবেকা। নিষ্প্রভ সাদা প্যারির ধনুকের গায়ে জ্বলজ্বলে লাল, গোলাপী, সবুজ, বেগুনী আর নীল আলোর ফিতে জড়াতে শুরু করল, পরমুহূর্তে অর্ধবৃত্তটা স্বয়ং দ্বিগুণ পরিধি জুড়ে আতসবাজির মত গোটা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল, অর্ধবৃত্তটার এক প্রান্ত নেমে গেছে সমুদ্রে, আরেক প্রান্ত যেন গিয়ে ঠেকেছে অস্ট্রেলিয়ায়।

'মাই গড!' বো থেকে কাঁপা গলায় ডাকল স্যার ফ্রেডারিক।

প্যারির ধনুর আলোয় চোখ যতদূর দেখতে পায় সব পরিষ্কার ফুটে আছে সামনে। বাতাসের দিকে দিগন্তরেখার কাছে আইসবার্গের প্রকাণ্ড একটা ভিড়, উঁচু হবে প্রায় এক হাজার থেকে দেড় হাজার ফিট। তারও পিছনে, আরও উঁচু—গ্রে রস ব্যারিয়ারের চেয়েও উঁচু বরফের একটা প্রাচীর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হোয়েল বোট ভাসছে একটা উপসাগরের মত এলাকায়, বরফের কাছ থেকে সম্ভবত পঞ্চাশ মাইল দূরে। বোটের আনুমানিক পাঁচ মাইল পিছনে ভাসমান আইস কন্টিনেন্টের উত্তর-পশ্চিম গা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অনিশ্চিত আলোর নিচে বলা অসম্ভব কোথায় তার শুরু আর কোথায় শেষ। ওদিকে, পোর্টসাইডে ভারী একটা কুয়াশার পর্দা ঝুলছে বলে মনে হচ্ছে, তারপর দৃষ্টি যাচ্ছে না আর।

গলহার্ডি নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'আলব্যাট্রস! দেখো কাণ্ড!

বোট থেকে নেমে ডানা মেলে দিয়ে পানির উপর শূন্যে ভাসছে পাখিটা, পানি ছুঁই-ছুঁই করছে তার পেট। প্যারির ধনুর আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসছে দ্রুত। আলব্যাট্রস পারছে না, পড়ে যাচ্ছে পানিতে। শেষ মুহূর্তে ডানা ঝাপটে উঠে গেল সে বেশ খানিক উপরে, নামল না আর। হোয়েল বোটকে কেন্দ্র করে দু'বার চক্কর মারল সে। আবার উড়তে পারার আনন্দ ঠিকরে বেরুচ্ছে তার চোখ থেকে। চেঁচিয়ে উঠল খুশিতে। চক্কর মারা শেষ করে পোর্ট বো-এর দিকে উড়ে গেল।

পায়ে সুড়সুড়ি লাগতে চোখ ফেরাল রানা। রেবেকার স্লীপিং ব্যাগের ভিতর

থেকে ছটফট করে বেরিয়ে আসছে সীলের বাচ্চাটা। রানার পাশের থোয়ার্টে লাফ দিয়ে পড়ল সে, দাঁড়াল মাথা উঁচু করে, শরীরের সবগুলো পেশী টানটান।

ঠিক এমনি সময়ে শুনতে পেল রানা ঠকঠক শব্দ। হোয়েল বোটের বটম বোর্ডে নক করছে কেউ।

দশ

প্রথমে রানার মনে হলো দুর্বল বলে রেবেকা বা গলহার্ডি দু'জনের কেউ একজন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। কিন্তু ভুলটা ভাঙল আওয়াজটার ছন্দবদ্ধতা দেখে। পানির তলা থেকে, উপর থেকে নয়, কেউ নক করছে বোটের গায়ে।

চোখ মেলে শুনছিল গলহার্ডিও, কান ঠেকাল সে গ্র্যাটিঙের উপর। দেখাদেখি রানাও।

অস্ফুটে কথা বলল আইল্যান্ডার, 'রানা! ট্রিসটান নকার।

'ট্রিসটান নকার মানে?' রানা হতভম্ব। 'ট্রিসটানের কাছাকাছি কোথাও রয়েছি নাকি আমরা? কি বলছ তুমি?'

যতটা দুর্বল বলে মনে হয়েছিল ততটা দুর্বল নয় গলহার্ডি। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে, বেশ বুঝতে পারছে রানা। 'সাউথ জর্জিয়ায় এর একটা সায়েন্টিফিক নাম আছে, কিন্তু আমরা একে ট্রিসটান নকারই বলি। বড় একটা মাছ, কডের মত। সঙ্গিনীকে ডাকার জন্যে এই শব্দটা করে। সীলের পো-র কাণ্ড দেখো, রানা।'

থোয়ার্টের উপর দিয়ে এগিয়ে একেবারে কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে বাচ্চাটা, সাগরের দিকে চেয়ে আছে উত্তেজিত দৃষ্টিতে, যেকোন মুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়বে।

ওদের সামনে এসে দাঁড়াল স্যার ফ্রেডারিক, দু'চোখে বিপুল জিজ্ঞাসা। 'কি? ফুসুর ফুসুর কিসের? কি আলাপ করছ তোমরা?'

উঠে বসল গলহার্ডি। 'ইট'স ল্যান্ড! মাটি যে তাতে কোন ভুল নেই। ট্রিসটান নকার অল্প পানির মাছ। কাছেই কোথাও রয়েছে ল্যান্ড।'

ডাইভ দিয়ে পড়ল সীলের বাচ্চাটা পানিতে। ভোরের মৃদু আলো ফুটতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। পোর্টের দিকে, বহুদূরে, কালো পর্দার মধ্যে অস্পষ্ট একটা সাদা বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড আলব্যাট্রসটাকে।

মুখটা জীবন্ত হয়ে উঠল স্যার ফ্রেডারিকের। 'ল্যান্ড! ইয়েস ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্য ওনলি নিউজ আই ওয়ান্ট টু হিয়্যার! ল্যান্ড, মাই গড! ল্যান্ড। থম্পসন আইল্যান্ড!'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রেবেকা।

'মিটিওরের বেস আমি দেখলেই চিনতে পারব,' বলল কার্ল পিরো। 'এন্ট্রান্স আর হেডল্যান্ডটা একবার দেখলে ভোলা সম্ভব নয়।'

চোখ কুঁচকে দূরে চেয়ে আছে ওয়াল্টার, কিন্তু আলব্যাট্রসটাকে এখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। 'আমাদেরও ওদিকে যেতে হবে, বুঝলাম, কিন্তু যাব

কিভাবে? বাতাস নেই, আর আমরা সবাই এত দুর্বল যে বৈঠা কারও পক্ষেই চালানো সম্ভব নয়।'

'টিলারে গিয়ে ওঠো, মাসুদ রানা,' পুরো নাম ধরে হুকুম করল রানাকে ফ্রেডারিক।

'হাল ধরে কি হবে?' শুরু করল রানা।

কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল স্যার ফ্রেডারিক। 'হবে না টা কি, অ্যাঁ? সব হবে! বৈঠা আমি চালাব!' অপেক্ষা না করে ফরওয়ার্ড ডেকে চলে গেল সে, ফিরে এল ফ্যাক্টরি শিপ থেকে উদ্ধার করা ছোট্ট একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে। খুব ধীরে সুস্থে ব্যাগ থেকে সিরিঞ্জ আর একটা অ্যাম্পুল বের করল সে। হাসি হাসি মুখ, কিন্তু ইচ্ছা করেই যেন চাইছে না কারও দিকে। অ্যাম্পুলের মাথা ভেঙে নিডলটা ঢুকিয়ে বের করে নিল মেডিসিন হাইপোডারমিক সিরিঞ্জে, তারপর বাঁ হাতে সেটা ধরে ডান বাহুর চামড়া ভেদ করে ঢুকিয়ে দিল সূচটা।

দ্বিতীয় অ্যাম্পুলটা বের করল সে ব্যাগ থেকে। এবার ইঞ্জেকশন নিল বাঁ হাতে।

'ফ্রেডারিক, করছ কি শুনি?'

'কাফেইন,' সংক্ষেপে বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'যাও টিলারে গিয়ে বসো।'

'ওই মেডিসিন পুশ করার আর সময় পেলে না তুমি?'

বৈঠা তুলে বোটের কিনারায় সেট করল স্যার ফ্রেডারিক, রানার দিকে চোখ। 'এই বোট নিয়ে থম্পসন আইল্যান্ডে যাচ্ছি আমি, রানা, ডিয়ার বয়! কাফেইন পেশীকে অসাড় করে দেয়। চাইলেও আমি পারব না বৈঠা থেকে হাত সরাতে। থম্পসন আইল্যান্ডে পৌঁছানো অবধি বৈঠা চালিয়ে যেতে হবে এখন আমাকে, স্টিয়ার!'

'কোন্‌দিকে? যেদিকে আলব্যাট্রস গেছে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল স্যার ফ্রেডারিক। 'হ্যাঁ। যেদিকে আলব্যাট্রস গেছে ওইদিকেই রয়েছে আমার স্বপ্নের আইল্যান্ড।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে টিলার সীটের দিকে এগোল রানা। একটা বৈঠা। বোট তাই একপাশে কাত হয়ে রইল। কিন্তু তার নাকটা ঘুরিয়ে নিল ও গাঢ় কুয়াশার দিকে। সূর্য আকাশে মুখ দেখাবার সাথে সাথে ওই দিগন্তের ধু ধু দূর সীমানা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল একক বরফের জগৎটাকে, তাকাতেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল রানার। নীল আর সবুজ মেশানো সাগর এখানে আশ্চর্য রকম শান্ত। আইস ব্যারিয়ারের অত্যুজ্জ্বল সাদা রঙ সহ্য করতে পারছে না চোখ। কাছের ক্লিফটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা, এগোচ্ছে ঘন কুয়াশার একটা বেল্টের দিকে, যে কুয়াশা ব্যারিয়ারের পুব এবং দক্ষিণ পাদদেশ সম্পূর্ণভাবে ঢেকে রেখেছে। সীলের বাচ্চা খেলা করছে বোটের চারপাশে মুখে একটা ট্রিসটান নকার নিয়ে।

পিরো আর ওয়াল্টার আরও খাবার গরম করল। কাজটা শেষ হতে ওয়াল্টার একটা বৈঠা হাতে তুলে নিয়ে হুজুরকে সাহায্য করার চেষ্টা করল, কিন্তু মিনিট খানেক পর রণে ভঙ্গ দিল সে, শক্তিতে কুলাচ্ছে না। রানাকে খানিকটা গরম খাবার

রানাকে। রেবেকার দু'চোখে ভয়ের ছায়া দেখে আরও যেন গম্ভীর হয়ে উঠল ও। চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নেবার সময় সতর্কতার সাথে ভয়াবহ গ্লেসিয়ারটাকে এড়িয়ে গেল ও। প্রকৃতির তৈরি হারবারটাকে ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যেতে পারে, কেপ টাউন থেকে সিডনি, ভায়া সাউথ পোল এয়াররুটে চলাচলকারী এয়ার-ক্র্যাফটগুলোর জন্যে স্টেজিং পোস্ট হিসেবে ভাবল রানা। তাছাড়া, কেপের চারদিকের ভাইটাল সী-রুটগুলোকে পাহারা দেবার জন্যে ফ্লাইং প্যাট্রলের চমৎকার একটা বেস হতে পারে থম্পসন আইল্যান্ড। কিন্তু হঠাৎ চোখ পড়তে সীজিয়ামের রগগুলো কিলবিল করে উঠল ওর চোখের সামনে, শিউরে উঠল রানা। স্যার ফ্রেডারিকের সংগ্রাম শেষ হয়েছে সাফল্যের সাথে, কিন্তু দূর দুর্গম এই দ্বীপের মহা মূল্যবান অঢেল সম্পদরাশি করায়ত্ত করার জন্যে দুনিয়ার পরাশক্তিগুলোর মধ্যে যে সংগ্রামের সূচনা হবে তার পরিসমাপ্তি কি সাফল্যের সাথে ঘটবে? না, রানা জানে, তা ঘটবে না। ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই শেষ হবে সে প্রতিযোগিতা। বে-র ভিতর দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছে বোট ততই উদ্বিগ্নবোধ করছে রানা। ভাবছে, এখনও রেবেকা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানে না দ্বীপটার পজিশন। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ও স্যার ফ্রেডারিককে। ভাবল, পিস্তলটা হাত করা যায় এখন···কিন্তু কোথায় সেটা?

অ্যাঙ্কোরেজে আরও অনেক জাহাজ দেখল রানা। কোনটার নাম পড়া যায়, বেশিরভাগেরই যায় না। পরিচিত জাহাজ দেখল আরও সাতটা। ভাঙা-চোরা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখে বোবা হয়ে গেল ও। জাহাজের মাস্ট, টিক টিম্বার, ফিগারহেড কেবিন ডোর, ভাঙা বৈঠা, হারনেস কাস্ক, ডেক হাউস—জাহাজের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে বিরাট জায়গা জুড়ে।

বে-র দূর প্রান্তের দিকে বোট নিয়ে যাচ্ছে রানা। পাথরের মাঝখানে ঝর্ণার ধারা দেখতে পাচ্ছে ও, মাটির নিচে আগ্নেয়গিরি ফাটল থেকে উঠে আসছে উপরে। কাছ থেকে গ্লেসিয়ারটাকে আরও ভয়াবহ লাগছে। বরফের জিভ পানিতে নেমেছে খাড়া, ধারালভাবে, স্রোতের অনবরত ঘষায় মসৃণ এবং গোল হবার কথা, কিন্তু হয়নি। ঝর্ণার ধারার কাছে উষ্ণতা পাওয়া যাবে, আশা করল রানা, একান্তভাবে যা দরকার এখন ওদের। কথা নেই স্যার ফ্রেডারিকের মুখে, সীজিয়ামের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে অপলক চেয়ে আছে সে।

ব্যাসল্ট আর পিউমিসের তৈরি ঢালু তীরে বোট তুলে দিয়ে লাফিয়ে নামল রানা। ওদের মাথার বিশ ফিট উপরে পাথরগুলোর মধ্যে একটা ফাটল থেকে ঝর্ণার ধারা উঠছে, নিচে রীতিমত উত্তাপ অনুভব করল রানা। মাটিতে পা পড়ার সাথে সাথে ভাবাবেগ আর দুর্বলতার একটা অদম্য স্রোত খেলে গেল শরীরের উপর দিয়ে। হাতের দড়িটা একটা পাথর খণ্ডের সাথে পেঁচিয়ে বাঁধল ও, বোট যাতে স্রোতের সাথে ভেসে যেতে না পারে। খুদে একটা স্প্রিংটেইল—অ্যান্টার্কটিকার ডানাহীন পোকা—বসল ওর হাতে। আবার মাটির সাথে দেখা হবে, ডাঙার প্রাণী দেখতে পাবে চোখে, কল্পনাও করেনি ও।

রেবেকাকে পাঁজাকোলা করে বোট থেকে তুলে নিল রানা, স্লীপিংব্যাগটাও

নিতে ভুলল না। ওকে কাছাকাছি শুইয়ে দিয়ে ফিরে এল ও। কিন্তু গলহার্ডি প্রত্যাখ্যান করল ওর সাহায্য। একার চেষ্টাতেই নামল সে হোয়েল বোট থেকে।

'ওয়াল্টার,' স্যার ফ্রেডারিক বলল, 'খানিকটা গরম পানি এনে দাও আমাকে, চেষ্টা করে দেখো বৈঠা থেকে হাত দুটো খসানো যায় কিনা।' রানা অনুমান করল, তালুর চামড়া বলতে কিছু নেই হাত দুটোয়, কিন্তু ব্যথার কোন চিহ্নই নেই লোকটার চোখে মুখে। 'পিস্তলটা সাথে নাও, বুদ্ধু কাঁহিকা! আমি চাই না এই পর্যায়ে রানা কোন রকম ঝামেলা সৃষ্টি করুক।' রানার দিকে কটমট করে তাকাল সে। 'সেবারের মত সৌভাগ্য তোমাকে নাও বাঁচাতে পারে এবার, রানা। পিস্তলের ভিতর তেল আবার গলে তেল হয়ে গেছে, ধরে নিতে পারো।'

বোট থেকে নেমে রানার পাশে দাঁড়াল পিরো, পেরিয়ে আসা ইনলেটের দিকে চোখ রেখে গদগদ গলায় বলল, 'ফিরে আসতে পারার আনন্দে আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব, হের ক্যাপিটান।' গর্বের আর বিজয়ের ভাব ফুটে আছে তার মুখের চেহারায়।

কোহলারের ভিকটিম এতগুলো জাহাজের অক্ষতপ্রায় অবস্থা দেখে রানা বিমূঢ়। জার্মান ওয়র রেকর্ডে এমন কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়নি যা থেকে বোঝা যায় যে থম্পসন আইল্যান্ডকে কোহলার তার বেস হিসেবে ব্যবহার করেছিল। সাউদার্ন ওশেনে তার এই বেসের পজিশন পিরোর কাছে গোপন রেখেছিল সে তা বোঝা যায়। রানা উপসংহার টানল জার্মান সী-ফক্স কোহলার তার সহকর্মীদেরও জানতে দেয়নি ব্যাপারটা। দীর্ঘ দু'বছরে হাইকম্যান্ডের কাছে নিজের বিস্ময়কর সাফল্য সম্পর্কে মাত্র আধডজন সংক্ষিপ্ত মেসেজ পাঠিয়েছিল সে, অথচ সাফল্যের সংখ্যা হাতে গুনে শেষ করা যায় না। কোহলার পিরোর মতই বিশ্বাস করত রেইডিংয়ের সময় বাতাসে সিগন্যাল বা মেসেজ যত কম ছাড়া যায় আয়ু ততই বাড়ার সম্ভাবনা।

'তোমরা কি বোর্ডিং পার্টি পাঠিয়ে জাহাজগুলোকে টেনে আনতে বের ভিতর, পিরো?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না রানা।

পিরো মাথা দোলাল। 'কোহলার আপনার মতই চৌকশ একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন, হের ক্যাপিটান। তিনি সাউদার্ন ওশেনের দান করা সুযোগ সুবিধেগুলো কাজে লাগাতেন। মিত্র বাহিনীর জাহাজগুলো আপনা আপনিই আসত, মিটিওর খামোকা অ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে ঝুঁকি নেবে কেন?'

'ঠিক কি বলতে চাইছ?'

'দ্যাট কারেন্ট,' বলল দ্য ম্যান উইথ দ্য ইম্যাকুলেট হ্যান্ড। 'স্রোতটা যেমন গভীর তেমন শক্তিশালী। এর মুঠোয় পড়লে, তা সে যত বড় জাহাজই হোক, রেহাই নেই কারও। কি রকম নাস্তানাবুদ হত তা যদি নিজের চোখে দেখতেন, হের ক্যাপিটান! কি জানেন, স্রোতটা সাধারণ নয়—সাগর থেকে এত বড় বড় জাহাজ টেনে নিয়ে এসেছে দেখেই বুঝতে পারছেন কিছুটা, তাই না?'

'একটা স্রোত অতটা শক্তিশালী হতে পারে না।'

'না, হের ক্যাপিটান, তা পারে না,' বলল পিরো। 'দূরে স্রোতটার যা শক্তি তাতে পরিত্যক্ত বা অচল জাহাজকে টেনে আনতে পারে, ভাঙাচোরা

অনেকগুলোই তো দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু থম্পসন আইল্যান্ডে স্রোতটা তার স্বভাব বদলায়, সে তখন কিলার কারেন্ট। আমরা রয়েছি যেদিকে সেদিকের এন্ট্রান্স দিয়ে ইনলেটে ঢোকে স্রোতটা, এবং তারপর···ওই দেখুন।' গ্লেসিয়ারের পায়ের দিকে আঙুল বাড়াল সে। পঞ্চাশ গজ বৃত্তের মাঝখানে একটা ঘূর্ণাবর্ত দেখল রানা। চারদিক থেকে পানি ওদিকে ছুটে গিয়ে বিদ্যুৎবেগে নিচে নেমে যাচ্ছে, কোথায় জানে না! 'কাছাকাছি গিয়ে দেখে আসার জন্যে একটা বোট পাঠিয়েছিলাম আমরা, নয় ক'জন ক্রুসহ বোটটা হারাতে হয় আমাদের। ইনলেটের অপর দিকটায় কাউন্টার কারেন্ট তুলনামূলকভাবে দুর্বল। ক্যাপিটান কোহলারের নিজস্ব অ্যাঙ্কোরেজ ছিল ওদিকে এবং তিনি প্রতিবার ইনলেটে ঢুকতেন কাউন্টার কারেন্টের দিক থেকে।'

'তার মানে বলতে চাইছ ওখানে চুপচাপ বসে থেকেই···

নিজের হাত দুটো রানাকে দেখাল পিরো। 'জাহাজগুলো আসত তার কারণ তাদের আমি আসার জন্যে সিগন্যাল দিতাম। কখনও সেটা ছিল নকল ডিসট্রেস কল, কখনও···' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল খানিকক্ষণ রানার চোখে চোখ রেখে। '···কখনও সেটা ছিল সাউথ শেটল্যান্ড ন্যাভাল ফোর্স-এর কমান্ডিং অফিসারের অর্ডার, তার মানে, অন্য ভাষায়, ক্যাপ্টেন জন ওয়েদারবাইয়ের অর্ডার। ওগুলোকে শুধু কুয়াশার বেল্টের মধ্যে একবার আনতে পারলেই হত, যেখানে স্রোতটা সত্যি প্রচণ্ড শক্তিশালী, বাকিটুকু যা করার ওই স্রোতই করত। বাঁধা ছাগলের মত টেনে নিয়ে আসত ওদের এই কসাইখানায়।'

'Kyle of Lochalsh এর ডেকে ছয় ইঞ্চি কামান ছিল,' বলল রানা।

হাত তুলে ইনলেটের অপর দিকটা দেখাল পিরো। 'হের ক্যাপিটান, আপনি লক্ষ করেননি যে ওদিকে মিটিওরের গান ফিট করা রয়েছে। মিটিওর থেকে একটা গান নামিয়ে ওদিকটায় ফিট করি আমরা যাতে এদিকের ইনলেটে ভেসে আসা শত্রুদের কাভার দিতে পারি। রেঞ্জের কথা যদি বলেন ইনলেটের প্রতিটি ইঞ্চিতে আঘাত হানা সম্ভব ছিল আমাদের কামানের পক্ষে; রেজিস্ট্যান্সের একমাত্র অর্থ ছিল সুইসাইড।'

গরম পানি দিয়ে স্যার ফ্রেডারিকের হাত মালিশ করে দিচ্ছে ওয়াল্টার। রেবেকাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পাথরের গা বেয়ে ঝর্ণার দিকে উঠে যেতে শুরু করল রানা। সালফারের মত গন্ধ পেল ও ঝর্ণার পানিতে। পিউমিসের কয়েকটা টুকরো তুলে নিয়ে এসে রেবেকার পিঠে ঠেকিয়ে রাখল ও, যাতে গড়িয়ে নিচে না পড়ে যায়।

'ড্যাডি এখন কি করতে চাইবে বলে মনে করো তুমি?' জানতে চাইল রেবেকা।

'বলেছিল জাহাজ আছে, এখন দেখছি সত্যিই আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু একদল ক্রু ছাড়া ওগুলোর কোনটাকেই চালানো সম্ভব নয় সাগরে। তাছাড়া, ভেতরের অবস্থা কোনটার কি রকম এত বছর পর জানি না!'

'রানা, শুনতে পাচ্ছ!' পিরোর গলা শুনতে পেয়ে আঁতকে উঠল রেবেকা।

পিরো সানন্দে জ্ঞানদান করার ভঙ্গিতে বলছে, 'ক্যাপিটান কোহলারের গানটা অটোমেটিক, স্যার ফ্রেডারিক, টার্গেট মিস করার কোন উপায় নেই।'

বৈঠা থেকে হাত মুক্ত করে নিয়েছে স্যার ফ্রেডারিক, সানন্দে নাড়ছে সে দুটো চোখের সামনে। মুঠো পাকাচ্ছে, খুলছে, পাকাচ্ছে, খুলছে। 'ওরকম একটি কামান লাভ করতে পারবে বলে তুমি মনে করো?' প্রশ্নটা ওয়াল্টারকে।

কিন্তু মাঝখান থেকে আবার কথা বলল পিরো। 'শেল বয়ে নিয়ে যাবার কোন দরকারই হবে না। একটা হোয়েস্টিং মেশিন আছে, সেটাই সব পৌঁছে দেবে সোজা ব্রিচে।'

'খ্রিস্ট,' বলল ওয়াল্টার। 'পুরোদস্তুর একটা যুদ্ধের পরিকল্পনা করছ বলে মনে হচ্ছে!'

'আমি আমার দ্বীপ পেয়েছি,' স্যার ফ্রেডারিক দীপ্ত কণ্ঠে বলল। 'তাকে রক্ষা করার জন্যে সবরকম প্রস্তুতি নেব আমি।'

'কামানের নিচে বড় একটা ম্যাগাজিন আছে,' পিরো নিজের কথা বলে চলেছে। 'মিটিওর এখান থেকে যখন সাগরে বেরোত, একজন গান ক্রুকে রেখে যাওয়া হত সব সময়, শুধু শেষবারটা ছাড়া। ওখানে সম্ভবত স্মল আর্মসও পাওয়া যাবে।'

'রানা!' অস্ফুটে বলল রেবেকা। 'বুঝতে পারছ তো? পরিস্থিতি আরও জটিল হতে যাচ্ছে। হয়তো এই শেষ সুযোগ, এরপর তুমি আর সময় পাবে না—থোর্সহ্যামারকে সিগন্যাল দেবার চেষ্টা করো। ড্যাডির বিরুদ্ধে…'

নিঃশব্দ পায়ে উঠে এল গলহার্ডি। 'সব শুনলে তো, রানা?'

'হুঁ!'

'কামানটা কাজ করবে, এত বছর পর?'

একটু আশার আলো খেলে গেল রেবেকার চোখে। গলহার্ডি রানার উত্তরের অপেক্ষা করল না। 'ব্যারেলের ভেতর পাতলা মরচের স্তর না থেকেই পারে না। আমার ধারণা ফ্রেডারিক কামান দাগতে চেষ্টা করলে নিজেকেই টুকরো টুকরো করবে।'

একমত হতে পারল না রানা। 'ইনলেটের এদিকে কামান থাকলে ওরকম আশা করতে পারতে তুমি, গলহার্ডি। এদিকটা গরম, কিন্তু ওদিকে? গ্লেসিয়ারের কাছে টেমপারেচার পোলার। শুকনো অ্যান্টার্কটিকার শীতে জিনিসের গায়ে মরচে ধরে না। যুদ্ধের ঠিক পরই আমেরিকানরা রস সী-র একটা ক্যাম্পে পঞ্চাশ বছরের পুরানো একটা শট-গান পায়। ব্যারেলটা তখন আনকোরা নতুনের মতই চকচক করছিল।'

স্যার ফ্রেডারিক, ওয়াল্টার আর পিরো তীরভূমির উপর দিয়ে এগোচ্ছে কথা বলতে বলতে।

'রানা!' চাপা উত্তেজনায় ঢোক গিলছে রেবেকা ঘনঘন। 'এখনই তোমার সুযোগ। খুনের হুক নিয়ে মত্ত এরা, তোমার কথা মনেই নেই। রেডিয়োটা বোটেই আছে, যাও!'

'বি কুইক, বয়,' আইল্যান্ডার বলল। 'কিন্তু মনে রেখো, পিস্তল আছে ওদের কাছে। এদিকে আসতে দেখলে চিৎকার করব আমি।'

এবড়োখেবড়ো পিউমিস লাভার উপর দিয়ে প্রায় ডিগবাজি খেতে খেতে চোখের পলকে নিচে নেমে গেল রানা। বিশগজ দূরত্ব আট দশ লাফে পেরিয়ে শেষে ডাইভটা দিয়ে বোটের ডেকিংয়ের নিচে ঠিক রেডিয়োর সামনে গিয়ে পড়ল ও। বাঁ হাত দিয়ে সুইচ অন করতে যান্ত্রিক আওয়াজ পেল কানে, ব্যাটারিতে এখনও খানিক তেজ অবশিষ্ট আছে। টিউনিং ডায়্যাল নাড়াচাড়া করল ইতস্তত ভঙ্গিতে ক'সেকেন্ড, তারপর প্রথম যে ফ্রীকোয়েন্সিটা ঢুকল মাথায় সেটাই গ্রহণ করল—টোয়েন্টি ফোর মিটারস্—রেইডারস ফ্রীকোয়েন্সি।

'dot-dot-dot—dash-dash-dash—dot-dot-dot—SOS! SOS!'

ঝাপটা মেরে রিসিভিং সুইচ অন করল রানা, একটা এয়ারপিস মাথার সাথে, কানের কাছে চেপে ধরা, অপর কানটা বোটের বাইরের পদশব্দ শোনার জন্যে খাড়া।

সময় যেন দু'হাতের আঙুলের ফাঁক গলে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে! অস্থির হয়ে উঠল রানা। সাড়া নেই থোর্সহ্যামারের। ওর সিগন্যালটা সম্ভবত অস্বাভাবিক দুর্বল। অথচ থোর্সহ্যামারকে কন্ট্যাক্ট না করলেই নয়। তাকে ওদের পজিশন জানাতে হবে, সাবধান করে দিতে হবে স্রোত আর কামানের বিপদ সম্পর্কে।

চরম উত্তেজনার মধ্যে যুদ্ধকালীন কোডটা মনে পড়ে গেল রানার।

'GBXZ' দ্রুত ট্র্যান্সমিটারের চাবি টিপল রানা।

কোন সাড়া নেই। কাঁপা হাতে এইটিন মিটার ব্যান্ডের সুইচ অন করল রানা। বুকের ভেতর হাতুড়ির দুমদাম বাড়ি পড়ছে।

'GBXZ টু অল ব্রিটিশ ওয়রশিপ।

'ক্লিক!' সুইচ অফ করল রানা ট্র্যান্সমিটারের, থাবা মেরে একই সাথে অন করল রিসিভিং সেটটা।

'DR. DR—য়্যাম কামিং টু ইওর এইড কিপ ট্র্যান্সমিটিং ফর D/F বিয়ারিং। VKYI.'

'থোর্সহ্যামার! বি অয়্যার···লাইফ-র্যাফট···'

গলহার্ডির চিৎকারটা কানেই যায়নি রানার, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর ওয়াল্টার। প্রথম ধাক্কাতেই হেডফোনটা চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে উড়ে চলে গেল এক কোনায়। পিরোকেও পাশে আবিষ্কার করল রানা, একহাতের ধারাল নখ দিয়ে ওর মুখের মাংস খামচাবার চেষ্টা করছে, অপর হাত দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করছে নিজের মহামূল্যবান সম্পদটাকে। টেনে-হিঁচড়ে খুপরির বাইরে বের করে আনল ওয়াল্টার ওকে। হাত-পা ছুঁড়ে ফায়দা হলো না দেখে ওয়াল্টারের একটা হাত কামড়ে ধরে ভারসাম্য হারাতে বাধ্য করল ও তাকে, তারপর বাঁ হাত দিয়ে দুটো পা পেঁচিয়ে টান মারল গায়ের জোরে। যা ভেবেছিল রানা, ওয়াল্টার এখনও ফিরে পায়নি তার পুরো শক্তি। সশব্দে পড়ে গেল সে বটম ডেকে।

'একটা মেসেজ পাঠিয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই,' বলল

পিরো। 'আর ট্র্যান্সমিটারের চাবি লক করা রয়েছে! ঈশ্বরই শুধু জানেন কি বলেছে ও মেসেজটায়।'

হোয়েলবোটের পাশে শিড়দাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে স্যার ফ্রেডারিক। 'সুইচ অফ করেছ তো?' তার অদ্ভুত শান্ত গলার স্বর শুনে চমকে উঠল রানা। পিরো মাথা ঝাঁকাল। স্যার ফ্রেডারিক ফিরল রানার দিকে। 'কি বলেছ তুমি, রানা, ডেস্ট্রয়ারকে?'

এগারো

'গো টু, হেল।' লাফ দিয়ে খাড়া হলো রানা বোটের ওপর। 'তোমার এখন মরণদশা, ফ্রেডারিক! থোর্সহ্যামার আসছে তোমাকে গিলতে। এতদিন ধরে যা সে চাইছিল, সেই বিয়ারিং সে পেয়ে গেছে!'

'নিজের জায়গায় গিয়ে বসো,' পিরোকে হুকুম করল স্যার ফ্রেডারিক। 'শোনো থোর্সহ্যামার কি বলছে! ওখান থেকেই চিৎকার করে জানাও আমাকে। রানার পাহারায় আছি আমরা।'

ওয়াল্টার উঠে দাঁড়িয়েছে, স্যার ফ্রেডারিকের কথা শেষ হতে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে রানার দিকে পা বাড়াল। তার হাতটা পিছনে লুকানো বলে বৈঠাটা দেখতে পাচ্ছে না রানা।

'যার সাথে পারবে না তার সাথে লাগতে যাও কেন?' দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়াল্টার স্যার ফ্রেডারিকের ধমক শুনে। 'বৈঠা দিয়ে কি ঘণ্টা হবে, পিস্তল থাকতে?' ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। 'খুব চালাকি করেছিলে, রানা, পিস্তল থেকে গুলি সরিয়ে রেখেছিলে। তোমার নিশ্চয়ই জানা ছিল না, আরও দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন রয়েছে আমার কাছে?'

স্যার ফ্রেডারিকের দিকে তাকালই না রানা, চোখে চোখ রাখার অপরাধেও ট্রিগারে টান দিতে পারে লোকটা। ওয়াল্টার হাসছে নির্লজ্জের মত ওর দিকে চেয়ে।

স্যার ফ্রেডারিক গুলি করত কিনা জানে না রানা, পিরোর ডাকে ওর দিক থেকে মনোযোগ খোয়াল সে।

'কিছুই বুঝতে পারছি না। থোর্সহ্যামার বলছে, জি বি এক্স জেড। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ কোড এটা, অর্থ : টু অল ব্রিটিশ ওয়রশিপ। এবং এখন...DR...কামিং টু ইওর অ্যাসিস্ট্যান্স।'

'কোন সন্দেহ নেই তো থোর্সহ্যামারেরই সিগন্যাল এটা?'

'নেই,' বলল পিরো। 'ট্র্যান্সমিটার অন করে রাখতে বলছে সে।' কয়েক মুহূর্তের বিরতি, তারপর ফের পিরো বলল, 'এখন সে ডাকছে...লাইফ-র‍্যাফট! লাইফ-র‍্যাফট! কিপ ট্র্যান্সমিটিং! কিপ ইওর কী ডাউন! ক্যান ইউ হিয়ার মি? ক্যান

ইউ হিয়ার মি?'

'পিরো,' অত্যন্ত জরুরী ভাব স্যার ফ্রেডারিকের গলার স্বরে। 'বেরিয়ে এসো তোমার খুপরি থেকে!' হুকুমটা বোধগম্য না হওয়ায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে স্থির হয়ে বসেই রইল পিরো ওদের দিকে পিছন ফিরে। 'কি বলছি! কানে যাচ্ছে না আমার কথা?'

কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে ওয়াল্টারের পাশে দাঁড়াল পিরো।

'মেসেজ পাঠাতে হবে তোমাকে একটা,' স্যার ফ্রেডারিক দৃঢ়ভাবে বলল। 'লাইফ-র‍্যাফট থেকে যেরকম নকল মেসেজ পাঠাচ্ছিলে এর আগে তুমি, ঠিক সেইরকম, দুর্বল, থামা-থামা। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

না, পারছে না বুঝতে। রানা দেখতে পাচ্ছে বোকার মত গিলছে পিরো স্যার ফ্রেডারিককে, লোকটাকে যেন সে দেখেনি এ জীবনে।

'আমি চাই থোর্সহ্যামার আমাদের সত্যিকার পজিশন জানুক,' স্যার ফ্রেডারিক একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল। 'বুঝেছ এবার? তাকে থম্পসন আইল্যান্ডের পজিশন জানার সুযোগ দাও। বলো, লাইফ-র‍্যাফট নিয়ে আটকা পড়েছ তুমি।'

'এ কি পাগলামি, স্যার!' ওয়াল্টারকে এই প্রথম স্যার ফ্রেডারিকের কোন ব্যাপারে আকাশ থেকে পড়তে দেখল রানা। রেবেকা আর গলহার্ডি এই সময় মিলিত হলো ওদের তিনজনের সঙ্গে। 'আপনি চাইছেন থোর্সহ্যামার এখানে এসে আমাদের গ্রেফতার করুক? মাই গড! তারচেয়ে সবাই মিলে আত্মহত্যা করি না কেন? রানাকে তাহলে বাধা দিয়ে লাভটা কি হলো! বাস্টার্ডটা তো সেই কাজই করছিল।'

স্যার ফ্রেডারিকের চোখের দৃষ্টি ভাল ঠেকল না রানার।

'থোর্সহ্যামার আসুক এটাই আমি চাই। এসে আমাদের গ্রেফতার করুক, তা কি চেয়েছি, শুনেছ কেউ? রানা, পজিশনটা বলো। থম্পসন আইল্যান্ডের পজিশন কি?'

'গো টু হেল,' জবাব দিল রানা। 'থম্পসন আইল্যান্ড পেতে পারো, এর পজিশন পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে।'

'কিছু এসে যায় না,' স্যার ফ্রেডারিক ঘাবড়াল না বা রাগেও ফাটল না। 'চাবি নামিয়ে রাখো, পিরো, ঠিক থোর্সহ্যামার যা চায়। তাকে সুন্দর গোটা কয়েক বিয়ারিং পেতে দাও। জানার চেষ্টা করো কত দূরে আছে সে এবং কতক্ষণ লাগবে তার এখানে পৌঁছাতে। এটা জানা খুবই জরুরী।'

দ্রুত সামলে নিয়েছে পিরো নিজেকে। কৌতুক নাচছে তার দু'চোখে। 'স্যার, এক-আধটু নিজস্ব পদ্ধতি খাটাতে পারব কি—টেকনিক্যালি, আই মীন?'

'যা খুশি, যেভাবে খুশি করো, কিন্তু যুদ্ধ জাহাজটাকে এই থম্পসন আইল্যান্ডে দেখতে চাই আমি।'

'এসবের অর্থ...'

'বোঝার দরকার নেই তোমার,' স্যার ফ্রেডারিক থামিয়ে দিল ওয়াল্টারকে।

'তোমাকে আমি বহাল তবিয়তে পুরোপুরি সুস্থ দেখতে চাই। এক্ষুণি যাও, ভাল খাওয়াদাওয়া শুরু করো, ফিট করে নাও শরীরটা। পিরো আমাদের একটা ধারণা দিতে পারবে ডেস্ট্রয়ার কত তাড়াতাড়ি আসতে পারে। হোয়েস্টিং মেশিনে করে শেলগুলো কামানের কাছে তুলতে হবে তোমাকে।'

মস্ত শরীরটা কেঁপে গেল ওয়াল্টারের। ক'সেকেন্ড শব্দই বেরুল না তার মুখ থেকে। 'আপনি···আপনি থোর্সহ্যামারের সাথে যুদ্ধ করার কথা ভাবছেন?'

'না, স্যার ফ্রেডারিক শান্ত। জাহাজের ধ্বংসস্তূপের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওগুলোর একটাও মিটিওরের সাথে যুদ্ধ করেনি। কোহলারের খেলাটা খেলতে চাই আমি, ওয়াল্টার। ইনলেটের প্রতিটি গজ কামানের রেঞ্জের মধ্যে আছে। কামানের পিছনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হবে শুধু আমাদের। স্রোতে থোর্সহ্যামার একবার পড়লেই হয় শুধু—এবং না পড়ার কোন কারণ নেই দায়িত্বটা যখন পিরো নিয়েছে; আর তুমি একজন নিপুণ গানার, ওয়াল্টার। কোথাও কোন বাধা দেখছি না আমি। ডেস্ট্রয়ারটাকে আমরা সিটিং ডাকের মত রেঞ্জের মধ্যে পাব।'

'বাই গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল ওয়াল্টার। চকচক করে উঠল ওর চোখ দুটো।

বলে কি! আঁতকে উঠল রানা। আতঙ্ক চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো ও। 'ফ্রেডারিক! এসব চিন্তা মাথা থেকে সরাও। থোর্সহ্যামারকে কামান দেগে ডোবাতে পারবে না তুমি—আমি এখানে বেঁচে থাকতে নয়।'

'তোমার বেঁচে থাকার দরকার কি? না হয় দুটো দিন কাঁদবে আমার মেয়েটা··· ঠিকই বলেছ, তোমাকে মেরেই কামান দাগতে হবে আমাকে,' সহজ শান্ত গলায় বলল স্যার ফ্রেডারিক। তর্জনী উঁচিয়ে সীজিয়ামের রগগুলো দেখাল সে। 'ওগুলোর জন্যে শুধু একটা ডেস্ট্রয়ার কেন, গোটা একটা ফ্লীটকে ডোবাতেও আপত্তি নেই আমার। থোর্সহ্যামারকে পানির ওপর থেকে গায়েব করে দিতে যাচ্ছি আমি। কোত্থেকে কি ঘটছে বোঝার অবকাশই পাবে না সে। স্রোতে আটকা পড়ে ইনলেটে ঢোকার সময় তার ক্রুরা অ্যাকশন স্টেশনে থাকবে না কেউ, এ জানা কথা।'

'পাগলামির একটা সীমা আছে···'

আবার সীজিয়ামের রগগুলোর দিকে আঙুল তুলল স্যার ফ্রেডারিক। 'সবাই ওই কথা বলেছিল থম্পসন আইল্যান্ড সম্পর্কে—পাগলামি! লোকে তোমার মুখের ওপর হোঃ হোঃ করে হেসেছিল, রানা, কেউ বিশ্বাস করেনি তোমার আলব্যাট্রস ফুটের কথা। কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছিলাম থম্পসন আইল্যান্ড আছে। বিশ্বাসের ফল পেয়েছি আমি। থম্পসন আইল্যান্ড এখন আমার। ব্রিটেন, নরওয়ে, জার্মানী, আমেরিকা—কয়েক লক্ষ হাজার পাউন্ড খরচ করেছে তারা থম্পসন আইল্যান্ড খুঁজে বের করার জন্যে, পায়নি, না পেয়ে ভেবেছে, দ্বীপটা নেই। শুধু তুমি জানতে, আছে। মেজর জেনারেলের বক্তব্য তুমি মেনে নিয়েছিলে। কিন্তু আমি জানতাম না সত্যি আছে কিনা, আমি শুধু বিশ্বাস করেছিলাম। বিশ্বাস করেছিলাম শুধু থম্পসন আইল্যান্ড নয় সীজিয়ামও আছে—এখন দেখো সত্যি আছে কিনা।'

বেরিয়ে এল পিরো। 'ব্যাটারির অবস্থা খুবই শোচনীয়, তাই সুইচ অফ করে

দিয়েছি। আর দু'একটা সিগন্যাল পাঠানো যেতে পারে বড়জোর। খোর্সহ্যামার খুব খুশি, যদিও বিয়ারিং সংগ্রহ করে নিয়েছে সে, রওনা হয়ে গেছে এদিকে।'

'কখন পৌঁছুবে এখানে?' সাগ্রহে জানতে চাইল স্যার ফ্রেডারিক। 'হোয়েন, ম্যান?'

আত্মবিশ্বাসের এতটুকু অভাব নেই পিরোর মধ্যে। যা বলছে জেনে শুনে বলছে সে। 'সন্ধ্যার আগে নয়, যদি আমাদের এগজ্যাক্ট পজিশন পেয়ে থাকে। বিয়ারিং পেলেও খুব একটা নিখুঁত ভাবে পেয়েছে তা বলা চলে না। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে হবে তাকে—ধরুন, দশ মাইল এলাকা জুড়ে। রাতের মধ্যেই তার রাডারে ধরা পড়ে যাবে থম্পসন আইল্যান্ড, কিন্তু আমার অনুমান, বিস্ময়টা এত বড় হয়ে দেখা দেবে তার কাছে যে দিনের আলো ফোটবার আগে ইনলেটে ঢোকার ঝুঁকি সে নেবে না।'

'খাবার। আমাদের এখন যা দরকার তা হচ্ছে গরম খাবার!' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'আজ বিকেলে আমরা ইনলেট পেরিয়ে ওপারে কামানের কাছে যাব। এখনই বলে রাখছি তোমাকে, বৈঠা চালাবে না তুমি, ওয়াল্টার। খাটাখাটনির কাজ সব গলহার্ডি আর রানা করবে। আগামীকাল সকালে কামান দাগার জন্যে সব শক্তি জমা রাখো নিজের মধ্যে।'

হোয়েল বোটের গায়ে আটকানো ভাসমান গাছের ডাল সংগ্রহ করে কাছাকাছি সমতল পাথরে সাজাল ওরা। আগুন ছাড়াও পরিবেশটা উষ্ণ। আগুন জ্বালার পর গায়ের ভারী পোশাকগুলো খুলে ফেলল সবাই। বিকেলের দিকে আগের মতই সবল বোধ করল প্রত্যেকে। রেবেকার মুখের দু'পাশে রঙ ফুটতে দেখে স্বস্তি অনুভব করল রানা। কিন্তু বড় চুপচাপ সে। রান্নাবান্নার কাজে টুকটাক সাহায্য করা ছাড়া বিশেষ নড়াচড়াও করল না। ওয়াল্টার ও স্যার ফ্রেডারিক রানার ব্যাপারে কোন ঝুঁকিই নিচ্ছে না, সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে রেখেছে।

দুপুরের ভরপেট ভোজনের পর বিকেলে আবার হালকা নাস্তা, তারপর ওরা বোট নিয়ে রওনা হলো ইনলেটের অপর দিকে। গন্তব্য: গান প্ল্যাটফর্ম।

চমক লাগাল গলহার্ডি। হেঁচকা টান মেরে যেভাবে সে বুকের কাছে নিয়ে আসছে হালটাকে, দেখে বিশ্বাস করা কঠিন দীর্ঘ সাতটা দিন নারকীয় অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয়েছিল তাকেও। এই সুযোগে নিজের শক্তিও পরীক্ষা করে নিল রানা। বৈঠা চালাতে কোন অসুবিধেই হলো না ওর। স্রোত যদিও অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু হোয়েল বোটটা হালকা বলে খুব একটা নাচাতে পারল না তাকে। বড় জাহাজ হলে কি ঘটত বলা যায় না, তা অনুমানের ব্যাপার মাত্র। স্রোতের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে বোট ভাসিয়ে নিয়ে যেতে তেমন কোন অসুবিধে হলো না ওদের। গ্লেসিয়ারের মাথা সামনে রেখে বেশ খানিক দূর এগোবার পর কাউন্টার কারেন্টের সাহায্যে যে দিকটায় কামান রয়েছে সেদিকে বোটের নাক ঘুরিয়ে দিল গলহার্ডি।

প্রথম দর্শনেই কামানটা নৈরাশ্যের ছায়া ফেলল রানার মনে।

ঝকঝকে চেহারাটা অম্লান রয়েছে, ফুলের টোকাও পড়েনি যেন গায়ে। পিরো

মিথ্যে বলেনি, ম্যাগনিফিসেন্টই বটে। ইনলেটের পিঠ থেকে বিশ ফিট উপর পাথরের একটা শেলফ, তার উপর কোহলার তৈরি করেছে কংক্রিটের বিরাট একটা প্ল্যাটফর্ম, তাতে সন্ন্যাসীর মত চুপচাপ বসে আছে কামানটা, ধ্যানমগ্ন! ল্যান্ডিং স্টেজের প্রয়োজনে ওয়াটার লেভেলেও পাথর মোড়া হয়েছে কংক্রিট দিয়ে। কামানটা চোখে পড়ার সাথে সাথে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রানার দিকে ঝট্ করে ফিরল রেবেকা। গলহার্ডিকে গম্ভীর দেখাচ্ছে। কিন্তু স্যার ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টার আনন্দে আত্মহারা। বোট বাঁধা না হতেই লাফ দিয়ে তীরে নামল তারা। এক হাত উঁচু একটা পাথরের মাথায় বাঁ পা তুলে দিয়ে পিস্তল হাতে কাছেই পাহারায় দাঁড়াল ওয়াল্টার, স্যার ফ্রেডারিক শুরু করল তদন্ত। ইতোমধ্যেই পরিষ্কার বুঝে ফেলেছে রানা, একটা ডেস্ট্রয়ার অ্যাকশনের জন্যে তৈরি হয়ে থাকলেও, কামানটার বিরুদ্ধে করার তার কিছুই থাকবে না—যুদ্ধটা হবে নিতান্তই একতরফা।

কামানের কাছ থেকে কংক্রিটের ধাপ টপকে প্রায় ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে এল স্যার ফ্রেডারিক। হাতে তার একটা Czech পিস্তল, সম্ভবত আরসেনাল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

'আগে বাড়ো!' রানার উদ্দেশে বলল সে। 'আমার সাথে উঠে ওখান থেকে চারদিকটা একবার চোখ বুলিয়ে নাও। থোর্সহ্যামার যে কেমন চমকে যাবে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

নিঃশব্দে তাকাল রানা রেবেকার দিকে। ঠোঁট চেপে রেখেছে রেবেকা, কিছুই বলতে চাইছে না সে। বলার আছেই বা কি! কাঁধ ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল রানা।

স্যার ফ্রেডারিক বাড়িয়ে বলেনি। রানা দেখেই বুঝল, কোহলারের গানারী অফিসাররা সত্যিই প্রতিভাধর ছিল। হেভী শেলের জন্যে তারা একটা হ্যান্ড হোয়েস্ট তৈরি করেছে। এর অর্থ ফায়ারিঙের ব্যাপারটা খুবই সহজে সারা সম্ভব। ইনলেটের ফিজিক্যাল ফিচার এবং স্রোতের স্পীড কোথায় কি রকম তা নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করা স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সেট ক্যালিবার রেঞ্জ তৈরি রয়েছে হাতের কাছে। হেডল্যান্ডের রেঞ্জ উল্লেখ করা হয়েছে, পাশেই স্কেচটা আঁকা। রেঞ্জ উল্লেখ করা হয়েছে গজের হিসাবে, ন'হাজার তিনশো। এন্ট্রান্সের যেখান থেকে ক্লিফটা উঠতে শুরু করেছে উপর দিকে সেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে পিউমিসের টুকরো ইঁটের পাঁজার মত থরে থরে সাজানো দেখা যাচ্ছে। রেঞ্জ চার্টে হুবহু ওভাবেই আঁকা হয়েছে জায়গাটাকে—৮০০০ গজ।

দেখার সাধ মিটে গেল রানার। হেডল্যান্ডের কাছে পৌঁছামাত্র থোর্সহ্যামারের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে, কেউ খণ্ডাতে পারবে না। কথা না বলে বোটে ফিরে এল সে। এরপর ওয়াল্টার গেল কামান দেখতে, স্যার ফ্রেডারিক রইল পাহারায়। পিরো বোটের খুপরি থেকে রেডিয়োটা নামাল অনেক কষ্টে। তুলে নিয়ে গেল কামানের কাছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় নিয়ে কামানের পিছন দিকটায় সেট করল রেডিয়োটা।

বে বা ইনলেটের উষ্ণ দিকটায় ফেরা গেল সহজেই। গ্লেসিয়ারের গা ঘেঁষে ঢিলেঢালা কাউন্টার কারেন্টের উপর দিয়ে বৈঠা ছাড়া ভেসে এন্ট্রান্সের দিকে এগোল

বোট, তারপর বৈঠার সাহায্যে শক্তিশালী স্রোতটার উপর উঠল ওরা, জাহাজগুলোর কবরস্থানের পাশ দিয়ে এই স্রোতটা ওদের পৌঁছে দিয়ে এল অবতরণ ভূমিতে।

গাছের ডাল সংগ্রহ করে বড় একটা আগুন জ্বালল ওরা। সূর্যের শেষ রশ্মিতে গ্লেসিয়ারের জড়ানো সবুজ আতঙ্কের জালটা আরও যেন ভীতিকর ঠেকল রানার চোখে। সন্ধ্যার সাথে সাথেই ঘিরে এল বৈরী অন্ধকার। তারপর আকাশে ফুটে উঠল তারা। কিন্তু তাদের ভূমিকাও যে শত্রুতার তা বোঝা গেল যখন তারার আলোয় জ্বল জ্বল করে উঠল গ্লেসিয়ারটা। প্রচুর খাওয়া দাওয়া করল ওরা, এবং যে যার স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল সময় নষ্ট না করে। স্যার ফ্রেডারিক সকলের নাম ধরে ডেকে ডেকে স্মরণ করিয়ে দিল সবাইকে, ভোর হবার আগেই তৈরি হতে হবে কামানের কাছে যাওয়ার জন্যে। ওয়াল্টার তার পুরো শক্তি ফিরে পেয়েছে বলে মনে হলো রানার, অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে আছে সে, হাতে পিস্তল। শুয়ে জেগে আছে রানা, মাথার ভিতর কিলবিল করছে কয়েকডজন পরিকল্পনার ছক। ঘুমের মধ্যেও স্বস্তি পেল না সে।

ভোর হবার আগে স্যার ফ্রেডারিক ওকে যখন জাগাল নতুন করে ভয়ের স্রোতটা অনুভব করল রানা। কামান, ডেস্ট্রয়ার ছুটে আসছে তার সমাধিক্ষেত্রে, ইনলেটের আধিভৌতিক পরিবেশ—মনে পড়ে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসল ও। সাউদার্ন লাইট নীল আর বেগুনী রঙে ভাসিয়ে দিয়েছে গোটা ইনলেট আর চারদিকের এলাকা। গ্লেসিয়ারের গায়ে অদ্ভুত, অস্থির উন্মত্ততায় নাচছে যেন নীল আর বেগুনী রঙের ছটা। গলই.র্ডি আর রানা ঘুমের মধ্যে বৈঠা চালাচ্ছে যেন। গ্লেসিয়ার ছোঁয়া ঠাণ্ডা হিম বাতাস আসায় হুডটা নামিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল রেবেকা। বকবক করছে পিরো, ভীষণভাবে উত্তেজিত। যুদ্ধকালীন ভূমিকা পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছে সে। স্যার ফ্রেডারিক আর ওয়াল্টার উদগ্র উৎসাহের সাথে রেঞ্জ আর লোডিংয়ের স্পীড সম্পর্কে আলোচনা করছে। গত বিকেলে কামানের ব্রিচে লম্বা একটা ন্যাভাল শেল ঢুকিয়ে রেখে এসেছে ওরা। ক্যালিব্রেশন অনুযায়ী মারণাস্ত্রটার মাজল রেঞ্জ থেকে পাশের রেঞ্জে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছে। শেষবার সেটাকে সেট করা হয়েছিল হেডল্যান্ড টার্গেটে।

এখন সামান্য একটা কাজ বাকি শুধু, থোর্সহ্যামার দেখা দেয়া মাত্র ল্যানিয়ার্ড ধরে টান মারা। আগুনের গোলা মুহূর্তে ঝাঝরা করে দেবে ডেস্ট্রয়ারকে।

ল্যান্ডিং স্টেজের কিনারায় গিয়ে আস্তে থামল হোয়েল বোট।

'তাড়াতাড়ি করো, ওয়াল্টার! কুইক, পিরো!' স্যার ফ্রেডারিক ফিরল রানার দিকে। 'তোমরা তিনজন এই বোটেই থাকবে। পরিষ্কার? আলো ফোটার সাথে সাথে আমরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ব, সেই সুযোগে কিছু গোলমাল করার মতলব এঁটে থাকলে তা বাদ দাও এখুনি—কারণ, লাভ হবে না। তাছাড়া তিনজনের তিনটে চোখ আমাদের থাকবে তোমার ওপর, ভুলে যেয়ো না!'

'কিন্তু থোর্সহ্যামার যদি পাল্টা মর্টার ছোঁড়ে, ফ্রেডারিক?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল রানার গলা থেকে। 'তবু তুমি আশা করবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব আমি?'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল স্যার ফ্রেডারিক। আড়চোখে গ্লেসিয়ারের দিকে তাকাল রানা। জ্বলজ্বল করছে সাউদার্ন লাইটের আলোয় আতঙ্কের জালে জড়ানো গোটা মাথাটা। কোথায় যেন মিল আছে গ্লেসিয়ারের বীভৎস চেহারার সাথে স্যার ফ্রেডারিকের অদম্য অট্টহাসির। ঠিক কোথায় বুঝতে পারল না সে।

'মর্টার কেন, একটা ইঁটের টুকরোও ছোঁড়ার সুযোগ পাবে না ডেস্ট্রয়ার,' বলল স্যার ফ্রেডারিক। 'তোমরা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আপন গড!'

মাথার পিছনে হুডটা সরিয়ে দিল রেবেকা, মুখ তুলে তাকাল বাপের দিকে। 'ড্যাডি প্লীজ, ফর দ্য সেক অভ...'

চরকির বেগে মেয়ের দিকে পিছন ফিরল স্যার ফ্রেডারিক। পিরোকে বলল, 'থোর্সহ্যামারকে সিগন্যাল দাও, পিরো। তাকে তোমার পজিশন জানতে দাও।'

কোথাও কোন শব্দ নেই, কংক্রিটের ধাপের ওপর দিয়ে তিন জোড়া বুট উঠে গেল শুধু গান প্ল্যাটফর্মে। রেডিয়োটা প্রাণ ফিরে পেল, শুনতে পেল রানা। রিসিভিং সুইচ অন করে রেখেছে সে। থোর্সহ্যামারের সিগন্যাল রিপিট করছে পিরো।

'DR...আই য়্যাম কামিং টু ইওর এইড।'

'উত্তর দেব নাকি, স্যার ফ্রেডারিক?' আবেগহীন গলায় প্রশ্ন করল পিরো।

পরিষ্কার শুনতে পেল রানা স্যার ফ্রেডারিকের প্রশ্নটা। 'ভোরের আলো আর কতক্ষণে ফুটবে, ওয়াল্টার?'

'বড়জোর আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'ফায়ারের জন্যে যথেষ্ট আলো, আধঘণ্টার মধ্যে?'

'হ্যাঁ,' বলল ওয়াল্টার। 'এখনই তো হেডল্যান্ডের আউটলাইন দেখতে পাচ্ছি।'

গ্লেসিয়ারের মাথাটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, কারণ অদৃশ্য হয়েছে সাউদার্ন লাইট। নিচের দিকটা এখনও অন্ধকারে ঢাকা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে একধারে ভিড় করে থাকা পরিত্যক্ত জাহাজগুলোর আভাস ধরা পড়ে অস্পষ্টভাবে।

স্যার ফ্রেডারিক নিজের সাথে বোঝাপড়া করল সম্ভবত কয়েক মুহূর্ত। 'ডেকে নিয়ে এসো তাকে, পিরো! ডেকে নিয়ে এসো মেহমানকে।'

ভুল-ভ্রান্তির সাহায্যে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল পিরো নিপুণ হাতে।

'লাইফ-র‍্যাফট টু থোর্সহ্যামার। ক্যান নট সেন্ড মাচ লঙগার।'

উত্তর এল: 'হোল্ড অন! হোল্ড অন! টেকিং বিয়ারিংস অন দিস ট্র্যান্সমিশন।'

পিরোকে দেখতে না পেলেও সে দাঁত বের করে হাসছে নিঃশব্দে, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ইঁদুর বিড়াল খেলায় বড় আনন্দ তার।

'খুব বেশিক্ষণ আর টিকবে না ব্যাটারি...' সিগন্যালের অনুকরণে নিস্তেজ হতে হতে স্তব্ধ হয়ে গেল পিরোর গলা। তারপর, হঠাৎ যেন বাঁচার আশায় মরিয়া হয়ে উঠল একজন নৈরাশ্যে পতিত লোক। 'আর ইউ ক্লোজ থোর্সহ্যামার? কত দূরে তুমি আর?'

'ভারী কুয়াশা। রাডারে দেখা যাচ্ছে ল্যান্ড বা বড় আইসবার্গ। কিপ সেন্ডিং! কিপ সেন্ডিং!'

স্যার ফ্রেডারিক পরামর্শ দিল, 'বলো—বরফ, ল্যান্ড নয়। কোন মতেই যেন সতর্ক হওয়ার অবকাশ না পায়, পিরো। স্রোতের মধ্যে না পড়া পর্যন্ত কোন রকম সন্দেহই যেন না জাগে তার।'

পিরো ট্র্যান্সমিট করল। 'আইস। নো ল্যান্ড। ক্লিয়ার ভিজিবিলিটি হিয়্যার।'

'স্ট্রং কারেন্ট,' থোর্সহ্যামার জবাব দিচ্ছে। 'প্রচণ্ড শক্তিশালী স্রোত। তুমিও কি এর শিকার?'

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল স্যার ফ্রেডারিক। 'পেয়েছি শালাকে জালের মধ্যে! পেয়েছি, ওয়াল্টার! ফ্যাক্টরি শিপকে তাড়া করার শোধ তুলে নের এবার। কুয়াশার বেল্টে ঢুকে পড়েছে শিকার, ধরে ফেলেছে তাকে কারেন্ট!'

দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। কাঁপছে। 'ফ্রেডারিক! স্টপ দিস ম্যাডনেস! স্টপ...'

ফায়ারিং প্ল্যাটফর্মের কিনার থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল স্যার ফ্রেডারিক. আবছা আলোয় মুখটা প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। 'শাট আপ, ইউ বাস্টার্ড! শাট আপ!' পিস্তলটা রানার বুক লক্ষ্য করে তুলল সে, 'তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে...'

'স্যার ফ্রেডারিক!' পিরো ডাকল। 'থোর্সহ্যামার বলছে..."পুট ইওর কী ডাউন, পুট ইওর কী ডাউন!" 'রাখব?'

বাধা পেয়ে মনোযোগ হারাল স্যার ফ্রেডারিক, নিজের অজ্ঞাতে প্রাণ বাঁচাল পিরো রানার। 'ফর গডস সেক, স্রোতের মধ্যে দিয়ে কতক্ষণ লাগবে তার এখানে পৌঁছুতে?' প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে করতে রানার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল স্যার ফ্রেডারিক।

'বিশ মিনিট,' উত্তর দিল পিরো। 'কিংবা আরও কম।'

'লক দ্য কী ডাউন,' স্যার ফ্রেডারিক বলল।

সহসাই নামল এক অদ্ভুত স্তব্ধতা।

কোন শব্দ নেই আর। আত্মমগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে স্যার ফ্রেডারিক, ভুলে গেছে রানার কথা। একেবারেই।

বারো

দশ মিনিট কাটল।

মাথা তুলল গলহার্ডি আচমকা। 'রানা! অনুভব করছ কিছু? বাতাস?'

গলহার্ডির মনের কথাটা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। গ্লেসিয়ারের দিক থেকে হিম ঠাণ্ডা চুরি করে বয়ে নিয়ে আসছে ভোরের বাতাস। 'আমি যত তাড়াতাড়ি পারি সেইলটা টাঙিয়ে ফেলব,' বলল রানা দৃঢ়, নিচু গলায়। রেবেকার কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে গেল ও। 'টিলারের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে, রেবেকা। আমরা দু'জন বৈঠা চালাব। অলরাইট?'

কামানের দিক থেকে চোখ নামাল রেবেকা। 'রাইট। কিন্তু কি করতে যাচ্ছি

আমরা?' আবার তাকাল রেবেকা গান প্ল্যাটফর্মের দিকে। তিনজনের একজনকেও দেখা যাচ্ছে না।

'রানা!' হিস হিস শব্দ বেরিয়ে এল গলহার্ডির গলার ভিতর থেকে। 'মাই গড! লুক!'

বানের জলে লাশের মত ভেসে আসছে থোর্সহ্যামার, পয়েন্টের কাছে আসতেই দেখতে পাওয়া গেল তাকে। কন্ট্রোল পুরো না হলেও, অর্ধেক হারিয়ে ফেলেছে। টারবাইনগুলো লড়ছে, কিন্তু কোনও সুবিধে করতে পারছে না প্রচণ্ড তীব্র স্রোতের সঙ্গে। কোহলারের শিকারদের মতই অবস্থা, বিশেষ কিছুই করার নেই তার। কামানের টার্গেট হিসেবে এর চেয়ে আদর্শ কিছু গোটা ইনলেটে আর নেই।

'কাস্ট অফ! কাস্ট অফ!' চাপা কণ্ঠে হুকুম করল রানা, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই চড়ে গেল গলা। বুক কাঁপল ওর।

পেইন্টার মুক্ত করল গলহার্ডি, রানার দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকাল সে। তারও বিশ্বাস, গান প্ল্যাটফর্মে ওরা শুনে ফেলেছে রানার কথা।

রেবেকার হাতে টিলারটা ধরিয়ে দিয়ে ফিরে এল রানা। ওর সাথে গলহার্ডিও বৈঠা আঁকড়ে ধরল একটা। 'থোর্সহ্যামারের দিকে, রেবেকা।' সবেগে ঘাড় ফেরাল ও আইল্যান্ডারের দিকে। 'জিগজাগ, গলহার্ডি! তুমি আগে, আমি পরে। নাউ, রেডি!'

পানিতে কোপ মারতে মারতে দম নেবার জন্যে মুখ তুলতেই পাথর হয়ে গেল রানা। গান প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রেডারিক। বুক সমান উঁচুতে তার হাতের পিস্তলটা। গলহার্ডিও তাকে দেখতে পেয়েছে, সাথে সাথে পানিতে বৈঠার কোপ মেরে মোচড় দিল সে বোটের নাক অন্য দিকে ঘুরিয়ে ফেলার জন্যে। মোচড়টা প্রশংসনীয়, কিন্তু বোট তাতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘুরল না। আতঙ্কে আক্রান্ত রেবেকা দাঁড়িয়ে পড়ল। গলহার্ডির ডান কাঁধের সামনের অংশটায় লাল রঙের দাগ ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। বুলেটটা চামড়ার কোট আর মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। আর একটা বিস্ফোরণের সাথে ছুটে এল দ্বিতীয় বুলেটটা, বোটের পাশে পানির গা ফুটো করে নেমে গেল নিচে তির্যক ভঙ্গিতে। বৈঠা চালিয়ে যাচ্ছে আইল্যান্ডার, ক্ষতস্থানের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার ছুটে এল গুলি, রেবেকার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল শিস কেটে।

আওতার বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্যে দম নেয়া যন্ত্রের মত বৈঠা চালাচ্ছে রানা। গলহার্ডি ভারী পায়ে ছুটে যাওয়ার জন্যে দুলে উঠল বোট। পাল তুলে ফেলল সে দ্রুত।

একটানা বৈঠা চালাতে চালাতে দম নিচ্ছে রানা বুক ফুলিয়ে। পিছন দিকে চাইতে যাবে, ঠিক এমনি সময়ে গান প্ল্যাটফর্ম থেকে গর্জে উঠল মিটিওরের কামান, মনে হলো ওর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল শেলটা। ইনলেটের ওপর দিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে চোখের পলকে ছুটে গেল সেটা থোর্সহ্যামারের দিকে।

'পুল।' চিৎকার করে বলল। 'পুল! হেলপ দ্য সেইল।'

থোর্সহ্যামারের ব্রিজের পিছনে ডাইরেক্টর-টাওয়ারটা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে শেলের আঘাতে।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল রানা গান মাজলের দিকে। পিছিয়ে এল এক পা, নিজের অজ্ঞাতসারে। অপেক্ষা করছে কান ফাটানো দ্বিতীয় বিস্ফোরণের জন্যে পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দের ধাক্কাটা সটান ফেলে দিল ওকে বটম গ্র্যাটিংয়ের উপর। নিজেকে টেনে তুলল রানা, শেলটা ইতোমধ্যে মাঝখান দিয়ে ঢুকে থোর্সহ্যামারের ব্রিজটাকে দু'ভাগ করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বিস্ফোরণের পরে নিস্তব্ধতা, তারপর থোর্সহ্যামারের গঙ বেজে উঠতে শুনল রানা—'অ্যাকশন স্টেশন'। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক, ভাবল রানা। ডেস্ট্রয়ারের নাক খাবি খাচ্ছে পানিতে, এদিক ওদিক ঘুরে যাচ্ছে। হারিয়ে ফেলেছে কন্ট্রোল। বিকট আওয়াজ হলো পরিত্যক্ত Kyle of Lochalsh-এর এক পাশে গুঁতো মারায়। একই সময় তার টুইন ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ মর্টার মুখ খুলল। স্যার ফ্রেডারিকের মাথার এক হাজার ফিট উপর গ্লেসিয়ারের গায়ে আঘাত করল শেল দুটো। ডেস্ট্রয়ার হেলে-দুলে এগোচ্ছে স্রোতের টানে। হঠাৎ পানির নিচে কিসের সাথে যেন আটকে গিয়ে তীব্র ঝাঁকুনি খেল, নাক ঘুরে যাচ্ছে একদিক থেকে আরেক দিকে। কেঁপে কেঁপে উঠছে গোলার আঘাতে।

স্রোত স্থির হতে দিচ্ছে না থোর্সহ্যামারকে। তার পরবর্তী তিন জোড়া শেল বাতাসে শিস কেটে গ্লেসিয়ারের উপর-কাঠামোতে গিয়ে আঘাত করল। টার্গেটের এতটা দূরে শেল পড়তে দেখে পরিষ্কার বুঝল রানা, ডাইরেক্টর-টাওয়ার আর ব্রিজ অচল হয়ে গেছে। করডাইটের ধোঁয়া আর পোড়া মাংসের গন্ধ ছুটছে বাতাসে। ফরওয়ার্ড টাওয়ারের মর্টার প্রায় লক্ষ্যহীন ভাবে ছোঁড়া হচ্ছে লোকাল কন্ট্রোল মারফত।

হোয়েল বোট এখন ইনলেটের মধ্য পানিতে। বাতাস ধরেছে পালে। দ্রুতগতিতে ছুটছে ওরা।

'থোর্সহ্যামারের পোর্টের দিকে লম্বা করো বোট,' নির্দেশ দিল রানা। 'আরও খানিক এগিয়ে স্ট্রং কারেন্টের দিকে চলো। স্রোতটাই আমাদের ডেস্ট্রয়ারের গায়ে নিয়ে গিয়ে ঠেকাবে।'

বৈঠা রেখে দিল ওরা একটু পরই।

'ড্যাডিকে থামাও!' উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে বলল রেবেকা। 'গো ব্যাক, ডু এনিথিং, বাট স্টপ দিস সেন্সলেস কিলিং। রানা! গো ব্যাক, কিল হিম...' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রেবেকা, মুখ ঢাকল দুই হাতে।

হঠাৎ গরম লাগতে শুরু করল রানার। কোথা থেকে আসছে উত্তাপ? হাঁপিয়ে উঠছে কেন?

'শোনো!' বিমূঢ় গলায় বলল গলহার্ডি, এক হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে সে তার ক্ষতস্থান। 'গান ফায়ার!'

দ্বীপের দক্ষিণ দিক থেকে ভারী কামান দাগার আওয়াজ ভেসে এল। বিস্ফোরণের শব্দ ইনলেটের পানিতে ঢেউ জাগিয়ে বাতাসে কাঁপন তুলে ধ্বনিত

প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করল।

'ওহ্ গুড!' কান ফাটানো আরও একটা গর্জনের সাথে ছুটে গিয়ে থোর্সহ্যামারের ব্রিজের একধারে ঘা মারল স্যার ফ্রেডারিকের গোলা, ফুঁপিয়ে উঠল রেবেকা।

এই সময় দেখতে পেল রানা, এন্ট্রান্সের পাশে সাগর ফুটতে শুরু করেছে। তর্জনী খাড়া করে গলহার্ডিকে দেখাল, 'টানি, গলহার্ডি!'

গলহার্ডি উত্তর দেবার আগেই দক্ষিণ দিক থেকে আবার গান-ফায়ারের গম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল। 'আলব্যাট্রস ফুট!' চিৎকার করে উঠল আইল্যান্ডার। 'আলব্যাট্রস ফুটের দ্বিতীয় শাখা, রানা!'

বোট থেকে পানিতে নামাল রানা একটা হাত। গরম!

মাথা ঝাঁকাল গলহার্ডি, যেন পরিষ্কার করে নিতে চাইছে! 'ওদিক থেকে যে শব্দটা আসছে—কামানের নয়, বরফ ভাঙার শব্দ!'

বরফ ভাঙছে! আশায় দুলে উঠল বুকটা রানার। বিশাল বরফের সাগর আলব্যাট্রস ফুটের উষ্ণতায় ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ টান পড়বে চারদিকের হিমশৈলে, হিমবাহে…থম্পসন আইল্যান্ডের গ্লেসিয়ারও কি ধসে পড়বে? কিন্তু সময় লাগবে কতক্ষণ? কতক্ষণে গলতে শুরু করবে গ্লেসিয়ারের পানিতে নিচের ভিত্তিটা? ফ্রেডারিকের উন্মত্ততা বন্ধ করতে পারবে কি? চাপা দিতে পারবে তাকে ধসের নিচে?

বিদ্যুৎবেগে একটা সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'ডেস্ট্রয়ারের গায়ে বোট ভেড়াও, গলহার্ডি! কুইক! আমাকে অনুসরণ করবে তুমি!'

গান প্ল্যাটফর্ম থেকে আরেকটা শেল ইনলেট পেরিয়ে পুরানো লাইনারের সুপার-স্ট্রাকচারে ধাক্কা মেরে বিস্ফোরিত হলো।

ডেস্ট্রয়ারের ল্যান্ডমার্ক সাইডে বোট ভিড়াল গলহার্ডি, আঙটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে নিচু বুলওয়ার্ক টপকাল রানা। জাহাজের শরীরটা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে কামানের শেল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে চারদিকে মানুষের দেহ। ব্রিজের অবস্থা…অস্তিত্বই নেই। রেবেকা, তারপর গলহার্ডিকে টেনে তুলল রানা। গলহার্ডির হাতে তখনও ধরা রয়েছে বৈঠাটা। রানার অনুমান সত্য প্রমাণিত হলো, ওয়ার্ডরুমটা ইমার্জেন্সী ক্যাজুয়ালটি স্টেশনে রূপান্তরিত হয়েছে। আহত এবং নিহতদের টপকে এগিয়ে গেল রানা, ওয়ার্ডরুম টেবিলে জোর করে শুইয়ে দিল গলহার্ডিকে। ওটাই অপারেটিং টেবিল হিসেবে কাজ দিচ্ছে এখন। ডাক্তারের বিস্মিত হুঙ্কার কানে না তুলে নিঃশব্দে আঙুল বাড়িয়ে ক্ষতস্থানটা দেখাল রানা গলহার্ডির কাঁধে। ভদ্রলোক অভিশাপ দিতে শুরু করল চাপা কণ্ঠে, শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে না থেকে ডেকে রেবেকার কাছে ছুটে বেরিয়ে এল রানা। একমুহূর্ত পরই পাশে এসে দাঁড়াল গলহার্ডি। 'ব্যান্ডেজ পরে বাঁধলেও চলবে,' ব্যাখ্যা দিল সে।

ফরওয়ার্ড টাওয়ারে একজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে, গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে তার চেঁচাতে চেঁচাতে। কাঁধ থেকে ইউনিফর্ম জ্যাকেট অর্ধেকের বেশি পুড়ে গেছে বলে মনে হলো রানার, ক্যাপটা নেই মাথায়। হতভম্ব, দিশেহারা

লোকজন ছুটে যাচ্ছে জাহাজের একমাত্র অক্ষত অংশটার দিকে, বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত চারদিকে। আহতদের ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওয়ার্ডরূমে যাবার কম্প্যানিয়ন ওয়ের দিকে, যেখান থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল গলহার্ডি। আগুন ধরে গেছে থোর্সহ্যামারের পিছনের অংশে, নেভাবার প্রস্তুতি চলছে। পাঁচ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে আগুনটার ধরন দেখল রানা। শঙ্কিত হবার মত কিছু নয়, নেভাবার যোগাড়যন্ত্র দেখে ধারণা হলো ওর। ধ্বংসকাণ্ড ষোলো কলা পূর্ণ করেছে ওর মাথার উপর, ব্রিজ আর ফায়ার-কন্ট্রোলে।

সামনে আর কেউ ওদের দিকে নজর দিল না, যুবক বয়সের একজন সাব-লেফটেন্যান্ট ছাড়া। স্টার্নের ইমার্জেন্সী কোনিং পজিশনের স্টীল উইংয়ের উপর দাঁড়িয়ে ওদের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল। সামনেই ফিসফিস করে আলাপ করছে দু'জন নাবিক ওদের দিকে তাকিয়ে, ওরা পা বাড়াতেই পথ রোধ করে দাঁড়াল। দু'পাশ দিয়ে পড়িমরি করে ছুটোছুটি করছে ক্রুরা। ধাক্কা সামলে দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল।

'কে তোমরা?' প্রশ্ন করল একজন রানাকে।

আর একজন কিছু জানার অপেক্ষায় থাকলই না, ধাঁই করে এক ঘুসি মেরে বসল গলহার্ডির ক্ষতস্থানে।

'অ্যাই, কি হচ্ছে ওখানে?' ফরওয়ার্ড ডেক থেকে অফিসারটা দুদ্দাড় মই বেয়ে নেমে আসছে ওদের দিকে।

বৈঠা খসে পড়েছে—ক্ষতস্থান চেপে ধরে বসে পড়ল গলহার্ডি। রানাকে যে লোকটা প্রশ্ন করেছিল তাকে হাত দেখিয়ে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে বলে গলহার্ডির দিকে ফিরতে যাবে রানা, লোকটা, 'এনিমি' বলে আর্তনাদ তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানাকে লক্ষ্য করে।

চোখের পলকে ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। নাবিক আর ক্রুদের মধ্যে মারপিট লাগলে কোথায় যে তার শেষ, জানা নেই কারও। ভীত-সন্ত্রস্ত লোকজন যে যার গা বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে কেটে পড়ল নিরাপদ দূরত্বে। কিন্তু যারা রানা, গলহার্ডি আর রেবেকাকে ডেস্ট্রয়ারের লোক নয় বলে চিনতে পারল, চারদিক থেকে তারা ছুটে এল মারমুখো হয়ে।

অবস্থা বেগতিক দেখে রেবেকাকে ইশারা করে কাছাকাছি থাকতে বলে নিজেকে মুক্ত করল রানা কনুই চালিয়ে। নাবিকটার পাঁজর ভাঙার কোন ইচ্ছেই ছিল না ওর, কিন্তু টের পেল, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে ভেবে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কনুইটা জোরে চালানো হয়ে গেছে, মট করে শব্দটা হতে খারাপই লাগল রানার।

বিকট শব্দে গোলা ফাটল আরেকটা। কাছেই। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল জাহাজ।

ছুটে আসছিল যারা, মুহূর্তে খেপে গেল সবাই। যেন ওরাই শত্রু। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে গলহার্ডি রানাকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু চারদিকে উত্তেজিত লোকের ভিড় দেখে মাথা ঘুরে উঠল তার।

সামনের দিকে থেকে দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেখে খুশিই হলো রানা। ওই পথেই যাবে ওরা, সুতরাং ওদিকটা যত তাড়াতাড়ি বাধা মুক্ত হয় ততই ভাল।

'মার! পাকড়াও! ব্যাটাদের ছাল তুলে ফেল!' চেঁচাচ্ছে অফিসার, মই বেয়ে নেমে এসে ডান পাশে দাঁড়িয়েছে সে, তাকে ঘিরে পনেরো বিশজনের একটা ভিড়। আস্তিন গোটাতে ব্যস্ত সবাই।

গলহার্ডির উপর কোন চাপ যাতে না পড়ে, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আক্রমণকারী দু'জনের মুখোমুখি পড়ল রানা। পড়েই লাফিয়ে উঠল শূন্যে। দুই পায়ে প্রচণ্ড লাথি লাগাল দু'জনের বুকের উপর। হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল দু'জন ধাক্কা খেয়ে। মাটিতে নেমেই ডাইনে-বাঁয়ে দমাদম ঘুসি চালাতে শুরু করল রানা দুই হাতে। ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে সামনেটা।

'রানা!' পিছন থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল ওর মাত্র এক হাত পিছনে টলছে ভীমকায় এক ক্রু, আইস-অ্যাক্সসহ একটা লোমশ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। মুখে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভাব। গলহার্ডির হাত থেকে খসে পড়া বৈঠা তুলে নিয়ে লোকটার মাথায় বসিয়ে দিয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে সরে দাঁড়িয়ে আছে রেবেকা, চিৎকার করে সাবধান করছে রানাকে।

পিছিয়ে এসে রেবেকার হাত থেকে বৈঠাটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল রানা। বাঁ হাত দিয়ে ধরল রেবেকার একটা হাত। 'যদি কেউ সামনে পড়ো, খুন করে ফেলব!' হুঙ্কার ছাড়ল রানা, কপাল থেকে ঝরে পড়ল ঘামের ফোঁটাগুলো চারদিকে। মাথার উপর উদ্যত ভঙ্গিতে বৈঠা ধরে ছুটল রানা, একপাশে গলহার্ডি, আরেক পাশে রেবেকা।

একটা বাঁক নিতেই পিছন থেকে পিস্তলের আওয়াজ হলো।

'ওরা আসছে!' বিশ পঁচিশজনের শোরগোলটা অনুসরণ করছে ওদের, বুঝতে পেরে ঢোক গিলে বলল গলহার্ডি।

রেবেকা হাঁপাচ্ছে। গলহার্ডি এগিয়ে গেল ওদেরকে ছাড়িয়ে। কিন্তু ক্ষিপ্ত ভিড়টা দ্রুত কাছে চলে আসছে টের পেয়ে পিছিয়ে পড়ল আবার সে। আতঙ্কিত দেখাচ্ছে তাকে। মারমুখো ক্রুদের হাত থেকে যে নিস্তার নেই, তিনজনই বুঝতে পারছে পরিষ্কার। এদেরকে এখন বুঝানো সম্ভব নয় যে··· চিন্তাটাকে মাথায় ভাল করে ঢুকতেই সুযোগ দিল না রানা।

'টর্পেডো···,' শুরু করতেই রানাকে হেঁচকা টানে ডেকে তুলে নিল গলহার্ডি, একই সাথে আরও একটা শেল ছুটে এল টলটলায়মান ডেস্ট্রয়ারের দিকে। দোমড়ানো-মোচড়ানো রাডার স্ক্যানারের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল সেটা।

পোর্ট সাইডের চারপেয়ে টর্পেডো টিউবের দিকে দৌড়ুল ওরা। প্যাসেজে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। তারপর প্রশস্ত জায়গাটায় গিয়ে থামল। পোর্ট থেকে ইনলেটের অপর পাড়টা পরিষ্কার। দু'জন মিলে টর্পেডো টিউবের মসৃণ নাক ঘোরাল। গলহার্ডি ঝুঁকে পড়ে এক চোখ বুজল, ওপারের গান প্ল্যাটফর্মটাকে দেখতে চেষ্টা করছে সে। প্যাসেজের দরজায় মুহুর্মুহু ঘা পড়ছে। ঘনঘন সেদিকে তাকাচ্ছে রেবেকা।

'বিলো দেয়ার!' আদেশের সুরে বলল রানা।

আইল্যান্ডার তাকাল ওর দিকে, স্তম্ভিত। ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি পুরোপুরি, গোটা হাতটা ভিজে গেছে লাল হয়ে।

'টেন ডিগ্রীজ অ্যাসটার্ন···,' আবার বলল রানা। 'গ্লেসিয়ারে মারতে হবে!'

'না!' প্রতিবাদ করল রেবেকা দৃঢ় গলায়। 'গ্লেসিয়ারে নয়। কিল দেম, রানা। আমি তার মেয়ে বলছি, রেবেকা সাউল, আমার বাবাকে খুন করো তুমি। খুন করো! এই অকারণ হত্যা বন্ধ হোক! বন্ধ হোক!' বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল রেবেকা।

আইস ব্যারিয়ারে ফাটল ধরেছে, তার গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল স্যার ফ্রেডারিকের শেলের গর্জন। গ্লেসিয়ারের মাথায় জড়ানো আতঙ্কের জালে চিড় ধরেছে। স্বচ্ছ বটল গ্রীনের উপর অকস্মাৎ সাদা ফিতের মত দাগ ফুটল, গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের প্রতিটি ইঞ্চি ফেটে গেলে যেমন দেখায়। কয়েক হাজার টন বরফ হঠাৎ আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করল যেন।

কিন্তু কতক্ষণ লাগবে ধস নামতে? প্রশ্ন করল রানা নিজেকে। ফ্রেডারিকের খুনের নেশা মিটিয়ে দিতে কত সময় নেবে আর? উত্তরটা নির্ভর করছে গলহার্ডির নৈপুণ্যের উপর, জানে ও।

প্যাসেঞ্জের স্টীলডোর ভাঙার কাজে হাত দিয়েছে ক্রুরা অফিসারদের নেতৃত্বে, গ্যাসের আওয়াজ শুনে বুঝল রানা। ইস্পাতের দরজাটা গ্যাস দিয়ে গলিয়ে ফোকর তৈরি করছে।

আইল্যান্ডার বলল, 'টেন ডিগ্রীজ অ্যাসটার্ন,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সে। 'রেডি!'

'ফায়ার ওয়ান!' আদেশ করল রানা।

লিভার ধরে গায়ের জোরে নিচে টানল গলহার্ডি। আইস ব্যারিয়ারের বিস্ফোরণের আওয়াজে চার্জের তীক্ষ্ণ শব্দ হারিয়ে গেল। সাপের মত হিসহিস শব্দ সাথে নিয়ে পানিতে ডাইভ দিল মৃত্যুদূত সিলিন্ডার।

'ফায়ার টু!'

গ্লেসিয়ারের গোটা সম্মুখভাগটা বিধ্বস্ত করতে হবে, কিন্তু গলহার্ডিকে তা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা।

'ফায়ার, থ্রী!' তারপর, 'ফায়ার ফোর!'

বরফ ভাঙার অবিরাম আওয়াজে সব শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে, গ্লেসিয়ার হেডের গায়ে ওয়র-হেডের বিস্ফোরণ প্রচণ্ড কম্পন তুললেও কিছুই শুনতে পেল না রানা। নীল তিমির নাক দিয়ে পানির ঝর্ণা ওঠার মত চারটে কলাম দেখা গেল গ্লেসিয়ারের সামনে, গলহার্ডির অব্যর্থ লক্ষ্যের স্বাক্ষর।

চড় চড় চড় চড় শব্দে কানে তালা লাগল, প্রায় মাঝখান থেকে হিমবাহটাকে দু'ভাগ করে দিয়ে উঠে গেল একটা বিশাল ফাটল। গান প্ল্যাটফর্মটা নিস্তব্ধ। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, স্যার ফ্রেডারিক সী-বুট দিয়ে পিছন থেকে লাথি মারছে ওয়াল্টারের নিতম্বে। ওয়াল্টার, না পাথর ওটা? এত দূর থেকে মুখভাব বোঝা যাচ্ছে না, চেয়ে আছে সে মাথার উপর ঝুলে থাকা হিমবাহটার দিকে। লাথি তাকে

স্পর্শই করছে না যেন।

ভিত্তি হারিয়ে নিচু হতে শুরু করল হিমবাহ। রানার বুকের ভিতর ঠাণ্ডা হিম একটা ভয়ের স্রোত হৃৎপিণ্ডটাকে ছুঁয়ে দিল। সটান যদি শুয়ে পড়ে হিমবাহ, ডেস্ট্রয়ারটা কয়েক হাজার টন বরফের তলায় চাপা পড়ে যাবে এক নিমেষে।

রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে আছে রানা। পাশে দাঁড়ানো গলহার্ডির নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও শুনতে পাচ্ছে না ও। দুটো আলাদা উঁচু আগ্নেয়টিলার উপর ভর করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল হিমবাহটা। কিন্তু ক্যাপ্টেন নোরিশের স্কেচে দেখানো হয়েছে একটা মনে পড়ে গেল ওর।

প্রকাণ্ডদেহী সরীসৃপের মত বরফের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে উপর দিকে বিরাট আকারের অসংখ্য ফাটল, এক একটা ফাটলে অনায়াসে ঢুকে যাবে কয়েকটা ডি আই টি বিল্ডিং। বিশাল বাষ্পরাশি সাদা ধোঁয়ার মত লাফ দিয়ে ছুঁতে চাইছে হিমবাহের সবুজ শৃঙ্গ, আতঙ্কের জালকে। বরফ টলছে, দুলছে—তারপর হঠাৎ! নিচে না ভিতর থেকে ঠিক বোঝা গেল না, প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা ধাক্কায় ছিঁড়ে গিয়ে ফুলঝুরির মত ছড়িয়ে পড়ল সবুজ আতঙ্কের জাল। সাদা ধোঁয়ার পরিধি ভেদ করে মুক্ত শূন্যে ছুটে বেরিয়ে এল সবুজ রঙের বরফগুলো এক একটা টুকরোর ওজন হবে কয়েকশো টন। ঝুরো আর ক্ষুদ্র টুকরোগুলো বেশিদূর পর্যন্ত ছুটে যেতে পারল না। বিশাল একটা ঝাঁক হয়ে নেমে আসছে সেগুলো নিচে।

নিচে, গান প্ল্যাটফর্মের দিকে চোখ নামাতেই স্যার ফ্রেডারিককে দেখতে পেল রানা। অত্যন্ত পরিচিত ঠেকল তার ভঙ্গিটা। হাতে চেক পিস্তল রয়েছে। হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থায় প্রার্থনারত ওয়াল্টারের পাশে দাঁড়িয়ে উপর দিকে মুখ তুলে হাত ছুঁড়ছে সে, শাসাচ্ছে হিমবাহটাকে। পিউটার স্কিন ঝিলিক মারছে তার। মুখব্যাদান দেখে রানা বুঝল, গালাগালি করছে স্যার ফ্রেডারিক। ওর মনে হলো, কান পাতলে যেন পরিষ্কার শুনতে পাবে লোকটার কথাগুলো।

বাম পাশে দেখা গেল প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছে কার্ল পিরো! পাথরের টুকরোগুলো কি অবলীলায় টপকে যাচ্ছে! ঝুরি আর ক্ষুদ্র টুকরোর বৃষ্টি নেমেছে ওদিকে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল রানার। এক নিমেষে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল পিরো। প্রথম বৃষ্টিটা থামতেই ঝুরো আর টুকরোর ভিতর থেকে উঁকি দিল তার মাথাটা, তারপর অতিকষ্টে পুরো শরীরটা টেনে তুলল সে। পিরোর মাথা থেকে লাল রঙ নামছে স্রোতের মত, পা পর্যন্ত রাঙিয়ে দিয়েছে তাকে। আবার শুরু করল সে তার দৌড়। তিন কদমও এগোয়নি পিরো, ওর মাথা স্পর্শ করল দ্বিতীয় বৃষ্টিটা। ঝুরোর পরিমাণ কম এটায়, টুকরোগুলো বড় বড়। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ছুটল পিরো। এখন আর ভাল দেখা যাচ্ছে না তাকে।

হঠাৎ থামল বৃষ্টি। দেখার জন্যে মাত্র এক পলক সময় পেল রানা। টুকরো বরফের স্তূপ, তার ভিতর থেকে দুটো ইম্যাকুলেট হ্যান্ড উঠে এল উপরে, কিছু ধরার জন্যে ছটফট করছে। পরমুহূর্তে তার সমস্ত প্রয়াস বন্ধ করে দিতে বিশাল একখণ্ড বরফ নেমে এল উপর থেকে। পঞ্চাশ টনের কম হবে না। তার উপর পড়ল আর একটা দেড়শো টনের মত। তারপর চারপাশে একের পর এক, অসংখ্য।

ঢেকে গেল গোটা এলাকাটা।

প্রকাণ্ড হিমবাহ দুলছে আহত কিংকঙের মত। গান প্ল্যাটফর্মে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছে স্যার ফ্রেডারিক উপরে দিকে। দূরত্বটা অনুমান করার চেষ্টা করল রানা। সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লে ডেস্ট্রয়ারকে স্পর্শ করবে কিনা, খসে পড়ার পর হিসেবটা শেষ করার আর অবসর পেল না ও। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল হিমবাহ। কি হলো বুঝল না কেউই—দুই সেকেন্ড পর নিজেকে রানা আবিষ্কার করল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে সাত হাত দূরে, মেঝের উপর। ডেস্ট্রয়ার মত্ত হাতীর মত এখনও লাফাচ্ছে, রানার মনে হলো প্রতিটি লাফের সাথে পানি থেকে শূন্যে উঠে পড়ছে ডেস্ট্রয়ার কম করেও হাত খানেক। একযোগে শয়ে শয়ে বজ্রপাতের মত শব্দ ছাড়া আর কিছুই ঢুকছে না কানে। গলহার্ডি রেবেকাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে, আটকে গেছে ওর শরীরটা অপ্রশস্ত প্যাসেজের মুখে। ডেস্ট্রয়ারের লাফ ঝাঁপ বন্ধ হলেও, থরথর করে কাঁপছে তখনও স্টীল বডিটা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গিয়ে সাইটে চোখ রাখতে বিস্ময় ধ্বনি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। গান প্ল্যাটফর্ম কেন, কিচ্ছু নেই। গোটা থম্পসন আইল্যান্ড চাপা পড়ে গেছে বরফের নিচে। সামান্য একটু দেখা যাচ্ছে কেবল পাহাড়ের ন্যাড়া মাথা। অকস্মাৎ পাহাড়ের মাথার উপর দেখতে পেল রানা সেই প্রকাণ্ড আলব্যাট্রস পাখিটাকে। যেন কিছুই ঘটেনি এমনি নির্বিকার ভঙ্গিতে চক্কর দিচ্ছে সেটা আকাশে। প্রকৃতির এই ধ্বংসযজ্ঞে কিছুই এসে যায় না তার। যেন সবই স্বাভাবিক।

ঢেউগুলো পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করে ছুটে আসছে ডেস্ট্রয়ারের দিকে, দেখতে পেল রানা। হিমবাহের পতন ইনলেটের পানিকে তুলে আছাড় মারছে এখনও।

'সাবধান, গলহার্ডি!' হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল রানা। 'ঢেউ…'

কথা শেষ করার আগেই প্রথম ঢেউটা এসে ধাক্কা মারল থোর্সহ্যামারকে।

দেড় মিনিট টর্পেডো টিপয়ের গোড়া ধরে ডেস্ট্রয়ারের দুলুনি সহ্য করল রানা। গলহার্ডি উঠে দাঁড়াল, 'গেছে, না?'

'যেত না,' বলল রানা। 'আলব্যাট্রস ফুটের একার কর্ম ছিল না ওটাকে গোড়া থেকে ধসায়—তোমার টর্পেডোতেই আসল কাজ হয়েছে।'

রানার চোখের দৃষ্টি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে দেখে পিছন ফিরতে গেল গলহার্ডি, পিঠে একটা শক্ত ধাতব পদার্থের স্পর্শ অনুভব করতেই কাঠ হয়ে গেল সে।

আড়চোখে এপাশ ওপাশ দু'পাশেই তাকাল গলহার্ডি। দুটো স্টেনের ব্যারেল দেখতে পেল শুধু। পিঠে খোঁচা খেয়ে সামনে বাড়ল সে। দু'পা বাড়তে না বাড়তেই হুকুমের কড়া কণ্ঠ, 'হোল্ড!'

কালো চকচকে পিস্তল হাতে নিয়ে গলহার্ডির পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেল একজন ছয় ফুট লম্বা লোক। মাথা জুড়ে বিরাট ব্যান্ডেজ তার, বাঁ হাতটা গলার সাথে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে বুকের কাছে।

ব্যাজ দেখেই পরিচয় পেয়ে গেল রানা। 'ক্যাপ্টেন সানকিড?'

রানার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, 'অবশ্যই? তুমি কে? ডেকে এসব ঘটছে কি? কার হুকুমে ডেস্ট্রয়ারে উঠেছ তোমরা? কোন্ সাহসে আমার নাবিক আর ক্রুদের মারাত্মকভাবে জখম করে...'

পিস্তলের দিকে একবার তাকালও না রানা। 'ক্যাপ্টেন, সব প্রশ্নের উত্তরই আপনি পাবেন,' কথাটা বলে এতটুকু ইতস্তত না করে রেবেকার দিকে এগোল ও। একপাশে সরে গেল ক্যাপ্টেন সানকিড। তার হাতের পিস্তলের নলটা অনুসরণ করছে রানাকে। রেবেকাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে প্যাসেজের দিকে এগোল রানা। 'এসো, গলহার্ডি।'

তিনজন স্টেনগানধারী বোকার মত চেয়ে রইল ক্যাপ্টেন সানকিডের দিকে। ইঙ্গিত পেয়ে তারা অনুসরণ করল রানা আর গলহার্ডিকে। সবার পিছনে ক্যাপ্টেন স্বয়ং।

প্যাসেজের বাইরে ভিড়টা উত্তেজিত। রানাকে দেখে চাপা আক্রোশে ফেটে পড়ল সবাই। কিন্তু গম্ভীর ক্যাপ্টেনকে পিছু পিছু আসতে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল গুঞ্জন। দু'পাশে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল ভিড়টা রানাকে।

সোজা ওয়ার্ডরুমে এসে ঢুকল ওরা। টেবিলে শুইয়ে দিল রানা রেবেকাকে। গলহার্ডিকে বলতে হলো না, সে-ও একটা টেবিলে লম্বা হলো। সার্জেন রেবেকার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে কোনও কথা না বলে গলহার্ডির দিকে একটি আঙুল তুলল শুধু রানা।

ওয়ার্ডরুমের ভিতর, দরজার দু'দিকে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল স্টেনগানধারী সেন্ট্রি দু'জন। অপরজন ক্যাপ্টেন সানকিডের সাথে ঢুকল ভিতরে, দাঁড়াল রানার কাছ থেকে পাঁচ হাত ব্যবধান রেখে, ক্যাপ্টেন সানকিডের পাশে।

রেবেকার পালস দেখে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাসের সাথে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'কে তুমি?' ক্যাপ্টেন সানকিডের গলায় এখন আর সেই ঝাঁঝ নেই, তার কারণ ডেক হয়ে ওয়ার্ডরুমে ঢোকার সময় তাকে একজন সাব লেফটেন্যান্ট জানিয়েছে যে হিমবাহটা ধসে গেছে বলেই কামানের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছে থোর্সহ্যামার, এবং হিমবাহটাকে ধসে পড়তে সাহায্য করেছে চারটে টর্পেডো। 'সিভিলিয়ন হয়ে তোমরা দু'জন জানলে কিভাবে টর্পেডো...'

নিজের পরিচয় দিল রানা সংক্ষেপে। গলহার্ডির প্রসঙ্গ তুলে বলল, 'অপর সিভিলিয়ন, আপনার ভাষায়, এক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ টর্পেডো-ম্যান গলহার্ডি, ট্রিসটান আইল্যান্ডার। কোহলারের মিটিওরকে ডুবিয়ে দিয়েছিল ওরই টর্পেডো।'

'এইচ. এম. এস স্কটের টর্পেডো-ম্যান গলহার্ডি?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ।'

'রানা...' রেবেকা জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসেছে টেবিলের উপর। 'ড্যাডি...' চারদিকে তাকাল সে ওয়ার্ডরুমের। লাইন দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে স্বল্প আহতরা। যাদের অবস্থা গুরুতর তাদেরকে শুইয়ে রাখা হয়েছে মেঝেতে। 'ওহ্ গড।' ফুঁপিয়ে

উঠল রেবেকা একজন তরুণকে দেখে, কাঁধ থেকে তার ডান হাতটা নেই। 'এরা সবাই যদি আহত হয়ে থাকে, মরেছে কতজন? রানা, কামানটা থেমে আছে কেন? ড্যাডি কি...'

'গ্লেসিয়ার ধসে পড়েছিল, রেবেকা। হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্যে আমি আর গলহার্ডি চারটে টর্পেডো মেরে ধসে পড়ার কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হবার ব্যবস্থা করেছি। আর কোন উপায় ছিল না আমাদের।'

'সে কে? কে সেই খুনী? কে আমার ডেস্ট্রয়ারকে আচমকা আক্রমণ করে এমন ঝাঁঝরা করেছে?' অস্থির ক্রোধে থরথর করে কাঁপছে প্রৌঢ় ক্যাপ্টেন। 'ইন গডস নেম, কেন করা হলো এটা? ইট ইজ নট ওয়র। উইদাউট প্রোভোকেশন...'

'থম্পসন আইল্যান্ডের নাম শুনেছ কখনও?' ক্যাপ্টেনকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'থম্পসন আইল্যান্ড।' হোঁচট খেল ক্যাপ্টেন, অবিশ্বাস ফুটে উঠল চোখে। 'তুমি বলতে চাইছ...'

'হ্যাঁ, আমি সেই রহস্যময় থম্পসন আইল্যান্ডের কথাই বলতে চাইছি,' বলল রানা। 'যার সন্ধান এত বছর কেউ পায়নি। কিন্তু ক্যাপ্টেন, তোমার চোখের সামনে কুঁজো হয়ে রয়েছে, ওই দেখো, থম্পসন আইল্যান্ড।' দম নিয়ে বলল রানা। 'তোমার ডেস্ট্রয়ারকে যে লোক আক্রমণ করেছিল

'কে সে?'

'থম্পসন আইল্যান্ডের এক প্রেমিক,' রেবেকার দিকে চোখ রেখে বলল রানা। 'দুঃখ এই যে, থম্পসন আইল্যান্ডের প্রেমে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সে।'

প্রথম থেকে সংক্ষেপে সবটা শোনাল রানা। শুরু করল ক্যাপ্টেন নোরিশের চার্ট দিয়ে। চার্টটা ওর কাছে আছে জানতে পেরে স্যার ফ্রেডারিক ট্রিসটানে গিয়ে ওকে তুলে নেয়—তারপর যা যা ঘটেছে, সব বলল ও। ওয়াল্টার সী-প্লেনটাকে গুলি করে নামায় শুনে ক্যাপ্টেন রাগে কাঁপতে শুরু করল। তাকে শান্ত করল রানা এই বলে, 'কয়ক হাজার টন বরফের নিচে থেকে তাকে বের করা সম্ভব নয়, ক্যাপ্টেন। আপনার হাত থেকে শাস্তি পাবার বাইরে চলে গেছে সে।'

সবটা শুনে রানার কাঁধে চাপড় দিল ক্যাপ্টেন। 'আই য়্যাম গ্রেটফুল টু ইউ!'

রেবেকার জন্যে কেবিনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ওকে বাঙ্কে শুইয়ে দিয়ে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসল রানা ও ক্যাপ্টেন। কাঁধে ব্যান্ডেজ নিয়ে এমন সময় ভিতরে ঢুকল গলহার্ডি। রেবেকাকে উঠে বসে থাকতে দেখে একগাল হাসল আইল্যান্ডার।

মৃদু হাসল রেবেকাও।

'উহুঁ, আরও বড় করে হাসুন।' গলহার্ডি হাত রাখল রেবেকার মাথায়। 'মন খারাপ নাকি?' গম্ভীর হলো সে, দৃঢ় গলায় বলছে, 'কিন্তু মন খারাপ করবেন কেন? কেন? আমি তো বলি যা ঘটল ভালর জন্য ঘটেছে। ওকে জেল খাটতে...না, ফাঁসিতে ঝুলতে দেখলে কি আরও বেশি দুঃখ পেতেন না? তার চেয়ে কি ভাল হয়নি ব্যাপারটা?'

রেবেকা মাথা নিচু করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ক্যাপ্টেন এগিয়ে গিয়ে গলহার্ডির হাত তুলে নিল নিজের হাতে। গ্ল্যাড টু মিট ইউ, টর্পেডো-ম্যান আইল্যান্ডার, গলহার্ডি।'

গলহার্ডি মুচকি হাসল, রানার দিকে চেয়ে কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ করল সে। 'সব ফাঁস করে দিয়েছ, কেমন?'

'অজানার উদ্দেশে অভিযানে নরওয়েজিয়ানরা সব সময় এক পায়ে খাড়া,' বলল ক্যাপ্টেন। 'আমরা Kon Tiki র‍্যাফট সংগ্রহ করে রেখেছি একটা মিউজিয়ামে। গোটা দুনিয়ার আর একটাও যদি মিউজিয়ামে রাখার মত বোট থাকে তো সেটা তোমার হোয়েল বোট। এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার, গলহার্ডি, খোলা বোট নিয়ে কেউ অমন ঝড়ের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে! তোমার অনুমতি পেলে. তোমার বোটটাকে আমি সাথে করে নিয়ে যাব নরওয়েতে। আগামীকাল সাড়ম্বর উৎসব হবে এখানে, থম্পসন আইল্যান্ড জয়ের সম্মানে। আমরা পতাকা তুলব এবং তোপ দাগব।'

রেবেকার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। কানের কাছে অস্ফুট স্বরে বলল, 'তোমাকে আমি ভালবাসি।'

প্যারির ধনুকের মত উজ্জ্বল চোখে রানাকে দেখছে রেবেকা। মুক্তোর মত দু ফোঁটা পানি চোখের কোণে।

একযোগে অসংখ্য বজ্রপাতের মত দূর থেকে আবার ভেসে এল বরফ ভাঙার শব্দ। থরথর করে কেঁপে উঠল থোর্সহ্যামার।

মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় দেখাল ক্যাপ্টেনকে, কিন্তু গান ফায়ার নয় বুঝতে পেরে স্বাভাবিক হলো সে। 'তোমার নিজের মুখ থেকে অভিযানটা সম্পর্কে সব শুনতে চাই আমি,' বলল গলহার্ডিকে। 'আমি জানি, এর চেয়ে ইন্টারেস্টিং একসাইটিং অভিযান আর হতে পারে না।'

শুরু করল গলহার্ডি। রানা চেয়ে আছে রেবেকার চোখে—রেবেকা রানার। আরও কিছু যেন আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছে ওরা একে অপরের চোখে।

ক্যাপ্টেন বলছে গলহার্ডিকে. শুনতে পেল রানা, 'রানার কথাই সত্যি বলে মনে হচ্ছে। স্যার ফ্রেডারিক পাগল হয়ে গিয়েছিল। কি আছে থম্পসন আইল্যান্ডে যে প্রেমে পড়তে হবে? ছোট্ট একটা ইউজলেস দ্বীপ...'

সীজিয়ামের রগগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতেই শিউরে উঠল রানা। ক্যাপ্টেন জানে না। হঠাৎ রানা অনুভব করল রেবেকা ও গলহার্ডি চেয়ে আছে ওর দিকে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল ওর, যদি মুখ খোলে ওরা! আড়চোখে দেখল মাথা নেড়ে গলহার্ডিকে নিষেধ করছে রেবেকা।

স্বস্তিবোধ করল রানা। গলহার্ডি তেমন বোঝেও না কি বস্তু এই সীজিয়াম, কাউকে বলবার প্রশ্ন এমনিতে ওঠেও না তার বেলায়। আগ্নেয়গিরির গায়ে সাঁটা রগগুলো দেখেও কারও কিছু বোঝার উপায় নেই। সীজিয়াম সম্পর্কে জানে সারা পৃথিবীতে স্যার ফ্রেডারিকের মত বিশেষজ্ঞ এমন আরও তিন-চারজন বিজ্ঞানী হয়তো আছে, কিন্তু তারাও কেউ জানবে না কোনদিন থম্পসন আইল্যান্ডে এ

পদার্থ আছে কিনা। আর যে-কোন লোক রগগুলো দেখে ভাবতেই পারবে না ওগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে অমূল্য খনিজ পদার্থ—সীজিয়াম। সাধারণ বিজ্ঞানীরা তো ধরতেই পারবে না Pollucite-এর সাথে সীজিয়ামের পার্থক্য কোথায়। খুনে স্রোত, দুর্ভেদ্য কুয়াশা আর সাউদার্ন ওশেনের অ্যাটমোসফেরিক মেশিন থম্পসন আইল্যান্ডকে চারদিক থেকে আতঙ্কের বেড় দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছে—সীজিয়াম সত্যি দুষ্প্রাপ্য, দুষ্প্রাপ্য হয়েই থাকবে চিরকাল। সীজিয়ামের কথা প্রকাশ না হলে কে-ই বা আকৃষ্ট হবে থম্পসন আইল্যান্ডের প্রতি?

'সত্যিই ইউজলেস।' প্রতিধ্বনি তুলল রানা।

শ্রাগ করল ক্যাপ্টেন সানকিড। 'হোয়েলাররা হারবার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে আমার কিছু বলার নেই,' বলল সে, 'কিন্তু রিস্কটা ভেবে দেখেছ? এর চেয়ে তো বভেট অনেক কাছে, এর চেয়ে অর্ধেকও দুর্গম নয় সেটা, কিন্তু কই, বছরে ক'টা ক্যাচারই বা তার অ্যাঙ্কোরেজ ব্যবহার করে, বলো?'

ভৌগোলিক স্ট্রাটেজি, কেপ অভ গুড হোপ সী-রুট এবং সাউথ পোল ফ্লাইটের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'ইউজলেসই বটে! হোয়েলারদের হারবার হিসেবেও অযোগ্য।'

কাছে থেকেও কাছে নেই গলহার্ডি, সিলিঙের দিকে চেয়ে বহুদূরে কান পেতে আছে। বরফ ভাঙার শব্দ শুনছে সে। ক্যাপ্টেন সানকিড ব্রিজে ফিরে গেছেন।

রানার মুখের কাছে মুখ তুলে রেবেকা বলল, 'বুড়ো জন ওয়েদারবাই বেঁচে থাকলে খুশি হতেন, তিনি চাননি...'

রেবেকার মুখে হাত চাপা দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, 'হ্যাঁ। তিনি চাননি। এবং আমরাও চাই না।'

হাত সরিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরাল রানা।

'এরপর?' হঠাৎ প্রশ্নটা করল রেবেকা। 'এরপর কি হবে, রানা?'

গলহার্ডির সংবিৎ ফিরল, নিজের উত্তরটা দিতে এতটুকু দেরি করল না সে। 'থোর্সহ্যামার থেকে নেমে যাব আমি আমার হোয়েল বোট নিয়ে, ট্রিসটানের কাছাকাছি কোথাও। তুমি, রানা?'

রেবেকার দু'চোখ ভরা প্রত্যাশা লক্ষ করে কি এক আনন্দে বুক ভরে উঠল রানার। 'তোমার হোয়েল বোটেই থাকব আমি, গলহার্ডি।'

'হোয়েল বোটে আমারও কি জায়গা হবে না, রানা?'

হোঃ হোঃ করে কেবিনের চার দেয়াল কাঁপিয়ে অট্টহাসি দিল গলহার্ডি। হাসি থামতে বলল, 'হোয়েল বোটটা আমার, ম্যাম। প্রার্থনা আমার কাছে পেশ করতে হবে।'

'বেশ,' মৃদু হেসে বলল রেবেকা। 'প্রার্থনা জানিয়েছি, তা কি মঞ্জুর হলো?'

'রানার অনুমতি ছাড়া কারও কোন প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করি না,' বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল গলহার্ডি ওদেরকে নিভৃতে রেখে।

'ট্রিসটান থেকে কার্গো শিপে কেপ টাউন...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে রেবেকা বলল, 'বভেটের পাহাড়ে তোমাকে কি

বলেছিলাম মনে আছে, রানা?'

'হ্যাঁ,' রানার চোখে চোখ রেখে উজ্জ্বল হাসল রেবেকা। 'জ্যামাইকায় ওইরকম একটা জায়গা আছে, দেখেছি আমি, বিক্রি হবে বলে শুনেছি—এত সুন্দর যে কি বলব তোমাকে! ঠিক যেমনটি চাই...'

উৎসাহিত হয়ে উঠল রানা। 'এসো তাহলে কিনেই ফেলি ওটা। আমি অর্ধেক টাকা দেব, তুমি অর্ধেক।'

'কিন্তু রানা, আর একটু ভেবে দেখবে না তুমি?' বলল রেবেকা। 'বিপদ, ভয় আর রোমাঞ্চ হচ্ছে তোমার জীবন, পারবে খামারের শান্ত জীবন মেনে নিতে? খারাপ লাগবে না তোমার, একঘেয়ে লাগবে না?'

'খারাপ লাগবে?' বিস্মিত দেখাল রানাকে। 'স্বপ্নের জিনিস কি কখনও খারাপ লাগে? আর একঘেয়ে তো লাগতেই পারে না। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ফসল বুনছে, চাষাবাদ করছে, পশুপাখি পালছে—এর মধ্যে যদি বৈচিত্র্য না থাকত, আজও মানুষ এসব করত নাকি? একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবে ফসল বোনা, ফসল তোলা এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির অপূর্ব এক ছন্দ, সৃষ্টির ছন্দ—একঘেয়ে হবে কিভাবে? বছরের দুটো মাস আমরা অনাবিল প্রকৃতির কোলে সঁপে দেব নিজেদের...'

ঝিক করে হাসি ফুটল রেবেকার মুখে। 'আর বাকি দশটা মাস?'

নতুন এক চিন্তায় রানা তখন আত্মমগ্ন। থম্পসন আইল্যান্ড অভিযান শেষ হয়েছে। ক্যাপ্টেন নোরিশ, বিগ জন ওয়েদারবাই, বুড়ো জন ওয়েদারবাই এবং মেজর জেনারেল রাহাত খানকে অসম্মান করেনি সে। এঁরা কেউ চাননি থম্পসন আইল্যান্ড রি-ডিসকভার হোক। তার কারণ, সীজিয়ামের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে তাতে। থম্পসন আইল্যান্ড পুনরাবিষ্কার করেছে রানা, ঠিক, কিন্তু এর পজিশনের কথা কাউকে জানতে দেয়নি ও, সীজিয়ামের ব্যাপারটাও প্রচার হতে দেয়নি।

পিছন দিকে তাকিয়ে অভিযানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার স্মরণ করল রানা। অসংখ্য সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়েছে ওকে, কোনটাতেই তো ব্যর্থতার পরিচয় দেয়নি ও। তার মানে কি দাঁড়ায়? কোথাও না কোথাও ভুল করেছিল ডাক্তার মেহফুজ। ও নিজেই প্রমাণ করেছে নিজের কাছে, এখনও রুখে দাঁড়াবার, বিজয়ী হবার ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে। কাজেই যে জীবন ওর পছন্দ সেই জীবন থেকে সরে দাঁড়াবে না ও কিছুতেই।

পুরানো প্রশ্নটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল: আচ্ছা, মেজর জেনারেল কি সত্যিই ওকে বিদায় করে দিয়েছেন, নাকি আসলেই ওকে ছুটি দিয়েছেন? ব্যাপারটা কি বুড়ো খোকার নিষ্ঠুরতা, নাকি ডাক্তার মেহফুজের ভুল? সে যাই হোক...

চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল রানা। যাই ঘটে থাকুক, বি সি আই-এ ফিরে যাচ্ছে না সে কিছুতেই, হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করলেও না। কি ভেবেছে ওরা...

সিগারেট ধরাল রানা। বছরের দুটো মাস কাটাবার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে ফেলেছে ওরা। এবার চিন্তা করতে হবে বাকি দশ মাসের ব্যাপারে। আন্তর্জাতিক

একটা তদন্ত সংস্থা গঠন করবে ও। দুনিয়ার সব বড় বড় দেশের রাজধানীতে থাকবে সেই সংস্থার ব্রাঞ্চ অফিস, হেড কোয়ার্টার হিসেবে ওর পছন্দ নিউ ইয়র্ক, রেবেকার সাথে এ ব্যাপারে এক্ষুণি পরামর্শ...

চোখ ফেরাতেই রানা দেখল মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে রেবেকা। ঠোঁটের কোণে আশ্চর্য মিষ্টি একটুকরো হাসি।

****